মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর নবম রত্ন

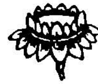
পঞ্চদশী

তৃতীয় খণ্ড

("আনন্দ" পঞ্চক)

মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, রামকৃষ্ণবিরচিত টীকার পদানুপদ, বঙ্গানুবাদ ও

অন্যান্য টীকাটিপ্পনীর সাহায্যে বিশদীকৃত।



অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

৺কাশীধাম। ৪৪ নং কামাখ্যালেনস্থ মঠ হইতে প্রকাশিত।

প্রকাশক—ব্রহ্মচারী পরমানন্দ।

[মূল্য—৪৲ চারিটাকা

অনুবাদকের নিবেদন—

পরম করুণাময়ের কৃপায় 'পঞ্চদশী'র পাঁচ অধ্যায় তৃতীয় খণ্ডরূপে "আনন্দ-পঞ্চক" নামে প্রকাশিত হইল। ইহাতে মূল, অন্বয়, মূলের বঙ্গানুবাদ এবং রামকৃষ্ণ বিরচিত টীকার পদানুপদ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে এবং আবশ্যক মত টিপ্পণী সংগ্রহ করিয়া স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের অনুপপত্তি অপসারণ কল্পে অনুবাদ এবং টিপ্পণী প্রভৃতি সহজবোধ্যরূপে প্রদত্ত এবং বিশদীকৃত হইয়াছে।

নানারূপ বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া তৃতীয়খণ্ড প্রকাশিত হওয়ায় কিছু দোষ-ত্রুটি এড়ান সম্ভবপর হয় নাই। প্রয়োজনীয় কাগজ বাজারে নিয়মিত সরবরাহ না হওয়ায় ও তদুপরি দুরারোগ্য বেরীবেরী রোগে আমি দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়ায় প্রুফ্ প্রভৃতি সংশোধনের লোকাভাবে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিতে বিলম্ব হইল। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ এইরূপ অনিচ্ছাকৃত দোষ-ত্রুটিগুলি ক্ষমাদৃষ্টিতে দেখিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আপনারা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ লাভ করিলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

৮ই শ্রাবণ, সন ১৩৫৪
মগনীরাম মঠ, কাশী।

অনুবাদক—
শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সরলা প্রেস, বাঁসফাটক, বেনারস সিটি, হইতে শ্রীপরেশনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পঞ্চদশী

বিষয়বিশ্লেষণ সূচী

একাদশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ।

দ্বাদশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ।

গৌণ ; দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শন (৪০)। (ঞ) পঞ্চকোশের মিথ্যাত্মতা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন (৪১)। (ট) সাক্ষীর মুখ্যাত্মতার উপপাদন (৪২)। (ঠ) তিন প্রকার আত্মার মধ্যে যোগ্যেরই মুখ্যতা অপরের গৌণতা (৪৩)। (ড) উক্ত অর্থের সবিস্তর বর্ণন (৪৪-৪৮)। (ঢ) ৩৯-৪৩ এই পাঁচটি শ্লোকোক্ত তিন আত্মার ব্যবহার বিশেষে প্রধানতা ব্যবহার দৃষ্টান্ত (৪৯)। (ণ) ফলিতার্থ—আত্মায় অতিশয় প্রীতি, আত্মার উপকারকে প্রীতি, অবশিষ্টে উভয়াভাব (৫০)।

(ক) ৫০ শ্লোকোক্ত অন্য শব্দের অর্থ নির্ণয়কালে বস্তুর চতুর্ব্বিধতা (৫১)। (খ) উক্ত চতুর্ব্বিধতা প্রদর্শন ; প্রীতি অনুসারে উক্ত চতুর্ব্বিধ বিভাগে বস্তু নিয়ম নাই (৫২)। (গ) দ্বেষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রেও নিয়মাভাব (৫৩)। (ঘ) প্রিয়াদি ব্যবহারের ব্যবস্থা ও লক্ষণ (৫৪)। (ঙ) প্রতিপাদিত অর্থের সংক্ষেপে বর্ণন। সেই অর্থে 'মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণলব্ধ' সমর্থন (৫৫)। (চ) আত্মার প্রিয়তমতা বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্তর্গত 'পুরুষ-বিধ' ব্রাহ্মণবাক্যের অর্থ (৫৬)। (ছ) শ্রুতি বিচারদ্বারা আলোচ্য সাক্ষীর মুখ্যাত্মতাসিদ্ধি ; সেই বিচারের স্বরূপ (৫৭)। (জ) আভ্যন্তর বস্তুর দর্শন প্রকার (৫৮)। (ঝ) আত্মার উপকারক প্রাণ হইতে ধন পর্য্যন্ত বস্তুসমূহের আপেক্ষিক আন্তরতা এবং তদনুসারে প্রীতির তারতম্য (৫৯)। (ঞ) প্রীতির তারতম্যের স্পষ্টীকরণ (৬০)। (ট) আত্মার প্রিয়তমতা-বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে বিবাদ, শ্রুতি বর্ণিত ; বিবাদের সিদ্ধান্ত নির্ণয় (৬১)। (ঠ) জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে সেই বিবাদের বর্ণন (৬২)। (ড) আত্মভিন্ন বস্তুর প্রিয়তাবিষয়ে প্রশ্ন, শিষ্যকর্তৃক হইলে জ্ঞানীর উত্তর বরস্বরূপ, প্রতিবাদী কর্তৃক হইলে শাপস্বরূপ (৬৩)। (ঢ) জ্ঞানীর উত্তরের আকার, শিষ্যের পুত্রাদিবিষয়ে নিজ-কথিত প্রিয়তার দোষদৃষ্টি (৬৪) (ণ) পুত্রাদিতে দোষদৃষ্টির বর্ণন (৬৫—৬৮)। (ত) প্রতিবাদীর প্রতি জ্ঞানীর ৬৩ শ্লোকোক্ত বচন অভিসম্পাতস্বরূপ (৬৯)। (থ) জ্ঞানীর ঈশ্বররূপ ; সেই ঈশ্বরতাবিষয়ে অব্যবহিত পরবর্তী শ্রুতির তাৎপর্য্য (৭০) (দ) ব্যতিরেকমুখে প্রতিপাদিত উক্ত অর্থের অন্বয়মুখে প্রতিপাদক শ্রুতিচনের অর্থ (৭১)। (ধ) আত্মা পরমানন্দস্বরূপ (৭২)।

——:•:——

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ

——:•:——

পঞ্চদশী

(আনন্দপঞ্চক—'অসি'পদার্থরূপ অদ্বৈতৈক্য প্রতিপাদন।)

একাদশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

(একাদশাদি অধ্যায়পঞ্চক 'ব্রহ্মানন্দ' নামক পৃথক্‌গ্রন্থ*, তন্মধ্যে চিত্তৈকাগ্রতাদ্বারা যে আনন্দ আবির্ভূত হয় সেই আনন্দ, এই প্রকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'যোগানন্দ'।)

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
ব্রহ্মানন্দাভিধং গ্রন্থং ব্যাকুর্ব্বে বোধসিদ্ধয়ে॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া, জ্ঞানসিদ্ধির জন্য এই ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতেছি।

গ্রন্থকার, ব্রহ্মানন্দনামক যে গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ যাহাতে নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হয় সেইহেতু এবং বিঘ্নরূপ পাপের অর্থাৎ পাপফলের নিবৃত্তির জন্য, ইষ্টদেবতার স্বরূপানুস্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া, এই গ্রন্থ শ্রবণে যাহাতে শ্রোতার প্রবৃত্তি জন্মে, সেইহেতু প্রয়োজন সহিত গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়টি জানাইয়া, গ্রন্থারম্ভ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।

ব্রহ্মজ্ঞান যে, অনর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির কারণ, শ্রুতিবচনদ্বারা তাহার বর্ণন। ব্রহ্মের আনন্দরূপতা, অদ্বিতীয়তা ও স্বপ্রকাশতা সিদ্ধি।

১। ব্রহ্মজ্ঞান অনর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির কারণ—অনেক শ্রুতিবচন-দ্বারা তাহার বর্ণন।

(ক) ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থের আরম্ভ, প্রতিজ্ঞা ও ফল কথন।

ব্রহ্মানন্দং প্রবক্ষ্যামি জ্ঞাতে তস্মিন্নশেষতঃ।
ঐহিকামুষ্মিকানর্থব্রাতং হিত্বা সুখায়তে॥ ১

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দম্ প্রবক্ষ্যামি, তস্মিন্ জ্ঞাতে (লোকঃ) ঐহিকামুষ্মিকানর্থব্রাতম্ অশেষতঃ হিত্বা সুখায়তে।

---

* ইহা যে পৃথক্‌গ্রন্থ তাহা "জীবন্মুক্তিবিবেকে" (বঙ্গানুবাদের ১২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) শ্রীবিদ্যারণ্যোক্তিদ্বারা নিশ্চিত হয়। তথায় "পুত্রদ্বয়কে বিচার 'ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থে ঐরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে" অনন্তর [illegible] শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

অনুবাদ—যে ব্রহ্মানন্দ জানিলে—বিচারদ্বারা প্রাপ্ত হইলে—লোকে ইহলোক সম্বন্ধীয় ও পরলোক সম্বন্ধীয় অনর্থসমূহকে অর্থাৎ যাবতীয় দুঃখকে, সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইতে পারে, সেই ব্রহ্মানন্দের প্রতিপাদক গ্রন্থ আমি রচনা করিতেছি।

টীকা—"নির্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষ-নিরূপণৈঃ॥"—নিরুপাধিক পরব্রহ্মকে যাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে অর্থাৎ অপরোক্ষভাবে জানিতে অসমর্থ, সেইরূপ মন্দবুদ্ধি অধিকারিগণ, সোপাধিক ব্রহ্মের নিরূপণদ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত হন—এই মর্ম্মের শাস্ত্রবচনানুসারে সবিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার যথার্থ স্বরূপ—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, ইহাই বুঝাইবার জন্য সমস্ত দেবতার মূলস্বরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মের উল্লেখ করিলেন: যেমন বৃক্ষের মূলস্পর্শদ্বারা সর্ব্বাঙ্গস্পর্শ হয়, সেইরূপ। এইহেতু এবং [আনন্দঃ ব্রহ্ম—তৈত্তি-উ, ৩।৬।১]—'আনন্দ (অর্থাৎ মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর) হইতেছেন ব্রহ্ম', ইত্যাদি শ্রুতিবচনদ্বারা ব্রহ্মের আনন্দরূপতা কথিত হওয়ায় —এবং 'ব্রহ্মানন্দ'—এই আনন্দরূপ ব্রহ্মের বাচকশব্দের উচ্চারণ হওয়ায় ব্রহ্মের স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ সিদ্ধ হইল, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—[যৎ হি মনসা ধ্যায়তি তৎ উ বাচা বদতি—কৌষীতকী উ, ২।১৩ (?)]—যাহা মনদ্বারা ধ্যান করা যায় তাহাই বাক্যদ্বারা কথিত হয়, ইহাই নিয়ম। আর সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য বস্তু বলিয়া, সেই বেদান্ত শাস্ত্রের প্রকরণস্বরূপ এই "ব্রহ্মানন্দ" নামক গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তুও সেই ব্রহ্ম। এইরূপে 'ব্রহ্ম' শব্দের উচ্চারণদ্বারা গ্রন্থের 'বিষয়'ও সূচিত হইয়াছে। আর প্রথম শ্লোকের "ঐহিকামুষ্মিকানর্থ" ইত্যাদি শেষার্দ্ধদ্বারা অনর্থের নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি এই দুইটিই গ্রন্থের 'প্রয়োজন', ইহা গ্রন্থকার গ্রন্থের আদিতেই (অথবা নিজমুখে অর্থাৎ তদ্বাচক শব্দোচ্চারণদ্বারা) বলিয়া দিলেন। "ব্রহ্মানন্দম্"—ব্রহ্মরূপ যে আনন্দ তাহাই 'ব্রহ্মানন্দ'; ইহাই ব্রহ্মানন্দ পদের বাচ্যার্থ। আর 'বাচ্য' অর্থাৎ প্রতিপাদ্য 'ব্রহ্ম' ও তাহার বাচক বা প্রতিপাদক গ্রন্থ এই দুইটি অভেদারোপপূর্ব্বক কথিত হওয়ায়, সেই বাচ্যার্থ ব্রহ্মানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দের প্রতিপাদক এই গ্রন্থ উভয়ই 'ব্রহ্মানন্দ' নামে কথিত হইয়াছে, তাহাই "প্রবক্ষ্যামি"—আমি বলিব, "তস্মিন্ জ্ঞাতে"—সেই প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক 'ব্রহ্মানন্দ'কে জানিলে, হৃদয়ে ধারণা করিলে, লোকে "ঐহিকামুষ্মিকা-নর্থব্রাতম্"—'ঐহিক' অর্থাৎ ইহলোকে যাহা হয়—দেহ পুত্রাদিতে 'আমি' 'আমার' অভিমান জনিত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপরূপ এবং 'আমুষ্মিক' অর্থাৎ পরলোকে যাহা হয়—স্বর্গচ্যুতিভয়, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতিরূপ 'অনর্থব্রাতম্'—অনর্থের সমূহকে, "অশেষতঃ"—যাহাতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইতে পারে এইরূপে, "হিত্বা"—পরিত্যাগ করিয়া, "সুখায়তে"—সুখস্বরূপ ব্রহ্মই হয়।১

ব্রহ্মজ্ঞান অনিষ্টনিবৃত্তি ও ইষ্টপ্রাপ্তির কারণ, এই বিষয়ে অনেক শ্রুতিবচন ও স্মৃতিবচন প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছে। ইহাই দেখাইবার জন্য দুইটি শ্রুতিবাক্য অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন—[ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন; এবং সনৎ-কুমারের প্রতি নারদের উক্তি [শ্রুতম্ হি এবম্ এব ভগবদ্দৃশেভ্যঃ তরতি শোকম্ আত্মবিৎ ইতি সঃ অহম্ ভগবঃ শোচামি, তম্ মা ভগবান্ শোকস্য পারম্ তারয়তু—ছান্দোগ্য উ, ৭।১।৩] —ভগবান্ আপনার ন্যায় লোকের মুখে শুনিয়াছি যে আত্মজ্ঞব্যক্তি, শোক—অর্থাৎ অকৃতার্থতা-

বুদ্ধিরূপ মনস্তাপ অতিক্রম করিয়া থাকে। ভগবান্ সেই (শাস্ত্রজ্ঞানবান্ হইয়াও) আমি শোক অর্থাৎ অকৃতার্থতাবুদ্ধিরূপ মনস্তাপ ভোগ করিতেছি; অতএব আপনি আমাকে শোকরূপ সাগরের পরপারে পৌঁছাইয়া দিন—অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া কৃতার্থতা বুদ্ধি সম্পাদন করুন :—

(খ) ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা অনিষ্ট নিবৃত্তি ও ইষ্টপ্রাপ্তিরূপ ফলের, অন্বয়মুখে প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য।

ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধ্বানন্দীভবতি নান্যথা ॥ ২

অন্বয়—ব্রহ্মবিৎ পরম্ আপ্নোতি, চ আত্মবিৎ শোকম্ তরতি, রসঃ, রসং ব্রহ্ম লব্ধ্বা আনন্দীভবতি, অন্যথা ন।

অনুবাদ—'ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে পাইয়া থাকেন' এবং 'আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হন'। 'পরব্রহ্ম রসস্বরূপ'; রসস্বরূপ ব্রহ্মকে পাইয়া পুরুষ আনন্দী বা সুখী হইয়া থাকেন। অন্যরূপে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন না।

টীকা—"ব্রহ্মবিৎ"—ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি 'ব্রহ্মবিৎ' "পরম্ আপ্নোতি"—উৎকৃষ্ট আনন্দরূপ ব্রহ্মকে পাইয়া থাকেন, "আত্মবিৎ"—'ভূমা' শব্দের বাচ্যার্থ, দেশকাল ও বস্তুদ্বারা পরিচ্ছেদরহিত আত্মাকে, যিনি জানেন, সেই আত্মবিৎ, "শোকম্ তরতি"—যাহা আপনার সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত পুরুষকে শোক করায়, সেই শোককে অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক সংসারকে অতিক্রম করে। (শঙ্কা) ভাল, উদাহরণস্বরূপ যে তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচন উদ্ধৃত হইল, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মজ্ঞান পরপ্রাপ্তির (পরমাত্মলাভের) হেতু, আনন্দপ্রাপ্তির হেতু নহে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া যে শ্রুতিবচনে ব্রহ্মজ্ঞান আনন্দ প্রাপ্তির হেতু বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, এইরূপ তাৎপর্যের শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন [রসঃ বৈ সঃ রসম্ হি এব অয়ম্ লব্ধ্বা আনন্দীভবতি—তৈত্তি উ, ২।৭।১]—সেই ব্রহ্মরস বা ব্রহ্মাত্মা মধুরাদি রসের ন্যায় সুখহেতু বলিয়া, ব্রহ্মানন্দই গৌণীবৃত্তি যোগে 'রস' পদদ্বারা সূচিত হয়; সেই রস বা আনন্দরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে পাইয়া এই লোক (জনসমূহ) সুখী হইয়া থাকে—অপরিচ্ছিন্ন নিরতিশয় সুখভোগ করিয়া থাকে। [সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম; তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।২,১]—ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য, জ্ঞান, অনন্ত। সেই (ব্যবহিত 'ব্রাহ্মণ'* ভাগোক্ত) এবং তাহাই যে এই (সত্যং জ্ঞানং ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা উক্ত) আত্মা (যিনি পরমাত্মা) তাঁহা হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের আদিতে 'ব্রহ্ম' ও 'আত্মা' শব্দদ্বারা যে আত্মা অভিহিত হইয়াছেন, তিনিই রস বা আনন্দরূপ সার, ইহাই অর্থ। "রসম্"—আনন্দরূপ ব্রহ্মকে, "লব্ধ্বা" পাইয়া অর্থাৎ 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' (অহং ব্রহ্মাস্মি) এইরূপ জ্ঞানদ্বারা লাভ করিয়া, "আনন্দীভবতি"—অপরিচ্ছিন্ন নিরতিশয় সুখবান্ হন। ব্যতিরেক দেখাইয়া সেই

* বেদের যে অংশ কর্মের উপযোগী দ্রব্য ও দেবতার (ইন্দ্রাদির) বোধক অথবা ব্রহ্মের বোধক, সেই অংশকে মন্ত্রভাগ বা সংহিতা বলে। মন্ত্রতাৎপর্য প্রকাশক বেদভাগের নাম ব্রাহ্মণ ভাগ। উপনিষদ্ভাগ ও আরণ্যক ভাগ ইহারই অন্তর্গত।

অর্থকেই দৃঢ় করিতেছেন—"অন্যথা ন"—অন্যথা অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একতা জ্ঞানকে ছাড়িয়া অন্য সাধনের অনুষ্ঠানদ্বারা আনন্দবান্ বা সুখী হইতে পারে না, ইহাই অর্থ। ২

'ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টনিবৃত্তি হইয়া থাকে—ইহাই যে সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অন্বয়মুখে সেইরূপ শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিয়া, এক্ষণে যথাক্রমে অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা অনর্থনিবৃত্তি প্রদর্শনার্থক দুইটি বাক্য, অর্থ ধরিয়া যথাক্রমে পাঠ করিতেছেন:—[যদা হি এব এষঃ এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয়ম্ প্রতিষ্ঠাম্ বিন্দতে, অথ সঃ অভয়ম্ গতঃ ভবতি—তৈত্তিরীয় উ, ২।৭] - যখন এই মুমুক্ষু সাধক, দৃশ্যত্ববিহীন, শরীররহিত, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার স্বস্বরূপে স্থিতি লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন ; [যদা হি এব এষঃ এতস্মিন্ উৎ অরম্ অন্তরম্ কুরুতে, অথ তস্য ভয়ম্ ভবতি—তৈত্তিরীয় উ, ২।৭]—যখন অনাত্মদর্শী লোকে এই ব্রহ্মাত্মস্বরূপে অল্পমাত্রও ভেদ করেন তখন তাঁহার ভয় জন্মে; তাহাই বলিতেছেন :—

(গ) অন্বয়মুখে, ব্যতিরেকমুখে অনর্থনিবৃত্তিবোধক শ্রুতিবাক্য।

প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে স্বস্মিন্ যদা স্যাদথ সোঽভয়ঃ।
কুরুতেঽস্মিন্নন্তরং চেদথ তস্য ভয়ং ভবেৎ ॥ ৩

অন্বয়—যদা স্বস্মিন্ প্রতিষ্ঠাম্ বিন্দতে, অথ সঃ অভয়ঃ স্যাৎ। অস্মিন্ অন্তরম্ কুরুতে চেৎ, অথ তস্য ভয়ম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—যখন মুমুক্ষু সাধক সেই স্বস্বরূপ পরমাত্মায় অবস্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন, আর যে ব্যক্তি তাঁহাতে অবস্থিত না হইয়া, তাঁহাকে ভিন্ন বলিয়া মনে করে, সে ভয় প্রাপ্ত হয়।

টীকা—"যদা হি এব" ইত্যাদি (প্রথম) তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচনের অর্থ এই—"যদা"—যে সময়ে, "হি"—শব্দের তাৎপর্য্য—'ইহা বিদ্বৎসমাজে সুবিদিত', এইরূপ প্রসিদ্ধিদ্যোতক অব্যয়, এবং নিশ্চয়রূপ অর্থের বাচক এবং অন্যের নিষেধক, "এব" শব্দ, এই অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞানই অনর্থনিবৃত্তির উপায়, অন্য উপায় নাই—এইরূপ নিয়ম করিবার জন্য, "এষঃ"—এই মুমুক্ষু, "এতস্মিন্"—বিদ্বান্‌গণের অনুভবগম্য ইহাতে, "অদৃশ্যে"—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, "অনাত্ম্যে"—'অনাত্মীয়ে' নিজেরই স্বরূপ বলিবার বা 'আমি' বলিবার বা 'আমার' বলিবার অনুপযুক্ত, "অনিরুক্তে"—যাহাতে নিরুক্ত—নির্ব্বচন অর্থাৎ শব্দদ্বারা কথন চলে না এইরূপ, "অনিলয়নে"—যাহাতে কোনও কিছু নিলীন হয় তাহার নাম নিলয়ন, আধার ; তাহাই যাহার নাই, এইরূপে স্বমহিমায় অবস্থিত (প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মে); "অভয়ম্" (অভয়াম্)—অদ্বিতীয়, এস্থলে 'ভয়' শব্দে ভয়ের হেতু ভেদকেই লক্ষ্য করা হইতেছে, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—[দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ম্—বৃহদা উ, ১।৪।২]—দ্বিতীয় হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়। এইহেতু যাহাতে ভয় বা ভেদ উৎপন্ন না হয়, এইরূপ 'প্রতিষ্ঠাম্—প্রতিষ্ঠা 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপে প্রকর্ষের সহিত সংশয়বিপর্য্যয় রহিত হইয়া যে অবস্থিতি, তাহা "বিন্দতে"—গুরূপসদনপূর্ব্বক শ্রবণাদিদ্বারা লাভ করে ; "অথ" সেই কালেই, "সঃ"—

যিনি এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তিনি, "অভয়ম্ গতঃ"—ভয়রহিত অর্থাৎ মোক্ষরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—[ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি—মুণ্ডক উ, ৩।২।৯]—যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান; "যদা"—যে সময়ে, "এষঃ"—পূর্ব্বোক্ত মুমুক্ষু, "এতস্মিন্"—অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মে,—"অরম্ উৎ"—অল্পমাত্রও ('উৎ' এই অব্যয়ের অর্থ 'ও'), "অন্তরম্"—উপাস্য-উপাসকাদিরূপ ভেদ "কুরুতে"—করেন অর্থাৎ দেখেন, কেননা, ধাতুসমূহের ও অব্যয়সমূহের বিবিধ প্রকার অর্থ হয়, "অথ"—তখনই, "তস্য"—সেই ভেদদর্শী পুরুষের, "ভয়ম্ ভবতি"—সংসার প্রযুক্ত দুঃখ হয়। ৩

'ভেদদর্শিগণের ভয় হয়' এই কথাটিকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত, যাহাদের ব্রহ্ম ও আত্মার একতাজ্ঞান নাই, সেই বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণের ভয়, যে শ্রুতিবচনে প্রদর্শিত হইয়াছে, [ভীষা অস্মাৎ বাতঃ পবতে—তৈত্তিরীয় উ, ২।৮।১]—এই পরমাত্মার ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হন; সেই মন্ত্রটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(খ) ভেদদর্শীর ভয়ের সমর্থক, বায়্বাদির ভয়-প্রতিপাদক মন্ত্র।

বায়ুঃ সূর্য্যো বহ্নিরিন্দ্রো মৃত্যুর্জন্মান্তরেঽন্তরম্।
কৃত্বা ধর্ম্মং বিজানন্তোঽপ্যস্মাদ্ভীত্যা চরন্তি হি ॥ ৪

অন্বয়—বায়ুঃ সূর্য্যঃ বহ্নিঃ ইন্দ্রঃ মৃত্যুঃ জন্মান্তরে ধর্ম্মম্ বিজানন্তঃ অপি অন্তরম্ কৃত্বা অস্মাৎ ভীত্যা চরন্তি হি।

অনুবাদ—বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র ও যম ইহারা জন্মান্তরে (ইষ্টাপূর্ত্তাদি) ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও ইহাকে ভিন্ন ভাবিয়া ইহার ভয়ে স্ব স্ব কার্য্য করিতেছেন—ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ।

টীকা—বায়ু হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই পাঁচটি দেবতা—যাঁহারা জগতের নিয়ামক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারা "জন্মান্তরে"—অতীত জন্মে, "ধর্ম্মম্ বিজানন্তঃ অপি"—ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ যজ্ঞযাগাদি, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, প্রায়শ্চিত্ত, বেদপাঠ, কূপখনন, প্রভৃতিরূপ ধর্ম্মের জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়াও, "অন্তরম্ কৃত্বা"—প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ দেখিয়া "অস্মাৎ ভীত্যা"—এই ব্রহ্মের ভয়ে, এই বায়ু প্রভৃতিরূপ জন্মে "চরন্তি"—নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। "হি"—শব্দদ্বারা গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে এই কথাটি কাঠোপনিষদে নচিকেতার প্রতি যমের উক্তিরূপে [ভয়াৎ অস্যাগ্নিঃ তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ ॥—কঠ উ, ৬।৩]—এই ব্রহ্মের ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছেন, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য তাপ দিতেছেন, ইঁহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও যম (যিনি এই গণনায়) পঞ্চম (হইলেন), ধাবমান হইতেছেন—প্রসিদ্ধই রহিয়াছে। ৪

ভাল, [তরতি শোকম্ আত্মবিৎ—ছান্দোগ্য উ, ৭।১।৩]—আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হন, ইত্যাদি প্রকার যে সকল শ্রুতিবচন উল্লিখিত হইল, তাহাতে ব্রহ্মানন্দের জ্ঞান যে অনর্থ নিবৃত্তির হেতু, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীত হইতেছে না; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সেইরূপ অর্থাৎ স্পষ্টতরভাবে অনর্থ-নিবৃত্তি-প্রতিপাদক, শ্রুতিবাক্য উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছেন :—

(৫) ব্রহ্মজ্ঞান যে, অনর্থ নিবৃত্তির হেতু - ইহার স্পষ্টতঃ প্রতিপাদক শ্রুতিবচন।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।
এতমেব তপেন্নৈষা চিন্তা কর্ম্মাগ্নিসম্ভৃতা ॥ ৫ ॥

অন্বয়—ব্রহ্মণঃ আনন্দম্ বিদ্বান্ কুতশ্চন ন বিভেতি কর্ম্মাগ্নিসম্ভৃতা এষা চিন্তা এতম্ ন তপেৎ।

অনুবাদ—ব্রহ্মের আনন্দকে জানিলে লোকে কোন কিছু হইতে ভয় পায় না। পাপপুণ্য কর্ম্মরূপ অগ্নির দ্বারা সম্পাদিত অর্থাৎ তদুৎপন্ন সাংসারিক চিন্তা, এই জ্ঞানীকে সন্তাপিত করিতে পারে না।

টীকা—"ব্রহ্মণঃ আনন্দম্"—'রাহুর মস্তক' এই বাক্যে যেমন রাহু ও মস্তকের ভেদকথন উপচারমাত্র (বস্তুতঃ নহে), 'ব্রহ্মের আনন্দ'—এস্থলেও সেইরূপ, ইহাই অর্থ। ব্রহ্মের স্বরূপভূত যে আনন্দ তাহাকে "বিদ্বান্"—যিনি অপরোক্ষভাবে জানিয়াছেন সেই পুরুষ, "কুতশ্চন"—কোন কিছু হইতে অর্থাৎ ইহলোক সম্বন্ধীয় ভয়ের কারণ ব্যাঘ্রাদি হইতে এবং পরলোক সম্বন্ধীয় ভয়ের কারণ পাপাদি হইতে "ন বিভেতি"—ভয় পান না। (শঙ্কা) ভাল, তত্ত্ববিদের পাপাদি হইতে ভয় নাই, একথা কোথা হইতে জানিলেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সেই অর্থের প্রতিপাদক শ্রুতিবচন—[এতম্ হ বাব ন তপতি কিম্ অহম্ সাধু ন অকরবম্ কিম্ অহম্ পাপম অকরবম্—তৈত্তিরীয় উ. ২।৯।১]—আমি সাধু অর্থাৎ পুণ্য কর্ম্ম কেন করি নাই, আমি কেন পাপ কর্ম্ম করিলাম, এই চিন্তা এই জ্ঞানীকে সন্তাপিত করিতে পারে না—এই অর্থ লইয়া পাঠ করিতেছেন—"কর্ম্মাগ্নিসম্ভৃতা"—পুণ্যপাপরূপ কর্ম্মই অগ্নি, কেননা, (যথাক্রমে) না করিলে ও করিলে, পুণ্য ও পাপ অগ্নির ন্যায় সন্তাপের হেতু হয়। সেই কর্ম্মরূপ অগ্নিদ্বারা সম্পাদিত এই—আমি কেন পুণ্য করি নাই, কি হেতু পাপ করিয়াছি এইরূপ—চিন্তা, "এতম্"—এই তত্ত্ববেত্তাকে সন্তাপিত করিতে পারে না, অন্যকে অর্থাৎ যিনি অবিদ্বান্ তাঁহাকে নহে—তিনি কিন্তু সেই চিন্তাদ্বারা সর্ব্বদাই সন্তাপিত হইতে থাকেন, ইহাই অর্থ। ৫

পাপ পুণ্য জ্ঞানীকে সন্তাপিত করিতে পারে না, এই বিষয়ে হেতু প্রদর্শনপর এই দুইটি শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন—[সঃ যঃ এবম্ বিদ্বান্ এতে আত্মানম্ স্পৃণুতে—তৈত্তিরীয় উঃ ২।৯।১]—যে কোনও ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া (আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া) পুণ্যপাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক (পুণ্যপাপানুষ্ঠান সন্তাপহেতু জানিয়া তদুভয় পরিত্যাগ করিয়া) আত্মাকে প্রিয় করেন, (বলবান্ করেন বা পরমাত্মভাবে দর্শন করেন)। [উভে হি এব এষঃ এতে আত্মানম্ স্পৃণুতে—তৈত্তিরীয় উ ২।৯।১]—যে জ্ঞানী এই পুণ্যপাপ উভয়কেই সংপ্রকাশমাত্র আত্মতত্ত্বরূপেই দেখেন (লোকদৃষ্টিতে অনুষ্ঠিত হইলেও তদুভয়কে দেখিয়া হৃষ্ট হন, ভীত হন না):—

(৬) পাপপুণ্যহেতু ব্রহ্মজ্ঞানীর সন্তাপাভাব-প্রদর্শিকা শ্রুতি।

এবং বিদ্বান্ কর্ম্মণী দ্বে হিত্বাত্মানং স্মরেৎ সদা।
কৃতে চ কর্ম্মণী স্বাত্মরূপেণৈবৈষ পশ্যতি ॥ ৬

অন্বয়—এবম্ বিদ্বান্ দ্বে কর্ম্মণী হিত্বা আত্মানম্ সদা স্মরেৎ, এষঃ কৃতে কর্ম্মণী স্বাত্মরূপেণ এব পশ্যতি।

অনুবাদ—এইরূপ বিদ্বান্ তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে পুণ্যপাপ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা আত্ম চিন্তা করেন; আর যদি তিনি পুণ্যপাপ কর্ম্ম করেন তবে তদুভয়কে আত্মস্বরূপ করিয়া জ্ঞান করেন।

টীকা—"এবম্ বিদ্বান্"—সেই যে কোন পুরুষ উক্ত প্রকারে জানেন অর্থাৎ সেই যে এই পরমাত্মা পুরুষে বা ব্যষ্টিসত্বাতে আছেন, আর যিনি এই সূর্য্যমণ্ডলে আছেন, তদুভয় একই (তৈত্তিরীয় উ, ২।৮।১, ৩।১০।৪) এই শ্রুত্যুক্ত প্রকারে জানিয়া প্রবৃত্ত হন, তিনি "দ্বে কর্ম্মণী হিত্বা"—এই দুইটিকে অর্থাৎ পুণ্যপাপকে পরিত্যাগ করিয়া, (হিত্বা—পরিত্যাগ করিয়া এই শব্দটির এখানে অধ্যাহার করিতে হইবে), "আত্মানম্ সদা স্মরেৎ" ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মাকে (স্পৃণুতে—প্রীত করে) সর্ব্বদা স্মরণ করেন, ইহাই অর্থ। যেহেতু পুণ্যপাপ মিথ্যা এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া অর্থাৎ অবগত হইয়া ত্যাগ করিয়াছেন এইহেতু জ্ঞানীর পুণ্যপাপ বিষয়ে চিন্তাই নাই: সেই চিন্তাকৃত সন্তাপ কি প্রকারে হইতে পারে? ইহাই অভিপ্রায়, "চ"—আর "এষঃ"—এই বিদ্বান্, "কৃতে কর্ম্মণী"—দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তির দ্বারা জনিত পুণ্যপাপ কর্ম্মকে, "স্বাত্মরূপেণ এব পশ্যতি"—আপনার আত্মরূপ করিয়াই দেখেন অর্থাৎ [ইদম্ সর্ব্বম্ যদ অয়ম্ আত্মা—বৃহদা উ. ২।৪।৬, ৫, ৭]—যে এই জগৎ, তৎসমস্তই এই আত্মা'—এই শ্রুত্যুক্ত প্রকারে জানেন—এইহেতু আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া পুণ্যপাপ তাপের হেতু হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ৬

(শঙ্কা) ভাল, "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" (মহাভারত)—যে কর্ম্মের ভোগ হইয়া যায় নাই, তাহা শতকোটি কল্পেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না—এইরূপ শাস্ত্রবচন থাকায়, অনাদি সংসারে বহুজন্মকৃত ও অপ্রসিদ্ধ অসংখ্য পুণ্যপাপ রহিয়াছে, যাহাদিগকে আত্মরূপে অনুসন্ধান বা গ্রহণ করিতে পারা যায় না। সেই সকল কর্ম্ম থাকিতে, জ্ঞানীর সেই সেই পুণ্য-পাপকর্ম্মবিষয়িণী চিন্তা কেন না হইবে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, (তাহাদের মূলকারণ) অজ্ঞানরূপ উপাদানের সহিত সেই সেই কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তাহারা চিন্তা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না—এই কথাটি বুঝাইবার জন্য, মুণ্ডক প্রভৃতি শ্রুতিস্থিত যে সকল বচন হৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতির নিবৃত্তির কথা বলিতেছে, সেই সকল বচন পাঠ করিতেছেন:—

(৭) তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা হৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতির নিবৃত্তি প্রতিপাদক শ্রুতিবচন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৭

অন্বয়—পরাবরে তস্মিন্ দৃষ্টে অস্য হৃদয়গ্রন্থিঃ ভিদ্যতে, সর্ব্বসংশয়াঃ ছিদ্যন্তে, কর্ম্মাণি চ ক্ষীয়ন্তে।

অনুবাদ—হিরণ্যগর্ভাদি পদও যাহা হইতে অপকৃষ্ট সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমাত্মতত্ত্ব জানিলে, অন্তঃকরণের গ্রন্থিসকল বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় বিচ্ছিন্ন হয়, সদসৎ কর্ম্মসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

টীকা—"পরাবরে তস্মিন্ দৃষ্টে"—পর অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদি পদ, অবর নিকৃষ্ট যাহা হইতে, সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, "অস্য হৃদয়গ্রন্থিঃ"—এই কৃতসাক্ষাৎকার জ্ঞানীর হৃদয়ের গ্রন্থি—বুদ্ধির চিদাত্মার সহিত গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ়সম্বন্ধরূপতাহেতু অন্যোন্যাধ্যাস (ঘ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) "ভিদ্যতে"—বিদীর্ণ হয় অর্থাৎ বিনষ্ট হয়; "সর্ব্বসংশয়াঃ"—সকল সংশয় অর্থাৎ আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন কি না? ভিন্ন হইলেও কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট কি না? অকর্ত্তা হইলেও আত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি না? অভিন্ন হইলেও, সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আমার জ্ঞান, কর্ম্মাদির সহিত মুক্তির সাধন? অথবা কেবল ভাবে অর্থাৎ কর্ম্মাদিরহিত হইয়া সাধন? এইরূপ সংশয় সকল, "ছিদ্যন্তে"—ছিন্ন হয়, কেননা দেখা যায়, যে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়, তাহা সংশয় ও বিপর্য্যয়ের বিষয় হয় না; ইহাই তাৎপর্য্য। "একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধনানাকোটিকং জ্ঞানম্ সংশয়ঃ" (তর্কসংগ্রহঃ)—একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্ম্মের জ্ঞানকে সংশয় বলে। সংশয়ের স্বরূপ ও নিবৃত্তির উপায়—'যুক্তিরত্নাবলি' গ্রন্থে অষ্টম রত্নে এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে—যে ভ্রম নিশ্চয়রূপ, তাহা মহান্ অনর্থ। সংশয়ই সেই অনর্থের হেতু। এইহেতু সংশয় নিবৃত্তি জিজ্ঞাসুর একান্ত কর্ত্তব্য। সংশয় দুই প্রকারের, যথা 'প্রমাণ সংশয়' এবং 'প্রমেয় সংশয়'। প্রমাণ বিষয়ক সন্দেহকে 'প্রমাণ সংশয়' বলে। তাহাকে 'প্রমাণগত অসম্ভাবনাও' বলে। বেদান্তবাক্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ কি না? ইহাই 'প্রমাণ সংশয়'। শারীরক সূত্রের প্রথম পাদের অধ্যয়ন অথবা শ্রবণদ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়। প্রমাণ সংশয় দুই প্রকার—যথা আত্মসংশয় ও অনাত্মসংশয়। অনাত্মসংশয় অসংখ্য প্রকারের হইতে পারে। তাহার বিচার এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক। আত্মবিষয়ক সংশয় তিন প্রকারের হইয়া থাকে। (১) তৎ-পদার্থ হইতে অভিন্ন ত্বম্-পদার্থ বিষয়ক সংশয়, যথা, "আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অথবা ভিন্ন? যদি অভিন্ন হন, তবে সর্ব্বদাই অভিন্ন অথবা কেবল মোক্ষকালেই অভিন্ন? অথবা কোন কালেই অভিন্ন নহেন? যদি সর্ব্বদাই অভিন্ন হন, তবে আনন্দাদি ঐশ্বর্য্যবান্ অথবা আনন্দাদি রহিত? যদি আনন্দাদি ঐশ্বর্য্যবান্ হ'ন, তাহা হইলে আনন্দাদি কি তাঁহার গুণ? অথবা ব্রহ্মাত্মার স্বরূপ?" ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের সংশয়, তৎ-পদার্থ হইতে অভিন্ন ত্বম্-পদার্থ বিষয়ে হইয়া থাকে। (২) কেবল ত্বম্-পদার্থ বিষয়ক সংশয়—যথা, "আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন অথবা নহেন? যদি ভিন্ন হন তবে অণুপরিমাণ মধ্যম পরিমাণ অথবা বিভুপরিমাণ? যদি তাঁহাকে বিভুপরিমাণ বলা যায় তবে তিনি কর্ত্তা অথবা অকর্ত্তা? যদি তাঁহাকে অকর্ত্তা বলা যায়, তাহা হইলে পরস্পর ভিন্ন অনেক অথবা এক?" এই প্রকারে অথবা পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রকারান্তরে হইয়া থাকে। (৩) কেবল তৎ-পদার্থ বিষয়ক সংশয়, যথা, "ঈশ্বর বৈকুণ্ঠাদি লোক বিশেষ নিবাসী পরিচ্ছিন্ন হস্তপাদাদি অবয়বসহিত শরীরী অথবা শরীররহিত বিভু? যদি তাঁহাকে শরীররহিত

বিভু বলা যায় তাহা হইলে তিনি পরমাণু প্রভৃতির অপেক্ষা রাখিয়া অর্থাৎ তৎসাহায্যে জগৎ কর্তা? অথবা তন্নিরপেক্ষ হইয়া জগৎকর্তা? যদি পরমাণ্বাদি নিরপেক্ষ কর্তা হন তাহা হইলে কেবল কর্তা অথবা অভিন্ন নিমিত্তোপাদানরূপ কর্তা? যদি তাঁহাকে অভিন্ন নিমিত্তোপাদানরূপ কর্তা বলা যায়, তাহা হইলে তিনি প্রাণিকর্ম্মনিরপেক্ষ কর্তা হইয়া পক্ষপাতিতা নির্দয়তাদি দোষযুক্ত? অথবা প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ কর্তা হইয়া পক্ষপাতিতাদি দোষরহিত?" ইত্যাদি অনেক প্রকার 'তৎ'-পদার্থবিষয়ক সংশয় হইয়া থাকে। এইরূপ সকল প্রকার সংশয় 'প্রমেয়গত' সংশয়। ইহার নিবৃত্তি মনন দ্বারাই সম্পাদিত হয়। শারীরক সূত্রের দ্বিতীয় পাদের অধ্যয়ন বা শ্রবণদ্বারা সেই মনন সিদ্ধ হয়। জ্ঞানসাধনবিষয়ক সংশয় ও মোক্ষসাধনবিষয়ক সংশয় প্রমেয় সংশয়েরই অন্তর্গত, কেন না, প্রমার বিষয়কে প্রমেয় বলে; জ্ঞানসাধন ও মোক্ষসাধন প্রমার বিষয় বলিয়া প্রমেয়। এই প্রমেয় সংশয়ের নিবৃত্তি শারীরক সূত্রের অধ্যয়ন ও শ্রবণদ্বারাই সম্পাদিত হয়। মোক্ষের স্বরূপবিষয়ক সংশয়ও প্রমেয় সংশয়। শারীরকসূত্রের চতুর্থপাদের অধ্যয়ন ও শ্রবণদ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়। যদ্যপি শারীরকসূত্রের চতুর্থপাদের প্রথমে সাধন বিচার করা হইয়াছে এবং পরে মোক্ষরূপ ফলবিচার করা হইয়াছে, তথাপি চতুর্থপাদের যে অংশে সাধন বিচার করা হইয়াছে, সেই অংশের সহিত তৃতীয় পাদের অধ্যয়ন শ্রবণদ্বারা সংশয় নিবৃত্তি হইয়া থাকে। চতুর্থ পাদের অবশিষ্টাংশদ্বারা ফলসংশয় নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইলে সর্ব্বসংশয় সমূলে বিনষ্ট হয়। "কর্ম্মাণি"—সঞ্চিত পুণ্য-অপুণ্যরূপ কর্ম্ম, "ক্ষীয়ন্তে"—ক্ষয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আপনার উপাদান অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ বা আগামী—এই তিন প্রকারের হইয়া থাকে। সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়; জ্ঞানীর (জ্ঞানিশরীরের) প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগদ্বারাই বিনষ্ট হয়, আর 'আমি অসঙ্গ অকর্তা অভোক্তা' এইরূপ নিশ্চয়ের বলে, ক্রিয়মাণকর্ম্ম (কর্ম্মফল) সংস্পর্শও লাভ করিতে পারে না কিন্তু সেই কর্ম্মের ফল ভক্ত ও বিদ্বেষ্টাই ভোগ করিয়া থাকে, এইরূপ ব্যবস্থা কৌষীতকী উপনিষদে দৃষ্ট হয়। ৭

---- ভাব, এস্থলে আশঙ্কা এই—শ্রুতি বলিতেছেন—[কুর্ব্বন্ এব ইহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতম্ সমাঃ। এবম্ ত্বয়ি ন অন্যথা ইতঃ অস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ঈশাবাস্য উ, ২]—তুমি যখন কেবলই নরত্বাভিমানী—আত্মজ্ঞানরহিত, তখন তোমার পক্ষে উক্ত প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান সহকারে জীবন ধারণ ভিন্ন, আর কোনও উপায় নাই যাহার দ্বারা তুমি অশুভ কর্ম্মের লেপ অর্থাৎ আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পার; [বিদ্যাম্ চ অবিদ্যাম্ চ যঃ তৎ বেদ উভয়ম্ সহ, অবিদ্যয়া মৃত্যুম্ তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে—ঈশাবাস্য উ, ১১]—বিদ্যা অর্থাৎ দেবতাজ্ঞানরূপ উপাসনা এবং অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম, এই দুইটিকে যে ব্যক্তি এক সঙ্গে এক পুরুষানুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন, সেই সমুচ্চয়বাদীর এক একটি পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধ ক্রমানুসারে হইয়া থাকে অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যাদ্বারা, স্বাভাবিক কর্ম্মরূপ ও স্বাভাবিক জ্ঞানরূপ মৃত্যুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেবতা-জ্ঞানরূপ বিদ্যাদ্বারা, দেবাত্মভাবরূপ অমৃতত্বলাভ করে—ইত্যাদি শ্রুতিবচন হইতে এবং "কর্ম্মণা এব সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ।" (গীতা ৩।২০) জনক, অশ্বপতি, অজাতশত্রু প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারাই সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং "যথা অন্নম্ মধুসংযুক্তম্ মধু চান্নেন সংযুতম্।

এবং তপশ্চ বিদ্যা চ সংযুক্তং ভেষজম্ মহৎ॥ যেমন মধুসংযুক্ত অন্ন এবং অন্নসংযুক্ত মধু ঔষধ হয়, এইরূপ তপস্যা ও বিদ্যা মিলিত হইয়া ভবরোগ নিবারক ঔষধ হয়,—এই স্মৃতিবচন* হইতে জানা যায় যে কেবল কর্ম্ম অথবা জ্ঞানসহিত মিলিত কর্ম মুক্তির হেতু হয়,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, উদ্ধৃত স্মৃতিবাক্যে 'তপঃ' শব্দ পাপনিবৃত্তিরূপ অর্থের বোধক বলিয়া এবং 'আশ্বিত' পদে 'আঙ্' এই উপসর্গেরও পাপনিবৃত্তি বোধক তাৎপর্য্য হওয়ায় এবং সংসিদ্ধি শব্দদ্বারা, জ্ঞানের সাধনরূপ চিত্তশুদ্ধি কথিত হওয়ায় এবং 'বিদ্যা' শব্দদ্বারা উপাসনাই অভিপ্রেত হওয়ায়, কর্ম্ম মুক্তি-সাধন হইতে পারে না—এই অভিপ্রায়ে জ্ঞান ভিন্ন অন্য সাধনের নিষেধবোধক শ্রুতিবচন [তম্ এব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি, ন অন্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়॥ শ্বেতাশ্বতর উ, ৩।৮, ৬।১৫]—সেই পরমাত্মাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, মুক্তিলাভের অন্য পথ নাই;—অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(জ) 'জ্ঞান বিনা মোক্ষের সাধনান্তর নাই' এই অর্থের শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবচন।—

তমেব বিদ্বানত্যেতি মৃত্যুং পন্থা ন চেতরঃ।
জ্ঞাত্বা দেবং পাশহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্ন জন্মভাক্॥৮

অন্বয়—তম্ বিদ্বান্ এব মৃত্যুম্ অত্যেতি, ইতরঃ চ পন্থাঃ ন। দেবম্ জ্ঞাত্বা পাশহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈঃ জন্মভাক্ ন।

অনুবাদ—তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) যে জানে, সেই মৃত্যু (সংসার) অতিক্রম করে, মুক্তির অন্য পথ নাই। সেই স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে জানিলেই, পুত্র ক্ষেত্রাদিরূপ বা অহংমমতাদিরূপ বা কামক্রোধাদিরূপ পাশ বিনষ্ট হয় এবং রাগাদি বা অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইলে সাধককে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

টীকা—"তম্ বিদ্বান্"—সেই (পূর্ব্ববর্ণিত) পরমাত্মাকে যে জানিতে পারে, সে-ই মৃত্যুকে অর্থাৎ মৃত্যুরূপ সংসারকে অতিক্রম করিয়া থাকে; "ইতরঃ"—অন্য অর্থাৎ বিদ্যা কর্ম্ম সমুচ্চয়রূপ অথবা কেবল কর্ম্মরূপ, "পন্থাঃ"—মার্গ বা মোক্ষোপায়, "ন চ"—নাই। (শঙ্কা) উদ্ধৃত শ্রুতিবচন সমূহে অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা ইহলোক সম্বন্ধীয় অনর্থের নিবৃত্তিই মুখ্যভাবে কথিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে কিন্তু পরলোক সম্বন্ধীয় অনিষ্টের নিবৃত্তি সেইরূপ প্রতীত হয় না,—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া পরলোক সম্বন্ধীয় অনিষ্ট, ভাবিজন্মপূর্ব্বক অর্থাৎ তদ্বশতঃই হইয়া থাকে, বলিয়া কারণসহিত সেই ভাবিজন্মের অভাবপ্রতিপাদক [জ্ঞাত্বা দেবম্ সর্ব্ব পাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈঃ জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ—শ্বেতাশ্বতর উ, ১।১১]—সেই স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে জানিলে সকল পাশের বিনাশ হয় এবং অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল ক্ষীণতা

---

* অচ্যুতরায়—এইস্থলে বশিষ্টবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাম্ গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং প্রাপ্যতে শাশ্বতী গতিঃ। (অথবা—প্রাপ্যতে পরমং পদম্।)—বাশিষ্ঠ রামায়ণ, বৈরাগ্য প্রকরণ ১।৭—যেমন পক্ষী উভয় পক্ষের সঞ্চালনদ্বারা অভিমত দেশে গমন করিতে সমর্থ হয়, ঠিক সেইরূপে জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা কৈবল্য অবিচলা স্থিতি লাভ হয়।

প্রাপ্ত হইলে জন্ম-মৃত্যুর একান্ত তিরোভাব ঘটে—এই শ্রুতিবচনটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন। "দেবম্"—স্বপ্রকাশ প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মদেবকে, "জ্ঞাত্বা"—অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া অবস্থিত পুরুষের, "পাশহানিঃ"—কামক্রোধাদিরূপ সকল বন্ধনের বিনাশ হয়, আর "ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈঃ"—পাশশব্দদ্বারা অভিহিত রাগাদি ক্লেশ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হওয়ায় তদ্দ্বারা ভাবিজন্মহেতু কর্ম্মের আরম্ভ হইতে পারে না বলিয়া, লোকে সেই ভাবিজন্ম প্রাপ্ত হয় না; ইহাই অর্থ। এস্থলে গূঢ়তত্ত্ব এই- সুখদুঃখের কারণ হইল শরীর; সেই শরীরের কারণ হইল ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট; সেই অদৃষ্টের কারণ হইল শুভাশুভক্রিয়ারূপ কর্ম্ম; কর্ম্মের কারণ হইল রাগদ্বেষ; রাগদ্বেষের কারণ হইল অনুকূলতাজ্ঞান-প্রতিকূলতাজ্ঞান; তদুভয়ের কারণ হইল ভেদজ্ঞান; ভেদজ্ঞানের কারণ হইল প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান—নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধিগ্রন্থে এবং অধ্যাত্মরামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমসর্গে রামগীতায় এই ভবচক্রের বর্ণনা আছে*। প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা ভেদজ্ঞানের এবং অনুকূলতা-প্রতিকূলতাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে, রাগদ্বেষের নিবৃত্তি হয়; তখন ক্রিয়াসকল উদাসীন (রাগদ্বেষবর্জ্জিত) হইতে থাকিলে, ভাবিজন্মের হেতু রাগদ্বেষপূর্ব্বক কর্ম্ম অসম্ভব হইয়া পড়ে; সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞের ভাবিজন্মের নিবৃত্তি হয়। ৮

ভাল, শোকাতিক্রমণাদিরূপ তত্ত্বজ্ঞানফল কেবল শ্রুতিমুখে শুনাই যায়; তাহা ত' অনুভূত হয় না, কেন না, জ্ঞানিগণেরও ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টনিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি দেখা যায়। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, দৃঢ়াপরোক্ষজ্ঞানিগণের সেই প্রকার প্রবৃত্তি থাকে না -এই তত্ত্ব-প্রতিপাদক [অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবম্ মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি—কঠ উ, ২।১২]—ধীর বা ধৈর্য্যবান্ ব্যক্তি, বিষয়সমূহ হইতে প্রতিসংহৃত বুদ্ধিকে আত্মায় স্থিরীকরণরূপ অধ্যাত্মযোগ লাভ করিয়া, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মরূপ দেবতাকে প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন নিশ্চয় করিয়া হর্ষশোক পরিত্যাগ করেন—এই শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন:—

(ক) দৃঢ়াপরোক্ষ জ্ঞানিগণের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহার প্রতিপাদক কঠ-শ্রুতি বচন।

দেবং মত্বা হর্ষশোকৌ জহাত্যত্রৈব ধৈর্য্যবান্।
নৈনং কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে তাপয়তঃ ক্বচিৎ ॥ ৯

অন্বয়—ধৈর্য্যবান্ দেবম্ মত্বা অত্র এব হর্ষশোকৌ জহাতি এনম্ কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে ক্বচিৎ তাপয়তঃ ন।

অনুবাদ—ধৈর্য্যবান্ পুরুষ পরমাত্মতত্ত্বকে অবগত হইয়া ইহলোকেই হর্ষশোক পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। কৃত বা অকৃত, পুণ্য বা পাপ এই জ্ঞানীকে কখনও তাপ দিতে সমর্থ হয় না।

টীকা—"ধৈর্য্যবান্"—ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন অধিকারী পুরুষ, "দেবম্"—চিদানন্দাদি লক্ষণ-যুক্ত ব্রহ্মরূপ দেবতাকে, "মত্বা"—জানিয়া, "অত্র এব"—এই জন্মেই, হর্ষশোক পরিত্যাগ করেন। আর পঞ্চম শ্লোকে যে উক্ত হইয়াছে, "পাপপুণ্য কর্ম্মরূপ অগ্নির দ্বারা সম্পাদিত অর্থাৎ তদুৎপন্ন

* "বর্ত্তমানমিদং যাভ্যাং শরীরং সুখদুঃখদম্" ইত্যাদি –নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ১।১২।
"ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতা, প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ" ইত্যাদি 'রামগীতা'। ৮

সাংসারিক চিন্তা, এই জ্ঞানীকে সন্তাপিত করিতে পারে না"—এই অর্থের বিলক্ষণতাপ্রদর্শক শ্রুতিবচন, বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণের বাক্য [ন এনম্ কৃতাকৃতে তপতঃ—বৃহদা উ, ৪।৪।২২]—কৃতাকৃত, পুণ্যপাপ সেই আত্মদর্শী পুরুষকে সন্তাপ প্রদান করে না—ইহাও অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন। "কৃত বা অকৃত, পুণ্য বা পাপ" ইত্যাদি। পঞ্চম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে—"যে পুণ্য করা হয় নাই অথবা যে পাপ করা হইয়াছে তাহা তত্ত্বজ্ঞানীর সন্তাপের হেতু হয় না;" আর এস্থলে কথিত হইতেছে যে কৃত বা অকৃত, পুণ্য বা পাপ সেই প্রকার অর্থাৎ অজ্ঞান দশার ন্যায় এই জ্ঞানীকে তাপ দিতে সমর্থ হয় না—এই প্রভেদ। তাহাই দেখাইতেছেন:—'তাপ' শব্দে চিত্তের বিকারবিশেষকে বুঝায়। পুণ্যরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে অজ্ঞানীতে হর্ষরূপ বিকার উৎপাদন করে, আর পাপ, পুণ্যের বিপরীত বলিয়া অনুষ্ঠিত না হইলে হর্ষ উৎপাদন করে এবং অনুষ্ঠিত হইলে বিষাদ উৎপাদন করে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর উক্ত পুণ্যপাপ উভয়ই কখনই উক্ত উভয় প্রকার বিকারের হেতু হয় না, কেন না, তিনি আপনাকে নির্ব্বিকার ব্রহ্মরূপ বলিয়া জানিয়াছেন—ইহাই অভিপ্রায়। ৯

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানই যে অনিষ্টনিবৃত্তির ও ইষ্টপ্রাপ্তির হেতু তদ্বিষয়ে কি উদ্ধৃত বাক্যগুলিমাত্রই প্রমাণ?—তাহা নহে, ইহাই বলিতেছেন:—

(ক) ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও আনন্দ প্রাপ্তি হয়—এবিষয়ে শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণ সকলেই একমত।

ইত্যাদি শ্রুতয়ো বহ্ব্যঃ পুরাণৈঃ স্মৃতিভিঃ সহ।
ব্রহ্মজ্ঞানেঽনর্থহানিমানন্দং চাপ্যঘোষয়ন্ ॥ ১০

অন্বয়—ইত্যাদি বহ্ব্যঃ শ্রুতয়ঃ পুরাণৈঃ স্মৃতিভিঃ সহ ব্রহ্মজ্ঞানে অনর্থহানিম্ চ আনন্দম্ অপি অঘোষয়ন্।

অনুবাদ—উক্ত প্রকার অনেক শ্রুতিবচন, বহু স্মৃতিবচন ও পুরাণবচন সহিত প্রমাণরূপে বিদ্যমান। উক্ত সকল বচনেই স্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অনর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়।

টীকা—"ইত্যাদি"—এই 'আদি' শব্দদ্বারা [ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যম্ অস্তি ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—কেন উ, ২।৫]—লোকে এই জন্মেই যদি আত্মার ব্রহ্মরূপতা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সত্যলাভ হয়, আর যদি এই জন্মে না জানিতে পারে, তাহা হইলে সবিশেষ অনিষ্ট হয়; [যে এতৎ বিদুঃ অমৃতাঃ তে ভবন্তি, অথ ইতরে দুঃখম্ এব অপি যন্তি—বৃহদা উ, ৪।৪।১৪]—যাঁহারা এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন তাঁহারা অমরত্ব লাভ করেন কিন্তু তদ্ভিন্ন সকলে দুঃখই পাইয়া থাকে, [তৎ যঃ যঃ দেবানাম্ প্রত্যবুধ্যত সঃ এব তৎ অভবৎ —বৃহদা উ, ১।৪।১০]—দেবতাগণ, ঋষিগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) বুঝিয়াছিলেন তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন; [নিচায্য তম্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে—কঠ উ, ৩।১৫]—সেই ধ্রুব, চিরদিন একরূপ, আত্মাকে চিন্তা করিয়া অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বিচার করিয়া, তজ্জনিত সাক্ষাৎকারের ফলে, মুমুক্ষু ব্যক্তি মৃত্যুর মুখস্বরূপ সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন;—এই সকল শ্রুতিবচন সংগৃহীত হইয়াছে। "সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মানম্ সর্ব্ব-

ভূতানি চ আত্মনি। সম্পশ্যন্ আত্মযাজী বৈ স্বারাজ্যম্ অধিগচ্ছতি॥" (মনুসংহিতা—১২।৯১) স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল ভূত পরমাত্মস্বরূপ আমাতে অবস্থিত রহিয়াছে এবং সেইরূপ আমি সর্ব্ব ভূতে অবস্থিত রহিয়াছি—ইহা সাম্যরূপে অবগত হইয়া যিনি "ব্রহ্মাত্মযাজী" হন অর্থাৎ ব্রহ্মার্পণ নীতির অনুসরণে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করেন, তিনি সেই সমদৃষ্টিহেতু ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। "ক্ষেত্রজ্ঞস্যাত্মবিজ্ঞানাদ্ বিশুদ্ধিঃ পরমা মতা।"—ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষিরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহার আত্মরূপতার বিজ্ঞানদ্বারা পরম বিশুদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বানর্থনিবৃত্তি হয়, ইহা স্বীকৃত হইয়া থাকে—ইত্যাদি স্মৃতি ও পুরাণ বচনের সহিত অনেক শ্রুতিবচন, ব্রহ্মজ্ঞান যে অনিষ্টনিবৃত্তির ও ইষ্টপ্রাপ্তির হেতু তদ্বিষয়ে প্রমাণ; ইহাই অর্থ। উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য বলিতেছেনঃ—"ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অনর্থ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়"। ১০

২। শ্রুতিবচনসাহায্যে ব্রহ্মের আনন্দরূপতা বর্ণনপূর্ব্বক ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা ও স্বপ্রকাশতাসিদ্ধি।

ভাল, "ব্রহ্মানন্দ বলিলে 'ব্রহ্ম'পদদ্বারা 'আনন্দ' পদ বিশেষণযুক্ত (বিশেষিত) হওয়ায় ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন অপর আনন্দ আছে বুঝিতে হয়। সেই আনন্দ কয় প্রকার এবং তাহাদের স্বরূপ কি ?" এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া, সেই আনন্দের প্রকারভেদ দেখাইয়া ব্রহ্মানন্দবিচারের প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

(ক) আনন্দের প্রকার-ভেদ বর্ণনপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ-বিচার প্রতিজ্ঞা।

আনন্দস্ত্রিবিধো ব্রহ্মানন্দো বিদ্যাসুখং তথা।
বিষয়ানন্দ ইত্যাদৌ ব্রহ্মানন্দো বিবিচ্যতে॥ ১১

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দঃ বিদ্যাসুখম্ তথা বিষয়ানন্দঃ ইতি আনন্দঃ ত্রিবিধঃ। আদৌ ব্রহ্মানন্দঃ বিবিচ্যতে।

অনুবাদ—আনন্দ তিন প্রকার—ব্রহ্মানন্দ, বিদ্যানন্দ ও বিষয়ানন্দ। তন্মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মানন্দের বিচার করা যাইতেছে।

টীকা—ব্রহ্মানন্দ, বিদ্যানন্দ ও বিষয়ানন্দ—এইরূপে আনন্দ তিন প্রকারের ; বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দ অপর দুই প্রকার আনন্দের মূল বলিয়া, "আদৌ"—প্রথমে তিন প্রকরণদ্বারা ব্রহ্মানন্দ বিভাগপূর্ব্বক প্রদর্শিত হইতেছে। ১১

তন্মধ্যে প্রথমে তৈত্তিরীয় শ্রুতির পর্য্যালোচনা করিলে ব্রহ্মকে আনন্দরূপ বলিয়া জানা যায় ; ইহাই বুঝাইবার জন্য প্রথমে (তদন্তর্গত দ্বিতীয়) ভৃগুবল্লীর অর্থ সংক্ষেপে দেখাইতেছেন :—

(খ) তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ভৃগু ও বরুণের সংবাদ দ্বারা ব্রহ্মের আনন্দ-রূপতা প্রতিপাদিত।

ভৃগুঃ পুত্রঃ পিতুঃ শ্রুত্বা বরুণাদ্ ব্রহ্মলক্ষণম্।
অন্নপ্রাণমনোবুদ্ধীস্ত্যক্ত্বানন্দং বিজজ্ঞিবান্॥ ১২

অন্বয়—পুত্রঃ ভৃগুঃ পিতুঃ বরুণাৎ ব্রহ্মলক্ষণম্ শ্রুত্বা অন্নপ্রাণমনোবুদ্ধীঃ ত্যক্ত্বা আনন্দম্ বিজজ্ঞিবান্।

অনুবাদ—পুত্র ভৃগু পিতা বরুণের নিকটে ব্রহ্মের লক্ষণ শুনিয়া, অন্নময়-কোশ, প্রাণময়কোশ, মনোময়কোশ, বিজ্ঞানময়কোশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আনন্দময় কোশকেই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।—

টীকা—"ভৃগুঃ"—ভৃগুনামক পুত্র, "পিতুঃ বরুণাৎ"—বরুণনামক তাঁহার পিতা হইতে, "ব্রহ্মলক্ষণম্ শ্রুত্বা"—[যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্তি অভিসম্বিশন্তি, তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব, তৎ ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয় উ, ৩।১]—'যে উপাদান হইতে ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত এই প্রাণিসকল উৎপন্ন হয়, কারণরূপ যাঁহার দ্বারা প্রাণ ধারণ করে, বৃদ্ধি পায়, বিনাশকালে যাঁহাতে লয় পায়, সেই ব্রহ্মের বিচার কর, তিনিই ব্রহ্ম'—এই প্রকার ব্রহ্মলক্ষণ শুনিয়া, অন্নময় প্রভৃতি কোশে সেই ব্রহ্মলক্ষণ অসম্ভব বলিয়া, সেই সকল কোশ যে ব্রহ্ম নহে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, "আনন্দম্ বিজজ্ঞিবান্"—আনন্দময়কোশ পক্ষাবয়ববিশিষ্ট পক্ষীর পঞ্চম অবয়বরূপ বলিয়া অর্থাৎ [ব্রহ্মপুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠা—তৈত্তিরীয় উ, ব্রহ্মবল্লী ৫]—সর্ব্বকোশের অন্তর্ভূত ব্রহ্ম হইতেছেন পুচ্ছ বা আধার এইরূপে শ্রুতিবর্ণিত বিম্বরূপ আনন্দকে ব্রহ্মলক্ষণ যোজনা দ্বারা, ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিলেন। ১২

ভৃগুঋষি আনন্দে কি প্রকারে ব্রহ্মের লক্ষণ যোজনা করিয়াছিলেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই যোজনার প্রকারপ্রদর্শিকা শ্রুতি [আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দম্ প্রয়ন্তি অভিসম্বিশন্তি—তৈত্তিরীয় উ, ৩।৬]—আনন্দ হইতে প্রাণিসকল উৎপন্ন হয়, আনন্দদ্বারাই জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালে আনন্দেই লয় পায়—অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

আনন্দাদেব ভূতানি জায়ন্তে তেন জীবনম্।
তেষাং লয়শ্চ তত্রাতো ব্রহ্মানন্দো ন সংশয়ঃ ॥ ১৩

অন্বয়—আনন্দাৎ এব ভূতানি জায়ন্তে, তেন জীবনম্ তেষাম্ লয়ঃ চ তত্র; অতঃ আনন্দঃ ব্রহ্ম, ন সংশয়ঃ।

অনুবাদ—পশুধর্ম্মরূপনিমিত্তবিশিষ্ট আনন্দ হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়, বিষয়ভোগাদিনিমিত্তবিশিষ্ট আনন্দদ্বারাই জীবন ধারণ করে, এবং সুষুপ্তিকালীন স্বরূপভূত আনন্দেই প্রাণিগণের লয় প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব আনন্দ ব্রহ্মই, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

টীকা—"আনন্দাৎ"—গ্রাম্যধর্ম্ম অর্থাৎ পশুধর্ম্মরূপনিমিত্তবিশিষ্ট আনন্দ হইতে "ভূতানি জায়ন্তে"—প্রাণিগণ উৎপন্ন হয়, "তেন জীবনম্"—সেই বিষয়ভোগাদি নিমিত্তবিশিষ্ট আনন্দদ্বারাই জীবন ধারণ করে; "তেষাম্ লয়ঃ চ তত্র"—সেই প্রাণিগণের লয়, সুষুপ্তিকালীন স্বরূপভূত আনন্দেই হইয়া থাকে, কেন না, সুষুপ্তিকালে আনন্দ ভিন্ন কোনও বস্তুরই অনুভব হয় না, "অতঃ আনন্দঃ ব্রহ্ম"—এইহেতু আনন্দ ব্রহ্মই হইতেছেন, ইহা সর্ব্বজনানুভব সিদ্ধ, "ন সংশয়ঃ"—এ বিষয়ে সংশয় জ্ঞান কর্ত্তব্য নহে, ইহাই অভিপ্রায়। ১৩

এই প্রকারে তৈত্তিরীয় শ্রুতির পর্য্যালোচনাদ্বারা ব্রহ্মের আনন্দরূপতা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে তাহাই ছান্দোগ্যশ্রুতির পর্য্যালোচনাদ্বারা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া, সনৎকুমার-নারদসংবাদরূপ (উক্ত উপনিষদের) সপ্তমাধ্যায়ে স্থিত, ভূমার অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্নানন্দরূপ ব্রহ্মের প্রতিপাদক [যত্র ন অন্যৎ পশ্যতি, ন অন্যৎ শৃণোতি ন অন্যৎ বিজানাতি স ভূমা—ছান্দোগ্য উ, ৭।২৪।২]—যাহাতে (যে ভূমাতে) অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানিতে পারে না, তাহাই সেই ভূমা—এই বাক্যের অর্থ সংক্ষেপে বলিতেছেন :—

(গ) ছান্দোগ্যে সনৎকুমার-নারদ সংবাদদ্বারা ভূমারূপ ব্রহ্মের আনন্দরূপতা প্রতিপাদিত।

ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জ্জনাৎ।
জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে হি নো ॥ ১৪

অন্বয়—ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জ্জনাৎ ভূমা (আসীৎ)। জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে নো হি।

অনুবাদ—ভূতসকলের উৎপত্তির পূর্ব্বে, ত্রিপুটীরূপ দ্বৈতের অভাবহেতু, একমাত্র ভূমাই (সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যই) ছিলেন; অন্তঃকরণরূপ জ্ঞাতা, বৃত্তিরূপ জ্ঞান এবং ঘটাদি বিষয়রূপ জ্ঞেয়, এই প্রকার ত্রিপুটী প্রলয়কালে থাকে না।

টীকা—"ভূতোৎপত্তেঃ পুরা"—আকাশাদি ভূত সকলের এবং সেই ভূতকার্য্য জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি ভূতের উৎপত্তির পূর্ব্বে "ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জ্জনাৎ"—জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ তিন পুটের বা আকারের সমাহার ত্রিপুটী তাহাই দ্বৈত, তাহার বর্জ্জন অর্থাৎ অভাব সেইহেতু "ভূমা"—দেশদ্বারা, কালদ্বারা এবং বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছেদশূন্য পরমাত্মা; 'বহু' শব্দের উত্তর, ভাবার্থে ইমনিচ্ প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন। 'ভাব' শব্দের অর্থ, প্রকৃতিজন্য অর্থাৎ স্বভাবজনিতবোধে 'প্রকারঃ' অসাধারণধর্ম্মঃ। বহুর ভাব বা ব্যাপকতা অর্থাৎ সত্তাবত্ত্বম্ ভাবঃ ম্। "ভাবানয়নে দ্রব্যানয়নম্"—সত্তার আনয়নে দ্রব্যের সত্তাবানের আনয়ন হয়—এই নিয়ম থাকায়, ব্যাপকতাবহুল বা ভূমা ব্যাপক পরমাত্মা। 'ছিলেন' অর্থক 'আসীৎ' এই পদের অধ্যাহার করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে। সেই দ্বৈতের অভাব উপপাদন করিতেছেন—"ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জ্জনাৎ"—জ্ঞাতা অন্তঃকরণ, জ্ঞান বা বৃত্তি এবং জ্ঞেয় যে ঘটাদি বিষয় (অগ্রে ১৫ শ্লোকে ব্যাখ্যাত); এই জ্ঞাতা প্রভৃতি ত্রিপুটী প্রলয়কালে থাকে না। এই কথা উপনিষৎসমূহে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধিদ্যোতক "হি"—শব্দের প্রয়োগদ্বারা গ্রন্থকারের এই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। ১৪

এক্ষণে জ্ঞাতা প্রভৃতির স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন :—

বিজ্ঞানময় উৎপন্নো জ্ঞাতা জ্ঞানং মনোময়ঃ।
জ্ঞেয়াঃ শব্দাদয়ো নৈতৎ ত্রয়মুৎপত্তিতঃ পুরা ॥ ১৫

অন্বয়—উৎপন্নঃ বিজ্ঞানময়ঃ জ্ঞাতা, মনোময়ঃ জ্ঞানম্, শব্দাদয়ঃ জ্ঞেয়াঃ এতৎ ত্রয়ম্ উৎপত্তিতঃ পুরা ন।

অনুবাদ—উৎপন্ন বিজ্ঞানময় কোশই জ্ঞাতা; মনোময় কোশ জ্ঞান, শব্দস্পর্শ প্রভৃতি বিষয় জ্ঞেয়; উৎপত্তির পূর্ব্বে এই ত্রিপুটির সত্তা অসম্ভব।

টীকা—"উৎপন্নঃ বিজ্ঞানময়ঃ"—পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত জীবরূপ যে বিজ্ঞানময় কোশ, তাহাই জ্ঞাতা, এবং "মনোময়ঃ জ্ঞানম্"—মনে প্রতিবিম্বিত, মনোময় শব্দের বাচ্য চৈতন্য, তাহাই জ্ঞান; শব্দস্পর্শ প্রভৃতি জ্ঞেয় প্রসিদ্ধ। এই তিনটি কার্য্যরূপ বলিয়া, "উৎপত্তিতঃ পুরা ন"—উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপ যে পরমাত্মা তাহা হইতে ভিন্ন নহে; ইহাই অর্থ। ১৫

(এইরূপে) যে অর্থ সিদ্ধ হইল তাহাই এখন বলিতেছেন:—

ত্রয়াভাবে তু নির্দ্বৈতঃ পূর্ণ এবানুভূয়তে।
সমাধিসুপ্তিমূর্চ্ছাসু পূর্ণঃ সৃষ্টেঃ পুরা তথা ॥ ১৬

অন্বয়—ত্রয়াভাবে তু নির্দ্বৈতঃ পূর্ণঃ এব অনুভূয়তে; সমাধিসুপ্তিমূর্চ্ছাসু তথা সৃষ্টেঃ পুরা পূর্ণঃ।

অনুবাদ—সেই তিনটির অভাবে তখন পরিপূর্ণ দ্বৈতহীনরূপই অনুভূত হয়। সমাধি সুপ্তি ও মূর্চ্ছায় অদ্বৈতরূপ পূর্ণ আত্মারই অনুভব হয়; সৃষ্টির পূর্ব্বেও সেইরূপ, অর্থাৎ পূর্ণ আত্মা।

টীকা—"ত্রয়াভাবে"—জ্ঞাতা প্রভৃতি তিনটির অভাব হইলে "নির্দ্বৈতঃ"—দ্বৈতরহিত পূর্ণ আত্মারই অনুভব হয়। কোথায় সেই অনুভব হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন:—"সমাধি সুপ্তি ও মূর্চ্ছায়" ইত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞের অনুভব বুঝাইবার জন্য সমাধির উল্লেখ, অপর সকল লোকের অনুভব বুঝাইবার জন্য সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছার উল্লেখ। সুষুপ্তি প্রভৃতি হইতে উত্থিত পুরুষের যে দ্বৈতের অদর্শনের স্মরণ হয়, সেই স্মরণের অন্য প্রকারে অর্থাৎ অদ্বৈতরূপ অনুভবের কর্ত্তা বিনা, অসম্ভব। সেইহেতু দ্বৈতের সেই অদর্শনের অনুভব কর্ত্তার নিকট, সেই দ্বৈতরাহিত্যের সিদ্ধি, ইহাই তাৎপর্য্য। ভাল, সুষুপ্তি প্রভৃতিতে অদ্বৈতের সিদ্ধি হইল; তদ্দ্বারা বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের অর্থাৎ প্রলয়কালে বিদ্যমান পরমাত্মার বিষয়ে কি সিদ্ধ হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন "সৃষ্টির পূর্ব্বেও সেইরূপ" ইত্যাদি। যেমন সুষুপ্তি প্রভৃতিতে পরিচ্ছেদকারকের অভাবহেতু পূর্ণ, "তথা সৃষ্টেঃ পুরা অপি"—সৃষ্টির পূর্ব্বেও সেই পরিচ্ছেদকারকের অভাবহেতু পূর্ণ: ইহাই অর্থ। ১৬

ভাল, ব্রহ্মের পূর্ণতা সিদ্ধ হইল মানিলাম: তদ্দ্বারা ব্রহ্মের আনন্দরূপতা বিষয়ে কি সিদ্ধ হইল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে পরিপূর্ণ ব্রহ্মের সুখরূপতা-বোধক শ্রুতিবচন [যো বৈ ভূমা, তৎ সুখম্ ন অল্পে সুখম্ অস্তি—ছান্দোগ্য উ, ৭।২৩।১]—সেই যে ভূমা বা পরিপূর্ণবস্তু তাহাই সুখরূপ; যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন বস্তু, তাহাতে সুখ নাই, ইহাই অর্থানুক্রমে (অর্থাৎ অক্ষরশঃ পাঠ না করিয়া) বলিতেছেন:—

যো ভূমা স সুখং নাল্পে সুখং ত্রেধা বিভেদিনি।
সনৎকুমারঃ প্রাহৈবং নারদায়াতিশোকিনে ॥ ১৭

অন্বয়—যঃ ভূমা সঃ সুখম্; ত্রেধা বিভেদিনি অল্পে সুখম্ ন; এবম্ সনৎকুমারঃ অতিশোকিনে নারদায় প্রাহ।

অনুবাদ—যাহা ভূমা বা সম্পূর্ণ অপরিচ্ছিন্ন বস্তু, তাহাই সুখ, আর যাহা স্বগতাদিভেদত্রয়বিশিষ্ট—অল্প, তাহাতে সুখ নাই; এই প্রকারে সনৎকুমার সাতিশয় শোকাকুল নাদরকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

টীকা—"যঃ"—অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শ্লোকোক্ত যে ভূমা তাহা সুখরূপই; কেননা, অদ্বিতীয় বস্তুতে, দুঃখহেতু যে ভেদাদি তাহার অভাব; "ত্রেধা বিভেদিনি"—আর জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানাদিভেদযুক্ত পরিচ্ছিন্নরূপ অল্প বস্তুতে; এইটি হেতুগর্ভিত বিশেষণ। ইহাই পরিচ্ছিন্নতার ব্যাখ্যা; তাহা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহাতে সুখ নাই; ইহাই অর্থ। ইহা কে কাহাকে বলিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"এই প্রকারে সনৎকুমার" ইত্যাদি। নারদ যে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন, তাহার কারণ বলিতেছেন:—"অতিশোকিনে"—অতিশয়িত শোক (অকৃতার্থবুদ্ধিতা) ইহার এইহেতু অতিশোকী; এতদবস্থ নারদ মুনির প্রতি বলিয়াছিলেন। ১৭

নারদের সেই অতিশোকিতার কারণ বলিতেছেন:—

(ঘ) নারদের অতি শোকিতার কারণ—আত্মজ্ঞানাভাব।

সপুরাণান্ পঞ্চবেদাঞ্ছাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
জ্ঞাত্বাপ্যনাত্মবিত্ত্বেন নারদোঽতিশুশোচ হ ॥ ১৮

অন্বয়—নারদঃ সপুরাণান্ পঞ্চবেদান্ চ বিবিধানি শাস্ত্রাণি জ্ঞাত্বা অপি অনাত্মবিত্ত্বেন অতি শুশোচ হ।

অনুবাদ—নারদ অষ্টাদশ পুরাণ সহিত বেদ চতুষ্টয় ও বিবিধ শাস্ত্র জানিয়াও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না বলিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন, বেদে এ কথা প্রসিদ্ধ।

টীকা—"সপুরাণান্ পঞ্চবেদান্"—পুরাণের সহিত 'সপুরাণ' পাঁচ বেদ অর্থাৎ পঞ্চম বেদরূপ মহাভারত সহিত অষ্টাদশ পুরাণ ও চারি বেদ এবং বিবিধ প্রকার শাস্ত্র জানিয়াও আত্মজ্ঞান-রহিত ছিলেন বলিয়া—সাতিশয় শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, একথা ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ১৮

ভাল, বেদ ও শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান শোকের নিবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহা কি প্রকারে অতিশোকের হেতু হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(ঙ) জ্ঞানহীন পণ্ডিতে সাত প্রকার শোক।

বেদাভ্যাসাৎ পুরা তাপত্রয়মাত্রেণ শোকিতা।
পশ্চাত্ত্বভ্যাসবিস্মারভঙ্গগর্বৈশ্চ শোকিতা ॥ ১৯

অন্বয়—বেদাভ্যাসাৎ পুরা তাপত্রয়মাত্রেণ শোকিতা, পশ্চাৎ তু অভ্যাসবিস্মারভঙ্গ-গর্ব্বৈঃ চ শোকিতা।

অনুবাদ—বেদাভ্যাসের পূর্ব্বে লোকে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিনটিমাত্র তাপদ্বারা শোকাক্রান্ত হয়, পরে কিন্তু বেদাদির অভ্যাসে দুঃখ, বিস্মরণে দুঃখ, বাদে (শাস্ত্রার্থবিচারে) পরাজয়জনিত সন্তাপ, এবং জয়লাভে (প্রথমে) গর্ব্ববশতঃ ক্ষোভ পরে নিজে অবিদ্যা বিজৃম্ভণ-স্মরণে সন্তাপ দ্বারা শোকাক্রান্ত হয়।

টীকা—"তাপত্রয়েণ"—কেবল আধ্যাত্মিকাদিরূপ তিনটিমাত্র তাপদ্বারা, "শোকিতা"—শোক ইহার আছে ইতি শোকিন্ তাহার ভাব শোকিতা, 'আসীৎ' (ছিল) এই ক্রিয়ার অধ্যাহার করিতে হইবে; "পশ্চাৎ তু"—পরে কিন্তু; এস্থলে 'তু' শব্দ শোকের বিশেষ বিষয়ের সূচক অব্যয়; "অভ্যাসঃ"—পাঠাদির আবৃত্তি, "বিস্মারঃ"—পঠিত বিষয়ের বিস্মরণ, "ভঙ্গঃ"—আপনাপেক্ষা অধিক গ্রন্থধারণসমর্থকর্ত্তৃক তিরস্কার, "গর্ব্বঃ"—অপরের স্বল্প গ্রন্থধারণ সামর্থ্য দেখিয়া আপনাতে আধিক্য বুদ্ধি (তজ্জনিত ক্ষোভ, এবং পরে গর্ব্বজনিত অবিদ্যাবিজৃম্ভণে অনুতাপ) এই সকল কারণে 'শোকিতা'। ১৯

ভাল, এই প্রকার সর্ব্বজ্ঞ নারদেরও সাতিশয় শোকগ্রস্ততা হইয়াছিল, তাহা কি প্রকারে জানিলেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তাহা নারদের [সঃ অহম্ ভগবঃ শোচামি—ছান্দোগ্য উ, ৭।১।৩]—'হে ভগবন্, সেই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ আমিও শোকানুভব করিয়া থাকি'—এই বাক্য হইতেই জানা যায়। এই শোকানুভবকে লক্ষ্য করিয়াই নারদ, [তম্ মা ভগবান্ শোকস্য পারম্ তারয়তু—ঐ, ৭।১।৩]—'সেই শোকগ্রস্ত আমাকে ভগবান্ শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করুন'—এই প্রকারে শোকনিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তখন সনৎকুমার 'ভূমা' এই শব্দদ্বারা সূচিত "সুখরূপ ব্রহ্মকে জানাই শোকনিবৃত্তির উপায়" ইহাই [সুখম্ তু এবম্ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্—ছান্দোগ্য উ, ৭।২২।১]—'সুখ বিষয়েই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত' এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী বাক্যনিচয়দ্বারা বুঝাইলেন :—

(চ) সর্ব্বজ্ঞ নারদের শোকিত্বাবিষয়ে নারদবাক্য ও সনৎকুমারের উপদেশ।

সোঽহং বিদ্বন্ প্রশোচামি শোকপারং নয়াত্র মাম্।
ইত্যুক্তঃ সুখমেবাস্য পারমিত্যভ্যধাদৃষিঃ ॥ ২০.

অন্বয়—'হে বিদ্বন্ সঃ অহম্ প্রশোচামি, মাম্ অত্র শোকপারম্ নয়' ইতি উক্তঃ সুখম্ এব অস্য পারম্ ইতি ঋষিঃ অভ্যধাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—'হে তত্ত্বজ্ঞ সনৎকুমার, সেই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ আমি শোকানুভব করিয়া থাকি; আমাকে এখানেই (অবিলম্বে) শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিন।' নারদকর্ত্তৃক এই প্রকারে প্রার্থিত হইলে, ঋষি সনৎকুমার বলিলেন "সুখই (ভূমাই) এই শোকের পার"। ২০

ভাল, গন্ধমাল্যাদিজনিত অনেক সুখ থাকিতে "ন অল্পে সুখম্ অস্তি"—অল্পে (পরিচ্ছিন্নে) সুখ নাই, এইরূপ কথন ত' অসঙ্গত—যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে বলি, ঐরূপ আপত্তি চলে না; কেননা,—গন্ধমাল্যাদি বিষয়সমূহ দুঃখসম্পর্কযুক্ত বলিয়া, বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় তাহারা দুঃখরূপ, ইহাই মুনি সনৎকুমারের উক্তরূপ কথনের অভিপ্রায়; ইহাই বলিতেছেন :—

(ছ) অল্প অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বিষয়সুখ দুঃখরূপই।

সুখং বৈষয়িকং শোকসহস্রেণাবৃতত্বতঃ।
দুঃখমেবেতি মত্বাহ নাল্পেঽস্তি সুখমিত্যসৌ॥ ২১

অন্বয়—বৈষয়িকম্ সুখম্ শোকসহস্রেণ আবৃতত্বতঃ দুঃখম্ এব, ইতি মত্বা অল্পে সুখম্ ন অস্তি ইতি অসৌ আহ।

অনুবাদ ও টীকা—রূপরসাদিজনিত যে সুখ তাহা সহস্র দুঃখের দ্বারা আবৃত বলিয়া দুঃখরূপই। এই অভিপ্রায়েই মুনি সনৎকুমার বলিয়াছিলেন—"অল্পে (পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে) সুখ নাই"। ২১

ভাল, দ্বৈতে সুখাভাব মানিলাম, অদ্বৈতেও ত' সেই সুখাভাব থাকিতে পারে, বাদী এইরূপ আশঙ্কা তুলিতেছেন :—

(জ) দ্বৈতে সুখাভাব হেতু অদ্বৈতে সুখাভাব-শঙ্কা।

নন্বু দ্বৈতে সুখং মা ভূদদ্বৈতেঽপ্যস্তি নো সুখম্।
অস্তি চেদুপলভ্যেত তথা চ ত্রিপুটী ভবেৎ॥ ২২

অন্বয়—ননু দ্বৈতে সুখম্ মা ভূৎ, অদ্বৈতে অপি সুখম্ নো অস্তি। অস্তি চেৎ উপলভ্যেত; তথা চ ত্রিপুটী ভবেৎ।

অনুবাদ—ভাল, পরিচ্ছিন্ন দ্বৈত পদার্থে সুখ না থাকুক; অদ্বৈতেও সুখ নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে সেই সুখের উপলব্ধি হইত। যদি বল অদ্বৈতে সুখের অনুভব হয়, তাহা হইলে (অদ্বৈতে) অনুভব-অনুভবিতা-অনুভাব্য এই ত্রিপুটী মানিতে হয়।

টীকা—অনুপলব্ধিনামক ষষ্ঠ প্রমাণ প্রয়োগে বাদী আশঙ্কা সিদ্ধ করিতেছেন—অদ্বৈতে যদি সুখ থাকিত তাহা হইলে বিষয়াদির ন্যায় প্রতীত হইত; যেহেতু প্রতীত হয় না, সেই হেতু নাই। যদি সিদ্ধান্তী বলেন অদ্বৈতে সুখের উপলব্ধি হয়, তবে তাঁহাকে বাদী বলিতেছেন—সেইরূপ সুখের অনুভব হইলে, ত্রিপুটী আসিয়া পড়ে, তাহাতে অনুভব অনুভবিতা ও অনুভাব্যের অপেক্ষা আছে বলিয়া অদ্বৈত সিদ্ধান্তের হানি হয়; ইহাই অভিপ্রায়। ২২

অদ্বৈতবস্তু যে সুখের অধিকরণ নহে; সিদ্ধান্তী তাহা মানিয়া লইতেছেন :—

(ঝ) অদ্বৈত সুখের আধার নহে; হেতু প্রদর্শন; অদ্বৈত প্রমাণনিরপেক্ষরূপে স্বপ্রকাশ।

মাস্তু দ্বৈতে সুখং কিন্তু সুখমদ্বৈতমেব হি।
কিং মানমিতি চেন্নাস্তি মানাকাঙ্ক্ষা স্বয়ংপ্রভে॥ ২৩

অন্বয়—অদ্বৈতে সুখম্ মা অস্তু, কিন্তু অদ্বৈতম্ হি সুখম্ এব; কিম্ মানম্ ইতি চেৎ? স্বয়ম্প্রভে মানাকাঙ্ক্ষা ন অস্তি।

অনুবাদ—অদ্বৈতরূপ আশ্রয়ে সুখ না থাক, অদ্বৈত যে নিজেই সুখরূপ। যদি বল তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? তবে বলি, স্বয়ম্প্রকাশ অদ্বৈতে প্রমাণের অপেক্ষা নাই।

টীকা—অদ্বৈত যে, সুখের আশ্রয় নহে, সিদ্ধান্তী তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইবার কারণ বলিতেছেন:— "অদ্বৈত যে নিজেই সুখরূপ"। "হি"—যেহেতু "অদ্বৈতম্ এব সুখম্"—অদ্বৈত নিজেই সুখরূপ, এইহেতু অদ্বৈত সুখের আশ্রয় নহে, ইহাই অর্থ। অদ্বৈত যে সুখরূপ এবিষয়ে প্রমাণ কি? এই আশঙ্কার অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন—অদ্বৈত স্বয়ম্প্রকাশ বলিয়া প্রমাণ বিষয়ক প্রশ্ন করা অনুচিত—ইহাই বলিতেছেন:—"যদি বল তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?" ইত্যাদি। ২৭

ভাল, অদ্বৈত যে স্বপ্রকাশ তদ্বিষয়েও প্রমাণ কি? এইরূপ আশঙ্কাকারীকে বলা যাইবে তোমার বচনই এবিষয়ে প্রমাণ:—

(ঞ) অদ্বৈত যে স্বপ্রকাশ তদ্বিষয়ে বাদীর বচনই প্রমাণ।

স্বপ্রভত্বে ভবদ্বাক্যং মানং যস্মাদ্ভবানিদম্।
অদ্বৈতমভ্যুপেত্যাস্মিন্ সুখং নাস্তীতি ভাষতে॥২৪

অন্বয়—স্বপ্রভত্বে ভবদ্বাক্যম্ মানম্, যস্মাৎ ভবান্ ইদম্ অদ্বৈতম্ অভ্যুপেত্য অস্মিন্ সুখম্ ন অস্তি ইতি ভাষতে।

অনুবাদ—অদ্বৈত যে স্বয়ম্প্রকাশ তদ্বিষয়ে তোমার বাক্যই প্রমাণ, কেননা, তুমি অদ্বৈতকে স্বীকার করিয়াই, ইহাতে সুখ নাই এইরূপ বলিতেছ।

টীকা—বাদীর বাক্য যে প্রমাণ তাহা উপপাদন করিতেছেন:—"কেননা, তুমি" ইত্যাদি দ্বারা। যেহেতু তুমি প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়াই, "অদ্বৈতম্ অভ্যুপেত্য"—অদ্বৈতকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়া সুখের আক্ষেপ অর্থাৎ নিষেধ করিতেছ, এইহেতু অদ্বৈতের স্বপ্রকাশতা বা প্রমাণের নিরপেক্ষতা (সপ্রমাণ হইতেছে); ইহাই অর্থ। ২৪

'আমি ত' অদ্বৈত স্বীকার করি নাই, কেবল আপনার অদ্বৈতের উক্তি শুনিয়া, তাহারই অনুবাদ করিয়া, তাহাতে দোষ দিতেছি মাত্র। এইহেতু আমার কথিত অদ্বৈত সিদ্ধ নহে; এই প্রকারে বাদী শঙ্কা করিতেছেন:—

(ট) বাদী, 'অদ্বৈত অঙ্গীকার করি না' বলিলে বাদীর প্রতি সিদ্ধান্তীর প্রশ্ন।

নাভ্যুপৈম্যহমদ্বৈতং ত্বদ্বচোঽনূদ্য দূষণম্।
বচ্মীতি চেত্তদা ব্রূহি কিমাসীদ্দ্বৈততঃ পুরা॥ ২৫

অন্বয়—অহম্ অদ্বৈতম্ ন অভ্যুপৈমি; ত্বদ্বচঃ অনূদ্য দূষণম্ বচ্মি ইতি চেৎ তদা দ্বৈততঃ পুরা কিম্ আসীৎ ব্রূহি।

অনুবাদ—(যদি বল) 'আমি ত অদ্বৈত স্বীকার করি নাই ; কেবল আপনার বচনের অনুবাদ করিয়া পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহাতে দোষ দেখাইয়াছি মাত্র',—তবে হে বাদিন্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—দ্বৈতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কি ছিল, বল।

টীকা—তোমার অদ্বৈতের অস্বীকার যেহেতু বিকল্পসহ নহে, এইহেতু তাহা সিদ্ধ নহে অর্থাৎ টিকিবেনা : ইহা মনে করিয়া সিদ্ধান্তী বাদীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—"হে বাদিন্" ইত্যাদি। ২৫

'কি ছিল' ? এই 'কি' শব্দদ্বারা সূচিত বিকল্প প্রদর্শন করিতেছেন :—

(৫) তিন বিকল্প করিয়া প্রথমটির অঙ্গীকার ও অপর দুইটির নিষেধ।

কিমদ্বৈতমুত দ্বৈতমন্যো বা কোটিরন্তিমঃ।
অপ্রসিদ্ধো ন দ্বিতীয়োঽনুৎপত্তেঃ শিষ্যতেঽগ্রিমঃ॥ ২৬

অন্বয়—কিম অদ্বৈতম্ ? উত দ্বৈতম্ বা অন্যঃ কোটিঃ : অন্তিমঃ অপ্রসিদ্ধঃ ; দ্বিতীয়ঃ ন অনুৎপত্তেঃ : অগ্রিমঃ শিষ্যতে।

অনুবাদ—তখন অদ্বৈত ছিল ? কি দ্বৈত ছিল ? কিম্বা তদুভয়ভিন্ন বিলক্ষণরূপ অন্য কিছু ছিল ? এই তিন পক্ষই হইতে পারে। অন্তিম পক্ষ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ অন্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া তাহা অপ্রসিদ্ধ ; দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ দ্বৈত ছিল বলিতে পার না, যেহেতু তখন তাহার উৎপত্তি হয় নাই ; পরিশেষে প্রথম পক্ষই থাকিয়া যায় অর্থাৎ তৎকালে অদ্বৈতের সত্তা স্বীকার করিতেই হয়।

টীকা—তৃতীয় পক্ষ বিষয়ে নির্দ্দেশ করিতেছেন—"অন্তিম পক্ষ" ইত্যাদি। সংসারে দ্বৈতাদ্বৈত হইতে বিলক্ষণরূপ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া অপ্রসিদ্ধ, ইহাই তাৎপর্য্য। 'দ্বৈত ছিল'—এই দ্বিতীয় পক্ষের নিরাকরণ করিতেছেন : দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ দ্বৈত ছিল না, তাহার কারণ বলিতেছেন যেহেতু তখন তাহার উৎপত্তি হয় নাই দ্বৈতের তখন অর্থাৎ আপনার পূর্ব্বে, অনুৎপত্তি হেতু, 'দ্বৈতের পূর্ব্বে দ্বৈত ছিল' এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষ সম্ভব নহে, ইহাই অর্থ। এইহেতু দ্বৈতের পূর্ব্বে অদ্বৈতই ছিল, এই প্রথম পক্ষ পরিশিষ্ট থাকিয়া যায়, ইহাই বলিতেছেন—"তৎকালে অদ্বৈতের সত্তা স্বীকার করিতেই হয়"। ২৬

(শঙ্কা) ভাল, উক্ত প্রকারে, অদ্বৈত যুক্তিদ্বারা অর্থাৎ অনুমান বলেই সিদ্ধ হইল, অনুভব দ্বারা সিদ্ধ হইল না : বাদী এই প্রকারে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন :—

(৬) (শঙ্কা : যুক্তিদ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধ হইলেও অদ্বৈত অনুভবের অভাব ; যুক্তি দুই বিধ।)

অদ্বৈতসিদ্ধির্যুক্ত্যৈব নানুভূত্যেতি চেদ্বদ।
নির্দৃষ্টান্তা সদৃষ্টান্তা বা কোট্যন্তরমত্র নো॥ ২৭

অন্বয়—অদ্বৈতসিদ্ধিঃ যুক্ত্যা এব, অনুভূত্যা ন ইতি চেৎ ? নির্দৃষ্টান্তা বা সদৃষ্টান্তা বদ, অত্র কোট্যন্তরম্ নো।

অনুবাদ—যদি বল, 'আপনি যুক্তিবলে অদ্বৈত সিদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা ত' অনুভবে পাওয়া যায় না', তবে জিজ্ঞাসা করি—হে বাদিন্ এই যুক্তি দৃষ্টান্তশূন্য অথবা সদৃষ্টান্ত ? তাহা বল। ইহাতে ত' অন্য বিকল্প হইতে পারে না।

টীকা—অদ্বৈতের সিদ্ধি যুক্তিবলেই হইল, বাদীর এইরূপ উক্তি বিকল্পসহ নহে বলিয়া টিকিবে না, এই মনে করিয়া সিদ্ধান্তী যুক্তিকে লইয়া বিকল্প করিতেছেন—"হে বাদিন্ এই যুক্তি দৃষ্টান্তশূন্য অথবা" ইত্যাদি। বিকল্পের ন্যূনতা নাই তাহাই দেখাইতেছেন—"ইহাতে ত' অন্য বিকল্প হইতে পারে না"; তৃতীয় বিকল্প অসম্ভব। ২৭

'যুক্তি দৃষ্টান্তরহিত'—এইরূপ প্রথম পক্ষের খণ্ডন, উপহাসপূর্বক করিতেছেন :—

(চ) প্রথম বিকল্পের সোপহাস খণ্ডন; দ্বিতীয় বিকল্প সম্বন্ধে প্রশ্ন।

নানুভূতির্ন দৃষ্টান্ত ইতি যুক্তিস্তু শোভতে।
সদৃষ্টান্তত্বপক্ষে তু দৃষ্টান্তং বদ মে মতম্ ॥ ২৮

অন্বয়—অনুভূতিঃ ন, দৃষ্টান্তঃ ন ইতি যুক্তিঃ তু শোভতে। সদৃষ্টান্তত্বপক্ষে মে মতম্ দৃষ্টান্তম্ বদ।

অনুবাদ—যদি বল যুক্তি দৃষ্টান্তশূন্য, তবে বলি অনুভবও নাই, দৃষ্টান্তও নাই, অথচ যুক্তি; এ যুক্তি অতি চমৎকার! যদি সদৃষ্টান্ত বাক্যকে যুক্তি বলিয়া স্বীকার কর, তবে আমার অভিমত দৃষ্টান্ত দেখাও।

টীকা—অদ্বৈতের সিদ্ধি কেবল যুক্তিদ্বারাই করা হইল, এই বলিয়া বাদী প্রথমে অদ্বৈতের অনুভব অস্বীকার করিলেন; আর দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে যুক্তি কিছুই সিদ্ধ করিতে পারে না; এই হেতু দৃষ্টান্ত নাই, এইরূপ উক্তি অত্যন্ত অসঙ্গত; ইহাই অভিপ্রায়। দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সহিত যুক্তি, 'যুক্তি' পদবাচ্য; এই পক্ষে তোমার এবং আমার (সিদ্ধান্তীর) এই উভয় বাদীর সম্মত দৃষ্টান্ত দেখান চাই, ইহাই বলিতেছেন—"যদি সদৃষ্টান্ত বাক্যকে" ইত্যাদি। ২৮

তবে দৃষ্টান্ত দিয়াই অদ্বৈত সিদ্ধ করিব, এই প্রকারে পূর্বপক্ষী বা বাদী আপত্তি উঠাইয়া দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ণ) বাদীর সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি। তাহাতে সিদ্ধান্তীর দুই বিকল্প ও প্রথমের নিষেধ।

অদ্বৈতঃ প্রলয়ো দ্বৈতানুপলম্ভেন সুপ্তিবৎ।
ইতি চেৎ সুপ্তিরদ্বৈতে তত্র দৃষ্টান্তমীরয় ॥ ২৯

অন্বয়—প্রলয়ঃ অদ্বৈতঃ (প্রতিজ্ঞা), দ্বৈতানুপলম্ভেন (হেতু), সুপ্তিবৎ (উদাহরণ), ইতি চেৎ, অদ্বৈতে সুপ্তিঃ তত্র দৃষ্টান্তম্ ঈরয়।

অনুবাদ—প্রলয় দ্বৈতহীন, যেহেতু তাহাতে দ্বৈতের উপলব্ধি হয় না, যথা সুষুপ্তি, যদি এইরূপ বলি ? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—'অদ্বৈত বিষয়ে স্ত'

(নিজেরই) সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দিলে; তাহা যে দ্বৈতশূন্য তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বল। (তাহা অপরের অপ্রত্যক্ষ; তাহা আমার অভিমত দৃষ্টান্ত হইবে কিরূপে ?)

টীকা—"প্রলয়ঃ"—'প্রলয়' শব্দবাচ্য সৰ্দ্বৈতের অভাবোপলক্ষিত ব্রহ্ম দ্বৈতরহিত হইবার যোগ্য, যেহেতু প্রলয় দ্বৈতের অনুপলব্ধিবিশিষ্ট; যাহা যাহা দ্বৈতের অনুপলব্ধিবিশিষ্ট, তাহা তাহা দ্বৈতরহিত, যেমন সুষুপ্তি, সেইহেতু এই অনুমান দৃষ্টান্তসহিত যুক্তি। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে বাদিন্, এই প্রকার যুক্তিদ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তুমি আপনার সুষুপ্তির দৃষ্টান্তই দিতেছ ? অথবা অন্যের সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দিতেছ ? এই দুই বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথমপক্ষে অর্থাৎ 'নিজের সুষুপ্তিরই দৃষ্টান্ত দিতেছি' বলিলে নিজের সুষুপ্তি অন্যের অপ্রত্যক্ষ বলিয়া অসিদ্ধ; সেইহেতু নিজের সুষুপ্তির সিদ্ধির জন্য অন্য দৃষ্টান্ত দেখান চাই। এই অভিপ্রায় লইয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—"অদ্বৈত বিষয়ে ত' (নিজেরই)" ইত্যাদি। ২৯

ভাল নিজের সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত হইবে অন্যের সুষুপ্তি—দ্বিতীয় বিকল্প সম্বন্ধে বাদীর পক্ষে এইরূপ উত্তরের আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—

(ঙ) দ্বিতীয় বিকল্প লইয়া শঙ্কা এবং তাহারও খণ্ডন।

দৃষ্টান্তঃ পরসুপ্তিশ্চেদহো তে কৌশলং মহৎ।
যঃ স্বসুপ্তিং ন বেত্ত্যস্য পরসুপ্তৌ তু কা কথা ?॥৩০

অন্বয়—পরসুপ্তিঃ দৃষ্টান্তঃ চেৎ ? তে কৌশলম্ মহৎ অহো ! যঃ স্বসুপ্তিম্ ন বেত্তি, অস্য পরসুপ্তৌ তু কা কথা ?

অনুবাদ—নিজ সুষুপ্তিবিষয়ে পরের সুষুপ্তি দৃষ্টান্ত হইবে—যদি এইরূপ বল, তবে তোমার কৌশল কি চমৎকার ! যে আপনার সুষুপ্তিকে জানে না (প্রত্যক্ষ বলিয়া মানে না)—এইরূপ তোমার পরকীয় সুষুপ্তির জ্ঞান যে হইতে পারে না, তাহাতে আর কথা কি ?

টীকা—যে তুমি সুষুপ্তির অনুভবগম্যতা (পূর্ব্বশ্লোকে) অস্বীকার করিয়াছ বলিয়া আপনার সুষুপ্তিকেও জান না, এইরূপ তোমার পরকীয় সুষুপ্তিবিষয়ে কি আর বলিবার আছে ? তোমার পরকীয় সুষুপ্তির জ্ঞান যে হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই, ইহাই অর্থ। ৩০

বাদী শঙ্কা করিতেছে—ভাল, অনুমানদ্বারা ত' (এইরূপে) পরকীয় সুষুপ্তিসিদ্ধি অর্থাৎ সুষুপ্তির নিশ্চয় হইতে পারে :—

(চ) অনুমানদ্বারে পর-সুষুপ্তি সিদ্ধিশঙ্কা, তদ্দ্বারা সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা-সিদ্ধি।

নিশ্চেষ্টত্বাৎ পরঃ সুপ্তো যথাহমিতি চেৎ তদা।
উদাহর্ত্তুঃ সুষুপ্তেস্তে স্বপ্রভত্বং বলাদ্ভবেৎ॥ ৩১

অন্বয়—পরঃ সুপ্তঃ (প্রতিজ্ঞা), নিশ্চেষ্টত্বাৎ (হেতু), যথা অহম্ (দৃষ্টান্ত) ইতি চেৎ ? (সিদ্ধান্তীর উত্তর) তদা উদাহর্ত্তুঃ তে সুষুপ্তেঃ স্বপ্রভত্বম্ বলাৎ ভবেৎ।

অনুবাদ—বাদী আপত্তি উঠাইতেছেন—এইরূপ অনুমান ত' হইতে পারে—

অপর (লোক) সুষুপ্তিমান্ (প্রতিজ্ঞা), যেহেতু নিশ্চেষ্ট (হেতু) যেমন আমি (উদাহরণ)। সিদ্ধান্তী উত্তর করিতেছেন—তাহা হইলে, উদাহরণদাতা তোমার সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা তোমার উদাহরণ বলেই সিদ্ধ হইয়া যায়।

টীকা—বিবাদের বিষয় যে অপর পুরুষ, সে সুষুপ্তিমান্ হইবার যোগ্য (প্রতিজ্ঞা); যেহেতু প্রাণাদিযুক্ত থাকিয়াও সে নিশ্চেষ্ট (হেতু); যেমন আমি (উদাহরণ)। এই অনুমানদ্বারা অপর পুরুষের সুষুপ্তির সিদ্ধি হইবে, ইহাই বাদীর শঙ্কা। সিদ্ধান্তীর উত্তর :—তাহা হইলে তোমার সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়—"তাহা হইলে উদাহরণদাতা তোমার" ইত্যাদি। "তদা উদাহর্তুঃ তব"—তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্যে সুষুপ্তিকে দৃষ্টান্ত করিয়া প্রদর্শনকারী তোমার "সুষুপ্তেঃ স্বপ্রভত্বম্"—সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা, "বলাৎ ভবেৎ"—তোমার সুষুপ্তির উদাহরণের সামর্থ্যেই আসিয়া যায়। ৩১

আমার সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা কি প্রকারে বলপূর্ব্বক আসিয়া যায়? বাদীর এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—

(দ) বলপূর্ব্বকসিদ্ধ স্বপ্রকাশতার বিবরণ।

নেন্দ্রিয়াণি ন দৃষ্টান্তস্তথাপ্যঙ্গীকরোষি তাম্।
ইদমেব স্বপ্রভত্বম্ যদ্ভানং সাধনৈর্বিনা ॥ ৩২

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি ন, দৃষ্টান্তঃ ন, তথা অপি তাম্ অঙ্গীকরোষি; সাধনৈঃ বিনা ভানম্ যৎ ইদম্ এব স্বপ্রভত্বম্।

অনুবাদ—যে স্থলে জ্ঞানের অন্য উপায় নাই—কোনও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ নাই, কোনও দৃষ্টান্ত নাই তথাপি সেই সুষুপ্তিকে মানিয়া লইতেছ, সে স্থলে সেই সাধন বিনা যে ভান বা প্রকাশ তাহাই সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা।

টীকা—"ইন্দ্রিয়াণি ন"—সুষুপ্তির গ্রাহক (বোধক) ইন্দ্রিয় নাই, কেননা, সেই ইন্দ্রিয়সকল আপন কারণ অজ্ঞানে বিলীন হইয়া যায়; "দৃষ্টান্তঃ"—পর সুষুপ্তিরূপ দৃষ্টান্ত, উভয়ের (বাদী প্রতিবাদীর) অভিমত হয় না, কেননা, অন্য পুরুষের সুষুপ্তি যে অপ্রসিদ্ধ (অপর সকলের অনুভবগম্য নহে) তাহা পূর্ব্বেই (৩০ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে; তথাপি সেই সুষুপ্তিকে মানিয়া লইতেছ; তাহা হইলে "সাধনৈঃ বিনা"—জ্ঞানের সাধন বিনাই, "ভানম্"—প্রকাশ হওয়া, ইহাই সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা: ইহাই অর্থ। এস্থলে অনুমান এইরূপ :—বিবাদের বিষয় যে সুষুপ্তি তাহা স্বপ্রকাশ—(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু জ্ঞানসাধন না থাকিলেও প্রকাশমান—(হেতু); সাংখ্যাদিগের সম্মত আত্মার ন্যায় অথবা প্রভাকরের মতানুবর্ত্তিগণের সম্মত সম্বেদনের (বৃত্তিজ্ঞানের) ন্যায়, অথবা বৌদ্ধদিগের সম্মত আত্মার ন্যায়—(উদাহরণ)। যেমন সাংখ্যমতে আত্মা, প্রভাকরদিগের মতে বৃত্তিজ্ঞান এবং বৌদ্ধদিগের মতে আত্মা, অন্য সাধন বিনাই প্রকাশমান (স্বতঃপ্রকাশ) বলিয়া গৃহীত হয়, সেই প্রকার আমার মতেও সুষুপ্ত্যবস্থায় উপলক্ষিত আত্মা অন্য সাধন বিনা প্রকাশমান বলিয়া স্বতঃপ্রকাশ। পরন্তু সাংখ্যাদির মতে আত্মাদির

প্রকাশের নিমিত্ত আপনার অপেক্ষা আছে, আমাদিগের মতে কিন্তু সেইরূপ নহে ; আত্মা সর্ব্বদাই প্রকাশমান বা নিরপেক্ষপ্রকাশ ; ইহাই অর্থ। ৩২

আনন্দের স্বরূপ বর্ণন ও তাহার বিচার।

১। সুষুপ্তিতে ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধি।

এইরূপে প্রলয়ের দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত সুষুপ্তির অদ্বৈতরূপতা ও স্বপ্রকাশতা সিদ্ধ করিয়া, সেই সুষুপ্তিতে সুখের সিদ্ধি করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষীয় আশঙ্কার উত্থাপন করিতেছেন :—

(ক) সুষুপ্তিতে সুখের অস্তিত্ববিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

স্তামদ্বৈতস্বপ্রভত্বে বদ সুপ্তৌ সুখং কথম্।
শৃণু দুঃখং তদা নাস্তি ততস্তে শিষ্যতে সুখম্॥ ৩৩

অন্বয়—(বাদী) সুপ্তৌ অদ্বৈতস্বপ্রভত্বে স্তাম্, সুখম্ কথম্ বদ। (সিদ্ধান্তী) শৃণু, দুঃখম্ তদা ন অস্তি ততঃ তে সুখম্ শিষ্যতে।

অনুবাদ—যদি বল সুষুপ্তির অদ্বৈতরূপতা ও স্বয়ংপ্রকাশরূপতা হউক, কিন্তু তাহাতে সুখ কি প্রকারে থাকে ? তাহাই বলুন। (সিদ্ধান্তী তদুত্তরে বলিতেছেন) শুন, যেহেতু তৎকালে দুঃখ নাই, সেইহেতু তোমার সুখই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।

টীকা—সুখের প্রতিযোগী (বিরোধী) দুঃখ সেই সুষুপ্তিকালে থাকে না বলিয়া সুখই পরিশেষরূপে থাকিয়া যায় ইহাই বলিতেছেন :—"শুন, যেহেতু" ইত্যাদি। সুখ এবং দুঃখ আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরোধী বলিয়া, দুঃখের অভাব হইলে সুখই স্বীকার করিতে হয়, ইহাই অভিপ্রায়। ৩৩

সুষুপ্তিতে দুঃখাভাবের প্রমাণ কি ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, শ্রুতি ও অনুভবই প্রমাণ :—

(খ) সুষুপ্তিতে দুঃখাভাবের প্রমাণ।

অন্ধঃ সন্নপ্যনন্ধঃ স্যাদ্বিদ্ধোঽবিদ্ধোঽথ রোগ্যপি।
অরোগীতি শ্রুতিঃ প্রাহ তচ্চ সর্ব্বে জনা বিদুঃ॥ ৩৪

অন্বয়—অন্ধঃ সন্ অপি অনন্ধঃ স্যাৎ বিদ্ধঃ অবিদ্ধঃ অথ রোগী অপি অরোগী, ইতি শ্রুতিঃ প্রাহ, সর্ব্বে চ জনাঃ তৎ বিদুঃ।

অনুবাদ—তৎকালে অন্ধ অনন্ধ হয়, বিদ্ধ (শাস্ত্রাদিদ্বারা আহত অর্থাৎ দুঃখাদিসম্বন্ধী) থাকিলেও অবিদ্ধ (দুঃখাদিরহিত) হয়, এবং রোগীও অরোগী হয়,—শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন ; আর সর্ব্বলোকেও তাহা জানে—অনুভব করে।

টীকা—[তস্মাৎ বা এতম্ সেতুম্ তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ অনন্ধঃ ভবতি, বিদ্ধঃ সন্ অবিদ্ধঃ ভবতি, উপতাপী সন্ অনুপতাপী ভবতি—ছান্দোগ্য উ, ৮।৪।২]—সেইহেতু এই আত্মরূপ সেতুকে পাইয়া (পূর্ব্বে দেহসম্বন্ধবশতঃ) অন্ধ থাকিলেও, (তখন দেহবিয়োগে অর্থাৎ দেহাভিমান না থাকায়) অনন্ধ হন অর্থাৎ তখন তাঁহার অন্ধত্ব বোধ চলিয়া যায়, পূর্ব্বে (শাস্ত্রাদি) বিদ্ধ

অর্থাৎ দুঃখাদিসম্বন্ধী থাকিলেও তখন অবিদ্ধ অর্থাৎ দুঃখাদিরহিত হন এবং রোগাদিজনিত তাপ সংযুক্ত থাকিলেও তখন সেই উপতাপরহিত হন। [তং যদ্যপি ইদম্ ভগবঃ শরীরম্ অন্ধম্ ভবতি, অনন্ধঃ স ভবতি—ছান্দোগ্য উ, ৮।১০।৩]—ইন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্ এই শরীর যদি অন্ধও হয় তথাপি স্বপ্নাত্মা (নিদ্রিত ব্যক্তি) অনন্ধই থাকে—ইত্যাদি শ্রুতিবচন সুষুপ্তিতে দেহাভিমানজনিত অন্ধত্বাদি দোষের নিষেধ করিতেছে এবং ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা পীড়াপ্রাপ্ত জীবেরও সুষুপ্তিকালে, সেই পীড়াজনিত দুঃখের অনুভব হয় না, ইহা সর্বজন প্রসিদ্ধ, ইহাই অর্থ। ৩৪

ভাল, 'যে স্থলেই দুঃখের অভাব সে স্থলেই সুখ' এই ব্যাপ্তির অর্থাৎ সাধ্যসাধনের অব্যভিচরিত সম্বন্ধের, লোষ্ট প্রভৃতিতে ব্যভিচার দেখা যায়—বাদী এইরূপে শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(গ) দুঃখাভাবেই সুখ—এই নিয়মে ব্যভিচারাশঙ্কা ও সমাধান।

ন দুঃখাভাবমাত্রেণ সুখং লোষ্টশিলাদিষু।
দ্বয়াভাবস্য দৃষ্টত্বাদিতি চেদ্বিষমং বচঃ॥ ৩৫

অন্বয়—(বাদী) দুঃখাভাবমাত্রেণ সুখম্ ন, লোষ্টশিলাদিষু দ্বয়াভাবস্য দৃষ্টত্বাৎ ইতি চেৎ, (সিদ্ধান্তী) বচঃ বিষমম্।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল দুঃখের অভাবমাত্রদ্বারাই সুখের কল্পনা করা যায় না, কেননা, লোষ্ট শিলা প্রভৃতিতে সুখদুঃখ উভয়েরই অভাব দেখা যায়, তবে বলি, তোমার বচন বিষমতারূপ দোষদ্বারা দূষিত; (তোমার দৃষ্টান্ত লোষ্ট শিলাদি এবং দার্ষ্টান্তিক 'পুরুষের সুষুপ্তি,' এই দুইটি পরস্পর বিষম বলিয়া ঐরূপ বলা চলে না, এই প্রকারে সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন যে তোমার দৃষ্টান্তপ্রদর্শন দার্ষ্টান্তিকের অনুযায়ী হয় নাই, ইহাই উক্ত পরিহারের তাৎপর্য্য)। ৩৫

দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিকের সহিত বিষমতার উপপাদন করিতেছেন :—

(ঘ) দৃষ্টান্তের বিষমতার উপপাদন।

মুখদৈন্যবিকাসাভ্যাং পরদুঃখসুখোহনম্।
দৈন্যাদ্যভাবতো লোষ্টে দুঃখাদ্যূহো ন সম্ভবেৎ॥ ৩৬

অন্বয়—মুখদৈন্যবিকাসাভ্যাম্ পরদুঃখসুখোহনম্, লোষ্টে দৈন্যাদ্যভাবতঃ দুঃখাদ্যূহঃ ন সম্ভবেৎ।

অনুবাদ—দৃষ্টান্ত অনুরূপ হয় নাই, কেননা, মুখের দীনতা প্রসন্নতারূপ চিহ্নদ্বারা যথাক্রমে অপরের দুঃখ ও সুখের কল্পনা অর্থাৎ অনুমান হইয়া থাকে। কিন্তু লোষ্টে দীনতাদির অভাববশতঃ দুঃখাদির কল্পনার সম্ভব হয় না।

টীকা—অন্য পুরুষে স্থিত সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে মুখের প্রসন্নতা ও মুখের দীনতারূপ চিহ্নদ্বারা অনুমিত হইবার যোগ্য। এই পুরুষটি দুঃখী—প্রতিজ্ঞা, যেহেতু এ দৈন্যযুক্তবদনবিশিষ্ট—হেতু; প্রসিদ্ধ দুঃখী পুরুষের ন্যায়—উদাহরণ। এই পুরুষ সুখী—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু এ প্রসন্নবদনবিশিষ্ট—হেতু; প্রসিদ্ধ সুখী পুরুষের ন্যায়—উদাহরণ। ভাল, লোকব্যবহারে এই অনুমান ঠিক বটে কিন্তু

ইহার দ্বারা আলোচ্য লোষ্টাদি দৃষ্টান্তের অননুরূপতা বিষয়ে কি পাওয়া গেল ? তদুত্তরে বলিতেছেন, "দৃষ্টান্ত অনুরূপ হয় নাই, কেননা" ইত্যাদি। লোষ্টাদিতে দীনতা ও প্রসন্নতারূপ চিহ্নের অভাবহেতু দুঃখ ও সুখের অনুমান সম্ভব নহে; এইহেতু লোষ্টাদিতে দুঃখাভাবও নিশ্চয় করা যায় না। ৩৬

এক্ষণে অপরের সুখদুঃখ হইতে নিজের সুখদুঃখের বিবনতা দেখাইতেছেন :—

(ঙ) পরের সুখদুঃখ হইতে নিজের সুখদুঃখের বিবনতা।

স্বকীয়ে সুখদুঃখে তু নোহনীয়ে ততস্তয়োঃ।
ভাবো বেদ্যোঽনুভূত্যৈব তদভাবোঽপি নান্যতঃ॥

অন্বয়—স্বকীয়ে সুখদুঃখে তু উহনীয়ে ন, ততঃ তয়োঃ ভাবঃ অনুভূত্যা এব বেদ্যঃ; তদভাবঃ অপি, অন্যতঃ ন।

অনুবাদ—আপনার সুখদুঃখকে যেহেতু অনুমান করিয়া জানিতে হয় না, সেইহেতু তদুভয়ের সত্তা প্রত্যক্ষভাবে অনুভবদ্বারাই জানা যায়। সেই প্রকার তদুভয়ের অভাবও অনুভবদ্বারা জানা যায়, অন্য প্রকারে অর্থাৎ অনুমানাদিদ্বারা জানিতে হয় না।

টীকা—আপনাতে অবস্থিত সুখদুঃখ যেহেতু অনুভবসিদ্ধ, সেইহেতু তাহাদিগকে অনুমান দ্বারা জানিতে হয় না; সেইহেতু সেই সুখদুঃখের "ভাবঃ"—সদ্ভাব বা বিদ্যমানতা যে প্রকার "অনুভূত্যা এব বেদ্যঃ"—প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়, সেই প্রকার "তদভাবঃ অপি"—সুখদুঃখের অভাবও (প্রত্যক্ষগম্য); "অন্যতঃ ন"—অন্য উপায়ে অর্থাৎ অনুমানাদিদ্বারা তাহাদিগকে জানিতে হয় না কিন্তু প্রত্যক্ষভাবেই তাহাদিগকে জানা যায়। ৩৭

ফলিতার্থ বলি[illegible]ছেন :—

(চ) ফলিতার্থ—সুষুপ্তিতে দুঃখাভাব ও সুখসিদ্ধি।

তথা সতি সুষুপ্তৌ চ দুঃখাভাবোঽনুভূতিতঃ।
বিরোধিদুঃখরাহিত্যাৎ সুখং নির্ব্বিঘ্নমিষ্যতাম্॥৩৮

অন্বয়—তথা সতি সুষুপ্তৌ চ দুঃখাভাবঃ অনুভূতিতঃ বিরোধিদুঃখরাহিত্যাৎ নির্ব্বিঘ্নম্ সুখম্ ইষ্যতাম্।

অনুবাদ—তাহা হইলে নিজ সুষুপ্তিকালে যে দুঃখের অভাব তাহা অনুভবদ্বারা প্রতীত হয়; সুতরাং তৎকালে বিরোধিদুঃখের অভাববশতঃ সুখের নির্ব্বিঘ্ন সত্তা স্বীকার করিতে হইবে।

টীকা—"তথা সতি"—তাহা হইলে অর্থাৎ নিজের সুখাদি অনুভবগম্য বলিয়া, আপনার সুষুপ্তিতে বিদ্যমান দুঃখের অভাব অনুভবদ্বারাই সিদ্ধ হয়। সেই দুঃখের অভাবদ্বারাই বা কি সিদ্ধ হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন:—"সুতরাং তৎকালে বিরোধিদুঃখের" ইত্যাদি। সুষুপ্তিতে সুখের বিরোধী দুঃখের অভাববশতঃ বাধরহিত সুখ অঙ্গীকার করিতেই হয়। ৩৮

শয্যা প্রভৃতি সুখের সাধনের সম্পাদন, সুষুপ্তিতে সুখ না থাকিলে অসম্ভব হয়; এইহেতু সুষুপ্তিতে যে সুখ আছে, তাহা জানা যায়; ইহাই বলিতেছেন :—

(ছ মানবের শয্যাদি সুখ-সাধন সম্পাদন হইতে সুষুপ্তিতে সুখের সিদ্ধি হয়।)

মহত্তরপ্রয়াসেন মৃদুশয্যাদিসাধনম্।
কুতঃ সম্পাদ্যতে সুপ্তৌ সুখং চেৎ তত্র নো ভবেৎ ॥

অন্বয়—তত্র সুপ্তৌ সুখম্ নো ভবেৎ চেৎ, মহত্তরপ্রয়াসেন মৃদুশয্যাদিসাধনম্ কুতঃ সম্পাদ্যতে ?

অনুবাদ—যদি সেই সুষুপ্তিতে সুখ না থাকে, তবে লোকে অতিশয় পরিশ্রম করিয়া কোমল শয্যাদি সাধন কিহেতু সম্পাদন করিয়া থাকে ?

টীকা—সেই সুষুপ্তিতে যদি সুখ না থাকে, তবে বহু প্রকারে ধনব্যয় করিয়া এবং শরীরের পীড়নাদিদ্বারা—পরিশ্রম করিয়া, কোমল গদি পর্য্যঙ্ক প্রভৃতি সুখের সাধন কি কারণে সম্পাদন করিয়া থাকে ? সুখ বিনা অন্য কোনও কারণবশতঃ হইতে পারে না; ইহাই অর্থ। ৩৯ —

ভাল, উক্ত শয্যাদি সাধনের সম্পাদনের জ্ঞানরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা অন্যপ্রকার (অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তি) সম্ভবও ত' হইতে পারে; বাদী এই প্রকার আশঙ্কা করিতেছেন :—

(জ ; তদ্বিষয়ে শঙ্কা ও তাহার সমাধান।)

দুঃখনাশার্থমেবৈতদিতি চেদ্রোগিণস্তথা।
ভবত্বরোগিণস্ত্বেতৎ সুখায়ৈবেতি নিশ্চিনু ॥ ৪০

অন্বয়—(শঙ্কা) এতৎ দুঃখনাশার্থম্ এব ইতি চেৎ ? (সমাধান) তথা রোগিণঃ ভবতু; অরোগিণঃ তু এতৎ সুখায় এব ইতি নিশ্চিনু।

অনুবাদ—তবে সেই দুঃখনাশরূপ প্রয়োজন রোগীরই হউক (হইতে পারে)। অরোগীর এই শয্যাদি সম্পাদন সুখনিমিত্তই, এইরূপ নিশ্চয় কর।

টীকা—"এতৎ"—এই শয্যাদি সাধনের সম্পাদন, "দুঃখনাশার্থম্"—দুঃখনাশ-প্রয়োজনক, "ইতি চেৎ"—যদি এইরূপ বলি ? এই শঙ্কার পরিহারার্থ সিদ্ধান্ত বলিতেছেন, এইরূপ নিয়ম হইতে পারে না—"তবে সেই দুঃখনাশরূপ প্রয়োজন রোগীরই হউক" ইত্যাদি। রোগাদি দুঃখ উপস্থিত হইলে সেই দুঃখের নিবৃত্তির জন্য সেই শয্যাদি সম্পাদন হউক, কিন্তু যখন তাহা না থাকে, তখন নিবর্তনীয় দুঃখের অভাব হেতু সেই শয্যাদি সম্পাদন, সুখের জন্যই, এইরূপ বুঝা যায়; ইহাই অর্থ। ৪০

ভাল, সুষুপ্তির সুখ যদি শয্যাদিসাধনজনিতই হইল, তাহা হইলে সেই সুখের আত্ম-স্বরূপতার ত' ব্যাঘাত হইবে অর্থাৎ তাহাকে আত্মস্বরূপ বলা যাইবে না; এইরূপে বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ঝ) (শঙ্কা) সুষুপ্তির সুখ শয্যাদিদ্বারাই উৎপাদ্য। (সমাধান) দুই বিকল্প করিয়া আদ্যের অঙ্গীকার

তর্হি সাধনজন্যত্বাৎ সুখং বৈষয়িকং ভবেৎ।
ভবত্বেবাত্র নিদ্রায়াঃ পূর্ব্বং শয্যাসনাদিজম্ ॥ ৪১

অন্বয়—(শঙ্কা) তর্হি সাধনজন্যত্বাৎ বৈষয়িকম্ সুখম্ ভবেৎ। (সমাধান) অত্র নিদ্রায়াঃ পূর্ব্বম্ শয্যাসনাদিজম্ ভবতু এব।

অনুবাদ—(শঙ্কা) তাহা হইলে শয্যাদি সাধনজনিত বলিয়া সেই সুষুপ্তির সুখকে বিষয়জনিত সুখই বলিতে হয়; তাহাকে নিত্যাত্মস্বরূপ সুখ বলিতে পারেন না। (সমাধান) এস্থলে যে অবস্থায় সুষুপ্তির সম্মুখীন হওয়া যায়, নিদ্রায় সেই পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় যে সুখ, তাহা শয্যাসনাদি বিষয়জনিত সুখই বটে।

টীকা—সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—তুমি কি নিদ্রা আসিবার পূর্ব্বকালীন সুখকে শয্যাদি বিষয়-জনিত সুখ বলিতেছ? অথবা নিদ্রাকালীন সুখকে বিষয়জনিত সুখ বলিতেছ? এই প্রকার দুইটি বিকল্প করিয়া প্রথম বিকল্প সিদ্ধান্তী অঙ্গীকার করিয়া লইতেছেন—"স্থলে যে অবস্থায়" ইত্যাদি। ৪১

দ্বিতীয় বিকল্পের নিরাস করিতেছেন :—

(ঞ) দ্বিতীয় বিকল্পের নিরাস; নিদ্রাসুখের জন্যতাবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

নিদ্রায়াং তু সুখং যত্তজ্জন্যতে কেন হেতুনা।
সুখাভিমুখধীরাদৌ পশ্চান্মজ্জেৎ পরে সুখে ॥ ৪২

অন্বয়—নিদ্রায়াম্ তু যৎ সুখম্, তৎ কেন হেতুনা জন্যতে (উৎপাদ্যতে)? আদৌ সুখাভিমুখধীঃ (জনঃ) পশ্চাৎ পরে সুখে মজ্জেৎ।

অনুবাদ—নিদ্রায় (সুষুপ্তিতে) যে সুখ অনুভূত হয়, তাহা কোন্ কারণদ্বারা উৎপাদিত হইতে পারে? এরূপ কোনও কারণ নাই। নিদ্রার পূর্ব্বকালে প্রথমাবস্থায় লোকে শয্যাদি বিষয়সুখাভিমুখবুদ্ধি হয় বটে, কিন্তু পরে সুষুপ্তিকালে জীব পরম সুখে নিমগ্ন হয়।

টীকা—সুষুপ্তিকালে শয্যাদি সাধনের অনুসন্ধান না থাকায় সেই শয্যাদি সাধনদ্বারা সেই সুখের উৎপাদ্যতা সম্ভবে না—ইহাই তাৎপর্য্য। (শঙ্কা) ভাল, নিদ্রাকালে যদি সেই অনুৎপাদ্য সুখ বিদ্যমান, তাহা হইলে কেন তাহা বিষয় সুখের ন্যায় অনুভূত হয় না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তাহার সমাধানের অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—তৎকালে অনুভবিতা সেই সুখে নিমগ্ন হইয়া যায় বলিয়া, বিষয় সুখের ন্যায় সেই নিদ্রাকালীন সুখের অনুভব হয় না—"নিদ্রার পূর্ব্বকালে" ইত্যাদি দ্বারা। "আদৌ"—নিদ্রার পূর্ব্বকালে, জীব, "সুখাভিমুখধীঃ"—শয্যাদিদ্বারা উৎপাদ্য সুখের 'অভিমুখ' (সম্মুখীন) হইয়াছে বুদ্ধি যাহার, এইরূপ হইয়া, "পশ্চাৎ পরে সুখে মজ্জেৎ"—পরে নিদ্রাকালে 'পর সুখ' যে উৎকৃষ্ট স্বরূপানন্দ, তাহাতে মগ্ন হইয়া যায়। ৪২

উক্ত অর্থের সংক্ষেপে পরিস্ফুটীকরণ তিন শ্লোকে করিতেছেন :—

(ট) উক্ত অর্থের সংক্ষেপে পরিস্ফুটীকরণ

জাগ্রদ্ব্যাবৃত্তিভিঃ শ্রান্তো বিশ্রম্যাথ বিরোধিনি।
অপনীতে স্বস্থচিত্তোঽনুভবেদ্বিষয়ে সুখম্ ॥ ৪৩

অন্বয়—জাগ্রদ্ব্যাবৃত্তিভিঃ শ্রান্তঃ বিশ্রম্য অথ বিরোধিনি অপনীতে স্বস্থচিত্তঃ বিষয়ে সুখম্ অনুভবেৎ।

অনুবাদ—(জীব) জাগ্রৎকালে নানা ব্যাপারে শ্রান্ত হইয়া (প্রথমে শয্যাদিতে) বিশ্রাম করে; তাহার পর (সুখ-) বিরোধী দুঃখ অপনীত হইলে, স্বস্থচিত্ত হইয়া (প্রথমে) শয্যাদি বিষয়জনিত সুখ অনুভব করে।

টীকা—জীব, "জাগ্রদ্ব্যাবৃত্তিভিঃ"—জাগ্রদবস্থায় অনুষ্ঠিত বিবিধ প্রকার ব্যাপারদ্বারা "শ্রান্তঃ বিশ্রম্য"—পরিশ্রান্ত হইয়া মৃদু শয্যাদিতে শয়ন করিয়া, "অথ"—অনন্তর, "বিরোধিনি অপনীতে"—(সুখ-) বিরোধী ব্যাপারজনিত দুঃখ নিবারিত হইলে "স্বস্থচিত্তঃ"—অব্যাকুলমনা হইয়া, শয্যাদি বিষয়জনিত "সুখম্ অনুভবেৎ"—সুখের সাক্ষাৎকার লাভ করে। ৪৩

বিষয় সুখ কি প্রকার? এই প্রকার জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া, সেই বিষয় সুখের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া পরসুখে নিমজ্জন হেতু সেই বিষয়সুখানুভবেও যে শ্রান্তি অনুভব করে তাহাই দেখাইতেছেন :—

আত্মাভিমুখধীবৃত্তৌ স্বানন্দঃ প্রতিবিম্বতি।
অনুভূয়ৈনমত্রাপি ত্রিপুট্যা শ্রান্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪

অন্বয়—আত্মাভিমুখধীবৃত্তৌ স্বানন্দঃ প্রতিবিম্বতি; অত্র অপি এনম্ অনুভূয় ত্রিপুট্যা শ্রান্তিম্ আপ্নুয়াৎ।

অনুবাদ—বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখী হইয়া আত্মার সম্মুখীন হইলে তাহাতে স্বরূপানন্দ প্রতিবিম্বিত হয়। এ স্থলেও এই প্রতিবিম্বকে অনুভব করিয়া, ত্রিপুটীর বিলয় না হওয়ায় তদ্দ্বারা অর্থাৎ তাহা অনুভব করিয়া জীব শ্রান্তিবোধ করে।

টীকা—অপ্রাপ্ত বিষয়ের সম্পাদন প্রভৃতি জনিত দুঃখ অনুভব করিয়া, সেই দুঃখের নিবৃত্তির জন্য কোমল শয্যাদিতে শয়ন করিলে পুরুষের বুদ্ধি অন্তর্মুখ হয়। আর সেই অন্তর্মুখ বুদ্ধিবৃত্তিতে, আপনার সম্মুখস্থিত দর্পণে মুখের ন্যায় স্বরূপভূত আনন্দ প্রতিবিম্বিত হয়। এই আনন্দ প্রতিবিম্বই বিষয়ানন্দ। "অত্র"—এস্থলে অর্থাৎ এখানেও, "এনম্ অনুভূয়"—এই বিষয়ানন্দকে অনুভব করিয়া, অনুভবিতা, অনুভব এবং অনুভাব্য (বিষয়) এই আকারের "ত্রিপুট্যা শ্রান্তিম্ আপ্নুয়াৎ"—ত্রিপুটীর দ্বারা জীব খেদ প্রাপ্ত হয়। ৪৪

সেই ত্রিপুটীজনিত শ্রমপ্রাপ্তি হইলে কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তচ্ছ্রমস্যাপনুত্ত্যর্থং জীবো ধাবেৎ পরাত্মনি।
তেনৈক্যং প্রাপ্য তত্রত্যো ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ং ভবেৎ ॥ ৪৫

অন্বয়—তচ্ছ্রমস্য অপনুত্ত্যর্থম্ জীবঃ পরাত্মনি ধাবেৎ। তেন ঐক্যম্ প্রাপ্য স্বয়ম্ তত্রত্যঃ ব্রহ্মানন্দঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—সেই পরিশ্রমের অপনোদন জন্য জীব পরমাত্মাভিমুখে ধাবিত হয় এবং তাঁহার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া নিজেই সেই সুষুপ্তিস্থিত ব্রহ্মানন্দ হইয়া যায়।

টীকা—"তচ্ছ্রমস্য"—সেই ত্রিপুটীদর্শনজনিত পরিশ্রমের, "অপনুত্ত্যর্থম্ জীবঃ"—নিবারণ জন্য সেই জীব "পরমাত্মনি"—আনন্দরূপ ব্রহ্মে, "ধাবেৎ"—শীঘ্র গমন করে; যাইয়া "তেন ঐক্যম্ প্রাপ্য"—সেই ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া, কেননা শ্রুতি বলিতেছেন—[সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—ছান্দোগ্য উ, ৬।৮।১]—হে সোম্য, তখন (নিদ্রাকালে) সেই (পুরুষ) সতের (পরমাত্মার) সহিত মিলিত হয় অর্থাৎ তখন জীব আপনার শ্রমাপনোদনের জন্য পরদেবতা-রূপ স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়; "স্বয়ম্ অপি তত্রত্যঃ ব্রহ্মানন্দঃ ভবেৎ"—আর নিজেও সেই সুষুপ্তিতে অবস্থিত ব্রহ্মানন্দ হইয়া যায়। ৪৫

এই যে সুষুপ্তিকালীন আনন্দ উপপাদিত হইল, এবিষয়ে শ্রুতিতে শকুনি প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন:—

(২) সুষুপ্তিকালীন আনন্দ বিষয়ে শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্তপঞ্চক।

দৃষ্টান্তাঃ শকুনিঃ শ্যেনঃ কুমারশ্চ মহানৃপঃ।
মহাব্রাহ্মণ ইত্যেতে সুপ্ত্যানন্দে শ্রুতীরিতাঃ ॥৪৬

অন্বয়—শকুনিঃ শ্যেনঃ কুমারঃ মহানৃপঃ চ মহাব্রাহ্মণঃ ইতি এতে দৃষ্টান্তাঃ সুপ্ত্যানন্দে শ্রুতীরিতাঃ।

অনুবাদ—এই সুষুপ্তির আনন্দবিষয়ে শ্রুতি শকুনি, শ্যেন, কুমার, মহানৃপ ও মহাব্রাহ্মণ—এই সকলের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।

টীকা—শকুনি প্রভৃতি পাঁচটি দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রুতি সুষুপ্তিকালীন আনন্দের উপপাদন করায় 'সুষুপ্তিতে সুখ নাই' এই মত নিরাকৃত হইল। ৪৬

তন্মধ্যে প্রথমে দুইটি শ্লোকদ্বারা—[স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধঃ দিশম্ দিশম্ পতিত্বা অন্যত্র আয়তনম্ অলব্ধ্বা বন্ধনম্ এব উপাশ্রয়তে, এবমেব খলু সোম্য তৎ মনঃ দিশম্ দিশম্ পতিত্বা অন্যত্র আয়তনম্ অলব্ধ্বা প্রাণম্ এব উপাশ্রয়তে। প্রাণবন্ধনম্ হি সোম্য মনঃ—ছান্দোগ্য উ, ৬।৮।২]—সূত্রদ্বারা আবদ্ধ পক্ষী যেমন চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে অন্যত্র কোথাও বিশ্রাম স্থান না পাইয়া (বিশ্রামার্থ পুনর্বার) সেই বন্ধন স্থানই অবলম্বন করে, হে সোম্য, তেমনি এই মনও অর্থাৎ মন উপাধিযুক্ত (মনোমধ্যে প্রবিষ্ট) এই জীবও নানাদিকে ভ্রমণ করিয়া অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় বিবিধ বিষয় গ্রহণ করিয়া অন্যত্র কোথাও বিশ্রাম স্থান না পাইয়া (শ্রান্তির অপনোদনার্থ) প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণ উপলক্ষিত পরমাত্মাকে আশ্রয় করে, কারণ, হে সোম্য, যেহেতু এই প্রাণই অর্থাৎ প্রাণোপলক্ষিত পরমাত্মাই মনের (জীবের) বন্ধন বা প্রকৃত

আশ্রয় স্থান। এইরূপে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক প্রতিপাদনে ব্যাপৃত ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্যের অর্থ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ড) উক্ত দৃষ্টান্তপক্ষের সবিশেষ বিবরণ।

শকুনিঃ সূত্রবদ্ধঃ সন্ দিক্ষু ব্যাপৃত্য বিশ্রমম্।
অলব্ধ্বা বন্ধনস্থানং হস্তস্তম্ভাদ্যুপাশ্রয়েৎ॥ ৪৭

অন্বয়—শকুনিঃ সূত্রবদ্ধঃ সন্ দিক্ষু ব্যাপৃত্য বিশ্রমম্ অলব্ধ্বা বন্ধনস্থানম্ হস্তস্তম্ভাদি উপাশ্রয়েৎ।

অনুবাদ—যে প্রকার সূত্রবদ্ধ শকুনি (পক্ষী) সকল দিকে উড়িতে চেষ্টা করিয়া কোনও দিকে আধার বা বিশ্রামস্থান না পাইয়া শিকারীর হস্ত, স্তম্ভ প্রভৃতি বন্ধন স্থানকে আশ্রয় করে—

টীকা—হস্ত প্রভৃতি কোনও স্থানে আধার সূত্রদ্বারা বদ্ধ পক্ষী আহারাদি গ্রহণের নিমিত্ত পূর্ব্ব পশ্চিমাদি দিকে গমনের চেষ্টা করিয়া আধার বা বিশ্রামস্থান না পাইয়া হস্ত প্রভৃতি বন্ধন স্থানকেই পুনর্ব্বার আশ্রয় করে। ৪৭

জীবোপাধিমনস্তদ্বদ্ধর্ম্মাধর্ম্মফলাপ্তয়ে।
স্বপ্নে জাগ্রতি চ ভ্রান্ত্বা ক্ষীণে কর্ম্মণি লীয়তে॥ ৪৮

অন্বয়—তদ্বৎ জীবোপাধিমনঃ ধর্ম্মাধর্ম্মফলাপ্তয়ে স্বপ্নে চ জাগ্রতি ভ্রান্ত্বা কর্ম্মণি ক্ষীণে লীয়তে।

অনুবাদ—সেইপ্রকার জীবের উপাধি মন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলভোগের জন্য স্বপ্নকালে ও জাগ্রৎকালে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, তত্তৎকালে ভোগপ্রদ কর্ম্মের ক্ষয় করিয়া (সুষুপ্তির ব্রহ্মানন্দে) বিলীন হয়।

টীকা—"তদ্বৎ"—সেইপ্রকার জীবের উপাধিরূপ মন ও পুণ্য ও পাপের ফল সুখ ও দুঃখের অনুভবের জন্য, স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় সেই সেই স্থানে, "ভ্রান্ত্বা"—ভ্রমণ করিয়া, ভোগপ্রদ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে, নিজের উপাদানরূপ অজ্ঞানে "(বি)লীয়তে" - সেই মনোরূপ উপাধির লয় হইলে, সেই মনোরূপ উপাধিযুক্ত জীব পরমাত্মাই হইয়া যায়—ইহাই অর্থ। ৪৮

এক্ষণে শ্যেন পক্ষীর দৃষ্টান্তের সবিস্তর বর্ণনে ব্যাপৃত [তৎ যথা অস্মিন্ আকাশে শ্যেনঃ বা সুপর্ণঃ বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সল্লয়ায় এব ধ্রিয়তে, এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ এতস্মৈ অন্তায় ধাবতি যত্র সুপ্তঃ ন কঞ্চন কামম্ কাময়তে ন কঞ্চন রূপন্ (স্বপ্নন্) পশ্যতি—বৃহদা উ, ৪।৩।১৯]—শ্যেন কিম্বা সাধারণ পক্ষী যেমন আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পক্ষদ্বয় প্রসারিত করিয়া স্বীয় আশ্রয় নীড়াভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হয়, ঠিক তেমনি এই পুরুষও এই অন্তে (সুষুপ্তিস্থানে) প্রবেশের জন্য ধাবিত হয়, সেখানে গমন করিয়া কোন ভোগ্য বিষয় কামনা করে না এবং কোনরূপ বস্তু (বা স্বপ্ন) দেখে না—এই বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাক্যার্থ সংক্ষেপে বলিতেছেন :—

শ্যেনো বেগেন নীড়ৈকলম্পটঃ শয়িতুং ব্রজেৎ।
জীবঃ সুষুপ্ত্যৈ তথা ধাবেদ্ব্রহ্মানন্দৈকলম্পটঃ ॥ ৪৯

অন্বয়—শ্যেনঃ শয়িতুম্ নীড়ৈকলম্পটঃ বেগেন ব্রজেৎ, তথা জীবঃ ব্রহ্মানন্দৈকলম্পটঃ সুষুপ্ত্যৈ ধাবেৎ।

অনুবাদ—যেমন শ্যেন পক্ষী ঘুমাইবার জন্য (সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া) কেবল আপনারই কুলায়ের কামনায় বেগে ধাবিত হয়, সেইরূপ, জীব ব্রহ্মানন্দের কামনায় কেবল সুষুপ্তির জন্য ধাবিত হয়।

টীকা—যেমন আকাশে চারিদিকে বিচরণ করিয়া, শ্যেন অর্থাৎ সেই নামের পক্ষী, আকাশে সঞ্চরণজনিত পরিশ্রমের অপনোদন জন্য "শয়িতুম্"—নিদ্রালাভ করিবার জন্য, "নীড়ৈকলম্পটঃ"—একমাত্র নিজ নীড়ের কামনায়, "ব্রজেৎ"—শীঘ্র গমন করে, ঠিক সেইরূপেই "জীবঃ"—মনোরূপ উপাধিযুক্ত চিদাভাসও, "ব্রহ্মানন্দৈকলম্পটঃ"—কেবলমাত্র ব্রহ্মানন্দের আকাঙ্ক্ষায়, "সুষুপ্ত্যৈ"—সুষুপ্তি লাভ করিবার জন্য, "ধাবেৎ"—হৃদয়াকাশরূপ স্থানে শীঘ্র গমন করে, 'হৃদয়াকাশরূপ স্থানে' —এই পদটি যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ৪৯

কুমারাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে ব্যাপৃত বৃহদারণ্যকোপনিষদের বালাকি ব্রাহ্মণের অন্তর্গত [সঃ যথা কুমারঃ বা মহারাজঃ বা মহাব্রাহ্মণঃ বা অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য গত্বা শয়ীত এবম্ এব এষঃ এতৎ শেতে—বৃহদা উ, ২।১।১৯]—(পূর্ব্ব প্রদর্শিত) সেই কুমার বা মহারাজ বা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যেমন (স্বপ্নদশায়) আনন্দের উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এই বিজ্ঞানময়ও ঠিক সেইরূপে শয়ন করে (অবস্থান করে)। এই বাক্যটিকে তিনটি শ্লোকদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

অতিবালঃ স্তনং পীত্বা মৃদুশয্যাগতো হসন্।
রাগদ্বেষাদ্যনুৎপত্তেরানন্দৈকস্বভাবভাক্ ॥ ৫০

অন্বয়—অতিবালঃ স্তনম্ পীত্বা মৃদুশয্যাগতঃ হসন্ রাগদ্বেষাদ্যনুৎপত্তেঃ আনন্দৈকস্বভাবভাক্।

অনুবাদ—যেমন অতি শিশু স্তন্য পান করিয়া কোমল শয্যায় শয়ান হইয়া হাসিতে হাসিতে রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি না হওয়ায়, কেবল আনন্দমাত্র উপভোগ করে—

টীকা—যেমন স্তনন্ধয় শিশুকে আকণ্ঠ স্তন্য পান করাইয়া কোমলতাদিগুণযুক্ত শয্যায় শয়ান করাইলে সে 'আমি আমার' ইত্যাদি জ্ঞানশূন্য বলিয়া রাগদ্বেষাদিরহিত হইয়া মূর্ত্তিমৎ সুখরূপে অবস্থান করে—। ৫০

মহারাজঃ সার্ব্বভৌমঃ সন্তৃপ্তঃ সর্ব্বভোগতঃ।
মানুষানন্দসীমানং প্রাপ্যানন্দৈকমূর্ত্তিভাক্ ॥ ৫১

অন্বয়—সার্ব্বভৌমঃ মহারাজঃ সর্ব্বভোগতঃ সন্তৃপ্তঃ মানুষানন্দসীমানং প্রাপ্য আনন্দৈকমূর্ত্তিভাক্‌।

অনুবাদ—যেমন সর্ব্বভূমির অধিপতি মহারাজ সর্ব্বভোগদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া মানুষানন্দের—মানবলভ্য ঐহিক আনন্দের অবধি লাভ করিয়া মূর্ত্ত আনন্দরূপে অবস্থান করেন;

টীকা—"মানুষানন্দসীমানম্"—[যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যাপকঃ, আশিষ্ঠঃ দ্রঢিষ্ঠঃ বলিষ্ঠঃ, তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ স একঃ মানুষঃ আনন্দঃ—তৈত্তিরীয় ২।৮।১]—যদি কোন যৌবনসম্পন্ন সাধুযুবা অধীতবেদবেদাঙ্গ, মাতৃপিত্রাচার্য্যদ্বারা সুশিক্ষিত, সাতিশয় দৃঢ় ও বলবান পুরুষ সপ্তম সমুদ্রান্ত সুমেরুমধ্য বিত্তপূর্ণ সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হয় তখন তাহার সেই চিত্তপ্রসাদ সর্ব্বমানুষানন্দের সমষ্টিরূপ আনন্দের সীমা। ৫১

মহাবিপ্রো ব্রহ্মবেদী কৃতকৃত্যত্বলক্ষণাম্।
বিদ্যানন্দস্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রাপ্যাবতিষ্ঠতে ॥ ৫২

অন্বয়—মহাবিপ্রঃ ব্রহ্মবেদী কৃতকৃত্যত্বলক্ষণাম্ বিদ্যানন্দস্য পরমাম্ কাষ্ঠাম্ প্রাপ্য অবতিষ্ঠতে

অনুবাদ—অথবা যেমন ব্রহ্মবেদী মহাব্রাহ্মণ কৃতকৃত্যতারূপ বিদ্যানন্দের পরম সীমা প্রাপ্ত হইয়া স্থির হইয়া থাকেন;

টীকা—অথবা যেমন "মহাবিপ্রঃ"—মহাব্রাহ্মণ অর্থাৎ যিনি অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন তিনি, 'আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি' এইরূপ "বিদ্যানন্দস্য পরমাম্ কাষ্ঠাম্"—জীবন্মুক্ততা প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দস্বরূপ হইয়া অবস্থান করে, 'সুষুপ্তিপ্রাপ্ত পুরুষও সেই প্রকার আনন্দরূপ হইয়া অবস্থান করে'—এইরূপে বাক্য সমাপ্তি করিতে হইবে। ৫২

ভাল, কুমার প্রভৃতি কেবল এই তিনটিই কেন দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইল? অন্য দৃষ্টান্ত কেন দেওয়া হইল না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া এই তিনটি উদাহরণের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

মুগ্ধবুদ্ধাতিবুদ্ধানাম্ লোকে সিদ্ধা সুখাত্মতা ॥
উদাহৃতানামন্যে তু দুঃখিনো ন সুখাত্মকাঃ ॥ ৫৩

অন্বয়—উদাহৃতানাম্ মুগ্ধবুদ্ধাতিবুদ্ধানাম্ সুখাত্মতা লোকে সিদ্ধা ; অন্যে তু দুঃখিনঃ সুখাত্মকাঃ ন।

অনুবাদ—উদাহরণরূপে অতিশিশু, মহারাজ ও তত্ত্বজ্ঞানী কেবল এই তিনটিরই উল্লেখ করিবার কারণ এই যে এই তিনটিরই সুখরূপতা—পরম সুখের অবস্থা সংসারে প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে অতিশিশু অবিবেকী; মহারাজ বুদ্ধ অর্থাৎ বিবেকী এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অতিবিবেকী। এতদ্ভিন্ন অপর লোকে দুঃখভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের সুখরূপতা বা পূর্ণসুখলাভ নাই।

টীকা—বিবেকরহিত লোকের মধ্যে অতিশিশু সুখী; বিবেকীদিগের মধ্যে অর্থাৎ ব্যবহারাদিকুশল জনগণের মধ্যে, সার্ব্বভৌম অর্থাৎ সসাগরা পৃথিবীর অধিশ্বর সুখী এবং অতিবিবেকী জনগণের মধ্যে আনন্দরূপ আত্মসাক্ষাৎকারবান্ লোক সুখী, আর অপর সকলে সর্ব্বদা রাগ-দ্বেষাদিযুক্ত বলিয়া সুখরহিত; এইহেতু তাহাদিগকে সুষুপ্তিমানের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইল না; ইহাই তাৎপর্য্য। ৫৩

ভাল, এই কুমারাদি তিনটিকে পরম সুখী বলিয়া মানা গেল; এতদ্দ্বারা আলোচ্য সুষুপ্তিমান পুরুষবিষয়ে কি পাওয়া গেল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন:—

(চ) সুষুপ্ত জীবের ব্রহ্মানন্দ তৎপরতা বিষয়ে সদৃষ্টান্ত জ্যোতির্ব্রাহ্মণ বাক্যের অর্থ।

কুমারাদিবদেবায়ং ব্রহ্মানন্দৈকতৎপরঃ।
স্ত্রীপরিষ্বক্তবদ্বেদ ন বাহ্যং নাপি চান্তরম্ ॥ ৫৪

অন্বয়—কুমারাদিবৎ এব অয়ম্ ব্রহ্মানন্দৈকতৎপরঃ; স্ত্রীপরিষ্বক্তবৎ বাহ্যম্ ন, চ আন্তরম্ অপি ন বেদ।

অনুবাদ—কুমারাদির ন্যায় এই সুষুপ্তিমান পুরুষ একমাত্র ব্রহ্মানন্দ ভোগে তৎপর হয়; সে নারীদ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের ন্যায় তৎকালে বাহ্য বিষয় অথবা আন্তর বিষয় কিছুই জানিতে পারে না।

টীকা—"কুমারাদিবৎ"—কুমারাদি যেরূপ আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে, এইরূপ, এই সুষুপ্ত পুরুষও, "ব্রহ্মানন্দৈকতৎপরঃ"—একমাত্র ব্রহ্মানন্দ ভোগেই তৎপর হইয়া থাকে,—অর্থাৎ তাহাই ভোগ করিতে থাকে, ইহাই অর্থ। সুষুপ্ত পুরুষের একমাত্র ব্রহ্মানন্দতৎপরতা বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শনে ব্যাপৃত, বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত জ্যোতির্ব্রাহ্মণাগত বাক্য অর্থতঃ অনুক্রমণ করিতেছেন। তাহার অক্ষরতঃ পাঠ এইরূপ—[তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যম্ কিঞ্চন বেদ ন আন্তরম্ এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যম্ কিঞ্চন বেদ ন আন্তরম্— বৃহদা উ, ৪।৩।২২]—তাহার অক্ষরার্থ এই—প্রিয়তমা স্ত্রীর সহিত সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গিত হইয়া পুরুষ যেমন বাহ্য বা আন্তর কোনও বিষয় জানিতে পারে না—তন্ময় হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ এই পুরুষও প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য বা আন্তর কোনও বিষয় জানিতে পারে না। শ্লোকের অর্থ—"নারী দ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের ন্যায়"—ইত্যাদি। যেমন সংসারে প্রিয় স্ত্রীর সহিত আলিঙ্গনপ্রাপ্ত কামী পুরুষ বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়ক জ্ঞানরহিত হইয়া সুখমূর্ত্তির ন্যায় হইয়া যায়, সেইপ্রকার সুষুপ্তিতে 'প্রাজ্ঞরূপ পরমাত্মার সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়গোচর জ্ঞানরহিত হইয়া আনন্দরূপই হইয়া যায়। ৫৪

এই দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকরূপ বাক্যে স্থিত 'বাহ্য' ও 'আন্তর' শব্দদ্বারা অভিপ্রেত অর্থ যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন:—

(ছ) দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তগত বাহ্য ও আন্তর শব্দদ্বয়ের অর্থ।

বাহ্যং রথ্যাদিকং বৃত্তং গৃহকৃত্যং যথান্তরম্।
তথা জাগরণং বাহ্যং নাড়ীস্থঃ স্বপ্ন আন্তরঃ ॥ ৫৫

অন্বয়—যথা রথ্যাদিকম্ বৃত্তম্ বাহ্যম্, গৃহকৃত্যম্ আন্তরম্ তথা জাগরণম্ বাহ্যম্ নাড়ীস্থঃ স্বপ্নঃ আন্তরঃ।

অনুবাদ—(দৃষ্টান্ত) যেমন রথ্যা রথগমনযোগ্য রাজমার্গ অথবা অনেক মার্গের মেলনস্থান প্রভৃতি বাহ্য বৃত্তান্ত বা বিষয় এবং গৃহের কার্য্য আন্তর বৃত্তান্ত (বিষয়) (দার্ষ্টান্তিক) সেইরূপ জাগরণ বাহ্য বৃত্তান্ত এবং 'হিতা' নাড়ীতে অবস্থিত স্বপ্ন আন্তর বৃত্তান্ত।

টীকা—জাগ্রদবস্থায় প্রাপ্ত সংস্কাররচিত 'হিতা' নাড়ীতে প্রতীয়মান প্রপঞ্চকে স্বপ্ন বলা হইতেছে। ৫৫

জীব সুষুপ্তিতে ব্রহ্মানন্দ রূপেই অবস্থিত হয়, এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শনে ব্যাপৃত [অত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা লোকাঃ অলোকাঃ……তীর্ণঃ হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি —বৃহদা উ, ৪।৩।২২]—এই সুষুপ্তি সময়ে পিতা অপিতা হন অর্থাৎ তাঁহার সুষুপ্ত পুত্রের সম্বন্ধে পিতৃত্ব থাকে না মাতার মাতৃত্ব থাকে না, স্বর্গাদি লোকেরও লোকত্ব (কাম্যত্ব) থাকে না…… তখন নিশ্চয়ই লোক হৃদয়ের সর্ব্ববিধ শোক অতিক্রম করে, অর্থাৎ দুঃখ বিমুক্ত হয়—ইত্যাদি শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(৩) সুষুপ্তিতে জীবের ব্রহ্মানন্দরূপে স্থিতি বিষয়ে যুক্তিপ্রদর্শক শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য।

পিতাপি সুপ্তাবপিতেত্যাদৌ জীবত্ববারণাৎ।
সুপ্তৌ ব্রহ্মৈব নো জীবঃ সংসারিত্বাসমীক্ষণাৎ ॥৫৬

অন্বয়—সুপ্তৌ পিতা অপি অপিতা ইত্যাদৌ জীবত্ববারণাৎ সংসারিত্বাসমীক্ষণাৎ সুপ্তৌ ব্রহ্ম এব, জীবঃ নো।

অনুবাদ—'সুষুপ্তিতে পিতাও অপিতা হইয়া যান' ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবচনে জীবভাব নিবারিত হয় এবং সংসারিভাব প্রতীত হয় না, বলা হইয়াছে বলিয়া, সুষুপ্তিতে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায় তাহার জীবত্ব থাকে না।

টীকা—"সুপ্তৌ"—এই সুষুপ্তিতে অধ্যাসজনিত পিতৃত্বাদি জীবধর্ম্মের নিবৃত্তি শ্রুতিকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া "জীবত্বাসমীক্ষণাৎ"—জীবত্বের প্রতীতি হয় না বলিয়া ব্রহ্মভাবই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, ইহাই অর্থ। ৫৬

ভাল, সুষুপ্তিতে পিতৃত্ব প্রভৃতি অভিমানের অভাব হইলে সুখিত্বাদিরূপ সংসার কেন না থাকিবে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সংসার দেহাভিমানরূপ কারণমূলক বলিয়া সেই দেহাভিমানের অভাব হইলে সংসারের অভাব হয়, এই অভিপ্রায়ে আচার্য্য সেই সংসারের অভাব প্রতিপাদক [তীর্ণঃ হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি]—সুষুপ্তিতে নিশ্চয়ই লোকে অন্তঃকরণে নিহিত সর্ব্ববিধ শোক অতিক্রম করে, অর্থাৎ দুঃখবিমুক্ত হয় এইরূপে পূর্ব্বোক্ত (৫৬ শ্লোকে) শ্রুতিবাক্যের শেষাংশের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(খ) সুষুপ্তিতে পিতৃত্বাদি বিষয়ক অভিমান না থাকায় শোকাদি সংসারাভাব।—

পিতৃত্বাদ্যভিমানো যঃ সুখদুঃখাকরঃ স হি।
তস্মিন্নপগতে তীর্ণঃ সর্বাঞ্ছোকান্ ভবত্যয়ম্॥ ৫৭

অন্বয়—যঃ পিতৃত্বাদ্যভিমানঃ সঃ হি সুখদুঃখাকরঃ, তস্মিন্ অপগতে অয়ম্ সর্বান্ শোকান্ তীর্ণঃ ভবতি।

অনুবাদ ও টীকা—ব্যবহারিক অবস্থায় যে পিতৃত্বাদির অভিমান তাহাই সকল সুখদুঃখের আকর ; তাহা নিবারিত হইলে জীব সমস্ত শোক অতিক্রম করে। ৫৭

ভাল, উদ্ধৃত শ্রুতিবচনসমূহে, সুষুপ্তিতে সুখপ্রাপ্তি, শ্রুতিকর্তৃক নিজ মুখে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ত' দেখা যাইতেছে না এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, সেইরূপ সুখপ্রাপ্তির কণ্ঠতঃ বর্ণনে ব্যাপৃত, কৈবল্যশ্রুতিবচন [সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোভিভূতঃ সুখরূপমেতি—কৈবল্য উ, ১৫]—সুষুপ্তিকালে আনন্দ ভোগাবসরে, সমস্ত বিশেষ বিজ্ঞান স্বকারণে বিলীন হইলে (এই অংশে সুষুপ্তি মোক্ষসদৃশ হইলেও) জীব অজ্ঞানাবৃত হইয়া স্বপ্রকাশমান আনন্দাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় (এই অজ্ঞানাবরণহেতু সুষুপ্তি মোক্ষ হইতে পৃথক্)—ইহাই অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(গ) সুষুপ্তির সুখ শ্রুতি নিজমুখে বর্ণন করিয়াছেন। সেই শ্রুতিবচনের অর্থ।

সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমসাবৃতঃ।
সুখরূপমুপৈতীতি ব্রূতে হ্যাথর্বণী শ্রুতিঃ॥ ৫৮

অন্বয়—"সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমসা আবৃতঃ সুখরূপম্ উপৈতি" ইতি আথর্বণী শ্রুতিঃ ব্রূতে হি।

অনুবাদ—সুষুপ্তিকালে জাগ্রদাদি প্রপঞ্চসকল বিলীন হইলে (প্রকৃতিরূপ) অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হইয়া জীব সুখরূপ প্রাপ্ত হয়—এইরূপে অথর্ববেদের কৈবল্য শ্রুতি (কণ্ঠতঃ) বর্ণনা করিতেছেন।

টীকা—"সকলে বিলীনে"—জাগ্রদাদিরূপ প্রপঞ্চসকল নিজ উপাদানভূত তমঃপ্রধান প্রকৃতিতে বিলয় প্রাপ্ত হইলে, "তমসা আবৃতঃ" সেই প্রকৃতিরূপ তমোদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া জীব "সুখরূপম্ উপৈতি"—সুখরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ। ৫৮

পূর্ব শ্লোকোক্ত অর্থ কেবল শ্রুতিপ্রসিদ্ধ নহে, তাহা সকল লোকের অনুভবসিদ্ধও বটে, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঘ) উক্ত অর্থ সর্বানুভব সিদ্ধ।

সুখমস্বাপ্সমত্রাহং ন বৈ কিঞ্চিদবেদিষম্।
ইতি সুপ্তে সুখাজ্ঞানে পরামৃশতি চোত্থিতঃ॥ ৫৯

অন্বয়—উত্থিতঃ "অত্র সুখম্ অহম্ অস্বাপ্সম্, কিঞ্চিৎ ন অবেদিষম্ বৈ" ইতি সুপ্তে সুখাজ্ঞানে চ পরামৃশতি।

অনুবাদ—সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তি এইরূপ স্মরণ করে—এই কালে

(এতক্ষণ) আমি সুখে ঘুমাইতেছিলাম, কিছুই ত' জানিতে পারি নাই। সুষুপ্তির সুখ ও অজ্ঞান এই প্রকারে স্মৃতির বিষয় হয়।

টীকা—"উত্থিতঃ"—সুষুপ্তি হইতে উঠিয়া লোকে, "অত্র অহম্ সুখম্ অস্বাপ্সম্ ন কিঞ্চিৎ অবেদিষম্"—এতক্ষণ আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পরি নাই—এই প্রকারে "সুপ্তে সুখাজ্ঞানে পরামৃশতি"—সুষুপ্তি কালের সুখ ও অজ্ঞান স্মরণ করে, এই কারণেও, সুষুপ্তিতে যে সুখ আছে, তাহা জানা যায়। ৫৯

ভাল, স্মরণজ্ঞান ত' প্রমাণরূপ নহে; সেই হেতু তাহার বলে সুষুপ্তিতে সুখসিদ্ধি কি প্রকারে হইতে পারে? এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে স্মৃতিজ্ঞান প্রমাণরূপ না হইলেও তাহার মূলভূত অনুভবের বলে সুখের সিদ্ধি হয়, উক্ত বাক্যের এই অভিপ্রায় ধরিয়া বলিতেছেন :—

পরামর্শোঽনুভূতেঽস্তীত্যাসীদনুভবস্তদা।
চিদাত্মত্বাৎ স্বতো ভাতি সুখমজ্ঞানধীস্ততঃ॥ ৬০

অন্বয়—পরামর্শঃ অনুভূতে অস্তি, ইতি তদা অনুভবঃ আসীৎ চিদাত্মত্বাৎ সুখম্ স্বতঃ ভাতি, ততঃ অজ্ঞানধীঃ।

অনুবাদ—অনুভূত বিষয়েরই স্মৃতি হয়; এইহেতু তৎকালে অনুভব হইয়াছিল (বুঝা যায়)। সেই সুখ স্বপ্রকাশরূপ বলিয়া, আপনার স্বরূপবশতঃই প্রকাশিত হয়, আর তদ্দারাই (সেই সুখাবরক) অজ্ঞানের অনুভূতি হয়।

টীকা—"পরামর্শঃ"—স্মরণজ্ঞান, "অনুভূতে অস্তি"—অনুভূত বিষয়েই হইয়া থাকে, অননুভূত বিষয়ে স্মরণ হয় না। "ইতি"—এই কারণে, "তদা"—সুষুপ্তিতে, "অনুভবঃ আসীৎ" অনুভব হইয়াছিল, ইহা জানা যায়। ভাল, সুষুপ্তিতে মনসহিত জ্ঞানসাধন (ইন্দ্রিয়াদি) বিলীন হইয়া যায় বলিয়া কি প্রকারে অনুভবের সিদ্ধি হয়? এই আশঙ্কা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি কি বলিতে চাও, তখন সুখানুভবের সাধন থাকে না? অথবা অজ্ঞানানুভবের সাধন থাকে না? এই দুই বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম বিকল্পটি অসম্ভব; কেন না, সুখ স্বপ্রকাশ চেতনরূপ বলিয়া সুখ সাধনের অপেক্ষা রাখে না, আর দ্বিতীয় বিকল্পও সম্ভব নহে, কেন না, স্বপ্রকাশ সুখের বলেই তাহার আবরক অজ্ঞানের প্রতীতি সিদ্ধ হয়। এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—"সেই সুখ স্বপ্রকাশরূপ বলিয়া" ইত্যাদি। "ততঃ"—সেই স্বপ্রকাশরূপ সুখের দ্বারাই "অজ্ঞানধীঃ"—অজ্ঞানের প্রতীতি হয়। ৬০

ভাল, সুষুপ্তিকালীন সুখ স্বপ্রকাশ সুখ হইলেও "ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ম্ ভবেৎ"—নিজেই সেই সুষুপ্তিস্থিত ব্রহ্মানন্দ হইয়া যায় (৫৫ শ্লোকোক্ত) এই ব্রহ্মরূপতা তাহার সম্ভব হয় না, কেন না, তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া [বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম—বৃহদা উ, ৩।৯।২৮]—বিজ্ঞানও (কূটস্থ চিন্মাত্ররূপ বিজ্ঞপ্তিও) আনন্দস্বরূপ, অর্থাৎ বৃত্তিজ্ঞান ও বিষয় সুখ হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানও আনন্দস্বরূপ; আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞানাত্মক বলিয়া আপনি আপনাকে

অনুভব করিয়া থাকে—এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্য থাকিতে সেই সুখ ব্রহ্মরূপ নহে, এইরূপ বলা চলে না, ইহাই বলিতেছেন :—

(ন) সুষুপ্তির স্বপ্রকাশ সুখ যে ব্রহ্মরূপ, তাহার প্রমাণ বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্য।

ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দমিতি বাজসনেয়িনঃ।
পঠন্ত্যতঃ স্বপ্রকাশং সুখং ব্রহ্মৈব নেতরৎ ॥ ৬১

অন্বয়—"বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম" ইতি বাজসনেয়িনঃ পঠন্তি; অতঃ স্বপ্রকাশম্ সুখম্ ব্রহ্ম এব ইতরৎ ন।

অনুবাদ ও টীকা—বিজ্ঞান অর্থাৎ জীবচেতন আনন্দরূপ ব্রহ্মই; এই প্রকারে বাজসনেয় শাখিগণ পাঠ করিয়া থাকেন। এই হেতু স্বপ্রকাশ সুখ ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে। ৬১

ভাল, অনুভব ও স্মরণ এই দুই জ্ঞান একাশ্রয় বিশিষ্ট হইবেই এইরূপ নিয়ম থাকায়, 'আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই'—এই প্রকারে সুষুপ্তিকালের সুখ ও অজ্ঞান বিজ্ঞানময়কর্তৃক অর্থাৎ জীবদ্বারা স্মৃত হয়, এই হেতু সেই বিজ্ঞানময়কেই (জীবকেই) সুখ ও অজ্ঞানের অনুভব কর্ত্তা বলা উচিত (আনন্দস্বরূপকে নহে)। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া জীবের উপাধিরূপ অজ্ঞানকার্য্য অন্তঃকরণে বিলীন হইয়া যাওয়ায়, অন্তঃকরণোপাধিবিশিষ্ট জীবের সুখ ও অজ্ঞানের অনুভবকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

(প) স্মরণ ও অনুভবের সামানাধিকরণ্য নিয়মে বিরোধ শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

যদজ্ঞানং তত্র লীনৌ তৌ বিজ্ঞানমনোময়ৌ।
তয়োর্হি বিলয়াবস্থা নিদ্রাজ্ঞানং চ সেব হি ॥ ৬২

অন্বয়—যৎ অজ্ঞানম্ তত্র তৌ বিজ্ঞানমনোময়ৌ লীনৌ হি তয়োঃ বিলয়াবস্থা নিদ্রা; সা চ অজ্ঞানম্ এব হি।

অনুবাদ— এই যে অজ্ঞান, ইহাতে বিজ্ঞানময় ও মনোময় উভয়ই বিলীন হইয়া যায়। যেহেতু তদুভয়ের যে বিলয়াবস্থা তাহাকেই নিদ্রা বলে; তাহাকেই পণ্ডিতেরা অজ্ঞান বলিয়া ব্যবহার করেন।

টীকা—'আমি কিছুই জানিতে পারি নাই'—এই প্রকার স্মরণ অন্যপ্রকারে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে অনুভূত অজ্ঞানরূপ বিষয় বিনা অসম্ভব—এইরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা "যৎ অজ্ঞানম্"—যে অজ্ঞানকে অবগত হওয়া যায়, "তত্র"—সেই অজ্ঞানে, "তৌ"—প্রমাতা ও প্রমাণরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ, "বিজ্ঞানমনোময়ৌ বিলীনৌ"—বিজ্ঞানময় ও মনোময় কোশ বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ বিজ্ঞানময় ও মনোময়রূপ আকার পরিত্যাগ করিয়া কারণ অজ্ঞানরূপে অবস্থিত থাকে। এই হেতু সেই অজ্ঞানরূপ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যের অনুভবকর্তৃত্ব নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। তদ্বিষয়ে যুক্তি বা কারণ বলিতেছেন—"যেহেতু তদুভয়ের" ইত্যাদি। "হি"—যেহেতু, "তয়োঃ"—সেই বিজ্ঞানময় ও মনোময়ের, "বিলয়াবস্থা নিদ্রা"—বিলয়াবস্থাকে 'নিদ্রা' এই নাম দেওয়া হয়, "বিজ্ঞানবিরতিঃ

সুপ্তিঃ"—(আভিধানিক লক্ষণ) বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃকরণ, তাহার যে বিরতি বা বিলয়াবস্থা, তাহাই সুষুপ্তি, এইরূপ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে নিদ্রাতেই বিলীন হইয়া যায়, বলিতে হইবে (অজ্ঞানে নহে) এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—সেই নিদ্রাকেই বিদ্বানগণ অজ্ঞান বলিয়া ব্যবহার করেন, ইহাই অর্থ। ৬২

ভাল, তাহা হইলে সুষুপ্তিকালীন সুখ ও অজ্ঞানের অনুভবকালে অবিদ্যমান বিজ্ঞানময় জাগ্রৎকালে কি প্রকারে সেই সুখ ও অজ্ঞানের স্মরণ কর্ত্তা হয়? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বিলয়াবস্থাতেও তাহার (সেই বিজ্ঞানাত্মার) স্বরূপের নাশ হয় না বলিয়া, বিলয়াবস্থারূপ উপাধিবিশিষ্ট আনন্দময়রূপে অনুভবকর্তৃত্ব এবং বিজ্ঞানময় শব্দবাচ্য ঘনীভাবরূপ উপাধিবিশিষ্টরূপে স্মরণকর্তৃত্ব একই আত্মার সম্ভব হয়; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন:—

(ক) স্মরণকর্ত্তা বিজ্ঞানময় এবং অনুভবকর্ত্তা আনন্দময় একই আত্মা)

বিলীনঘৃতবৎ পশ্চাৎ স্যাদ্বিজ্ঞানময়ো ঘনঃ।
বিলীনাবস্থ আনন্দময়শব্দেন কথ্যতে ॥ ৬৩

অন্বয়—বিলীনঘৃতবৎ পশ্চাৎ বিজ্ঞানময়ঃ ঘনঃ স্যাৎ; বিলীনাবস্থঃ আনন্দময়শব্দেন কথ্যতে।

অনুবাদ—যেমন তরল ঘৃত পশ্চাৎ (ক্রমশঃ) ঘনীভূত হয়, সেইরূপ নিদ্রাকালে বিলীন বিজ্ঞানময় কোশ—পুনর্ব্বার জাগ্রৎকালে ঘনীভূত হয়; তাহাই পূর্ব্বের বিলীনাবস্থায় আনন্দময় শব্দে অভিহিত হয়।

টীকা—যেমন অগ্নির সংযোগাদিদ্বারা ঘৃত প্রগলিত হয় এবং পরে বায়ু প্রভৃতির সম্বন্ধবশতঃ ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়, এইরূপ জাগ্রদাদি অবস্থায় ভোগপ্রদ যে কর্ম্ম, তাহার ক্ষয়বশতঃ নিদ্রারূপে বিলীন অন্তঃকরণ তাহাই আবার ভোগপ্রদ কর্ম্মরূপে জাগ্রদবস্থায়, বিজ্ঞানরূপ অন্তঃকরণের আকারে ঘনীভাব অর্থাৎ স্থূলভাব প্রাপ্ত হইয়া স্পষ্টতর আকার ধারণ করে। এই হেতু সেই অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মাও "বিজ্ঞানময়ঃ ঘনঃ"—বিজ্ঞানময়াকারে ঘন অর্থাৎ স্পষ্টতর হয়; সেই আত্মাই পূর্ব্বে অর্থাৎ সুষুপ্তি-অবস্থায় বিলয়াবস্থারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া "আনন্দময়" এই নামে অভিহিত হয়। ৬৩

"তাহাই পূর্ব্বের বিলীনাবস্থায় আনন্দময় শব্দে অভিহিত হয়"—এই পূর্ব্ব শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট করিতেছেন:—

(খ) আনন্দময়ের স্বরূপ।

সুপ্তিপূর্ব্বক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তির্যা সুখবিম্বিতা।
সৈব তদ্বিম্বসহিতা লীনানন্দময়স্ততঃ ॥ ৬৪

অন্বয়—সুপ্তিপূর্ব্বক্ষণে যা বুদ্ধিবৃত্তিঃ সুখবিম্বিতা, ততঃ তদ্বিম্বসহিতা লীনা আনন্দময়ঃ।

অনুবাদ—সুষুপ্তির পূর্ব্বক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তি যে সুখ-প্রতিবিম্ব ধারণ করে, পরে সেই সুখ-প্রতিবিম্ব সহিত, সেই বৃত্তি বিলীন হইলে সেই অবস্থায় আনন্দময় বলিয়া কথিত হয়।

টীকা—"সুপ্তিপূর্বক্ষণে"—সুষুপ্তির অব্যবহিত পূর্ববর্তী (অন্তরায়রহিত) ক্ষণে যে অন্তর্মুখবুদ্ধিবৃত্তি স্বরূপভূত সুখের প্রতিবিম্বযুক্ত হয়, "ততঃ"—তদনন্তর, সুখের প্রতিবিম্ব সহিত সেই বৃত্তি নিদ্রারূপে বিলীন হইলে, 'আনন্দময়' এই নামে অভিহিত হয়। ৬৪

এই প্রকারে আনন্দময়ের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া সেই আনন্দময়েরই জাগরণাবস্থায় বিজ্ঞানময় রূপে স্মরণকর্তৃত্ব সিদ্ধি করিবার জন্য, সেই সুষুপ্তিকালীন সুখানুভব বর্ণন করিতেছেন :—

(ভ) আনন্দময়েরই ব্রহ্মসুখানুভব হয়।

অন্তর্মুখো য আনন্দময়ো ব্রহ্মসুখং তদা।
ভুঙ্‌ক্তে চিদ্বিম্বযুক্তাভিরজ্ঞানোৎপন্নবৃত্তিভিঃ ॥ ৬৫

অন্বয়—অন্তর্মুখঃ যঃ আনন্দময়ঃ তদা (সঃ) ব্রহ্মসুখম্ চিদ্বিম্বযুক্তাভিঃ অজ্ঞানোৎপন্নবৃত্তিভিঃ ভুঙ্‌ক্তে।

অনুবাদ—অন্তর্মুখ যে সেই আনন্দময়, তিনিই তৎকালে চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত অজ্ঞানে উৎপন্ন বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মসুখ অনুভব করেন।

টীকা—সুখের প্রতিবিম্বযুক্ত অন্তর্মুখ বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা উৎপাদিত সংস্কার সহিত অজ্ঞানরূপ উপাধিযুক্ত যে আনন্দময়, "তদা"—সেই সুষুপ্তিকালে, "ব্রহ্মসুখম্"—স্বরূপভূত সুখকে চিদাভাস সহিত, "অজ্ঞানোৎপন্নবৃত্তিভিঃ"—অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সুখাদি বিষয়ক সত্ত্বগুণের পরিণামবিশেষরূপ বৃত্তিসমূহদ্বারা, "ভুঙ্‌ক্তে"—অনুভব করিয়া থাকে। ৬৫

ভাল, তাহা হইলে 'জাগরণের ন্যায় সুষুপ্তিতে আমি সুখ অনুভব করিয়া থাকি' এই প্রকার অভিমান কি কারণে হয় না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, অবিদ্যাবৃত্তিসমূহের বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় স্পষ্টতা না থাকায়, এই প্রকার অভিমান হয় না—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

(ম) অজ্ঞানবৃত্তি সমূহের অস্পষ্টতা ও বুদ্ধিবৃত্তি সমূহের স্পষ্টতা।

অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ সূক্ষ্মা বিস্পষ্টা বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তপারগাঃ প্রবদন্তি হি ॥ ৬৬

অন্বয়—অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ সূক্ষ্মাঃ, বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ বিস্পষ্টাঃ ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তপারগাঃ প্রবদন্তি হি।

অনুবাদ ও টীকা—অজ্ঞানবৃত্তিসমূহ অতিসূক্ষ্ম অর্থাৎ অস্পষ্ট হয়; আর বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ বিস্পষ্ট অর্থাৎ স্থূল হইয়া থাকে, বেদান্তসিদ্ধান্তপারগগণ এই প্রকার বলিয়া থাকেন। ৬৬

ভাল, আনন্দময় কোশ যে অতি সূক্ষ্ম অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মানন্দকে ভোগ করেন (৬৫ শ্লোকে এইরূপ) বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(য) আনন্দময় কোশ অতিসূক্ষ্ম অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, তদ্বিষয়ে মাণ্ডূক্যাদি শ্রুতি প্রমাণ।

মাণ্ডূক্যতাপনীয়াদিশ্রুতিষ্বেতদতিস্ফুটম্।
আনন্দময়ভোক্তৃত্বং ব্রহ্মানন্দে চ ভোগ্যতা ॥ ৬৭

অন্বয়—মাণ্ডূক্যতাপনীয়াদিশ্রুতিষু এতৎ অতিস্ফুটম্: আনন্দময়ভোক্তৃত্বম্ চ ব্রহ্মানন্দে ভোগ্যতা।

অনুবাদ ও টীকা—মাণ্ডূক্য (নৃসিংহোত্তর) তাপনীয় প্রভৃতি উপনিষদে এ কথা অতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। আনন্দময়ের ভোক্তৃত্ব ও ব্রহ্মানন্দের ভোগ্যতা—ভুক্ত হইবার যোগ্যতা আছে। ৬৭

এক্ষণে [সুষুপ্তস্থানঃ একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব আনন্দময়ঃ হি আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ—মাণ্ডূক্য উ, ৫]—'এই সুষুপ্ত যাহার স্থান, (বাহ্য ও আন্তর সর্ব্বপ্রকার বিষয়বিজ্ঞান না থাকায়) একীভাবপ্রাপ্ত কেবলই প্রকৃষ্ট জ্ঞানমূর্ত্তি প্রচুর আনন্দপূর্ণ ও আত্মানন্দভোজী এবং স্বীয় বোধশক্তি যাহার মুখস্বরূপ, সেই প্রাজ্ঞ আত্মা, ইহার তৃতীয় পাদ' ইত্যাদি মাণ্ডূক্যাদি উপনিষদগত বাক্য অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ম) মাণ্ডূক্যাদি শ্রুতিবচন-সমূহের অর্থ।

একীভূতঃ সুষুপ্তস্থঃ প্রজ্ঞানঘনতাং গতঃ।
আনন্দময় আনন্দভুক্ চেতোময়বৃত্তিভিঃ ॥ ৬৮

অন্বয়—একীভূতঃ সুষুপ্তস্থঃ প্রজ্ঞানঘনতাম্ গতঃ আনন্দময়ঃ চেতোময়বৃত্তিভিঃ আনন্দভুক্।

অনুবাদ—সুষুপ্তিস্থিত একরূপতা ও প্রজ্ঞানঘনরূপতা প্রাপ্ত যে আত্মা, তিনিই আনন্দময় ও চেতোময়বৃত্তিসমূহদ্বারা আনন্দভোজী হন অর্থাৎ স্বরূপানন্দ ভোগ করেন।

টীকা—"সুষুপ্তস্থানম্"—সুষুপ্ত অর্থাৎ সুষুপ্তি তাহাতে যিনি অবস্থান করেন তিনি সুষুপ্তস্থ অর্থাৎ সুষুপ্তির অভিমানী, "আনন্দময়ঃ"—আনন্দপ্রচুর, (প্রচুরার্থে ময়ট্, যেমন জলময় স্থান); "আনন্দভুক্"—(স্বরূপভূত) আনন্দকে যিনি ভোগ করেন, "চেতোময়বৃত্তিভিঃ"—চেতঃ অর্থাৎ চৈতন্য তন্ময় তৎপ্রচুর অর্থাৎ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব সহিত এইরূপ যে বৃত্তিসকল, তদ্দ্বারা—চেতোময়ী বৃত্তিসমূহদ্বারা আনন্দভুক্ হন, এইরূপে শব্দ যোজনা করিতে হইবে। ৬৮

পূর্ব্বশ্লোকবর্ণিত শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত 'একীভূত' পদের অর্থ বলিতেছেন :—

(ন) উদ্ধৃত মাণ্ডূক্যশ্রুতিগত 'একীভূত' পদের অর্থ।

বিজ্ঞানময়মুখ্যৈর্যো রূপৈর্যুক্তঃ পুরাধুনা।
স লয়েনৈকতাং প্রাপ্তো বহুতণ্ডুলপিষ্টবৎ ॥ ৬৯

অন্বয়—যঃ পুরা বিজ্ঞানময়মুখ্যৈঃ রূপৈঃ যুক্তঃ সঃ অধুনা লয়েন একতাম্ প্রাপ্তঃ বহুতণ্ডুলপিষ্টবৎ।

অনুবাদ—যে আত্মা পূর্ব্বে অর্থাৎ জাগরণাবস্থায় বিজ্ঞানময় প্রভৃতিরূপ যুক্ত ছিলেন, তিনি এক্ষণে অর্থাৎ সুষুপ্তির বিলীনাবস্থায় বহুতণ্ডুলপিষ্টের (পিটুলির) ন্যায় একতা প্রাপ্ত হন।

টীকা—"যঃ পুরা"—যে আত্মা পূর্ব্বে অর্থাৎ জাগরণাবস্থায়, "বিজ্ঞানময়মুখ্যৈঃ"—বিজ্ঞানময় প্রভৃতিরূপে, [সঃ বা অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ঃ মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময়ঃ আপোময়ঃ বায়ুময়ঃ আকাশময়ঃ তেজোময়ঃ অতেজোময়ঃ কামময়ঃ অকামময়ঃ ক্রোধময়ঃ অক্রোধময়ঃ ধর্মময়ঃ অধর্মময়ঃ সর্বময়ঃ তৎ-যৎ-এতৎ-ইদম্ময়ঃ অদোময়ঃ ইতি—বৃহদা উ, ৪।৪।৫]

—(এই সংসারী আত্মা যে সমস্ত উপাধিযোগে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সমুদয়ের নির্দ্দেশ করিতেছেন) 'সেই আত্মা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মই বটে, কিন্তু উপাধিযোগে বিজ্ঞানময় (বুদ্ধির সহিত অভিন্নরূপ) ও মনোময় (মনের সহিত অভিন্নরূপ) হন; ই প্রকার প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, (পার্থিব শরীরে) পৃথিবীময়, (জলীয় শরীরে) আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময়, সর্ব্বময়, এবং যেহেতু প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য বস্তুময়, সেইহেতু পরোক্ষ বস্তুময় বটে'—ইত্যাদি শ্রুতিবচনে বর্ণিত বিজ্ঞানময় প্রভৃতিরূপ যে আকার, তদ্দ্বারা "যুক্তঃ"—ছিলেন, "সঃ এব অধুনা লয়েন"—সেই আত্মাই এক্ষণে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে লয়হেতু অর্থাৎ বুদ্ধি ও মনোরূপ উপাধির বিলয় হেতু "একতাম্ প্রাপ্তঃ"—একাকারতাযুক্ত হন; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"বহু তণ্ডুল পিষ্টের (পিটুলির) ন্যায়" ইত্যাদি। বহু তণ্ডুলদ্বারা উৎপন্ন যে পিটুলি, তাহার ন্যায় হন। তাৎপর্য্য এই, যেমন একই ব্যক্তি রন্ধন অধ্যাপনা প্রভৃতি ক্রিয়াভেদে 'পাচক' 'পাঠক' ইত্যাদি রূপ হন, সেই প্রকার একই ব্রহ্মাত্মা বিজ্ঞানময় প্রভৃতি উপাধির সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ সেই সেই রূপযুক্ত বলিয়া অভিহিত হন, ইহাই অর্থ। ৬৯

এক্ষণে 'প্রজ্ঞানঘন' শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

(ঝ) উক্ত শ্রুতিবচনগত "প্রজ্ঞানঘন" শব্দের অর্থ।

প্রজ্ঞানানি পুরা বুদ্ধিবৃত্তয়োঽথ ঘনোঽভবৎ।
ঘনত্বং হিমবিন্দূনামুদগ্‌দেশে যথা তথা ॥ ৭০

অন্বয়—পুরা প্রজ্ঞানানি বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ অথ ঘনঃ অভবৎ যথা উদগ্‌দেশে হিমবিন্দূনাম্ ঘনত্বম্ তথা

অনুবাদ—পূর্ব্বে অর্থাৎ জাগ্রৎকালে প্রজ্ঞাননামক যে সকল বুদ্ধিবৃত্তি ছিল তাহারাই তৎপরে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে ঘনীভূত হইল, যেমন উত্তরাখণ্ডে (হিমালয় প্রদেশে) হিমবিন্দুসকল ঘনরূপতা অর্থাৎ একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ।

টীকা—"পুরা"—পূর্ব্বে জাগ্রদাদিকালে, "প্রজ্ঞানানি"—প্রজ্ঞানশব্দদ্বারা সূচিত ঘটাদি বিষয়ক, "বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ"—যে বুদ্ধিবৃত্তিসকল ছিল, "অথ"—অনন্তর, সুষুপ্তিকালে ঘটাদি বিষয়ের অভাবে, "ঘনঃ অভবৎ"—ঘন হইল অর্থাৎ চৈতন্যরূপে একরূপ হইল; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন উত্তরাখণ্ডে" ইত্যাদি। ৭০

এক্ষণে "প্রজ্ঞানঘন" শব্দের অর্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে উপস্থিত, কিছু অন্যের উল্লেখ করিতেছেন :—

তৎঘনত্বং সাক্ষিভাবং দুঃখাভাবং প্রচক্ষতে।
লৌকিকাস্তার্কিকা যাবদ্দুঃখবৃত্তিবিলোপনাৎ। ৭১

অন্বয়—তৎ সাক্ষিভাবম্ ঘনত্বম্ লৌকিকাঃ তার্কিকাঃ দুঃখাভাবম্ প্রচক্ষতে, যাবদ্দুঃখবৃত্তি-বিলোপনাৎ।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত সাক্ষিভাবরূপ ঘনরূপতাকে শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও বৈশেষিকাদি তার্কিকগণ 'দুঃখাভাব' বলিয়া থাকেন, কেননা সুষুপ্তিতে যাবতীয় দুঃখবৃত্তি বিলীন হইয়া যায়।

—(এই সংসারী আত্মা যে সমস্ত উপাধিযোগে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সমুদয়ের নির্দ্দেশ করিতেছেন) 'সেই আত্মা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মই বটে, কিন্তু উপাধিযোগে বিজ্ঞানময় (বুদ্ধির সহিত অভিন্নরূপ) ও মনোময় (মনের সহিত অভিন্নরূপ) হন; ঐ প্রকার প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, (পার্থিব শরীরে) পৃথিবীময়, (জলীয় শরীরে) আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময়, সর্ব্বময়, এবং যেহেতু প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য বস্তুময়, সেইহেতু পরোক্ষ বস্তুময় বটে'—ইত্যাদি শ্রুতিবচনে বর্ণিত বিজ্ঞানময় প্রভৃতিরূপ যে আকার, তদ্দ্বারা "যুক্তঃ"—ছিলেন, "সঃ এব অধুনা লয়েন"—সেই আত্মাই এক্ষণে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে লয়হেতু অর্থাৎ বুদ্ধি ও মনোরূপ উপাধির বিলয় হেতু "একতাম্ প্রাপ্তঃ"—একাকারতাযুক্ত হন; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"বহু তণ্ডুল পিষ্টের (পিটুলির) ন্যায়" ইত্যাদি। বহু তণ্ডুলদ্বারা উৎপন্ন যে পিটুলি, তাহার ন্যায় হন। তাৎপর্য্য এই, যেমন একই ব্যক্তি রন্ধন অধ্যাপনা প্রভৃতি ক্রিয়াভেদে 'পাচক' 'পাঠক' ইত্যাদি রূপ হন, সেই প্রকার একই ব্রহ্মাত্মা বিজ্ঞানময় প্রভৃতি উপাধির সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ সেই সেই রূপযুক্ত বলিয়া অভিহিত হন, ইহাই অর্থ। ৬৯

এক্ষণে 'প্রজ্ঞানঘন' শব্দের অর্থ বলিতেছেন:—

(খ) উক্ত শ্রুতিবচনগত "প্রজ্ঞানঘন" শব্দের অর্থ।

প্রজ্ঞানানি পুরা বুদ্ধিবৃত্তয়োঽথ ঘনোঽভবৎ।
ঘনত্বং হিমবিন্দূনামুদগ্‌দেশে যথা তথা॥ ৭০

অন্বয়—পুরা প্রজ্ঞানানি বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ অথ ঘনঃ অভবৎ যথা উদগ্‌দেশে হিমবিন্দূনাম্ ঘনত্বম্ তথা

অনুবাদ—পূর্ব্বে অর্থাৎ জাগ্রৎকালে প্রজ্ঞাননামক যে সকল বুদ্ধিবৃত্তি ছিল তাহারাই তৎপরে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে ঘনীভূত হইল, যেমন উত্তরাখণ্ডে (হিমালয় প্রদেশে) হিমবিন্দুসকল ঘনরূপতা অর্থাৎ একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ।

টীকা—"পুরা"—পূর্ব্বে জাগ্রদাদিকালে, "প্রজ্ঞানানি"—প্রজ্ঞানশব্দদ্বারা সূচিত ঘটাদি বিষয়ক, "বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ"—যে বুদ্ধিবৃত্তিসকল ছিল, "অথ"—অনন্তর, সুষুপ্তিকালে ঘটাদি বিষয়ের অভাবে, "ঘনঃ অভবৎ"—ঘন হইল অর্থাৎ চৈতন্যরূপে একরূপ হইল; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন উত্তরাখণ্ডে" ইত্যাদি। ৭০

এক্ষণে "প্রজ্ঞানঘন" শব্দের অর্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে উপস্থিত, কিছু অর্থের উল্লেখ করিতেছেন:—

তৎঘনত্বং সাক্ষিভাবং দুঃখাভাবং প্রচক্ষতে।
লৌকিকাস্তার্কিকা যাবদ্দুঃখবৃত্তিবিলোপনাৎ। ৭১

অন্বয়—তৎ সাক্ষিভাবম্ ঘনত্বম্ লৌকিকাঃ তার্কিকাঃ দুঃখাভাবম্ প্রচক্ষতে, যাবদ্দুঃখবৃত্তি-বিলোপনাৎ।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত সাক্ষিভাবরূপ ঘনরূপতাকে শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও বৈশেষিকাদি তার্কিকগণ 'দুঃখাভাব' বলিয়া থাকেন, কেননা সুষুপ্তিতে যাবতীয় দুঃখবৃত্তি বিলীন হইয়া যায়।

পুনঃ অর্থাৎ আনন্দাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও আবার জন্মান্তরকৃত কর্মবশে, সেই সুষুপ্তিপ্রাপ্ত জীবই স্বপ্নে অবস্থিত হয় অথবা জাগরণ প্রাপ্ত হয়—এই অর্থের উক্ত শ্রুতিবচন হইতে জানিয়াছি ; ইহা বলিবার জন্য উক্ত শ্রুতি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন এবং তাহার অভিপ্রায় বর্ণন করিতেছেন :—

(দ) সুষুপ্তি হইতে জাগরণ বিষয়ে কৈবল্যশ্রুতিবাক্যের অর্থতঃ পঠন ও তদভিপ্রায় বর্ণন।

কর্ম্ম জন্মান্তরেঽভূদ্যত্তদ্যোগাদ্বুধ্যতে পুনঃ।
ইতি কৈবল্যশাখায়াং কর্ম্মজো বোধ ঈরিতঃ ॥৭৩

অন্বয়—'যৎ জন্মান্তরে কর্ম্ম অভূৎ তদ্যোগাৎ পুনঃ বুধ্যতে' ইতি কৈবল্যশাখায়াম্ কর্ম্মজঃ বোধঃ ঈরিতঃ।

অনুবাদ ও টীকা—জন্মান্তরে জীবকর্তৃক যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারই বশে জীব জাগরণ প্রাপ্ত হয়, এইরূপে কৈবল্যশাখায় জাগরণ কর্ম্মজনিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ৭৩

সুষুপ্তিতে ব্রহ্মানন্দ যে অনুভূত হয়, তদ্বিষয়ক নিদর্শন বর্ণনা করিতেছেন :—

(ন) সুষুপ্তিতে অনুভূত ব্রহ্মানন্দের নিদর্শন।

কঞ্চিৎকালং প্রবুদ্ধস্য ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা।
অনুগচ্ছেদ্যতস্তূষ্ণীমাস্তে নির্বিষয়ঃ সুখী ॥ ৭৪

অন্বয়—প্রবুদ্ধস্য কঞ্চিৎ কালম্ ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা অনুগচ্ছেৎ, যতঃ নির্বিষয়ঃ সুখী তূষ্ণীম্ আস্তে।

অনুবাদ—জাগরিত হইলেও লোকের কিছুকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মানন্দের সংস্কার থাকিয়া যায়, যেহেতু জীব বিষয়শূন্য হইয়া কিছুকাল তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করে।

টীকা—"প্রবুদ্ধস্য"—জাগরণ প্রাপ্ত হইলেও লোকের, "কঞ্চিৎ কালম্"—কিছুকাল অর্থাৎ স্বল্পকাল পর্য্যন্ত, "ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা"—সুষুপ্তিতে অনুভূত ব্রহ্মানন্দের সংস্কার "অনুগচ্ছেৎ"—পরে থাকিয়া যায়। ভাল, এইরূপে যে সংস্কার থাকে, তাহা কি প্রকারে জানিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যেহেতু জীব বিষয়শূন্য" ইত্যাদি। "যতঃ"—যেহেতু জাগরণের আদিতে, "নির্বিষয়ঃ"—বিষয়ানুভব রহিত হইলেও লোকে, "সুখী তূষ্ণীম্ আস্তে"—সুখী হইয়া চুপ করিয়া (উদাসীনভাবে) অবস্থান করে, এইহেতু তাহা জানা যায়, ইহাই অর্থ। ৭৪

তাহা হইলে পরেও লোকে সর্ব্বদা চুপ করিয়াই কেন থাকিয়া যায় না? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(প) অনুভূত ব্রহ্মানন্দকে বিস্মৃত হইবার কারণ।

কর্ম্মভিঃ প্রেরিতঃ পশ্চান্নানাদুঃখানি ভাবয়ন্।
শনৈর্বিস্মরতি ব্রহ্মানন্দমেষোঽখিলো জনঃ ॥ ৭৫

অন্বয়—কর্ম্মভিঃ প্রেরিতঃ এষঃ অখিলঃ জনঃ পশ্চাৎ নানাদুঃখানি ভাবয়ন্ শনৈঃ ব্রহ্মানন্দম্ বিস্মরতি।

অনুবাদ—(পূর্ব্বোক্ত) কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া এই সকল লোকেই পরে নানা প্রকার দুঃখের অনুসন্ধান অর্থাৎ স্মরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ অল্পকাল মধ্যেই ব্রহ্মানন্দকে ভুলিয়া যায়।

টীকা—"কর্ম্মভিঃ"—পূর্ব্বে ১২ শ্লোকে যে কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই ফলপ্রদানোন্মুখ কর্ম্মদ্বারা ফলভোগে প্রেরিত হইয়া সকল প্রাণীই, "পশ্চাৎ"—পরে অনেক প্রকার দুঃখের (কর্তব্য কর্ম্মের) স্মরণ করিতে করিতে অল্পকালমধ্যেই অনুভূত ব্রহ্মানন্দ বিস্মৃত হয়। ১৫

এই (বক্ষ্যমাণ) কারণেও সুষুপ্তিতে ব্রহ্মানন্দানুভববিষয়ে বিবাদ করা অনুচিত, ইহাই বলিতেছেন :—

(ক) ব্রহ্মানন্দ লইয়া বিবাদ অনুচিত ; তাহার কারণ।

প্রাগূর্দ্ধ্বমপি নিদ্রায়াঃ পক্ষপাতো দিনে দিনে।
ব্রহ্মানন্দে নৃণাং তেন প্রাজ্ঞোঽস্মিন্ বিবদেত কঃ ? ১৬

অন্বয়—দিনে দিনে নৃণাম্ নিদ্রায়াঃ প্রাক্ ঊর্দ্ধ্বম্ অপি ব্রহ্মানন্দে পক্ষপাতঃ, তেন অস্মিন্ কঃ প্রাজ্ঞঃ বিবদেত ?

অনুবাদ—প্রতিদিন লোকের নিদ্রার পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মানন্দবিষয়ে পক্ষপাত (আকর্ষণ) হয়; সেই কারণেও ইহা লইয়া কোন্ পণ্ডিত বিবাদ করিবে ?

টীকা—প্রতিদিন লোকের নিদ্রার "প্রাক্ ঊর্দ্ধ্বম্ অপি"—প্রারম্ভে ও পরেও নিদ্রাবসানে, "ব্রহ্মানন্দে"—স্নেহ বা আকর্ষণ হয়, কেননা নিদ্রার আদিতে কোমল শয্যা প্রভৃতি রচনা করে এবং নিদ্রার অবসানে সেই নিদ্রাসুখ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করে। "তেন"—সেই কারণে, "অস্মিন্"—এই আনন্দ লইয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ "বিবদেত ?"—বিবাদ করিবে ? কেহই করিবে না ইহাই অর্থ। ১৬

২। তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থানে ব্রহ্মানন্দ ভান হয় বলিয়া শাস্ত্রগুরুসেবাদি সাধন ব্যর্থ নহে। আনন্দ ত্রিবিধ—ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ।

বাদী বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ক (শঙ্কা) তবে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থানে ব্রহ্মানন্দের ভান হয় বলিলে, শাস্ত্রগুরুসেবাদি সাধন ত' নিষ্প্রয়োজন ?

ননু তূষ্ণীং স্থিতৌ ব্রহ্মানন্দশ্চেদ্ভাতি লৌকিকাঃ।
অলসাশ্চরিতার্থাঃ স্যুঃ শাস্ত্রেণ গুরুণাত্র কিম্ ?॥ ১৭

অন্বয়—ননু তূষ্ণীং স্থিতৌ ব্রহ্মানন্দঃ ভাতি চেৎ অলসাঃ লৌকিকাঃ চরিতার্থাঃ স্যুঃ। অত্র শাস্ত্রেণ গুরুণা কিম্ ?

অনুবাদ—ভাল, তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থানেই যদি ব্রহ্মানন্দের ভান অর্থাৎ অনুভব হয়, তবে সাধারণ অলস ব্যক্তিগণ ত' কৃতার্থ হইল ? তাহা হইলে ইহার জন্য শাস্ত্রের ও গুরুর প্রয়োজন কি ?

টীকা—গুরুসেবাদিদ্বারা লভ্য ব্রহ্মানন্দানুভব যদি কেবল তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিলেই

পাওয়া যায়,—তাহা হইলে গুরুসেবাদিপূর্ব্বক শ্রবণাদি সাধন ত' বৃথা হইয়া যায় ? ইহাই উক্ত শঙ্কার অভিপ্রায়। ৭৭

'এইটিই ব্রহ্মানন্দ'—এইরূপে অনুভূত হইলেই কৃতার্থতা হয়। কিন্তু 'এইটিই সেই ব্রহ্মানন্দ' এইরূপে জানা গুরুমুখশ্রবাদি বিনা সম্ভব নহে, ইহাই বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত শঙ্কার সমাধান।

বাঢ়ং ব্রহ্মেতি বিদ্যুশ্চেৎ কৃতার্থাস্তাবতৈব তে।
গুরুশাস্ত্রে বিনাত্যন্তগম্ভীরং ব্রহ্ম বেত্তি কঃ ? ॥৭৮

অন্বয়—'ব্রহ্ম' ইতি বিদ্যুঃ চেৎ তাবতা এব তে কৃতার্থাঃ ; বাঢ়ম্ অত্যন্তগম্ভীরম্ ব্রহ্ম গুরু-শাস্ত্রে বিনা কঃ বেত্তি ?

অনুবাদ—'ইহাই ব্রহ্ম' যদি তাহারা এইরূপে অনুভব করিতে পারে; তাহা হইলে জন সাধারণে অলস হইয়া কৃতার্থ হইতে পারে: একথা সত্য বটে, কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর ব্রহ্মকে গুরুশাস্ত্র বিনা কে জানিতে পারে ?

টীকা—"অত্যন্তগম্ভীরম্"—দুরবগাহ অর্থাৎ বচনমনের অগোচর অর্থাৎ অবিষয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর সর্ব্বাত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে গুরুশাস্ত্র ছাড়িয়া অন্য কোন্ উপায়ে লোকে জানিতে সমর্থ হইবে ? এইরূপ কোনও উপায় নাই। তাৎপর্য্য এই—চিন্তামণি অন্যান্য পাষাণখণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া পড়িয়া থাকিলে, কিম্বা সুবর্ণাদি ভূগর্ভেই পড়িয়া থাকিলে, তদ্দ্বারা কাহারও অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না, কিন্তু 'ইহাই চিন্তামণি' এইরূপে চিনিতে পারিলে কিম্বা ভূগর্ভোত্তোলিত সুবর্ণাদিকে 'ইহা সুবর্ণ' ইত্যাদিরূপে চিনিতে পারিলে তবে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। সেই প্রকার সুষুপ্তিতে বিষয়সুখের ন্যায় সামান্যভাবে অনুভূত ব্রহ্মানন্দের দ্বারা "কর্ত্তব্যমাত্রাহ্লাদয়ের" সর্ব্বকর্ত্তব্যরূপ অনর্থের নিবৃত্তিদ্বারা পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয় না, কেননা অনর্থের কারণরূপ অজ্ঞান থাকিয়াই যায়, কিন্তু এই সুষুপ্তিনিষ্ঠ আনন্দমূর্ত্তি নিত্য নিরতিশয় ব্রহ্ম আমার নিজ রূপই—এই প্রকারে বিশেষরূপে অবগত হইলেই লোকের অজ্ঞাননিবৃত্তি হয়, এবং সেই অজ্ঞানজনিত কর্ত্তব্যজ্ঞানরূপ অনর্থের নিবৃত্তিদ্বারা পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয়। ৭৮

বাদী যদি সিদ্ধান্তীকে বলেন, 'ভাল আপনার উক্ত বচনদ্বারাই ব্রহ্মানন্দ বুঝিলাম; তদ্দ্বারা আমি আপনাকে ত' কৃতার্থ বলিয়া অনুভব করিতেছি না'—বাদীর এই আশঙ্কার অনুবাদ করিয়া সিদ্ধান্তী সোপহাস উত্তর দিতেছেন :—

(গ) সিদ্ধান্তীর উক্ত বাক্য ধরিয়া ব্রহ্মানন্দজ্ঞানের অভিমান করিলে অকৃতার্থতা ; উপাখ্যানদ্বারা উপপাদন।

জানাম্যহং ত্বদুক্ত্যাদ্য কুতো মে ন কৃতার্থতা।
শৃণ্বত্র ত্বাদৃশো বৃত্তং প্রাজ্ঞম্মন্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৭৯

অন্বয়—'অহম্ ত্বদুক্ত্যা অদ্য জানামি, মে কৃতার্থতা কুতঃ ন ?' অত্র ত্বাদৃশঃ প্রাজ্ঞম্মন্যস্য কস্যচিৎ বৃত্তম্ শৃণু।

অনুবাদ ও টীকা—(বাদী যদি বলে, হে সিদ্ধান্তিন্) আপনার এই উক্তি

দ্বারাই 'ইহাই ব্রহ্মানন্দ' ইহা একণে জানিলাম, তাহা হইলে আমার কৃতার্থতা কেন হইতেছে না? (তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—হে বাদিন্) এ বিষয়ে তোমার মত এক পাণ্ডিত্যাভিমানী (বস্তুতঃ অপণ্ডিত) লোকের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ৭৯

সেই বৃত্তান্তের উপন্যাস করিতেছেন :—

চতুর্ব্বেদবিদে দেয়মিতি শৃণ্বন্নবোচত।
বেদাশ্চত্বার ইত্যেবং বেদ্মি মে দীয়তাং ধনম্॥ ৮০

অন্বয়—"চতুর্ব্বেদবিদে দেয়ন্" ইতি শৃণ্বন্ অবোচত "বেদাঃ চত্বারঃ" ইতি এবম্ বেদ্মি; মে ধনম্ দীয়তাম্।

অনুবাদ—'চতুর্ব্বেদবেত্তাকে এই ধন দিতে হইবে', ইহা শুনিয়া সেই পাণ্ডিত্যাভিমানী বলিলেন—বেদ চারিটি, আমি তোমার এই বাক্য হইতেই জানিলাম, সেই ধন আমাকে দাও।

টীকা—কোনও ধনী পুরুষ বলিলেন "চতুর্ব্বেদবিদে দেয়ম্"—চতুর্ব্বেদবেত্তা কোনও দানীয় বিপ্রকে এই ধনরাশি দিতে হইবে, "ইতি শৃণ্বন্"—এই কথা শুনিয়া, সেই পাণ্ডিত্যাভিমানী বলিল "বেদাঃ চত্বারঃ"—'বেদ চারিটি,' তোমার বাক্য হইতেই আমি জানিয়াছি; এইহেতু আমাকেই সেই ধন দাও; হে বাদিন্ তুমিও ঠিক তাহারই ন্যায়। ৮০

(শঙ্কা) ভাল, বেদ চারিটি, যে লোক ইহা জানে, সে বেদের সংখ্যাই জানে; সে বেদের স্বরূপ জানে না; এই প্রকারে বাদী পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন :—

(গ) এই আখ্যানে অসঙ্গতি শঙ্কা; সঙ্গতি দেখাইয়া তাহার সমাধান

সংখ্যামেবৈষ জানাতি ন তু বেদানশেষতঃ।
যদি তর্হি ত্বমপ্যেবং নাশেষং ব্রহ্ম বেৎসি হি॥৮১

অন্বয়—এষঃ সংখ্যাম্ এব জানাতি, অশেষতঃ বেদান্ তু ন যদি; তর্হি এবম্ ত্বম্ অপি অশেষম্ ব্রহ্ম ন বেৎসি।

অনুবাদ—এই পুরুষ বেদের সংখ্যাই জানে, সম্পূর্ণরূপে বেদসমূহ জানে না, যদি এইরূপ বল, তবে তুমিও এইপ্রকার সম্পূর্ণ ব্রহ্মকে জান না।

টীকা—সিদ্ধান্তী দৃষ্টান্তের সমতা বা সঙ্গতি দেখাইয়া সমাধান করিতেছেন এই চতুর্ব্বেদ জ্ঞানাভিমানীর ন্যায় তুমিও "অশেষম্"—নিঃশেষরূপে, ব্রহ্মকে জান না। ৮১

ভাল, বেদের সংখ্যা যেমন বেদের স্বরূপ হইতে ভিন্ন, সেইরূপ ভেদ স্বগতাদিভেদশূন্য আনন্দরূপ ব্রহ্মে ত' নাই; সেইহেতু ব্রহ্মের কোন অংশই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। অতএব আপনি যে আমার ব্রহ্মজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বলিয়া দোষারোপ করিতেছেন, তাহা ত' সম্ভবে না, এই প্রকারে বাদী পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন :—

(ঙ) বাদীর শঙ্কা—ব্রহ্মজ্ঞানে অসম্পূর্ণতা অসম্ভব।

অখণ্ডৈকরসানন্দে মায়াতৎকার্য্যবর্জ্জিতে।
অশেষত্বসশেষত্ববার্ত্তাবসরঃ এব কঃ? ॥ ৮২

অন্বয়—মায়াতৎকার্য্যবর্জ্জিতে অখণ্ডৈকরসানন্দে অশেষত্বসশেষত্ববার্ত্তাবসরঃ এব কঃ?

অনুবাদ ও টীকা—মায়া ও তৎকার্য্যবর্জ্জিত অখণ্ড একরস আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতার কথার অবসর কোথায়? (ঐরূপ কথাই উঠিতে পারে না সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আখ্যানও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না)। ৮২

ব্রহ্মজ্ঞানেও যে অসম্পূর্ণতাদি থাকিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য, 'আমি ব্রহ্ম জানি' এইরূপ দম্ভকারী বাদীকে সিদ্ধান্তী বিকল্প করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

(চ) সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক বিকল্প করিয়া উক্ত শঙ্কার সমাধান।

শব্দানেব পঠস্যাহো তেষামর্থঞ্চ পশ্যসি?।
শব্দপাঠেঽর্থবোধস্তে সম্পাদ্যত্বেন শিষ্যতে ॥ ৮৩

অন্বয়—শব্দান্ এব পঠসি, আহো তেষাম্ অর্থম্ চ পশ্যসি? শব্দপাঠে তে অর্থবোধঃ সম্পাদ্যত্বেন শিষ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—তুমি কি কেবল অখণ্ডৈকরস অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দগুলিই পাঠ করিতেছ? আহো—অথবা, সেই শব্দগুলির অর্থ স্বগতাদিভেদশূন্যতা প্রভৃতি অর্থও দেখিতেছ? (প্রথম পক্ষে তাহার ব্রহ্মজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া, সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—) যদি শব্দপাঠমাত্রই করিতেছ তাহা হইলে অর্থবোধসম্পাদন এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে. এইহেতু তোমার ব্রহ্মজ্ঞান অসম্পূর্ণ। ৮৩

দ্বিতীয় পক্ষেও সেই অসম্পূর্ণতা দেখাইতেছেন :—

অর্থে ব্যাকরণাদ্বুদ্ধে সাক্ষাৎকারোঽবশিষ্যতে।
স্যাৎ কৃতার্থত্বধীর্যাবত্তাবদ্গুরুমুপাস্ব ভোঃ ॥ ৮৪

অন্বয়—ব্যাকরণাৎ অর্থে বুদ্ধে সাক্ষাৎকারঃ অবশিষ্যতে; যাবৎ কৃতার্থত্বধীঃ স্যাৎ তাবৎ ভোঃ গুরুম্ উপাস্ব।

অনুবাদ—ব্যাকরণের সাহায্যে অর্থবোধ হইলেও সাক্ষাৎকার অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। যতদিন পর্য্যন্ত না কৃতার্থতাবুদ্ধি আইসে, ওহে, ততদিন পর্য্যন্ত গুরূপাসনা কর।

টীকা—মূলে যে "ব্যাকরণাৎ"—(ব্যাকরণ হইতে) এই পদ রহিয়াছে, তাহা বেদাদিরও উপলক্ষণ; এইহেতু ব্যাকরণ প্রভৃতির দ্বারা পরোক্ষজ্ঞান সম্পাদিত হইলেও সংশয় প্রভৃতির দূরীকরণদ্বারা অপরোক্ষ করা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। তাহা হইলে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা কবে হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সেই জ্ঞানের অবধি প্রদর্শন করিতেছেন—"যতদিন পর্য্যন্ত না

কৃতার্থতাবুদ্ধি" ইত্যাদি "কৃতার্থত্ববুদ্ধিঃ"—যাহা কর্তব্য ছিল করিয়াছি, যাহা প্রাপ্তব্য ছিল পাইয়াছি—এই প্রকার কৃতার্থতাবুদ্ধি যখন উৎপন্ন হইবে, তখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল বুঝিতে হইবে, ইহাই অর্থ। ৮৪

এই প্রকারে আটটি শ্লোকে প্রসঙ্গপ্রাপ্ত অর্থের পরিসমাপ্তি করিয়া ৭৬ শ্লোকোক্ত আলোচ্য বাসনানন্দের অনুসরণ করিতেছেন :—

(চ) বাসনানন্দের স্বরূপ।

আস্তামেতদ্ যত্র যত্র সুখং স্যাদ্বিষয়ৈর্বিনা।
তত্র সর্ব্বত্র বিদ্ধ্যেতাং ব্রহ্মানন্দস্য বাসনাম্॥ ৮৫

অন্বয়—এতৎ আস্তাম্, যত্র যত্র বিষয়ৈঃ বিনা সুখম্ স্যাৎ তত্র সর্ব্বত্র ব্রহ্মানন্দস্য এতাম্ বাসনাম্ বিদ্ধি।

অনুবাদ—এই প্রসঙ্গাগত কথা থাকুক। যে যে অবস্থায় বিষয় বিনা সুখানুভব করিবে, সেই সেই অবস্থাতেই ইহাকে ব্রহ্মানন্দের বাসনা বলিয়া জানিবে।

টীকা—"যত্র যত্র"—যে যে কালে অর্থাৎ তুষ্ণীম্ভাবাদিকালে বিষয়ের অনুভব বিনা সুখানুভব হইবে, তখনই তখনই সুখ বিষয়জনিত নহে বলিয়া,—এবং সূক্ষ্মাহঙ্কারদ্বারা আবৃত বলিয়া তাহার বাসনানন্দতা বুঝিয়া লইবে; ইহাই অর্থ। ৮৫

এই প্রকারে ব্রহ্মানন্দ ও বিষয়ানন্দ বুঝাইয়া, আনন্দ ত্রিবিধই হইতে পারে এইরূপ নিয়ম করিবার জন্য "বুদ্ধিঃ অন্তর্মুখী হইয়া আত্মার সম্মুখীন হইলে, তাহাতে স্বরূপানন্দ প্রতিবিম্বিত হয়"—এই ৪৪ শ্লোকোক্ত বিষয়ানন্দের অনুবাদ করিতেছেন :—

(ছ) বিষয়ানন্দের স্বরূপ।

বিষয়েষ্বপি লব্ধেষু তদিচ্ছোপরমে সতি।
অন্তর্মুখমনোবৃত্তাবানন্দঃ প্রতিবিম্বতি॥ ৮৬

অন্বয়—বিষয়েষু লব্ধেষু অপি তদিচ্ছোপরমে সতি অন্তর্মুখমনোবৃত্তৌ আনন্দঃ প্রতিবিম্বতি।

অনুবাদ—বিষয়ানন্দ প্রাপ্ত হইলে তদ্বিষয়ক ইচ্ছার নিবৃত্তি হয়। তখন অন্তর্মুখী মনোবৃত্তিতে আনন্দ প্রতিবিম্বিত হয়।

টীকা—যখনই যখনই গন্ধমাল্যাদি বিষয়লাভ হেতু, সেই সেই বিষয়ের ইচ্ছার "উপরমঃ"—অর্থাৎ নিবৃত্তি হয়, তখন মন অন্তর্মুখ হইলে, সেই মনে যে আত্মস্বরূপানন্দ প্রতিবিম্বিত হয়, ইহাই বিষয়ানন্দ। যখনই বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে, তখনই ইচ্ছারূপ চঞ্চল রাজসী বৃত্তি নিবৃত্ত হয় এবং প্রাপ্ত বিষয়ের জ্ঞানরূপ সাত্ত্বিক বৃত্তিতে বিষয়োপহিত চৈতন্যের স্বরূপভূত আনন্দের ভান হয়, এই বৃত্তি বিষয়রূপ নিমিত্তবশতঃই উৎপন্ন হয়, এইহেতু সেই বৃত্তিকে বিষয়ানন্দ বলে। অথবা, বাঞ্ছিত বিষয়ের জ্ঞানদ্বারা ইচ্ছারূপ বৃত্তির নিবৃত্তি হয়, সেই ইচ্ছার নিবৃত্তিরূপ নিমিত্তবশতঃই অন্ত অন্তর্মুখবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা অন্তঃকরণোপহিত আনন্দের ভান হয়। এই অন্তর্মুখবৃত্তি বা সেই বৃত্তিতে যে স্বরূপানন্দের প্রতিবিম্ব হয় তাহাকেই বিষয়ানন্দ বলে। তাহাকে প্রতিবিম্বানন্দ

বা লেশানন্দও বলে। এই আনন্দ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া পিপীলিকা পর্য্যন্ত সর্ব্ব জীবের উপজীব্য; ইহাই অর্থ। ৮৬

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(খ) আনন্দের ত্রিবিধতা বিষয়ে প্রতিজ্ঞা।

ব্রহ্মানন্দো বাসনা চ প্রতিবিম্ব ইতি ত্রয়ম্।
অন্তরেণ জগত্যস্মিন্নানন্দো নাস্তি কশ্চন॥ ৮৭

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দঃ বাসনা চ প্রতিবিম্বঃ ইতি ত্রয়ম্ অন্তরেণ অস্মিন্ জগতি কশ্চন আনন্দঃ ন অস্তি।

অনুবাদ—ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও প্রতিবিম্বানন্দ বা বিষয়ানন্দ, এই তিন প্রকার আনন্দ ভিন্ন এই জগতে আর কোনও প্রকার আনন্দ নাই।

টীকা—৩৩ হইতে ৭৬ পর্য্যন্ত এই ৪৪টি শ্লোকোক্ত প্রকারে স্বপ্রকাশরূপে সুষুপ্তিতে ভাসমান যে ব্রহ্মানন্দ এবং ৮৫ শ্লোকে বর্ণিত তুষ্ণী[illegible]র অবস্থানে বিষয়ানুভব বিনা যে বাসনানন্দ এবং ৮৬ শ্লোকে বর্ণিত, বাঞ্ছিত বিষয়ের লাভে অন্তর্মু[illegible] মনে প্রতিবিম্বিত যে বিষয়ানন্দ, এই তিন প্রকার আনন্দ হইতে ভিন্ন অন্য কোনও আনন্দ নাই।

(শঙ্কা) (ক) ভাল, এই প্রকরণের ১১ শ্লোকে—"আনন্দ তিন প্রকার—[illegible]ানন্দ, "[illegible]বিদ্যানন্দ" ও বিষয়ানন্দ—এই প্রকারে আনন্দের ত্রিবিধতা বর্ণন করিয়াছেন; আবার এখন "ব্রহ্মানন্দ, "বাসনানন্দ" ও বিষয়ানন্দ, এই তিন প্রকার আনন্দ ভিন্ন জগতে আর কোনও প্রকার আনন্দ নাই" এইরূপ যে এই (৮৭ শ্লোকে) পূর্ব্বোক্ত আনন্দত্রয় হইতে বিলক্ষণ আনন্দত্রয় উক্ত হইল, ইহাতে পূর্ব্বোত্তর বিরোধ ঘটিতেছে।

(খ, গ) অগ্রে (৯৮ শ্লোকে) "অভ্যাসের পটুতাদ্বারা যে যে পরিমাণে অহঙ্কারকে বিস্মৃত হওয়া যায়, সেই সেই পরিমাণে সুখানুভবী পুরুষের নিজানন্দের অনুমান হয়" এবং (১২১ শ্লোকে) "সেই প্রকার লোকে উদাসীন বা নিশ্চিন্ত অবস্থাতেও আনন্দের বাসনাকে উপেক্ষা করিয়া, তৎপর হইয়া মুখ্যানন্দের ভাবনা করিতে থাকেন"—এই প্রকারে পূ[illegible] ১১ শ্লোকোক্ত এবং ৮৭ শ্লোকোক্ত দুই প্রকার ত্রিবিধতা হইতে ভিন্ন "নিজানন্দ" ও "মুখ্যানন্দ" কথিত হইতেছে।

(ঘ) আবার এই ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থের "আত্মানন্দ" নামক দ্বিতীয়াধ্যায়ের (পঞ্চদশীর দ্বাদশ প্রকরণের) ৪ শ্লোকের শেষার্দ্ধে "মন্দবুদ্ধি জিজ্ঞাসুকে কিন্তু আত্মানন্দ-(বিচার) দ্বারা বুঝাইতে হয়"—এইরূপে পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার আনন্দ হইতে ভিন্ন "আত্মানন্দে"র কথা বলিতেছেন।

(ঙ) ত্রয়োদশ প্রকরণের প্রথম শ্লোকে "যোগানন্দ" ন[illegible]ও এক আনন্দ দেখা যাইতেছে।

(চ) আবার ত্রয়োদশ প্রকরণের ১০৫ শ্লোকে ('ব্রহ্মানন্দ' নামক গ্রন্থের তৃতীয়াধ্যায়ে) "যাহা বর্ণিত হইল, তাহা অদ্বৈতানন্দ" এইস্থলে "অ[illegible]দ্বৈতানন্দ" নামক অন্য এক আনন্দ দেখিতেছি।

এ[illegible]; "এই তিন প্রকার আনন্দ ভিন্ন এই জগতে আর কোনও প্রকার আনন্দ নাই"—

৮৭ শ্লোকের এই উক্তি বিরোধপ্রাপ্ত হইতেছে। এই প্রকারে যদি শঙ্কা উঠাও তবে বলি তাহা ঠিক নহে, কেননা—

(ক) "বিদ্যানন্দ," বিষয়ানন্দের ন্যায় অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ বলিয়া বিষয়ানন্দেরই অন্তর্ভূত, ইহা অগ্রে চতুর্দ্দশ প্রকরণের ২ শ্লোকে, "বিষয়ানন্দের ন্যায় বিদ্যানন্দও বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ" এইরূপে বিদ্যানন্দকে বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করায়, তাহাকে বিষয়ানন্দেরই অন্তর্ভূত বলা অভিপ্রেত। এইহেতু বিদ্যানন্দ, বিষয়ানন্দ হইতে ভিন্ন নহে। আর 'নিজানন্দ', 'মুখ্যানন্দ', 'আত্মানন্দ' 'যোগানন্দ' ও 'অদ্বৈতানন্দ' ব্রহ্মানন্দ হইতে অভিন্ন বলিয়া ৮৭ শ্লোকের উক্তির সহিত বিরোধ নাই।

(খ) সেই প্রকার আরও দেখ "যে যে পরিমাণে অহঙ্কারকে বিস্মৃত হওয়া যায়"—এই প্রকারে (৯৮ শ্লোকোক্ত) যোগরূপ উপায়দ্বারা উপলক্ষিত বলিয়া, নিজানন্দকেই 'যোগানন্দ'রূপে বর্ণনা করা অভিপ্রেত। আবার সেই নিজানন্দই "যে অবস্থায় দ্বৈতের প্রতীতি হয় না, এবং যে অবস্থা নিদ্রাও নহে, সেই অবস্থায় যে সুখের অনুভব হয়, তাহাই ব্রহ্মানন্দ—ইহাই ভগবান অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ করিয়াছিলেন"—এইরূপে অগ্রে ১০০ শ্লোকে ব্রহ্মানন্দরূপে কথিত হওয়ায় নিজানন্দ, ব্রহ্মানন্দ হইতে ভিন্ন নহে।

(গ) সেই প্রকার মুখ্যানন্দও ব্রহ্মানন্দ;—কেননা অগ্রে ৮৮ শ্লোকে "তাহা হইলে যে স্বপ্রকাশ আনন্দ, বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ এই উভয় আনন্দকে উৎপাদন করিয়া বিদ্যমান, তাহা ব্রহ্মানন্দই"—এই প্রকারে উৎপাদ্য বলিয়া, অমুখ্যরূপ যে বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ তাহাদের উৎপাদক বলিয়া বর্ণিত ব্রহ্মানন্দেরই অগ্রে (পূর্ব্বোক্ত ১২১ শ্লোকে)—"সেই প্রকার লোকে উদাসীন বা নিশ্চিন্ত অবস্থাতেও আনন্দের বাসনাকে উপেক্ষা করিয়া তৎপর হইয়া মুখ্যানন্দের ভাবনা করে"—এই প্রকারে মুখ্যানন্দরূপতা কথিত হইয়াছে।

(ঘ, ঙ, চ) আর আত্মানন্দ ও অদ্বৈতানন্দ উভয়ই যে ব্রহ্মানন্দ, ইহা ব্রহ্মানন্দগ্রন্থের তৃতীয়াধ্যায়ের (পঞ্চদশীর ত্রয়োদশ প্রকরণের) প্রথম শ্লোকে—"পূর্ব্বে যে যোগানন্দ উক্ত হইয়াছে, তাহাকে আত্মানন্দ বলিয়া জানিবে"—এই প্রকারে, যোগানন্দনামক প্রথমাধ্যায়ে (পঞ্চদশীর একাদশ প্রকরণে) যোগানন্দ বলিয়া অভিপ্রেত ব্রহ্মানন্দেরই যোগানন্দশব্দদ্বারা অনুবাদপূর্ব্বক আত্মানন্দতা কথিত হইয়াছে। তদনন্তর ত্রয়োদশ প্রকরণের প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে—"কিন্তু সেই সদ্বিতীয় বস্তুর অদ্বিতীয় ব্রহ্মত্ব কিরূপে সম্ভব হয়? এইরূপ যদি বল"—এই প্রকারে প্রশ্ন উঠাইয়া ত্রয়োদশ প্রকরণের দ্বিতীয় শ্লোক "আকাশ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেহ পর্য্যন্ত" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি শ্লোকে অদ্বিতীয় আত্মানন্দেরই ব্রহ্মরূপতা প্রতিপাদিত হইয়াছে; ইহা হইতে বুঝিতে হইবে আত্মানন্দ ও অদ্বৈতানন্দ উভয়েই ব্রহ্মানন্দ। এই কারণে ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও প্রতিবিম্বানন্দ বা বিষয়ানন্দ, এই তিন প্রকার আনন্দ ভিন্ন জগতে অন্য কোনও প্রকার আনন্দ নাই—এইরূপে আনন্দের ত্রিবিধতা কথন সুনির্ণীতই হইয়াছে।

ভাল, তাহা হইলে দ্বাদশ প্রকরণের প্রথম শ্লোকে "যোগী উক্ত রীতিক্রমে বাসনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ হইতে অতিরিক্ত বিষয়ানন্দ অনুভব করুন, কিন্তু মূঢ় ব্যক্তির সংসারে কি গতি হইবে?"—

এই প্রকারে নিজানন্দকে ব্রহ্মানন্দ ও বাসনানন্দ হইতে যে পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা ত' অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা উঠান অনুচিত; কেননা, একই ব্রহ্মানন্দের জগৎ-কারণতারূপ উপাধি ধরিয়া, অথবা তাহা ছাড়িয়া—এইরূপ ভেদ ধরিয়া ভেদের বর্ণন সম্ভব হয়; যেহেতু দেখ—

(১) ব্রহ্মানন্দের নিরূপণাবসরে [আনন্দাৎ হি এব ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—তৈত্তিরীয় উ, ৩।৬।১]—'আনন্দ হইতেই—মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর হইতেই—এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়'—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জগৎকারণতা কথিত হওয়ায়, ব্রহ্মানন্দ যে মায়াসংশ্লিষ্ট তাহা জানা যায়, কেননা, মায়ারহিত হইলে জগৎকারণতা অসম্ভব হয়।

(২) আবার নিজানন্দের নিরূপণকালেও "অভ্যাসের পটুতাবশতঃ যে যে পরিমাণে অহঙ্কারকে বিস্মৃত হওয়া যায়"—এই প্রকার ২৮ শ্লোক প্রভৃতি বাক্যদ্বারা কারণ সহিত অহঙ্কারের বিলয় প্রতিপাদিত হওয়ায়—নিজানন্দও মায়ারহিত। এইরূপে সকল উক্তিই নির্দোষ। ৮৭

ভাল, এই অধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দের বিচারই অভিপ্রেত বলিয়া অপর দুই আনন্দের অর্থাৎ বাসনানন্দের ও বিষয়ানন্দের প্রতিপাদন ত' আলোচ্য বিষয়সম্বন্ধে অসঙ্গত? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, উক্ত দুই আনন্দ ব্রহ্মানন্দ হইতেই উৎপন্ন হয় বলিয়া, সেই ব্রহ্মানন্দ বুঝিতে তদুভয়ের উপযোগিতা আছে; সেইহেতু আলোচ্য বিষয়ের বিচারে তদুভয়ের প্রতিপাদন অসঙ্গত নহে, যেমন অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূমের জ্ঞান, অগ্নির জ্ঞান বিষয়ে উপযোগী এবং জল হইতে উৎপন্ন শীতলতার জ্ঞান জলের জ্ঞান বিষয়ে উপযোগী: এইহেতু তদুভয়ের নিরূপণ অপ্রাসঙ্গিক নহে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন:—

(ক) বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দের উৎপাদন স্বপ্রকাশ ব্রহ্মানন্দের বর্ণন।

তথা চ বিষয়ানন্দো বাসনানন্দ ইত্যমূ।
আনন্দৌ জনয়ন্নাস্তে ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ ॥ ৮৮

অন্বয়—তথা-চ স্বয়ংপ্রভঃ, বিষয়ানন্দঃ বাসনানন্দঃ ইতি অমূ আনন্দৌ জনয়ন ব্রহ্মানন্দঃ আস্তে।

অনুবাদ—তাহা হইলে যে স্বয়ংপ্রকাশ আনন্দ, বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ এই উভয় আনন্দকে উৎপাদন করিয়া বিদ্যমান তাহা ব্রহ্মানন্দই।

টীকা—"তথা চ"—এই প্রকারে আনন্দ ত্রিবিধ বলিয়া অবধারিত হওয়ায়, যে স্বপ্রকাশ আনন্দ বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ এই দুইটিকে উৎপাদন করিয়া থাকে, সেই ব্রহ্মানন্দকে বুঝা আবশ্যক, ইহাই অর্থ। ৮৮

বাসনানন্দ ও নিজানন্দের বর্ণন: ক্ষণিক সমাধি সম্ভব হইলে ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় সম্ভব।

(১) জাগ্রদবস্থায় বাসনানন্দের সিদ্ধি করিয়া, অভ্যাসদ্বারা প্রতীত নিজানন্দের বর্ণন।

পূর্ব্বালোচিত বিষয়ের পুনর্ব্বর্ণন করিয়া অগ্রে আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন :—

(ক) পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়ের অনুবাদ করিয়া অগ্রে বর্ণয়িতব্য বিষয়ের অবতারণা।

শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যঃ স্বপ্রকাশচিদাত্মকে।
ব্রহ্মানন্দে সুপ্তিকালে সিদ্ধে সত্যন্যদা শৃণু॥ ৮৯

অন্বয়—শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যঃ সুপ্তিকালে স্বপ্রকাশচিদাত্মকে ব্রহ্মানন্দে সিদ্ধে সতি অন্যদা শৃণু।

অনুবাদ—শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা সুষুপ্তিকালে স্বপ্রকাশ চিদাত্মরূপ ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধ হইল, এক্ষণে অন্য কালের অর্থাৎ জাগ্রৎস্বপ্নকালে সেই ব্রহ্মানন্দানুভবের উপায় শ্রবণ কর।

টীকা—"শ্রুতিভিঃ"—৫৮ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত—[সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে, তমোভিভূতঃ সুখরূপম্ এতি—কৈবল্য-উ, ১৫]—'সুষুপ্তিকালে সমস্ত বিশেষবিজ্ঞান স্বকারণে বিলীন হইলে, জীব অজ্ঞানাবৃত হইয়া স্বপ্রকাশমান আনন্দাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়'—ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিসমূহদ্বারা, "যুক্তিভিঃ"—"আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম"—ইত্যাদিরূপ স্মরণ অন্যপ্রকারে অসম্ভব ইত্যাদিরূপ যুক্তিদ্বারা,—"অনুভূত্যা"—এবং অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা কল্পিত (অনুমিত) সুষুপ্তির অনুভবদ্বারা, সুষুপ্তিকালে স্বপ্রকাশ চিদাত্মরূপ ব্রহ্মানন্দ সাধিত হইল; এক্ষণে এই ৮৯ শ্লোকের পরে, "অন্যদা"—অন্যকালে অর্থাৎ জাগরণাবস্থাতেও (এবং স্বপ্নাবস্থাতেও) যে ব্রহ্মানন্দানুভবের উপায় বর্ণিত হইবে, তাহা শ্রবণ কর, ইহাই অর্থ। ৮৯

ব্রহ্মানন্দ বুঝিবার উপায় প্রদর্শনের যে প্রতিজ্ঞা করা হইল, তাহার উপোদ্ঘাত (বা উপক্রমণিকা) রূপে জীবের জাগ্রৎস্বপ্নরূপ অপর দুই অবস্থার প্রাপ্তি, নিমিত্তের উল্লেখ করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) জীবের অপর দুই অবস্থার প্রাপ্তি ও তাহার নিমিত্তের বর্ণন।

য আনন্দময়ঃ সুপ্তৌ স বিজ্ঞানময়াত্মতাম্।
গত্বা স্বপ্নং প্রবোধং বা প্রাপ্নোতি স্থানভেদতঃ॥৯০

অন্বয়—সুপ্তৌ যঃ আনন্দময়ঃ সঃ বিজ্ঞানময়াত্মতাম্ গত্বা স্থানভেদতঃ স্বপ্নম্ বা প্রবোধম্ প্রাপ্নোতি।

অনুবাদ—সুষুপ্তিকালে যিনি আনন্দময়, তিনিই বিজ্ঞানময় রূপ ধরিয়া (বক্ষ্যমাণ) স্থানভেদে স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হন।

টীকা—"সুপ্তৌ"—সুষুপ্তিকালে, "যঃ আনন্দময়ঃ"—৬৩ শ্লোকে "তাহাই পূর্ব্বের বিলীনাবস্থায় আনন্দময় শব্দে অভিহিত হয়" এইরূপে বর্ণিত যে আনন্দময়, "সঃ"—বিজ্ঞানময় শব্দদ্বারা সূচিত বুদ্ধিরূপ উপাধিবিশিষ্ট হওয়ায়, "বিজ্ঞানময়তাম্ প্রাপ্য"—বিজ্ঞানময়রূপ ধরিয়া, "স্থানভেদতঃ"—অগ্রে যাহা বর্ণিত হইবে সেই সেই স্থানবিশেষের যোগে "স্বপ্নম্ বা প্রবোধম্"—স্বপ্নাবস্থা বা জাগরণাবস্থা, কর্ম্মানুসারে পাইয়া থাকেন। ৯০

এক্ষণে জাগ্রদাদি অবস্থার উপযোগী স্থান দেখাইতেছেন :—

(গ) জাগ্রদাদি অবস্থার উপযোগী স্থান ; নেত্রে জাগরণ শব্দের অর্থ।

নেত্রে জাগরণং কণ্ঠে স্বপ্নঃ সুপ্তিহৃদম্বুজে।
আপাদমস্তকং দেহং ব্যাপ্য জাগর্ত্তি চেতনঃ ॥৯১

অন্বয়—নেত্রে জাগরণম্, কণ্ঠে স্বপ্নঃ, হৃদম্বুজে সুপ্তিঃ, আপাদমস্তকম্ দেহম্ ব্যাপ্য চেতনঃ জাগর্ত্তি।

অনুবাদ—নেত্ররূপ স্থানে জাগরণ, কণ্ঠরূপ স্থানে স্বপ্ন এবং হৃদয়কমলরূপ স্থানে সুষুপ্তি হয় ; চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেহ ব্যাপিয়া জীব জাগ্রৎকালে অবস্থান করে।

টীকা—নেত্র শব্দ দেহের উপলক্ষণ মাত্র ; এই অভিপ্রায়ে "নেত্রে জাগরণ" বলা হইয়াছে। ইহাই যে উক্ত অংশের অর্থ তাহাই বলিতেছেন :—"চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেহ ব্যাপিয়া" ইত্যাদি। "চেতনঃ"—জীব। ৯১

"দেহ ব্যাপিয়া জাগ্রৎকালে জীব অবস্থান করে"—এই শব্দনিচয়দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ঘ) দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ সহিত জীবদ্বারা দেহ-ব্যাপ্তির অর্থ।

দেহতাদাত্ম্যমাপন্নস্তপ্তায়ঃপিণ্ডবত্ততঃ।
অহং মনুষ্য ইত্যেবং নিশ্চিত্যৈবাবতিষ্ঠতে ॥ ৯২

অন্বয়—তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ দেহতাদাত্ম্যম্ আপন্নঃ ততঃ "অহম্ মনুষ্যঃ" ইতি এবম্ নিশ্চিত্য এব অবতিষ্ঠতে

অনুবাদ—অগ্নি যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ডের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীব দেহের সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হয়। সেইহেতু 'আমি দেহ' এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই অবস্থান করে।

টীকা—জীব যে, দেহের সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন— "সেইহেতু 'আমি দেহ' এইরূপ" ইত্যাদি। যেহেতু জীব মনুষ্যত্বাদি জাতিবিশিষ্ট দেহের সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভেদাধ্যাস প্রাপ্ত হয় সেইহেতু 'আমি হইতেছি মনুষ্য' এই প্রকার "নিশ্চিত্য এব অবতিষ্ঠতে"—নিশ্চয় করিয়া অর্থাৎ সংশয়াদিরহিত জ্ঞানদ্বারা গ্রহণ করিয়া জীব অবস্থিত থাকে। ৯২

দেহে তাদাত্ম্যাভিমানজনিত অন্যান্য অবস্থা দেখাইতেছেন :—

(ঙ) দেহে তাদাত্ম্যাভিমানজনিত অন্যান্য অবস্থা।

উদাসীনঃ সুখী দুঃখীত্যবস্থাত্রয়মেত্যসৌ।
সুখদুঃখে কর্ম্মকার্য্যে ত্বৌদাসীন্যং স্বভাবতঃ ॥ ৯৩

অন্বয়—উদাসীনঃ সুখী দুঃখী ইতি অবস্থাত্রয়ম্ অসৌ এতি সুখদুঃখে কর্ম্মকার্য্যে ঔদাসীন্যম্ তু স্বভাবতঃ।

অনুবাদ—'আমি উদাসীন', 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী', এইরূপ তিন অবস্থা

প্রাপ্ত হয়। সুখ ও দুঃখ পুণ্যপাপরূপ কর্মের কার্য্য (ফল) আর ঔদাসীন্য স্বভাবতঃই আসিয়া থাকে।

টীকা—সেই তিন অবস্থার মধ্যে সুখিত্ব ও দুঃখিত্ব যে, কর্মজনিত ইহা বুঝিবার জন্য জীবের বিশেষণভূত অর্থাৎ জীবের স্বরূপে প্রবিষ্ট সুখদুঃখ যে কর্মরূপ হেতুবিশিষ্ট তাহাই দেখাইতেছেন :—"সুখ ও দুঃখ"—ইত্যাদি। ৯৩

নিমিত্তভেদে সুখদুঃখ দুই প্রকার, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) সুখ ও দুঃখ দ্বিবিধ; সুখদুঃখভোগের অন্তরালে ঔদাসীন্য।

বাহ্যভোগান্মনোরাজ্যাৎ সুখদুঃখে দ্বিধা মতে।
সুখদুঃখান্তরালেষু ভবেত্তূষ্ণীমবস্থিতিঃ ॥ ৯৪

অন্বয়—বাহ্যভোগাৎ মনোরাজ্যাৎ সুখদুঃখে দ্বিধা মতে। সুখদুঃখান্তরালেষু তূষ্ণীম্ অবস্থিতিঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—বাহ্যবিষয়ভোগ ও মনোরাজ্য হেতু সুখ ও দুঃখ দুই দুই প্রকারের বলিয়া স্বীকৃত হয়। সুখ ও দুঃখের অন্তরালে (সন্ধিস্থলে) যে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান তাহাকেই উদাসীনতা বলা হয়।

টীকা—(প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক দেহের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ অবান্তর অবস্থাত্রয়ের বর্ণন করিতেছেন :—বাহ্য ভোগ ইত্যাদি।) তাহা হইলে ঔদাসীন্য কোন্ অবস্থায় ঘটে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—"সুখ ও দুঃখের অন্তরালে (সন্ধিস্থলে) যে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান, তাহাকেই" ইত্যাদি। "অন্তরালেষু"—সন্ধিস্থলসমূহে, এই যে বহুবচনের প্রয়োগ, ইহার দ্বারা তাহাদের আকারভেদ বুঝানই উদ্দেশ্য। সুষুপ্তি হইতে উত্থানকালে সুখ ও দুঃখের অভাব অনুভূত হয়, এই-হেতু তাহা ঔদাসীন্যাবস্থা। এইরূপ জাগ্রৎকালেও যে যে অবস্থায় সুখ ও দুঃখ উভয়েরই অভাব, সেই সেই অবস্থাও উদাসীন দশা। আবার যেখানে যেখানে সুখ, সেখানে সেখানে, "সুখানুশয়ী" রাগ বা আসক্তি; আর যেখানে যেখানে দুঃখ সেখানে সেখানে "দুঃখানুশয়ী"—দ্বেষ হয়। এই-হেতু সুখদুঃখরূপ নিমিত্তজনিত রাগদ্বেষের অভাব কালকেও উদাসীনতা বা তূষ্ণীংস্থিতি বলা হয়।৯৪

যে উদ্দেশ্যে জাগ্রদাদি অবস্থার কথার অবতারণা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই উদ্দেশ্য বুঝাইতেছেন :—

(ছ) জাগ্রদবস্থায় নিজা-নন্দের ভান।

ন কাপি চিন্তা মেঽস্ত্যদ্য সুখমাস ইতি ব্রুবন্।
ঔদাসীন্যে নিজানন্দভাবং বক্ত্যখিলো জনঃ ॥ ৯৫

অন্বয়—অখিলঃ জনঃ 'অদ্য মে কা অপি চিন্তা ন অস্তি, সুখম্ আসে'—ইতি ব্রুবন্ ঔদাসীন্যে নিজানন্দভাবম্ বক্তি।

অনুবাদ—সকল লোকেই 'এখন আমার কোনও চিন্তা নাই এই হেতু আমি এখন সুখে আছি'—এই বলিয়া উদাসীন অবস্থায় নিজানন্দের ভাব বর্ণন করিয়া থাকে।

টীকা—সকল লোকেই 'আমার এখন কোনও গৃহাদি বিষয় লইয়া চিন্তা নাই, এই হেতু আমি এখন "সুখম্"—সুখের অবস্থায় যেরূপ থাকা যায় সেইরূপ রহিয়াছি'—এইরূপ বলিয়া ঔদাসীন্যের অবস্থায় স্বরূপানন্দের স্ফুরণ বর্ণনা করিয়া থাকে। এইহেতু জাগরণাবস্থাতেও নিজানন্দের ভান হয় বুঝা যায়, ইহাই অভিপ্রায়। ৯৫

ভাল, উদাসীন দশায় যে আনন্দ প্রতীত হয়, তাহা নিজানন্দের রূপ বলিয়া এবং সেই নিজানন্দ ব্রহ্মানন্দ বলিয়া তাহা পূর্ব্বোক্ত (৮৫ শ্লোকোক্ত) বাসনানন্দ হইতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া উদাসীন দশায় প্রতীত আনন্দ, অহঙ্কারের সামান্য অর্থাৎ সূক্ষ্মভাব-দ্বারা আবৃত বলিয়া তাহার ব্রহ্মানন্দরূপতা নাই; এইরূপে পরিহার করিতেছেন :—

(ঞ) জাগরণের ঔদাসীন্য কালে অনুভূত আনন্দ বাসনানন্দ।

অহমস্মীত্যহংকারসামান্যাচ্ছাদিতত্বতঃ।
নিজানন্দো ন মুখ্যোঽয়ং কিন্ত্বসৌ তস্য বাসনা॥ ৯৬

অন্বয়—'অহম্ অস্মি' ইতি অহঙ্কারসামান্যাচ্ছাদিতত্বতঃ অয়ম্ নিজানন্দঃ মুখ্যঃ ন। কিম্ তু অসৌ তস্য বাসনা।

অনুবাদ—'আমি আছি' এইরূপ অহঙ্কারসামান্য বা মুখ্যাহঙ্কারদ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া এই নিজানন্দ মুখ্য নহে, কিন্তু তাহা মুখ্য নিজানন্দেরই বাসনা অর্থাৎ বাসনানন্দ।

টীকা—'আমি দেবদত্ত' ইত্যাদিরূপ বিশেষাকার রহিত বলিয়া 'আমি আছি' এইরূপ অহঙ্কার সামান্যাহঙ্কার; তদ্দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া, "অসৌ"—এই উদাসীনকালে প্রতীয়মান নিজানন্দ মুখ্য নহে, ইহাই অর্থ। তাহা হইলে উদাসীনকালে প্রতীয়মান সুখের রূপটি কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কিন্তু তাহা মুখ্য নিজানন্দেরই" ইত্যাদি। ৯৬

মুখ্য আনন্দ হইতে ভিন্ন যে বাসনানন্দ আছে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(ঝ) মুখ্য নিজানন্দ হইতে ভিন্ন যে বাসনানন্দ আছে তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

নীরপূরিতভাণ্ডস্য বাহ্যে শৈত্যং ন তজ্জলম্।
কিন্তু নীরগুণস্তেন নীরসত্তানুমীয়তে॥ ৯৭

অন্বয়—নীরপূরিতভাণ্ডস্য বাহ্যে শৈত্যম্ তৎ জলম্ ন কিন্তু নীরগুণঃ; তেন নীরসত্তা অনুমীয়তে।

অনুবাদ—যেমন জলপূর্ণ ঘটের বাহিরে যে শীতলতা, তাহা স্বরূপতঃ জল নহে কিন্তু জলের গুণমাত্র। সেই শীতলতারূপ হেতুদ্বারা জলের সত্তার অনুমান হয়।

টীকা—জলপূর্ণ ঘটের বহির্দ্দেশে স্পর্শদ্বারা যে শীতলতা অনুভূত হয়, তাহা যে জল নহে, তাহা প্রথমেই বুঝিতে পারা যায়: কেননা তাহাতে দ্রবত্ব প্রতীত হয় না; কেননা, তদ্দ্বারা গোধূম চূর্ণাদি পিণ্ডভাব প্রাপ্ত হয় না। তবে সেই শীতলতা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কিন্তু জলের গুণমাত্র"; তাহাই বা কি প্রকারে জানিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সেই শীতলতারূপ

হেতুদ্বারা"—ইত্যাদি। বিবাদের বিষয় যে ঘটের বহির্দেশে প্রতীয়মান শীতলতা, তাহা জলজনিতই হইবার যোগ্য—(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু তাহা শীতলতা-(হেতু); জলে প্রতীয়মান শীতলতার ন্যায়—(উদাহরণ), অনুমান এইরূপ হইবে। ৯৭

এই প্রকারে শীতলতা জলের অনুমানের হেতু হইল বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আলোচ্য বাসনানন্দ-বিষয়ে কি পাওয়া গেল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—সেইরূপ বাসনানন্দও মুখ্যানন্দের অনুমানের হেতু :—

(এ) বাসনানন্দ মুখ্যানন্দের অনুমাপক।

যাবদ্‌যাবদহঙ্কারো বিস্মৃতোঽভ্যাসযোগতঃ।
তাবত্তাবৎ সূক্ষ্মদৃষ্টের্নিজানন্দোঽনুমীয়তে ॥ ৯৮

অন্বয়—অভ্যাসযোগতঃ যাবৎ যাবৎ অহঙ্কারঃ বিস্মৃতঃ তাবৎ তাবৎ সূক্ষ্মদৃষ্টেঃ নিজানন্দঃ অনুমীয়তে।

অনুবাদ—অভ্যাসের পটুতাদ্বারা যে যে পরিমাণে অহঙ্কারকে বিস্মৃত হওয়া যায়, সেই সেই পরিমাণে সূক্ষ্মানুভবী পুরুষের নিজানন্দের অনুমান হয়।

টীকা—"অভ্যাসযোগতঃ"—[জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি—কঠ উ, ১।৩।১৩]—সেই জ্ঞানশব্দবাচ্য অহঙ্কারকেও আবার (হিরণ্যগর্ভের উপাধিস্বরূপ) মহত্তত্ত্বে সামান্যাহঙ্কারে নিয়মিত রাখিবেন এবং তাহাকেও আবার শান্ত (নিষ্ক্রিয়) আত্মাতে (পরমাত্মাতে) নিয়মিত করিবেন। * এই প্রতিবর্ণিত নিরোধ সমাধির অভ্যাসযোগদ্বারা, "যাবৎ যাবৎ"—যে যে পরিমাণে 'আমি' প্রভৃতি বৃত্তির বিলয়বশতঃ চিত্তের সূক্ষ্মতা জন্মে, "তাবৎ তাবৎ"—সেই সেই পরিমাণে নিজানন্দের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব হয়—এইরূপ অনুমান করা যায়। এই স্থলে অনুমান

* [যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥]—এই মন্ত্রের শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যের অনুবাদ—(এই মন্ত্রের পূর্ব্বে যে আত্মজ্ঞানলাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে) তাহার উপায় বলিতেছেন—"প্রাজ্ঞঃ"—বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, "বাক্ (বাচম্) নিযচ্ছেৎ"—বাগিন্দ্রিয়কে সংযমিত করিবেন, অন্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্থাপন করিবেন; কোথায়? না মনে। এখানে বাক্ শব্দটি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণার্থক অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বোধক (সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই মনে সংযমন করা বুঝাইতেছে); "মনসী"—(মনসি) এখানে ছন্দের অনুরোধে, বা বৈদিক নিয়মানুসারে "ই"কার দীর্ঘ হইয়াছে। সেই মনকেও জ্ঞানে অর্থাৎ প্রকাশস্বভাব (বুদ্ধি সাত্ত্বিক বলিয়া বিষয় প্রকাশ করাই উহার স্বভাব, সেই) বুদ্ধিরূপ আত্মাতে নিয়মিত করিবেন। বুদ্ধিই মন প্রভৃতি করণবর্গকে (বিষয়গ্রহণোদ্দেশে) প্রাপ্ত হয়, এই কারণে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যগাত্মস্বরূপ। (আত্মার লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়া থাকে—"যদাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ। যচ্চাস্য সন্ততো ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্ত্যতে"।—যেহেতু প্রাপ্ত হয়, যেহেতু আদান বা বিষয়গ্রহণ করে, যেহেতু শব্দাদি বিষয়সমূহকে ভোগ করে এবং যেহেতু সর্ব্বদা ইহার সত্তা রহিয়াছে সেই কারণে ইহাকে আত্মা বলা হয়; সর্ব্বব্যাপ্ত আত্মার একটি ধর্ম্ম, বুদ্ধিও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের উপর আধিপত্য করে; এই কারণে তাহাকে বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়গণের আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।) সেই জ্ঞানশব্দবাচ্য বুদ্ধিকে প্রথমজাত মহৎ (মহত্তত্ত্বরূপ) আত্মাতে নিয়মিত করিবেন অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধি-বিজ্ঞানকে প্রথমজাত (হিরণ্যগর্ভের উপাধিভূত) বুদ্ধির ন্যায় স্বচ্ছ নির্ম্মল করিবেন। সেই মহৎ আত্মাকেও আবার সর্ব্বপ্রকার বিশেষধর্ম্ম রহিত বিকারশূন্য, সর্ব্বান্তরস্থ ও সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধিবিজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ মুখ্য আত্মাতে (চৈতন্যরূপে)

এইরূপ হইবে—অহঙ্কারের সঙ্কোচের বিলক্ষণতাযুক্ত ক্ষণসমূহের মধ্যে দ্বিতীয়াদি ক্ষণরূপ যে "পক্ষ"—তাহা পূর্ব্বক্ষণ হইতে অধিক নিজানন্দাবির্ভাবযুক্ত (সাধ্য—প্রতিজ্ঞা), অহঙ্কারের সঙ্কোচের বিলক্ষণতাযুক্ত কালরূপ বলিয়া—(হেতু); অহঙ্কারের সঙ্কোচযুক্ত প্রথমক্ষণের ন্যায়—(উদাহরণ)। ৯৮

বুদ্ধির সূক্ষ্মতার অবধি কি অর্থাৎ কোথায়? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন—সাক্ষাৎকারই সেই অবধি অর্থাৎ সমস্ত অনাত্মাকার বৃত্তির নিরোধ হইলে ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণে যে অহং-প্রত্যয় বা আমি-বুদ্ধি তাহাই সাক্ষাৎকার; তাহাই সেই বুদ্ধির সূক্ষ্মতার অবধি :—

(ট) বুদ্ধির সূক্ষ্মতার অবধি – সাক্ষাৎকার।

সর্ব্বাত্মনা বিস্মৃতঃ সন্ সূক্ষ্মতাং পরমাং ব্রজেৎ।
অলীনত্বান্ন নিদ্রৈষা ততো দেহোঽপি নো পতেৎ ॥ ৯৯

অন্বয়—সর্ব্বাত্মনা বিস্মৃতঃ সন্ পরমাম্ সূক্ষ্মতাম্ ব্রজেৎ। অলীনত্বাৎ এষা নিদ্রা ন; ততঃ দেহঃ অপি নো পতেৎ।

অনুবাদ—অহঙ্কার চারিদিক হইতে বিস্মৃত হইতে থাকিলে পরম সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়; তাহা একেবারে বিলীন হইয়া যায় না বলিয়া, সেই অবস্থা নিদ্রা নহে। সেই কারণে দেহও পড়িয়া যায় না।

টীকা—তাহা হইলে সেই অহঙ্কারসূক্ষ্মতা নিদ্রাই হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"তাহা একেবারে বিলীন হইয়া যায় না"। সকল বৃত্তির বিলয় হইলেও অন্তঃকরণের স্বরূপ বিলয় হয় না বলিয়া, এই অহঙ্কারসূক্ষ্মতা নিদ্রা নহে। কেননা আচার্য্য বলিয়াছেন—"বুদ্ধেঃ কারণাত্মনা অবস্থানম্ সুষুপ্তিঃ*।" বুদ্ধি অজ্ঞানময় কারণরূপে অবস্থিত হইলে তাহাকে সুষুপ্তি বলে; ইহাই অর্থ।

নিয়োজিত করিবেন।' ইহাতে "মহত্তত্ত্বকে অব্যাকৃতে লয় করিবার" কোনও উপদেশ নাই। 'অব্যাকৃত', অব্যক্তেরই নামান্তর, কেন না, ভাষ্যকার পূর্ব্ববর্ত্তী একাদশ মন্ত্রের ভাষ্যে লিখিতেছেন—(অনুবাদ) 'সমস্ত জগতের বীজস্বরূপ অনভিব্যক্ত নাম রূপাত্মক, সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকারণ শক্তির সমষ্টিরূপ অব্যক্ত অব্যাকৃত (অস্ফুট) ও আকাশাদি শব্দবাচ্য এবং ক্ষুদ্র বটবীজে যেরূপ বটবৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি নিহিত থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাতে (ব্রহ্মেতে) ওতপ্রোত ভাবে আশ্রিত আছে।'

বরং বিদ্যারণ্য মুনি "জীবন্মুক্তিবিবেকের"—"মনোনাশ"-নামক তৃতীয় প্রকরণে মহত্তত্ত্বের অব্যক্তে লয়ের নিষেধ করিয়াছেন, তিনি অনুবাদ লিখিতেছেন—মহত্তত্ত্ব আত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু অব্যক্তে লীন হইয়া যায়। আর স্বরূপের লয় করা ত' পুরুষার্থ নহে, কেননা, তাহা আত্মদর্শনের অনুপযোগী * * * আর প্রতিদিন সুষুপ্তিতে আপনা হইতেই বুদ্ধির লয় হইয়া যায় বলিয়া তদ্বিষয়ে কোন প্রযত্নের অপেক্ষা নাই। (মৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত "জীবন্মুক্তিবিবেক" পৃঃ ২৬২-২৬৩)।—এই অবস্থায় আচার্য্য পীতাম্বর 'মহত্তত্ত্বকে অব্যাকৃতে লয় করা' চতুর্থ সোপানরূপে কেন ব্যবস্থা করিলেন তাহা চিন্তার বিষয়। পঞ্চদশীর চতুর্থাধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকের টীকায় এবিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। গীতার ৬।২৫এর মাধুসূদনী টীকাও দ্রষ্টব্য।

* "জাগ্রৎস্বপ্নোৎপাদকভোগপ্রদকর্ম্মোপরমে সতি বিবিধদেহাভিমাননিবৃত্তিদ্বারা বিশেষবিজ্ঞানোপরমাত্মিকা বুদ্ধেঃ কারণাত্মনা অবস্থিতিঃ সুষুপ্ত্যবস্থা।"

সেই অবস্থায় অন্তঃকরণের স্বরূপের বিলয় হয় না। তাহার লিঙ্গ বা হেতু বলিতেছেন—"সেই কারণে দেহও পড়িয়া যায় না।" যখন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় অহঙ্কারের বিলয় হয়, তখন দেহের ভূমিতে পতন হয় দেখা যায়, কিন্তু এস্থলে ভূমিতে পতন হয় না বলিয়া, তাহা মূলভূত অজ্ঞানরূপে যে থাকিয়া যায়, তাহা বুঝা যায়। ৯৯

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ঠ) ফলিতার্থের অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের বর্ণন।

ন দ্বৈতং ভাসতে নাপি নিদ্রা তত্রাস্তি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মানন্দ ইত্যাহ ভগবানর্জ্জুনং প্রতি॥ ১০০

অন্বয়—দ্বৈতম্ ন ভাসতে, নিদ্রা অপি ন। তত্র যৎ সুখম্ অস্তি সঃ ব্রহ্মানন্দঃ ইতি ভগবান্ অর্জ্জুনম্ প্রতি আহ।

অনুবাদ—যে অবস্থায় দ্বৈতের প্রতীতি হয় না, এবং যে অবস্থা নিদ্রাও নহে, সেই অবস্থায় যে সুখের অনুভব হয় তাহাই ব্রহ্মানন্দ—ইহাই ভগবান অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ করিয়াছিলেন।

টীকা—যে কালে দ্বৈতের অর্থাৎ ত্রিপুটীর ভান হয় না আর নিদ্রাও আইসে না, সেই কালে যে সুখ প্রতীত হয়, তাহাই ব্রহ্মানন্দ, ইহাই অর্থ। ভাল, ইহাই যে ব্রহ্মানন্দ তাহা আপনি কি প্রকারে জানিলেন ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের বচন হইতেই জানিয়াছি—"ইহাই ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রতি" ইত্যাদি। "গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে," এইরূপ পদযোজনা করিয়া লইতে হইবে। ১০০

সেই স্থলে কোন্ কোন্ শ্লোকদ্বারা ভগবান ইহা কহিয়াছিলেন ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া গীতার ষষ্ঠাধ্যায়গত সেই সেই শ্লোক অর্থক্রমানুসারে পাঠ করিতেছেন :—

(ড) সেই আনন্দই যে ব্রহ্মানন্দ তদ্বিষয়ে গীতা-বাক্যই প্রমাণ।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ১০১

অন্বয়—ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ; মনঃ আত্মসংস্থম্ কৃত্বা কিঞ্চিৎ অপি ন চিন্তয়েৎ। (গীতা ৬।২৫)

অনুবাদ—ধৈর্য্যসম্বলিতা বুদ্ধিদ্বারা অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট মার্গানুসরণে মনকে বিষয় হইতে উপরত করিবে; মনকে আত্মনিষ্ঠ করিয়া নিরুপাধিক প্রত্যগাত্মায় সমাপ্ত করিয়া, আত্মা বা অনাত্মা কিছুই চিন্তা করিবে না অর্থাৎ ইহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্থৈর্য্যের নিমিত্ত কোনও চিত্তবৃত্তি উৎপাদন করিবে না।

টীকা—অর্থ এই—"ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা"—ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধিরূপ সাধন দ্বারা, "শনৈঃ শনৈঃ"—সহসা নহে (অর্থাৎ বাক্‌নিরোধ, নির্মনস্তা, অহঙ্কাররাহিত্য ও মহত্তত্ত্বরাহিত্যরূপ ভূমি চতুষ্টয় লাভের জন্য অভ্যাসের তুলনায়) ধীরে ধীরে, "উপরমেৎ"—মনের উপরতি করিবে। কতকাল

পর্য্যন্ত এই মনের উপরতি করিতে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"মনকে আত্মনিষ্ঠ করিয়া" ইত্যাদি। "মনঃ আত্মসংস্থম্ কৃত্বা"—মনের আত্মার সংস্থ—সম্যক্ স্থিতি করিয়া অর্থাৎ 'এই সমস্তই আত্মা, এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই'—এই প্রকার আত্মায় সংস্থিতি যাহার, মনকে এইরূপ করিয়া, কিছুই চিন্তা করিবে না—ইহাই যোগের পরম অবধি। ১০১

যোগের এই পরম অবধি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া যোগী প্রথমে কি প্রকার সাধন করিবেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন (গীতা ৬।২৬):—

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিযম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ১০২

অন্বয়:—চঞ্চলম্ অস্থিরম্ মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চরতি ততঃ ততঃ নিয়ম্য এতৎ আত্মনি এব বশম্ নয়েৎ।

অনুবাদ—(স্বভাবদোষে) চঞ্চল মন, অধীর হইয়া (নিদ্রাশেষ, বহ্বাহার, শ্রম প্রভৃতি) যে যে নিমিত্তবশতঃ সমাধিবিরোধিনী বৃত্তি উৎপাদন করিবে, সেই সেই লয় বিক্ষেপের নিমিত্ত হইতে মনকে নিবর্ত্তিক করিয়া স্বপ্রকাশ পরমানন্দঘন আত্মায় নিরুদ্ধ করিবে।

টীকা—"চঞ্চলম্ অস্থিরম্ মনঃ"—স্বভাবদোষে চঞ্চল এবং এইহেতু এক বিষয়ে নিয়মিত থাকিতে অপ্রবৃত্ত, এই প্রকার মন যখনই যখনই, "যতঃ যতঃ"—যে যে শব্দাদি নিমিত্তবশতঃ, "নিশ্চরতি"—বাহিরে যায়; "ততঃ ততঃ"—সেই সেই শব্দাদি হইতে, ইহাকে "নিয়ম্য"—নিয়মিত করিয়া অর্থাৎ শব্দাদিতে মিথ্যাত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া তাহাদিগকে আভাসমাত্র ভাবিয়া, বৈরাগ্যের ভাবনাদ্বারা নিরুদ্ধ করিয়া "এতৎ"—মনকে, "আত্মনি এব বশম্ নয়েৎ"—আত্মাতেই বশ করিবে অর্থাৎ আত্মবিষয়ে নিয়মিত থাকিবার যোগ্যতা সম্পাদন করিবে। এই প্রকারে যোগাভ্যাসীর মন অভ্যাসের বলে আত্মাতেই নিরতিশয় শান্তি লাভ করিবে। ১০২

মনের প্রশান্তিলাভ হইলে কি ফল হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন (গীতা ৬।২৭)—

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ১০৩

অন্বয়—শান্তরজসম্ প্রশান্তমনসম্ ব্রহ্মভূতম্ অকল্মষম্ এনম্ যোগিনম্ উত্তমম্ সুখম্ উপৈতি হি।

অনুবাদ—এই যোগীর রজোগুণ অর্থাৎ মোহাদি ক্লেশরূপ বিক্ষেপকারণ নিবৃত্ত হইলে, তাঁহার মন প্রকৃষ্টরূপে শান্ত হয় এবং তিনি সংসারহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ কল্মষ বর্জ্জিত হন; তখন এই জীবন্মুক্ত এবং 'সর্ব্বত্র ব্রহ্ম' নিশ্চয়বান্ যোগী নিরতিশয় সমাধিসুখ প্রাপ্ত হন।

টীকা—"শান্তরজসম্"—প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ হইয়াছে, মোহ প্রভৃতি ক্লেশরূপ মল যাঁহার তাঁহাকে, "ব্রহ্মভূতম্"—'সকলই ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চয়বান্ বলিয়া জীবন্মুক্ত এবং "অকল্মষম্"—অধর্মাদিবর্জ্জিত, এইরূপ যোগীকে, "উত্তমম্"—ক্ষয় ও সাতিশয়াদি দোষবর্জ্জিত, "সুখম্ উপৈতি" —সুখ প্রাপ্ত হয় (সেই সমাধিসুখ যোগীকে আপনা হইতেই প্রাপ্ত হয়।) মধুসূদন বলেন—"শান্তরজসম্" ও "অকল্মষম্" এই দুই বিশেষণদ্বারা যোগীর বিক্ষেপাভাব ও লয়াভাব সূচিত হইয়াছে। ১০৩

(এইরূপে) সংক্ষেপে কথিত অর্থের বিস্তার করণে ব্যাপৃত পাঁচটি শ্লোক গীতার সেই ষষ্ঠাধ্যায় হইতেই পাঠ করিতেছেন :—

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ১০৪

অন্বয়—চিত্তম্ যত্র যোগসেবয়া নিরুদ্ধম্ উপরমতে চ যত্র আত্মনা আত্মানম্ পশ্যন্ আত্মনি এব তুষ্যতি (গীতা ৬।২০)

অনুবাদ ও টীকা—চিত্ত যে ক্ষণে (বা যে অবস্থায়) যোগের অনুষ্ঠান বলে নিরোধ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সমস্ত বিষয় হইতে নিবারিতপ্রচার হয় এবং যে ক্ষণে (বা যে অবস্থায়) সমাধিপরিশুদ্ধ অন্তঃকরণদ্বারা সর্ব্বতঃ জ্যোতিঃস্বরূপ পর চৈতন্যকে উপলব্ধি করিয়া (পরমানন্দঘন) আত্মাতেই তুষ্টিলাভ করে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতে কিম্বা তাহার ভোগ্য বিষয়ে তুষ্টিলাভ করে না।* ১০৪

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ১০৫

অন্বয়—যত্র স্থিতঃ অয়ম্ আত্যন্তিকম্ বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্ যৎ তৎ সুখম্ বেত্তি চ তত্ত্বতঃ ন এব চলতি। (গীতা ৬।২১)

---

* অনুবাদে গীতাভাষ্যানুসারিণী রামকৃষ্ণ টীকার সকল কথাই আসিয়া গিয়াছে বলিয়া টীকার পৃথক্ অনুবাদ প্রদত্ত হইল না। আচার্য্যকৃত ব্যাখ্যানুসারে রামকৃষ্ণও লিখিয়াছেন—"যত্র যস্মিন্ কালে"। শ্রীধর দুইটি "যত্র" পদের "তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ"—এই 'তং' পদের সহিত অন্বয় নির্দ্দেশকালে লিখিয়াছেন—"যত্র—যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে।" মধুসূদন শ্রীধরের পন্থা ধরিয়া আচার্য্যকৃত উক্ত ব্যাখ্যাকে "অসাধু" বলিয়া দোষ দিয়াছেন, কিন্তু মধুসূদন আচার্য্যের 'কাল' শব্দ প্রয়োগের গভীর উদ্দেশ্যের প্রতি প্রণিধান করিলে অভিবাদী হইয়া উক্ত "অসাধু" ব্যবহার করিতেন না। পাতঞ্জল সূত্রে (৩।৮) নিরোধের অর্থ "ব্যুত্থানসংস্কারের অভিভব এবং নিরোধসংস্কারের আবির্ভাব" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এইহেতু বাচস্পতি উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"চিত্তস্য ধর্ম্মিণঃ নিরোধক্ষণস্য নিরোধাবসরস্য যয়োঃ অবস্থয়োঃ অন্বয়ঃ", সুতরাং "নিরোধ ক্ষণে" উক্ত "অভিভবক্ষণ" ও "নিরোধক্ষণ" এই ক্ষণদ্বয়ই অভিপ্রেত বলিয়া, আচার্য্য "কাল" শব্দ প্রয়োগ না করিলে নিরোধের উক্ত অর্থ সংরক্ষিত হইত না। ঐ 'কাল' শব্দের অর্থ অবশ্য উক্ত "ক্ষণদ্বয়াবচ্ছিন্ন চিত্ত," তাহাই শ্রীধরের "অবস্থাবিশেষ" পাওয়া যায়, এবং মধুসূদনকৃত আচার্য্যোক্তির আক্ষেপ নিরর্থক হইয়া যায়।

অনুবাদ - এবং যে কালে বা অবস্থায় এই যোগী আত্মায় অবস্থিত হইয়া, বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীত নিরতিশয় সুখ অনুভব করেন, যাহা কেবল রজস্তমোমলশূন্যা সত্ত্বমাত্রবাহিনী আত্মাকারা বুদ্ধিদ্বারাই অনুভব করা যায়, এবং যখন বা যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া, আত্মা স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না।

টীকা—"যত্র" - যে কালে, "স্থিতঃ"—আত্মায় স্থিত এই যোগী, "আত্যন্তিকম্"—অত্যন্ত হইলে যেরূপ হয় অর্থাৎ অনন্ত, "বুদ্ধিগ্রাহ্যম্"—ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ বুদ্ধিদ্বারাই গ্রহণযোগ্য, "অতিন্দ্রিয়ম্"—ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ভিন্ন অর্থাৎ বিষয়দ্বারা অজনিত, এইরূপ যে সুখ তাহাকে, "বেত্তি"—জানিতে পারেন, বা অনুভব করেন এবং আত্মায় অবস্থিত এই যোগী, "তত্ত্বতঃ"—সেই আত্মস্বরূপ হইতে, "ন চলতি"—প্রচ্যুত হন না। ('আত্যন্তিক' বিশেষণদ্বারা ব্রহ্মসুখের স্বরূপ কথিত হইল, 'অতীন্দ্রিয়'-দ্বারা বিষয়সুখ হইতে ব্যাবৃত্তি কথিত হইল, কেননা, তাহা বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগসাপেক্ষ, 'বুদ্ধিগ্রাহ্য'-দ্বারা সুষুপ্তি সুখ হইতে ব্যাবৃত্তি, কেন না, সুষুপ্তিতে বুদ্ধি লীন হইয়া যায়, সমাধিতে নির্বৃত্তিক হইয়া থাকে।) ১০৫

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥১০৬

অন্বয়—চ যম্ লব্ধ্বা অপরং লাভম্ ততঃ অধিকম্ ন মন্যতে; যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা দুঃখেন অপি ন বিচাল্যতে। (গীতা ৬।২২)

অনুবাদ—যে আত্মাকে লাভ করিলে অন্য কোনও লাভকে তদপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয় না এবং যে আত্মায় অবস্থিত হইলে, লোকে গুরুতর দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হয় না।

টীকা আত্মলাভ হইলে লাভান্তরকে কেহ আত্মলাভ হইতে অধিক বলিয়া মনে করেন না, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—"কৃতম্ কৃত্যম্ প্রাপ্তম্ প্রাপণীয়ম্" ইত্যাদি এবং "আত্মলাভাৎ ন পরম্ বিদ্যতে"—'সকল কর্তব্য শেষ করিয়াছি, যাহা কিছু প্রাপ্তব্য ছিল পাইয়াছি,' 'আত্মলাভ হইতে অন্য উৎকৃষ্ট লাভ নাই।' যে আত্মতত্ত্বে পরম সুখময় নিস্তরঙ্গ চিত্তাবস্থাবিশেষে অবস্থিত হইলে, লোকে শস্ত্রপ্রহারাদিরূপ মহাদুঃখেও প্রহ্লাদের ন্যায় অবিচলিত থাকে; (ক্ষুদ্র দুঃখে যে অবিচলিত থাকে তাহার কথাই নাই।) দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ অগ্নিদাহাদি অনেক দুঃখ পাইয়াও যেমন নিজ নিষ্ঠা হইতে বিচলিত হন নাই, সেইরূপ আত্মতত্ত্বে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত পুরুষ অনেক মরণান্ত দুঃখ পাইয়াও আত্মনিষ্ঠাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না, ইহাই অর্থ। ১০৬

এক্ষণে ১০১ শ্লোকে উপপাদিত যোগের স্বরূপ করিতেছেন (গীতা ৬।২৩):—

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্নচেতসা ॥ ১০৭

অন্বয়—তম্ দুঃখসংযোগবিয়োগম্ যোগসংজ্ঞিতম্ বিদ্যাৎ। সঃ যোগঃ নিশ্চয়েন অনির্ব্বিণ্ণচেতসা যোক্তব্যঃ।

অনুবাদ—উক্ত প্রকার সেই যোগকে, উহা দুঃখসংযোগের বিয়োগরূপ হইলেও, যোগ বলিয়া জানিবে; ('যোগ' শব্দের অনুরোধে কোনও প্রকার সম্বন্ধ বলিয়া বুঝিবে না।) উক্তরূপ ফলবিশিষ্ট যোগের, শাস্ত্রাচার্য্য বচনসমূহের তাৎপর্য্যের বিষয় বলিয়া, 'ইহা অবশ্য সত্য' এইরূপ বিশ্বাসের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে।

টীকা—"শনৈঃ শনৈঃ" ইত্যাদি ১০১ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি বিশেষণদ্বারা নির্ণীত আত্মার, (নির্বৃত্তিক পরমানন্দাভিব্যঞ্জক) অবস্থাবিশেষরূপ যোগ বর্ণিত হইয়াছে, "তম্ দুঃখসংযোগবিয়োগম্"—তাহাকে, যাহা দুঃখের সংযোগবিশিষ্ট হইতে (সেই সর্ব্ব-দুঃখময় চিত্তবৃত্তি হইতে) বিয়োগস্বরূপ, তাহা 'বিয়োগ' শব্দার্হ হইলেও, বিপরীত লক্ষণদ্বারা অর্থাৎ শব্দ-সম্বন্ধের বিপরীত সম্বন্ধদ্বারা 'যোগ' এই নামে বুঝিবে, কেননা, পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি নিরোধকে যোগ বলিয়াছেন এবং ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"যোগো ভবতি দুঃখহা"। ই প্রকার যোগের অনুষ্ঠানবিষয়ে এক বিশেষ প্রকারের কর্ত্তব্যতার সূচনা করিতেছেন—"উক্তরূপ ফলবিশিষ্ট যোগের" ইত্যাদি। সেই পূর্ব্ববর্ণিত যোগ "নিশ্চয়েন"—অধ্যবসায়পূর্ব্বক, "অনির্ব্বিণ্ণচেতসা"—নির্ব্বেদরহিত চিত্তদ্বারা অর্থাৎ 'এতদিন ধরিয়া অভ্যাস করিলাম, তথাপি যোগ সিদ্ধ হইল না, ইহার পর আরও কত সহিতে বাকী' এইরূপ অনুতাপরহিত চিত্তে এবং 'এ জন্মে সিদ্ধ না হউক জন্মান্তরে সিদ্ধ হইবে, ত্বরার প্রয়োজন কি ?' এইরূপ চিন্তাবর্জ্জিত বৈধৰ্য্যযুক্ত মনে, "যোক্তব্যঃ"—অনুষ্ঠেয়। ১০৭

এক্ষণে ১০১ শ্লোকোক্ত অর্থের উপসংহার করিতেছেন (গীতা ৬।২৮) :—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ১০৮

অন্বয়—বিগতকল্মষঃ যোগী সদা আত্মানম্ এবম্ যুঞ্জন্ সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তম্ সুখম্ অশ্নুতে।

অনুবাদ—বিগতপাপ অর্থাৎ যোগবিঘ্নরূপ অন্তরায় রহিত যোগী নিরন্তর আত্মানুসন্ধানরত হইয়া অনায়াসে অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধানদ্বারা সর্ব্বান্তরায় নিবৃত্তি-বশতঃ আয়াসশূন্য হইয়া, সম্যক্প্রকারে বিষয়ের অস্পর্শহেতু ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্যভাবে স্পর্শরূপ নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করেন।

টীকা—"বিগতকল্মষঃ"—(ধাতুবৈষম্য নিমিত্ত বিকারাদিরূপ) 'ব্যাধি', (আসনাদি কর্ম্মে অযোগ্যতারূপ) 'স্ত্যান', (যোগসাধন কর্ত্তব্য অথবা অকর্ত্তব্য ? এই উভয়কোটিস্পর্শি জ্ঞানরূপ) 'সংশয়', (বিষয়ান্তর ব্যাপৃতি হেতু যোগসাধনে ঔদাসীন্যরূপ) 'প্রমাদ', (তমোগুণ-জনিত কায়মনের গুরুতা হেতু যোগে অপ্রবৃত্তিরূপ) 'আলস্য', বিষয়বিশেষে ঐকান্তিক

অভিলাষরূপ) 'অবিরতি', (যোগের অসাধনে সাধনতাবুদ্ধি এবং সাধনে অসাধনতাবুদ্ধিরূপ) 'ভ্রান্তিদর্শন', (একাগ্রতারূপ সমাধিভূমির অলাভরূপ অর্থাৎ ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তরূপ) 'অলব্ধভূমিকা', (সমাধিভূমিকা লাভ হইলেও প্রযত্নশৈথিল্যহেতু সমাধিভূমিতে) 'অপ্রতিষ্ঠিত্ব';— এই নয়টি 'যোগবিঘ্ন'রূপ অন্তরায়রহিত যোগী, "সদা আত্মানম্ এব যুঞ্জন্"—সর্ব্বদা আত্মাকে উক্ত প্রকারে স্মরণ করিতে করিতে বিনাশ্রমে ব্রহ্মের সংস্পর্শরূপ সুখ অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপভূত অবিনশ্বর নিরতিশয় সুখ অনুভব করেন, ইহাই অর্থ। ১০৮

অনির্ব্বেদপূর্ব্বক অর্থাৎ খেদানুভবে অনুতাপ না করিয়া আফলোদয় প্রযত্নদ্বারা যোগাভ্যাস সাফল্যমণ্ডিত হয়—ইহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন (গৌড়পাদীয় কারিকা ৩।৪১) :—

(ঢ) খেদোপেক্ষাপূর্ব্বক আফলোদয় যোগাভ্যাসে দৃষ্টান্ত।

উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদপরিখেদতঃ॥ ১০৯

অন্বয়—কুশাগ্রেণ একবিন্দুনা উদধেঃ উৎসেকঃ যদ্বৎ তদ্বৎ মনসঃ নিগ্রহঃ অপরিখেদতঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—কুশের অগ্রভাগদ্বারা এক এক বিন্দু করিয়া সমুদ্র সেচন যেমন, অখিন্নচিত্তে অধ্যবসায় সহকারে, মনের নিগ্রহ করণও ঠিক সেইরূপ।

টীকা—"কুশাগ্রেণ একবিন্দুনা"—কুশের অগ্রভাগদ্বারা উদ্ধৃত এক এক বিন্দু করিয়া সম্পাদিত, "উদধেঃ উৎসেকঃ"—সমুদ্রের নিজখাত হইতে বহির্নিষ্কাসন, যদি খেদ বা শ্রান্তি না থাকে, অবিশ্রান্ত হইতে থাকে, "যদ্বৎ"—যেমন কালান্তরে নিষ্পন্ন হইবেই, সেইরূপ "মনসঃ নিগ্রহঃ"—মনের বৃত্তিনিরোধের শ্রান্তিরহিত অনুষ্ঠান করিলে কালান্তরে, (ঈশ্বরানুগ্রহের অবতারণদ্বারা) সিদ্ধ হইবেই। টিট্টিভের উপাখ্যান স্মরণ করিয়া গৌড়পাদাচার্য্য এই কথা লিখিয়াছেন :—এক টিট্টিভ পক্ষীর তীরস্থিত অণ্ডগুলিকে সমুদ্র তরঙ্গবেগে অপহরণ করিয়াছিল; সেইহেতু 'আমি সমুদ্র শোষণ করিব' এইরূপ প্রবৃত্তি লইয়া সেই পক্ষী চঞ্চুদ্বারা এক এক বিন্দু সমুদ্রজল তীরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন অনেক পক্ষী আসিয়া তাহাকে নিবারণ করিতে থাকিলেও, সে নিবৃত্ত হইল না। তখন যদৃচ্ছাক্রমে আগত নারদ আসিয়া তাহাকে নিবারণ করিলে সে বলিল, 'এজন্মে না হউক জন্মান্তরে যে কোনও উপায়ে এই সমুদ্র শোষণ সম্পাদন করিব।' তখন ঈশ্বরানুগ্রহদ্বারা প্রেরিত হইয়া কৃপালু নারদ গরুড়কে বলিলেন, 'সমুদ্র তোমার জ্ঞাতির নির্য্যাতন করিয়া তোমারই অবমাননা করিল।' ইহা শুনিয়া গরুড় উত্তেজিত হইয়া সুদূর প্রসারিত পক্ষ সঞ্চালন করিয়া সমুদ্র শোষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সমুদ্র ভয়ে ডিম্বগুলি তাঁকে প্রত্যর্পণ করিল। এই প্রকারে অখিন্ন হইয়া মনোনিরোধরূপ পরম ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ঈশ্বর যোগীকে কৃপা করিয়া সিদ্ধি প্রদান করেন। 'জীবন্মুক্তিবিবেক' হইতে মধুসূদন এই উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়া গীতার টীকায় বর্ণন করিয়াছেন। ১০৯

একথা কেবল গীতাতেই নহে, মৈত্রায়ণীয় শাখাতেও উক্ত হইয়াছে :—

(ঘ) ১০০-শ্লোকোক্ত সুখ-বিষয়ে যজুর্ব্বেদের মৈত্রায়ণীয় শাখায় প্রমাণবচন।

বৃহদ্রথস্য রাজর্ষেঃ শাকায়ন্যো মুনিঃ সুখম্।
প্রাহ মৈত্রাখ্যশাখায়াং সমাধ্যুক্তিপুরঃসরম্॥ ১১০

অন্বয় - মৈত্রাখ্যশাখায়াম্ শাকায়ন্যঃ মুনিঃ বৃহদ্রথস্য রাজর্ষেঃ সমাধ্যুক্তিপুরঃসরম্ সুখম্ প্রাহ।

অনুবাদ—যজুর্ব্বেদের মৈত্রায়ণীয়নামক শাখায় শাকায়ন্যনামক মুনি রাজর্ষি বৃহদ্রথকে সমাধির উপদেশ করিয়া ব্রহ্মসুখ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

টীকা—যজুর্ব্বেদের মৈত্রায়ণীয়নামক এক শাখায় শাকায়ন্যনামক কোন ঋষি আপনার শিষ্যরূপে সমাগত বৃহদ্রথনামক রাজর্ষিকে সমাধির বর্ণনপূর্ব্বক, [অথ ভগবান্ শাকায়ন্যঃ সুপ্রীতঃ অব্রবীৎ রাজানম্—মহারাজ বৃহদ্রথ ইক্ষ্বাকুবংশধ্বজশীর্ষাত্মজঃ কৃতকৃত্যঃ ত্বম্ মরুন্নাম্নঃ বিশ্রুতঃ অসি ইতি অয়ম্ বাব খলু আত্মা তে—মৈত্রয়ণীয় উ. ২।১]—এইরূপে ব্রহ্মসুখের উপদেশ করিয়াছিলেন। ১১০

শাকায়ন্য ঋষি কি প্রকারে উপদেশ করিয়াছিলেন? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া, সেই ব্রহ্মসুখপ্রতিপাদক আটটি মন্ত্র মৈত্রায়ণীয় শাখা হইতে পাঠ করিতেছেন :—

(ঙ) মৈত্রায়ণীয় শাখায় ব্রহ্মসুখ বর্ণন।

যথা নিরিন্ধনো বহ্নিঃ স্বযোনাবুপশাম্যতি।
তথা বৃত্তিক্ষয়াচ্চিত্তং স্বযোনাবুপশাম্যতি॥ ১১১

অন্বয়—নিরিন্ধনঃ বহ্নিঃ স্বযোনৌ উপশাম্যতি যথা, তথা চিত্তম্ বৃত্তিক্ষয়াৎ স্বযোনৌ উপশাম্যতি। (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।১)

অনুবাদ—যেমন ইন্ধনের অবসান হইলে অগ্নি আপনার কারণ সূক্ষ্মতেজে আপনিই উপশান্ত হয়, সেইরূপ যোগাভ্যাসে বৃত্তিসমূহের ক্ষয় হইলে, চিত্ত আপনার কারণ সত্ত্বগুণমাত্রে উপশান্ত হয়।

টীকা—"নিরিন্ধনঃ"—নিঃশেষিত কাষ্ঠাদীন্ধন, "বহ্নিঃ স্বযোনৌ উপশাম্যতি"—নিজকারণ রূপ সূক্ষ্মতেজে স্ফুলিঙ্গশিখাদিরূপ বিশেষাকার পরিত্যাগ করিয়া তেজোমাত্রে "যথা"—যেরূপ অবস্থান করে, "তথা"—ঠিক সেইরূপে "চিত্তম্ বৃত্তিক্ষয়াৎ"—অন্তঃকরণ নিরোধ সমাধির অভ্যাসবশতঃ বৃত্তির ক্ষয় হইলে, অর্থাৎ নিরোধরূপ সমাধির অভ্যাসদ্বারা রাজসাদি বৃত্তিসমূহের বিনাশ ঘটিলে 'স্বযোনৌ'—নিজকারণ সত্ত্বগুণমাত্রে, "উপশাম্যতি"—সত্ত্বগুণরূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। ইহাই অর্থ। ১১১

(চ) সত্ত্বগুণমাত্রে মন উপশান্ত হইলে তাহার ফল।

স্বযোনাবুপশান্তস্য মনসঃ সত্যকামিনঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থবিমূঢ়স্যানৃতাঃ কর্ম্মবশানুগাঃ॥ ১১২

অন্বয়—সত্যকামিনঃ স্বযোনৌ উপশান্তস্য ইন্দ্রিয়ার্থবিমূঢ়স্য মনসঃ কর্ম্মবশানুগাঃ অনৃতাঃ (স্যুঃ)। (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।২)

অনুবাদ—(কেবল) সত্যাত্মবিষয়ে অভিলাষী, আপনার কারণে উপশান্ত এবং ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ে বিমুখ যে মন, তাহার কর্ম্মবশে প্রাপ্ত উপকরণসহিত সুখাদি ফল, মায়িকতত্ত্বজ্ঞানহেতু অলীক বলিয়া প্রতীত হয়।

টীকা—"সত্যকামিনঃ"—'সত্য' আত্মরূপ বিষয়ে 'কাম'—ইচ্ছা আছে যাহার এইরূপ অর্থাৎ কালত্রয়দ্বারা অবাধিত ব্রহ্মাত্ম প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠিত, "স্বযোনৌ উপশান্তস্য"—আপনার কারণ সত্ত্বগুণে উপশান্ত হইলে এবং "ইন্দ্রিয়ার্থবিমূঢ়স্য মনসঃ"—'ইন্দ্রিয়ার্থে' শব্দাদিবিষয়ে 'বিমূঢ়' বিমুখ অর্থাৎ জ্ঞানহীন হইলে, সেই মনের, (সংস্কারবশে কদাচিৎ ব্যুত্থিত হইলেও) "কর্ম্মবশানুগাঃ"—কর্ম্মবশে উপস্থিত যে শব্দাদি নিমিত্তরূপ সাধনসহিত সুখাদি, "অনৃতাঃ (স্যুঃ)"—মায়িকতত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যারূপ হইয়া যায়। অর্থাৎ কর্ম্মবশে জীবের অনুগমন করিলেও (চিত্তসমাধানের সুখপর্য্যন্ত সকল সুখই নিজের অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া) মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। ১১২

ভাল, চিত্তের উপশান্তি হইলে জগৎ মিথ্যা হইয়া যায়—একথা ত' যুক্তিহীন, কেননা জগৎ ত' চিত্তরূপ উপাদানজনিত নহে; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(দ. সংসার চিত্তরূপই।)

চিত্তমেব হি সংসারস্তৎপ্রযত্নেন শোধয়েৎ।
যচ্চিত্তস্তন্ময়ো মর্ত্ত্যো গুহ্যমেতৎ সনাতনম্ ॥ ১১৩

অন্বয়—চিত্তম্ এব হি সংসারঃ, তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ ; মর্ত্ত্যঃ যচ্চিত্তঃ তন্ময়ঃ ; এতৎ সনাতনম্ গুহ্যম্। (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।৩)

অনুবাদ—যেহেতু চিত্তই সংসার, সেইহেতু চিত্তের শোধন সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য, কারণ মানব যদ্বিষয়ে আসক্তচিত্ত হয়, সে তন্ময়ই হইয়া যায়; ইহাই অনাদিসিদ্ধ গূঢ় তত্ত্ব।

টীকা—যদ্যপি জগৎস্বরূপতা চিত্তরূপ উপাদানবিশিষ্ট নহে, তথাপি সেই জগতের ভোগ্যতা চিত্তরূপ কারণবিশিষ্ট! "হি"—যেহেতু, এই শব্দদ্বারা সকল লোকের অনুভবকেই প্রমাণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইতেছে, কেননা, সুষুপ্তি প্রভৃতি কালে চিত্তের বিলয় হইলে ভোগ দেখা যায় না, ইহাই অভিপ্রায়। যেহেতু সংসার চিত্তরূপ, এইহেতু চিত্তকেই, "প্রযত্নেন"—অভ্যাস, বৈরাগ্য প্রভৃতিরূপ প্রযত্নদ্বারা, "শোধয়েৎ"—শোধন করিতে হয় অর্থাৎ রজস্তমোশূন্য করিয়া একাগ্র করিতে হয়। ভাল, মুক্তির জন্য আত্মাকেই ত' শোধন করা উচিত, চিত্তকে নহে; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—"কারণ মানব" ইত্যাদি। "মর্ত্ত্যঃ"—মনুষ্য, ইহা দেহধারিমাত্রেরই উপলক্ষণ, "যচ্চিত্তঃ সঃ তন্ময়ঃ"—যে দেহী অপত্যাদিরূপ বিষয়ে দত্তচিত্ত, সে তন্ময় হইয়া যায়—কেননা, দেহী সেই সকল বিষয়ের সম্পূর্ণতা বা সুস্থতা ও বিকলতা আপনাতেই সম্যগরূপে আরোপণ করিয়া থাকে। "এতৎ সনাতনম্"—ইহাই অনাদিসিদ্ধ রহস্য। এস্থলে ইহাই বলা অভিপ্রেত—যেহেতু স্বভাবসিদ্ধ আত্মার দেহের সহিত সম্বন্ধবশতঃই সংসারিভাব ঘটে, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—[ধ্যায়তি ইব লেলায়তি ইব—বৃহদা উ, ৪।৩।৭]—'চিত্তসংসর্গ-

বশতঃ আত্মা যেন ধ্যান করে, যেন লীলা করে, এইহেতু চিত্তের শোধন দ্বারাই আত্মার সংসার নিবৃত্তি হয়। এস্থলে অনাদিসিদ্ধ রহস্যটি এই—যেমন শুদ্ধ জল নীলপীতাদি রংএর সহিত মিলিত হইলে তত্তদ্রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার পঞ্চভূতের সাত্বিকাংশের কার্য্য বলিয়া শুদ্ধ যে মন, তাহা যে যে প্রকারের ভাবনা করে, অভ্যাসের বশে সেই সেই আকারবিশিষ্ট হইয়া যায়। এইহেতু 'আমি জীব' এইরূপ ভাবনাদ্বারা জীবভাব, 'আমি ঈশ্বর' এইরূপ ভাবনাদ্বারা ঈশ্বরভাব, 'আমি ব্রহ্মা' ইত্যাদিরূপ ভাবনাদ্বারা ব্রহ্মাদির ভাব, 'আমি দেহ' এইরূপ ভাবনাদ্বারা দেহভাব, 'আমি দাস' এইরূপ ভাবনাদ্বারা দাসভাব, 'আমি যেন স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হই' এইরূপ ভাবনাদ্বারা স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তিসাধনে তৎপর মন স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হয়। 'আমি শূন্য'—এইরূপ ভাবনার বলে বৃক্ষপাষাণাদির শূন্যভাব (Self-conciousness-রহিত ভাব) প্রাপ্ত হয়; 'আমি অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম,' এইরূপ ভাবনার বলে মন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে যে যে মতের অনুসরণে দৃঢ় ভাবনার দ্বারা মন যে যে পদার্থে তৎপর হয়, সেই সেই মতানুযায়ী ভাব প্রাপ্ত হয়, (এইহেতু বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মমতে আস্থাবান ব্যক্তি সেই সেই ধর্ম্মমতের সত্যমূলকতা অনুভব করিয়া থাকে) কিন্তু বিশেষ এই—ব্রহ্মভিন্ন অনাত্ম বস্তুর ভাবনাদ্বারা যে যে ভাবপ্রাপ্তি হয়, সেই সেই ভাব দীপপ্রভায় মণিবুদ্ধির ন্যায় শুক্তিতে রজতবুদ্ধির ন্যায়, রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির ন্যায়, সাক্ষীতে স্বপ্নবুদ্ধির ন্যায় এবং সেই সেই বুদ্ধির বিষয়ের ন্যায় বিসম্বাদী ভ্রমরূপ। আর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হইলেও গুরুশাস্ত্রদ্বারা পরোক্ষরূপে জ্ঞাত ব্রহ্মে 'আমি ব্রহ্ম' এই আকারের নির্গুণোপাসনারূপ দৃঢ় ভাবনার বলে, ধ্যানী পুরুষের যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয় তাহা মণিপ্রভায় মণিবুদ্ধির ও তাহার বিষয়ের ন্যায় সম্বাদী ভ্রমরূপ; (পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত ৯ অঃ ৬ শ্লোক, পৃঃ ৩৬৮ দ্রষ্টব্য) এবং গুরুমুখ হইতে শ্রুত মহাবাক্যজনিত, 'আমি ব্রহ্ম'—মনের এই প্রকারের নিশ্চয়রূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়, তাহা শুক্তি প্রভৃতির জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্ত শুক্তি প্রভৃতির ন্যায় পারমার্থিকরূপ; এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিয়াছেন:—[যথাক্রতুঃ অস্মিন্ লোকে পুরুষঃ ভবতি, তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি—ছান্দোগ্য উ ৩।১৪।১]—পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ নিশ্চয়সম্পন্ন হয়, এখান হইতে প্রয়াণের পরেও সেইরূপই হইয়া থাকে: এবং ভগবানও (গীতা, ৮।৬) বলিয়াছেন—"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" ১১৩

ভাল, অনাদিকালের জন্মপরম্পরাজ্জিত সুখদুঃখপ্রদ পুণ্যপাপ কর্ম্ম থাকিতে চিত্তের শোধন দ্বারা কি প্রকারে আত্মার সংসার নিবৃত্তি হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, চিত্তের প্রসাদন বা শোধনদ্বারা উপলক্ষিত ব্রহ্মানুসন্ধানদ্বারা সকল কর্ম্মক্ষয় সম্ভব:—

(৭) ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ প্রসাদদ্বারা চিত্তের সংসার নিবৃত্তি সম্ভব।

চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম্ম শুভাশুভম্।
প্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিত্বা সুখমক্ষয্যমশ্নুতে॥ ১১৪

অন্বয়—চিত্তস্য হি প্রসাদেন শুভাশুভম্ কর্ম্ম হন্তি। প্রসন্নাত্মা আত্মনি স্থিত্বা অক্ষয্যম্ সুখম্ অশ্নুতে। (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।৪)

অনুবাদ—চিত্তের প্রসাদদ্বারা শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; পরে সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি স্ব-স্বরূপভূত ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া অর্থাৎ 'তাহাই আমি' এইরূপ নিশ্চয়দ্বারা অবিনশ্বর সুখ অনুভব করেন।

টীকা—'হি' শব্দদ্বারা—[তদ্ যথা ইষীকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতম্ প্রদূয়েত এবং হ অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে—ছান্দোগ্য ৫।২৪।৩]—যেমন ইষীকার (শরাকৃতি তৃণবিশেষের) তুলা অগ্নিতে প্রোত (প্রক্ষিপ্ত) হইলে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি ইঁহার (সর্ব্বাত্মভূত ও সর্ব্বান্নভোক্তা বিদ্বানের) বহুজন্মার্জ্জিত এবং ইহজন্মেও জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ও সমকালে সম্ভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক সমস্ত পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়; এবং "উপপাতকেষু সর্ব্বেষু পাতকেষু মহৎসু চ। প্রবিশ্য রজনীপাদং ব্রহ্মধ্যানং সমাচরেৎ॥" সকল প্রকার উপপাতকে এবং মহাপাতকে প্রবেশ করিলে অর্থাৎ তত্তৎপাতকগ্রস্ত হইলে, রাত্রির শেষপাদে (শেষের তিন ঘণ্টাকালে) ব্রহ্মধ্যানের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিবে—এইরূপ শ্রুতিবচনের ও স্মৃতিবচনের প্রসিদ্ধি দ্যোতিত হইতেছে। সেইরূপ চিত্তপ্রসাদের ফল কিরূপ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি" ইত্যাদি। "প্রসন্নাত্মা"—প্রসন্ন হইয়াছে আত্মা—চিত্ত যাঁহার এইরূপ ব্যক্তি "আত্মনি"—স্ব-স্বরূপভূত অদ্বিতীয় আনন্দরূপ ব্রহ্মে, "স্থিত্বা"—স্থিত হইয়া অর্থাৎ 'আমিই সেই' এইরূপ নিশ্চয়দ্বারা সমস্ত দৃশ্য বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া চিন্মাত্ররূপে অবস্থানের "অক্ষয়ম্"—অবিনাশী যে "সুখম্"—স্বরূপভূত সুখ তাহাই "অশ্নুতে"—প্রাপ্ত হন, অনুভব করেন। ১১৪

পূর্ব্ব শ্লোকে "সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি স্ব-স্বরূপভূত ব্রহ্মে" ইত্যাদি যাহা বলা হইল, তাহাই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সমর্থন করিতেছেন:—

(ন) দৃষ্টান্তদ্বারা উক্ত অর্থের সমর্থন।

সমাসক্তং যথা চিত্তং জন্তোর্বিষয়গোচরে।
যদ্যেবং ব্রহ্মণি স্যাত্তৎ কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ?॥ ১১৫

অন্বয়—জন্তোঃ চিত্তম্ বিষয়গোচরে যথা সমাসক্তম্, তৎ ব্রহ্মণি যদি এবম্ স্যাৎ কঃ বন্ধনাৎ ন মুচ্যেত ? (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।৫)

অনুবাদ—পশু যেমন বিষয়রূপ চারণভূমিতে স্বভাবতঃ সম্যগাসক্ত, সেই প্রকারে জীবের চিত্ত যদি ব্রহ্মে সমাসক্ত হয়, তবে কোন্ ব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে না মুক্ত হয় ?

টীকা—প্রাণিগণের চিত্ত, "বিষয়গোচরে"—বিষয়রূপ ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিভূমিতে, "যথা"—যে প্রকার স্বভাবতঃ সম্যগাসক্ত হয়, "তৎ"—সেই চিত্ত, "ব্রহ্মণি"—প্রত্যগভিন্ন পরমাত্মায়, "যদি এবম্ স্যাৎ"—যদি এইরূপ আসক্ত হয়, তাহা হইলে কে না সংসার হইতে মুক্ত হয় ? অর্থাৎ সকলেই মুক্ত হয়; ইহাই অর্থ। ১১৫

পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত অর্থের সমর্থনজন্য মনের অবান্তরভেদ প্রদর্শন করিতেছেন:—

(প) শুদ্ধাশুদ্ধভেদে মন দ্বিবিধ।

মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধং চাশুদ্ধমেব চ।
অশুদ্ধং কামসম্পর্কাচ্ছুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতম্॥ ১১৬

অন্বয়—শুদ্ধম্ চ অশুদ্ধম্ এব চ মনঃ হি দ্বিবিধম্ প্রোক্তম্ কামসম্পর্কাৎ অশুদ্ধম্; কাম-বিবর্জ্জিতম্ শুদ্ধম্। (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।৬)

অনুবাদ—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভেদে মন দুই প্রকার; কামক্রোধাদিসংযুক্ত মন অশুদ্ধ এবং কামাদিরহিত মন শুদ্ধ।

টীকা—দুই প্রকার হইবার কারণ বলিতেছেন :—"কামক্রোধাদিসম্পৃক্ত" ইত্যাদি। মূলের কামশব্দ ক্রোধাদির উপলক্ষণ। ১১৬

উক্ত দুই প্রকার মন যথাক্রমে সংসার ও মোক্ষের কারণ, তাহা শ্রুতিবচনদ্বারা দেখাইতেছেন:—

(ঘ, শুদ্ধাশুদ্ধ মন যথাক্রমে সংসার ও মোক্ষের কারণ।)

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥ ১১৭

অন্বয়—মনুষ্যাণাম্ বন্ধমোক্ষয়োঃ কারণম্ মনঃ এব; বিষয়াসক্তম্ বন্ধায়, নির্ব্বিষয়ম্ মুক্ত্যৈ স্মৃতম্। (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।১১; শাট্যায়নীয় উ, ১)

অনুবাদ ও টীকা—মনই মনুষ্যের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ; মন বিষয়াসক্ত হইলে বন্ধের কারণ, নির্ব্বিষয় হইলে সেই মনকেই মুক্তির কারণ বলা হয়। ১১৭

প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ আত্মায় অবস্থিত হইলে যে অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন (১১০ শ্লোক) তাহা শ্রুতি নিজেই (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।৯) এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন :—

(ঙ) প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি আত্মায় অবস্থিত হইলে যে অক্ষয় সুখলাভ করেন তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো
নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা
স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥ ১১৮

অন্বয়—আত্মনি নিবেশিতস্য সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসঃ যৎ সুখম্ ভবেৎ, তদা গিরা বর্ণয়িতুম্ ন শক্যতে, স্বয়ং তৎ অন্তঃকরণেন গৃহ্যতে।

অনুবাদ—সমাধিদ্বারা চিত্ত সর্ব্বমলবিনির্ম্মুক্ত হইয়া আত্মায় প্রবেশ লাভ করিলে যে সুখানুভব হয়, তৎকালের সেই সুখকে বাক্যদ্বারা বর্ণনা করা যায় না; সেই স্বরূপভূত সুখ অন্তঃকরণই গ্রহণ করিতে পারে।

টীকা—"আত্মনি"—প্রত্যক্‌স্বরূপ আত্মায়, "নিবেশিতস্য সমাধিনির্ধূত-(পাঠান্তরে: নির্ধৌত-) মলস্য"—অবস্থিত এবং প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের একতাবিষয়িণী বৃত্তির আবৃত্তিরূপ সমাধিদ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়াছে রজস্তমোমল যাহার এইরূপ "চেতসঃ"—চিত্তের, "তদা যৎ সুখম্ ভবেৎ"—সেই সমাধিকালে যে সুখ উৎপন্ন হয়, সেই সুখ "গিরা বর্ণয়িতুম্ ন শক্যতে"—বচনদ্বারা বর্ণন করিতে পারা যায় না, কেননা, সেই সুখ অলৌকিক, কিন্তু "স্বয়ম্ তৎ"—সেই স্বরূপভূত সুখ "অন্তঃকরণেন এব গৃহ্যতে"—অন্তঃকরণদ্বারা অনুভূত হয়। ১১৮

২। দুর্লভ সমাধি মনুষ্যের ক্ষণিকভাবে সম্ভব বলিয়া ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় সম্ভব।

ভাল, এই সমাধিই দুর্লভ বলিয়া ইহাদ্বারা কি প্রকারে ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ক) ক্ষণিক সমাধিতে ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় হয়।

যদ্যপ্যসৌ চিরং কালং সমাধির্দুর্লভো নৃণাম্।
তথাপি ক্ষণিকো ব্রহ্মানন্দং নিশ্চায়য়ত্যসৌ ॥১১৯

অন্বয়—যদ্যপি অসৌ সমাধিঃ চিরম্ কালম্ নৃণাম্ দুর্লভঃ তথাপি ক্ষণিকঃ অসৌ ব্রহ্মানন্দ নিশ্চায়য়তি।

অনুবাদ—যদ্যপি দীর্ঘস্থায়িভাবে এই সমাধি মানবের দুর্লভ, তথাপি তাহা ক্ষণিকভাবে হইলেও তাহা ব্রহ্মানন্দ নিশ্চয় করাইতে সমর্থ।

টীকা—এই সমাধি নিরবচ্ছিন্নভাবে অসম্ভব হইলেও, তাহা ক্ষণস্থায়িভাবে সম্ভব হইতে পারে বলিয়া তাহা এই ব্রহ্মানন্দবিষয়ে নিশ্চয় উৎপাদন করিতে পারে; ইহাই অভিপ্রায়। ১১৯

ভাল, আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য শ্রবণাদিতে প্রবৃত্ত হইলেও কেহ কেহ আনন্দবিষয়ে নিশ্চয়-রহিতই থাকিয়া যায়; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:— শ্রদ্ধারহিত লোকদিগের সেই প্রকার নিশ্চয় না হইলেও শ্রদ্ধা, যত্ন প্রভৃতি সমন্বিত লোকের সেই আনন্দের নিশ্চয় হইতে পারে :—

(খ) বহির্মুখ হইলেও অত্যাগ্রহান্বিত হইলে ব্রহ্মানন্দনিশ্চয় সম্ভব।

শ্রদ্ধালুর্ব্যসনী যোঽত্র নিশ্চিনোত্যেব সর্ব্বথা।
নিশ্চিতে তু সকৃত্তস্মিন্ বিশ্বসিত্যন্যদাপ্যয়ম্ ॥ ১২০

অন্বয়—শ্রদ্ধালুঃ ব্যসনী যঃ (সঃ) অত্র সর্ব্বথা নিশ্চিনোতি এব। তস্মিন্ সকৃৎ নিশ্চিতে তু অয়ম্ অন্যদা অপি বিশ্বসিতি।

অনুবাদ—যিনি শ্রদ্ধালু ও একান্ত আগ্রহান্বিত, তাঁহার এই ক্ষণিক সমাধি-বিষয়ে নিশ্চয় অবশ্যই হইয়া থাকে। আর, একবার সেই নিশ্চয় জন্মিলে, তিনি অন্য সময়েও (অর্থাৎ সকল সময়েই) সেই ব্রহ্মানন্দে বিশ্বাস করেন।

টীকা—"ব্যসনী"— (ব্যসন শব্দ সাধারণতঃ "কামজ-কোপজ" দোষ বুঝাইলেও এস্থলে সমাধিস্বরূপ শুভ কামজ এবং তদন্তরায়ের প্রতি সুতরাং শুভ কোপজ 'গুণ' বুঝাইতেছে); এইহেতু 'সর্ব্বপ্রকারে সমাধি সম্পাদন করিব' এইরূপ যে আগ্রহ তদন্বিত। (অচ্যুতরায় বলেন—জাগ্রৎকালে যে যাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তাহাই তাহার ব্যসন; সেইহেতু 'ব্যসনী' বলিতে সমাধি যোগাভ্যাস স্বভাব, যোগতৎপর)।* "অত্র"—এই সমাধিতে, "সর্ব্বথা"—অবশ্যই। সেইরূপ নিশ্চয় জন্মিলে কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—"আর, একবার

---

* এই ব্যসনকে নারদীয় ভক্তিসূত্রের পরম ব্যাকুলতা বলিতে দোষ কি?

সেই" ইত্যাদি, "তস্মিন্ সকৃৎ নিশ্চিতে"—ক্ষণিক সমাধিতে সেই ব্রহ্মানন্দের একবার নিশ্চয় জন্মিলে, "এষম্ অন্যদা অপি বিশ্বসিতি"—যিনি একবার এইরূপ নিশ্চয় লাভ করিয়াছেন, তিনি অন্তকালেও 'এই আনন্দ আছে' এইরূপ বিশ্বাস করেন। ১২০

অন্তকালেও সেইরূপ বিশ্বাসলাভ হইলে কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) সমাধিতে উক্তরূপ বিশ্বাসলাভের প্রয়োজন।

তাদৃক্ পুমানুদাসীনকালেঽপ্যানন্দবাসনাম্।
উপেক্ষ্য মুখ্যমানন্দং ভাবয়ত্যেব তৎপরঃ ॥ ১২১

অন্বয়—তাদৃক্ পুমান্ উদাসীনকালে অপি আনন্দবাসনাম্ উপেক্ষ্য তৎপরঃ মুখ্যম্ আনন্দম্ এব ভাবয়তি।

অনুবাদ—সেই প্রকার লোকে নিশ্চিন্ত অবস্থাতেও আনন্দের বাসনাকে উপেক্ষা করিয়া তৎপর হইয়া মুখ্যানন্দেরই ভাবনা করিতে থাকেন।

টীকা—"তাদৃক্ পুমান্"—শ্রদ্ধাবত্তাদিসম্পন্ন পুরুষ একবার ব্রহ্মানন্দে লব্ধনিশ্চয় হইলে "উদাসীনকালে অপি"—নিশ্চিন্তাবস্থায় প্রতীয়মান যে আনন্দের বাসনা পূর্ব্বে (৮৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, তাহাতে অনাদর করিয়া মুখ্য আনন্দে তৎপর হইয়া, সেই মুখ্য আনন্দকেই "ভাবয়তি"—চিন্তা করেন। ১২১

'ব্যবহারকালেও এই প্রকার নিজানন্দের ভাবনা করেন'—এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(ঘ) ব্যবহারকালে নিজানন্দভাবনার দৃষ্টান্ত।

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥ ১২২

অন্বয়, অনুবাদ ও টীকা — নবম অধ্যায়ের ৮৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধ অর্থ দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন :—

(ঙ) দৃষ্টান্ত সিদ্ধ অর্থের দার্ষ্টান্তিকে যোজনা।

এবং তত্ত্বে পরে শুদ্ধে ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্বহির্ব্যবহরন্নপি ॥ ১২৩

অন্বয়—এবং শুদ্ধে পরে তত্ত্বে বিশ্রান্তিম্ আগতঃ ধীরঃ বহিঃ ব্যবহরন্ অপি অন্তঃ তৎ এব আস্বাদয়তি।

অনুবাদ ও টীকা—সেই প্রকার ধীর পুরুষ শুদ্ধ পরমাত্মতত্ত্বে বিশ্রামলাভ করিয়া বাহ্যব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াও অন্তরে সেই পরমাত্মতত্ত্ব আস্বাদন করেন। ১২৩

পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত ধীর শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

(চ) 'ধীর' শব্দের অর্থ।

ধীরত্বমক্ষপ্রাবল্যেঽপ্যানন্দাস্বাদবাঞ্ছয়া।
তিরস্কৃত্যাখিলাক্ষাণি তচ্চিন্তায়াং প্রবর্ত্তনম্ ॥ ১২৪

অন্বয়—অক্ষপ্রাবল্যে অপি আনন্দাস্বাদবাঞ্ছয়া অখিলাক্ষাণি তিরস্কৃত্য তচ্চিন্তায়াম্ প্রবর্ত্তনম্ ধীরত্বম্।

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতা থাকিলেও ব্রহ্মানন্দাস্বাদনের অভিলাষী হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া সেই আনন্দ চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, সাধককে 'ধীর' বলা হয়।

টীকা—ইন্দ্রিয়গণ বিষয়াভিমুখ হইয়া সাধককে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেও স্বরূপসুখের ইচ্ছাবশতঃ তাহার অনুসন্ধানে যাঁহার প্রবৃত্তি হয়, তাঁহাকেই ধীর বলে। "বিকার-হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ"—কালিদাস। এই লক্ষণে স্বরূপানুসন্ধান প্রবৃত্তির মাত্র অভাব। ১২৪

১২৩ শ্লোকে যে বিশ্রান্তি শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার অভিপ্রেত অর্থ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন:—

(ছ) বিশ্রান্তি শব্দের অভিপ্রেত অর্থ, দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন।

ভারবাহী শিরোভারং মুক্ত্বাস্তে বিশ্রমং গতঃ।
সংসারব্যাপৃতিত্যাগে তাদৃগ্বুদ্ধিস্তু বিশ্রমঃ ॥১২৫

অন্বয়—ভারবাহী শিরোভারম্ মুক্ত্বা বিশ্রমম্ গতঃ আস্তে সংসারব্যাপৃতিত্যাগে তাদৃক্ বুদ্ধিঃ তু বিশ্রমঃ।

অনুবাদ—ভারবাহক যেমন মস্তকের ভার নামাইয়া বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়, সাংসারিক ব্যাপারের পরিত্যাগ হইলে যে সেইপ্রকার 'ভার নামিল' এইরূপ বুদ্ধি তাহার নাম বিশ্রান্তি।

টীকা—যেমন লোকে ভার বহন করিয়া শ্রমহেতু মস্তকস্থিত ভার পরিত্যাগ করিয়া শ্রমরহিত হয়, সেইপ্রকার সংসারের ব্যাপার পরিত্যাগ করিলে 'শ্রমরহিত হইলাম' এইরূপ যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহাই বিশ্রান্তি শব্দদ্বারা সূচিত হয়। ১২৫

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন:—

(জ) ফলিতার্থ—বিশ্রান্ত সাধক প্রারব্ধভোগকালেও আনন্দতৎপর থাকেন।

বিশ্রান্তিং পরমাং প্রাপ্তস্ত্বৌদাসীন্যে যথা তথা।
সুখদুঃখদশায়াঞ্চ তদানন্দৈকতৎপরঃ ॥ ১২৬

অন্বয়—পরমাম্ বিশ্রান্তিম্ প্রাপ্তঃ (পুরুষঃ) ঔদাসীন্যে যথা তথা সুখদুঃখদশায়াম্ তু চ তদানন্দৈকতৎপরঃ (ভবতি)।

অনুবাদ—পরম বিশ্রামপ্রাপ্ত ধীর ব্যক্তি যেমন উদাসীনকালে অর্থাৎ নিশ্চিন্তাবস্থায় এক আনন্দাস্বাদনে তৎপর থাকেন, সেই প্রকার সুখদুঃখদশাতেও সেই এক নিজানন্দাস্বাদনে তৎপর থাকেন।

টীকা—"পরমাম্ বিশ্রান্তিম্ প্রাপ্তঃ"—১২৫ শ্লোকোক্ত লক্ষণযুক্ত বিশ্রাম যিনি পাইয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তি আপনার উদাসীন দশায় যেমন পরমানন্দাস্বাদনে তৎপর হন, এইরূপ সুখদুঃখ-প্রাপ্তিকালেও অর্থাৎ প্রারব্ধ ভোগাবসরেও, সেই সুখদুঃখের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া "তদানন্দৈকতৎপরঃ"—সেই নিজানন্দের আস্বাদনেই তৎপর হন, ইহাই অর্থ। ১২৬

ভাল, দুঃখের প্রতিকূল বলিয়া তাহার অনুসন্ধানে লোকের ইচ্ছাভাব থাকিলেও বিষয়জনিত সুখ অনুকূল বলিয়া সর্ব্বলোকে প্রার্থিত হওয়ায়, সেই সুখের অনুসন্ধানেচ্ছা কেন না হইবে?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন, বিষয়জনিত সুখ বিষয়ের সম্পাদন-রক্ষণাদি দ্বারা অত্যন্ত বহির্মুখতা ঘটাইয়া নিজানন্দের অনুসন্ধানের বিরোধী হয় বলিয়া বিষয়সুখেচ্ছাও বিচারশীল পুরুষের উৎপন্ন হয় না :—

(ঋ) বিবেকীর বিষয়ানুসন্ধানে ইচ্ছাভাব, দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণন।

অগ্নিপ্রবেশহেতৌ ধীঃ শৃঙ্গারে যাদৃশী তথা।
ধীরস্যোদেতি বিষয়েঽনুসন্ধানবিরোধিনি॥ ১২৭

অন্বয়—অগ্নিপ্রবেশহেতৌ শৃঙ্গারে যাদৃশী ধীঃ তথা অস্য ধীঃ অনুসন্ধানবিরোধিনি বিষয়ে উদেতি।

অনুবাদ—যেমন অগ্নিপ্রবেশাদি দ্বারা অচিরে দেহপাতনেচ্ছা বলবতী হইলে, (সতীদাহাদির আনুষঙ্গিক) অলঙ্কারাদি দ্বারা দেহসৌষ্ঠবসম্পাদন বিলম্বকারক বলিয়া বিরক্তির কারণ হয়, বিবেকী পুরুষের সেইপ্রকার বুদ্ধি ব্রহ্মানন্দবিরোধী বিষয়সুখে উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই বিষয়সুখ বিরক্তির কারণ হয়।

টীকা—অচিরে দেহপরিত্যাগের ইচ্ছা দৃঢ়তরভাবে উৎপন্ন হইলে তাহাতে বিলম্বজনক অলঙ্কারাদি ধারণ অগ্নিপ্রবেশাদিকরণেচ্ছু ব্যক্তির বিরক্তিবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাকে, এই প্রকার বৈরাগ্যাদিসাধনসম্পন্ন বিবেকীর, ব্রহ্মানুসন্ধানবিরোধী বিষয়সুখেও দোষদৃষ্টিরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। ১২৭

বিবেকী পুরুষের বিরোধি-বিষয়সুখেচ্ছা হয় না বুঝা গেল; কিন্তু যে বিষয়, প্রযত্ন বিনা সুলভ বলিয়া বহির্মুখতার হেতু হয় না, সেইরূপ বিষয়ে, কেন ইচ্ছা হইবে না? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(এ) স্বরূপানন্দে এবং অবিরোধী বিষয়সুখে বুদ্ধির গমনাগমনের দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণন।

অবিরোধিসুখে বুদ্ধিঃ স্বানন্দে চ গমাগমৌ।
কুর্ব্বন্ত্যাস্তে ক্রমাদেষা কাকাক্ষিবদিতস্ততঃ॥ ১২৮

অন্বয়—অবিরোধিসুখে চ স্বানন্দে কাকাক্ষিবৎ ক্রমাৎ ইতঃ ততঃ গমাগমৌ কুর্ব্বন্তী এষা বুদ্ধিঃ আস্তে।

অনুবাদ ও টীকা—বিবেকীর বুদ্ধি, অবিরোধি-বিষয়-সুখে ও স্বরূপানন্দে

কাকাক্ষির ন্যায় ক্রমান্বয়ে একবার এইদিকে একবার ঐদিকে গমনাগমন করিয়া থাকে। ১২৮

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত দৃষ্টান্তের বর্ণন করিতেছেন :—

(ট) দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা।

একৈব দৃষ্টিঃ কাকস্য বামদক্ষিণনেত্রয়োঃ।
যাত্যায়াত্যেবমানন্দদ্বয়ে তত্ত্ববিদো মতিঃ ॥ ১২৯

অন্বয়—কাকস্য দৃষ্টিঃ একা এব বামদক্ষিণনেত্রয়োঃ যাতি আয়াতি এবম্ তত্ত্ববিদঃ মতিঃ আনন্দদ্বয়ে।

অনুবাদ—কাকের দুইটি চক্ষু বা অক্ষিগোলক থাকিলেও প্রবাদ আছে রামের ইষীকাস্ত্রাঘাতের ফলে * দৃষ্টি একটিমাত্র রহিয়া গেল। তাহা ক্রমান্বয়ে বামনেত্রে ও দক্ষিণনেত্রে গমনাগমন করিয়া থাকে। এইরূপে, তত্ত্বজ্ঞের বুদ্ধিও দুই আনন্দে যাতায়াত করে।

টীকা—যেমন "কাকস্য দৃষ্টিঃ"—যাহার অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা যায় দৃষ্টিশব্দে সেই দর্শনসাধন ইন্দ্রিয়কেই বুঝিতে হইবে, তাহা একটিমাত্র অর্থাৎ তাহা মনুষ্যদৃষ্টির ন্যায় যুগপৎ দুইটি গোলকে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। তাহা "বামদক্ষিণনেত্রয়োঃ"—বামাক্ষিগোলকে এবং দক্ষিণাক্ষিগোলকে পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করে। এই বিবেকীর বুদ্ধিও পর্য্যায়ক্রমে আনন্দদ্বয়ে যাতায়াত করে। (দর্শনকালে কাকের গ্রীবাভঙ্গ দ্বারা ইহা অনুমিত হয়। বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে মনুষ্যেরও গ্রীবাস্তম্ভে এই লক্ষণ দেখা যায়।) ১২৯

দার্ষ্টান্তিকের বর্ণন করিতেছেন :—

(ঠ) দার্ষ্টান্তিকের বর্ণন।

ভুঞ্জানো বিষয়ানন্দং ব্রহ্মানন্দং চ তত্ত্ববিৎ।
দ্বিভাষাভিজ্ঞবদ্বিদ্যাদুভৌ লৌকিকবৈদিকৌ ॥ ১৩০

অন্বয়—তত্ত্ববিৎ ভুঞ্জানঃ বিষয়ানন্দম্ চ ব্রহ্মানন্দম্ লৌকিকবৈদিকৌ উভৌ দ্বিভাষাভিজ্ঞবৎ বিদ্যাৎ।

অনুবাদ—যিনি তত্ত্ববিৎ তিনি (অবিরোধি-বিষয়সুখ) ভোগ করিতে করিতে

---

* ঐন্দ্রিঃ কিল নখৈস্তস্যা বিদদার স্তনৌ দ্বিজঃ।
প্রিয়োপভোগচিহ্নেষু পৌরভাগমিবাচরন্ ॥ ২২
তস্মিন্নাস্থদিষীকাস্ত্রং রামো রামাববোধিতঃ।
আত্মানং মুমুচে তস্মাদেকনেত্রব্যয়েন সঃ ॥ ২৩

প্রবাদ আছে ইন্দ্রপুত্র পক্ষী কাক তাঁহার (সীতার) প্রিয়তমকৃত ভোগচিহ্ন নখাঘাতাঙ্কিত স্তনদ্বয়ে পৌরোভাগ্য-দৃষ্টিতার পরিচয় দিয়াই যেন আঁচড়াইয়াছিল। সীতা রামকে জাগাইয়া দিলে, তিনি কাকের প্রতি ইষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ; সেইহেতু কাক একটি নেত্ররূপ দণ্ড দিয়া আপনাকে মুক্ত করিল। (রঘুবংশ দ্বাদশ সর্গ)।

(যথাক্রমে) লৌকিক ও বৈদিকরূপ বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই উভয় আনন্দই ভাষাদ্বয়াভিজ্ঞের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারেন।

টীকা—যিনি তত্ত্ববিৎ, তিনি অবিরোধি-বিষয় ভোগক্রমে সেই বিষয়জনিত বিষয়ানন্দ এবং উপনিষদ্বাক্য হইতে অবগত "ব্রহ্মানন্দ," যথাক্রমে লৌকিক এবং বৈদিকরূপ এই উভয় আনন্দেরই ভাষাদ্বয়াভিজ্ঞ পুরুষের ন্যায় অনুভব করিয়া থাকেন। ১৩০

ভাল, দুঃখানুভবের দশায়—উদ্বেগ অর্থাৎ দুঃখনিবারণে অসমর্থতা হেতু দুঃখানুভব দ্বারা বিচারিত দুঃখরূপ বিক্ষেপ হইলে, নিজানন্দের অনুভব কি প্রকারে হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ড) দুঃখানুভবের অবস্থায় অনুদ্বেগহেতু তত্ত্বজ্ঞের নিজানন্দভোগের বাধা হয় না।

দুঃখপ্রাপ্তৌ ন চোদ্বেগো যথা পূর্ব্বং যতো দ্বিদৃক্।
গঙ্গামগ্নার্দ্ধকায়স্য পুংসঃ শীতোষ্ণধীর্যথা॥ ১৩১

অন্বয়—যতঃ দ্বিদৃক্ দুঃখপ্রাপ্তৌ যথাপূর্ব্বম্ চ উদ্বেগঃ ন যথা গঙ্গামগ্নার্দ্ধকায়স্য পুংসঃ শীতোষ্ণধীঃ।

অনুবাদ—যে হেতু বিবেকী দৃষ্টিদ্বয়সম্পন্ন, এইহেতু তাঁহার দুঃখপ্রাপ্তি হইলেও, পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার উদ্বেগ হয় না; যেমন গঙ্গাজলে অর্দ্ধমগ্নদেহ পুরুষের এককালেই শীত ও উষ্ণের জ্ঞান হয়, সেইরূপ বিবেকী পুরুষের দুঃখানুভব এবং নিজানন্দানুভব উভয়েরই অনুভব হয়।

টীকা—"যতঃ"—যেহেতু, বিবেকী পুরুষ, "দ্বিদৃক্"—দুইদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক এই উভয় ব্যবহারের বিজ্ঞাতা, এইহে "দুঃখপ্রাপ্তৌ"—দুঃখপ্রাপ্তি হইলেও "পূর্ব্ববৎ"—অজ্ঞানদশায় যেরূপ সেইরূপ, "ন উদ্বেগঃ"—তাঁহার উদ্বেগ হয় না; কেন, তত্তৎকালে বিবেক তাঁহাকে (বোধ্যমানত্বাৎ—এইরূপ পাঠে) প্রবোধ দিয়া থাকে, (বাধ্যমানত্বাৎ পাঠে) বিচার দ্বারা তাঁহার উদ্বেগ বাধিত হইয়া যায়। এইহেতু দুঃখানুভব-কালেও তাঁহার নিজানন্দের অনুসন্ধান বিরোধপ্রাপ্ত হয় না। একই কালে দুঃখ ও নিজানন্দের অনুসন্ধান দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন—"যেমন গঙ্গাজলে" ইত্যাদি। ১৩১

ফলিতার্থ বলিতেছেন—

(ঢ) ফলিতার্থ - জাগ্রতে ও স্বপ্নে তত্ত্ববিদের ব্রহ্মসুখের ভান হয়।

ইত্থং জাগরণে তত্ত্ববিদো ব্রহ্মসুখং সদা।
ভাতি তদ্বাসনাজন্যে স্বপ্নে তদ্ভাসতে তথা॥ ১৩২

অন্বয়—ইত্থম্ তত্ত্ববিদঃ জাগরণে সদা ব্রহ্মসুখম্ ভাতি; তদ্বাসনাজন্যে স্বপ্নে তৎ তথা ভাসতে।

অনুবাদ—এইপ্রকারে তত্ত্ববিদের জাগ্রৎকালে সর্ব্বদা ব্রহ্মসুখানুভব

হয় এবং সেই জাগ্রৎকালের সংস্কারবশতঃ যে স্বপ্ন হয়, তাহাতেও সেই ব্রহ্মানন্দ তদ্রূপ অনুভূত হয়।

টীকা—"সদা"—অর্থাৎ. সুখদুঃখের অনুভবাবস্থায়, এবং তূষ্ণীভাবে অবস্থানকালে অর্থাৎ উদাসীনাবস্থায়—ইহাই অর্থ। কেবল জাগরণাবস্থাতেই সেই ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয় এরূপ নহে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থাতেও ব্রহ্মানন্দের ভান হয়, ইহাই বলিতেছেন—"এবং সেই জাগ্রৎকালের" ইত্যাদি। "তদ্বাসনাজন্যে" এইটি "স্বপ্নে" ইহার হেতুগর্ভবিশেষণ, অর্থাৎ তদ্দ্বারা স্বপ্নের হেতুর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইহেতু স্বপ্ন জাগ্রৎকালের বাসনাজনিত বলিয়া, "স্বপ্নে তৎ তথা"—সেই স্বপ্নাবস্থাতেও, সেই ব্রহ্মসুখ জাগ্রৎকালের ন্যায়,—"ভাসতে" – অনুভূত হয়।১৩২

ভাল, স্বপ্ন আনন্দানুভবের সংস্কারজনিত বলিয়া, তাহাতে কি কেবল আনন্দানুভবই হয় ? দুঃখানুভব নহে ?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(৭) স্বপ্নে জ্ঞানীর অজ্ঞানীর ন্যায় সুখদুঃখানুভব হয়।

অবিদ্যাবাসনাপ্যস্তীত্যতস্তদ্বাসনোত্থিতে।
স্বপ্নে মূর্খবদেবৈষ সুখং দুঃখং চ বীক্ষতে॥ ১৩৩

অ —অবিদ্যাবাসনা অপি অস্তি ইতি, অতঃ তদ্বাসনোত্থিতে স্বপ্নে মূর্খবৎ এব এষঃ সুখম্ চ দুঃখম্ বীক্ষতে।

অনুবাদ—অবিদ্যা (সংস্কারও) স্বপ্নের হেতু, এইহেতু সেই অবিদ্যা-সংস্কার হইতে উৎপন্ন স্বপ্নে এই জ্ঞানী মূর্খের ন্যায় সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন।

টীকা—কেবল আনন্দের সংস্কারবলেই স্বপ্ন উৎপন্ন হয় না, কিন্তু "অবিদ্যাবলাৎ" —অবিদ্যার সংস্কারের বলেও স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। এইহেতু—"তদ্বাসনোত্থিতে স্বপ্নে"—[illegible] সংস্কার জনিত বলিয়া সেই স্বপ্নে, অজ্ঞানীর ন্যায় জ্ঞানীর সু[illegible]দির অনুভব হয় অর্থাৎ সু[illegible] হইবেই এরূপ নিয়ম নাই। ইহাই অর্থ। ১৩৩

এই সমগ্র প্রকরণ রচনা দ্বারা কথিত অর্থের উপসংহৃত বর্ণন করিতেছেন :—

(৮) সমগ্র প্রকরণের তাৎপর্য্য।

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে ব্রহ্মানন্দপ্রকাশকম্
যোগিপ্রত্যক্ষমধ্যায়ে প্রথমেঽস্মিন্নুদীরি[illegible]

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে অস্মিন্ প্রথমে অধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দপ্রকাশকম্ উদীরিতম্।

অনুবাদ—ব্রহ্মানন্দ প্রতিপাদক এই গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে

একাদশাধ্যায়ে) ব্রহ্মানন্দের প্রকাশক যোগীর অপরোক্ষানুভব কথিত হইল।

টীকা—"ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে"—পাঁচ অধ্যায়ের সমষ্টিরূপ এই ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থে, "অস্মিন্ প্রথমাধ্যায়ে"—এই 'ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ' নামক প্রথমাধ্যায়ে—(পঞ্চদশীর একাদশাধ্যায়ে) সুষুপ্তির অবস্থায় এবং ঔদাসীন্যের (নিশ্চিন্ততার) অবস্থাতেও সমাধির অবস্থায় এবং সুখদুঃখাবস্থাতেও, "ব্রহ্মানন্দপ্রকাশকম্"—স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের প্রকাশক, "যোগিপ্রত্যক্ষম্ উদীরিতম্"—যোগীর অনুভবরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান্ কথিত হইল। এই যোগিপ্রত্যক্ষ আগমরূপ শ্রুতি প্রভৃতিরও উপলক্ষণ, কেননা এই অধ্যায়ে আগমাদি প্রমাণও প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৩৪

ইতি ব্রহ্মানন্দে 'যোগানন্দ' নামক প্রথমাধ্যায়, পঞ্চদশীর একাদশাধ্যায়, সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

দ্বাদশাধ্যায়

ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ।

(প্রত্যগাত্মার স্বরূপভূত যে আনন্দ তাহার নাম আত্মানন্দ। এই প্রকরণে ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত সেই আত্মানন্দ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া, ইহার নাম ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ।)

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে আত্মানন্দো বিবিচ্যতে॥

সন্ন্যাসিগণের উপদেষ্টা শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই মুনিদ্বয়কে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থে আত্মানন্দ নামক প্রকরণের বিচার করিতেছি।

আত্মানন্দের অধিকারী, আত্মার সুখার্থেই সর্ব্ববস্তু প্রিয়, আত্মা প্রিয়।

১। আত্মানন্দের বিচারদ্বারা মন্দবুদ্ধি অধিকারীকে বুঝান যায়।

এই প্রকারে ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ নামক প্রথমাধ্যায়ে (পঞ্চদশীর একাদশাধ্যায়) বিবেকী পুরুষ কি প্রকারে যোগাভ্যাস দ্বারা নিজানন্দের অনুভব করিতে পারেন তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে এই অধ্যায়ে মন্দবুদ্ধি জিজ্ঞাসুর অর্থাৎ স্বরূপানন্দ জানিতে ইচ্ছুর—আত্মানন্দ শব্দবাচ্য 'ত্বম্'-পদার্থের বিচার দ্বারা কি প্রকারে ব্রহ্মানন্দানুভব হইতে পারে তাহাই দেখাইবার জন্য শিষ্য প্রশ্নের অবতারণা করিতেছেন :—

(ক) শিষ্যের প্রশ্ন—মূঢ়ের গতি কিরূপ হইবে?

নন্বেবং বাসনানন্দাদ্ ব্রহ্মানন্দাদপীতরম্।
বেত্তু যোগী নিজানন্দং মূঢ়স্যাত্রাস্তি কা গতিঃ॥১

অন্বয়—ননু এবম্ যোগী বাসনানন্দাৎ ব্রহ্মানন্দাৎ অপি ইতরম্ নিজানন্দম্ বেত্তু, অত্র মূঢ়স্য কা গতিঃ অস্তি?

অনুবাদ ও টীকা—ভাল, এই প্রকারে অর্থাৎ যোগানন্দ নামক প্রকরণে বর্ণিত প্রকারে, যোগিপুরুষ বাসনানন্দ (সুপ্তোত্থিতের সংস্কারবশে কিছুকাল ধরিয়া অনুভূয়মান সুখবিশেষ) ও ব্রহ্মানন্দ হইতে ভিন্ন যে নিজানন্দ (১১।৯৮ দ্রষ্টব্য) তাহার অনুভব করুন, কিন্তু এ সংসারে মূঢ় ব্যক্তির কি গতি হইবে? ১

শিষ্যের এই প্রকার প্রশ্নে গুরু বলিতেছেন, অতিমূঢ় ব্যক্তির জ্ঞানে অধিকার নাই :—

(খ) অতিমূঢ় ব্যক্তির বিদ্যায় অর্থাৎ জ্ঞানলাভে অধিকার নাই।

ধর্ম্মাধর্ম্মবশাদেষ জায়তাং ম্রিয়তামপি।
পুনঃ পুনঃ দেহলক্ষৈঃ কিন্নো দাক্ষিণ্যতো বদ॥২

অন্বয়—এষঃ ধর্ম্মাধর্ম্মবশাৎ দেহলক্ষৈঃ পুনঃ পুনঃ জায়তাম্ অপি ম্রিয়তাম্ নঃ দাক্ষিণ্যতঃ কিম্ বদ।

অনুবাদ—এই অতিমূঢ় ধর্ম্মাধর্ম্মের বশে পুনঃপুনঃ লক্ষ লক্ষ দেহ ধারণ করুক এবং মরুক; তাহার প্রতি আমাদের ঔদার্য্য প্রকাশের কি প্রয়োজন, বল।

টীকা—"এষঃ"—এই অতিমূঢ়, অনাদি সংসারে পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত পুণ্য ও পাপের বশে নানা প্রকার দেহ গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করুক ও মৃত্যুমুখে পড়ুক। ("দাক্ষিণ্যতঃ" সকল অজ্ঞকে বুঝাইবার সামর্থ্যে অভিনিবেশবশতঃ)। ২

আচার্য্য সকলের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, সেইহেতু মূর্খের জন্যও তাঁহার কোন প্রকার গতিবিধান আবশ্যক—শিষ্য এইরূপ বলিতেছেন :—

(গ) যদি বল, দয়ালু গুরুর স্বভাব মূর্খের প্রতি অনুগ্রহ করা, তবে সেই মূর্খ দুই প্রকারের কোন্ প্রকার?

অস্তি বোঽনুজিঘৃক্ষুত্বাদ্দাক্ষিণ্যেন প্রয়োজনম্।
তর্হি ব্রূহি স মূঢ়ঃ কিং জিজ্ঞাসুর্ব্বা পরাঙ্মুখঃ ॥৩

অন্বয়—বঃ অনুজিঘৃক্ষুত্বাৎ দাক্ষিণ্যেন প্রয়োজনম্ অস্তি। তর্হি সঃ মূঢ়ঃ কিম্ জিজ্ঞাসুঃ বা পরাঙ্মুখঃ ব্রূহি।

অনুবাদ—যেহেতু আপনারা সকলের প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক, সেইহেতু মূঢ়ের প্রতিও অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। (উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) তাহা হইলে বল, সেই মূঢ় ব্যক্তি জিজ্ঞাসু অথবা তত্ত্বজ্ঞানে পরাঙ্মুখ।

টীকা—"বঃ"—আপনাদিগের, "অনুজিঘৃক্ষুত্বাৎ"—অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছু অনুজিঘৃক্ষু, তাহার ভাব অনুজিঘৃক্ষুত্ব, সেইহেতুঃ অনুগ্রহ করিতে শিষ্যের উদ্ধার করিতে ইচ্ছাযুক্ততা-হেতুঃ "দাক্ষিণ্যতঃ"—ঔদার্য্যবশে, মূঢ়দিগের উদ্ধারকরণরূপ প্রয়োজন আছে, ইহাই অর্থ। শিষ্যের এই কথা শুনিয়া গুরু বিকল্প করিয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"তাহা হইলে বল"—ইত্যাদি। ৩

যদি মূঢ়ের জন্য কোনও গতির ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই মূঢ় বিষয়াসক্ত অথবা বিরক্ত তাহাই বল। এই দুই প্রকারই হইতে পারে। তন্মধ্যে সে যদি বিষয়াসক্ত হয়, তবে তাহার আসক্তির অনুসরণে, তাহাকে কর্ম্মের বা উপাসনার উপদেশ করিতে হইবে। এই প্রকারে গুরু বা আচার্য্য প্রথম প্রকারের অর্থাৎ বিষয়াসক্ত মূঢ়ের প্রয়োজন সমাধান করিতেছেন :—

(ঘ) এক এক বিকল্পে দুই বিকল্প করিয়া অধিকারীর অধিকারানুসারে ব্যবস্থা।

উপাস্তিং কর্ম্ম বা ব্রূয়াদ্বিমুখায় যথোচিতম্।
মন্দপ্রজ্ঞং তু জিজ্ঞাসুমাত্মানন্দেন বোধয়েৎ ॥৪

অন্বয়—বিমুখায় যথোচিতম্ উপাস্তিম্ বা কর্ম্ম ব্রূয়াৎ; মন্দপ্রজ্ঞম্ জিজ্ঞাসুম্ তু আত্মানন্দেন বোধয়েৎ।

অনুবাদ—যে মূঢ় তত্ত্বজ্ঞানে বিমুখ তাহাকে যথোচিত উপাসনা বা কর্ম্মের

উপদেশ করিতে হয়। আবার সেই মন্দবুদ্ধি যদি জিজ্ঞাসু হয় তবে তাহাকে আত্মানন্দ-বিচার দ্বারা উপদেশ করিতে হয়।

টীকা—"বিমুখায়"—যে তত্ত্বজ্ঞানে বিমুখ তাহাকে, অর্থাৎ বহির্ম্মুখকে; "যথোচিতম্"—যথা-যোগ্য, আর সে যদি ব্রহ্মলোককামী হয়, তাহা হইলে তাহাকে, "উপাস্তিং ব্রূয়াৎ"—উপাসনার উপদেশ করিতে হয়; যদি স্বর্গাদিকামী হয় তবে তাহাকে, "কর্ম্ম ব্রূয়াৎ"—কর্ম্মের উপদেশ করিবে। (দ্বিতীয় পক্ষে) আবার সে যদি জিজ্ঞাসু হয়, তবে সে অতিবিবেকী অথবা মন্দবুদ্ধি? এইরূপে বিকল্প করিয়া অতিবিবেকী হইলে, পূর্ব্বাধ্যায়ে অর্থাৎ 'যোগানন্দে' কথিত প্রকারে তাহার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইবে, এই অভিপ্রায়ে মন্দবুদ্ধির জন্য ব্রহ্মদর্শনের উপায় বলিতেছেন—"আবার সেই মন্দবুদ্ধি যদি জিজ্ঞাসু হয়", ইত্যাদি। যে "মন্দপ্রজ্ঞ"—মন্দ অর্থাৎ জড় হইয়াছে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি যাহার—সেই মন্দপ্রজ্ঞ, "জিজ্ঞাসুঃ"—(ব্রহ্ম) জানিতে ইচ্ছুক হইলে, তাহাকে, "আত্মানন্দেন বোধয়েৎ"—আত্মানন্দের বিচার দ্বারা বুঝাইতে হয়। ৪

এই প্রকারে আত্মানন্দের বিচার দ্বারা কোন্ গুরু কোন্ শিষ্যকে বুঝাইয়াছিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(৩) উক্ত অর্থে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর উদাহরণ।

বোধয়ামাস মৈত্রেয়ীং যাজ্ঞবল্ক্যো নিজপ্রিয়াম্।
ন বা অরে পত্যুরর্থে পতিঃ প্রিয় ইতীরয়ন্॥ ৫

অন্বয়—যাজ্ঞবল্ক্যঃ নিজপ্রিয়াম্ মৈত্রেয়ীম্ "অরে পত্যুঃ অর্থে পতিঃ প্রিয়ঃ ন বা" ইতি ঈরয়ন্ বোধয়ামাস।

অনুবাদ—যাজ্ঞবল্ক্যমুনি মৈত্রেয়ীনাম্নী নিজ পত্নীকে এই প্রকারে উপদেশ করিয়াছিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, পতির সুখের নিমিত্ত কেহ পতির প্রতি প্রীতি করে না, ইত্যাদি (বৃহদা উ, ৪।৫।৬)।

টীকা—যাজ্ঞবল্ক্যঃ—কাণ্ব প্রভৃতি পঞ্চদশ শাখাবিশিষ্ট শুক্ল-যজুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। ইঁহার—নামান্তর বাজসনেয় (বৃহদা উ, ৬।৩।৭, ৮)। সেই কারণে শুক্ল-যজুর্ব্বেদকে বাজসনেয়ি বলা হয়। 'বাজসনি সূর্য্য', কেননা সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া বাজ অর্থাৎ গ্রীবাস্থিত কেশর দ্বারা যজুর্ব্বেদসমূহের 'সনি' অর্থাৎ দান করিয়াছিলেন। 'বাজসনি'র উপাসনা করিয়া উক্ত বেদ পাইয়াছিলেন বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য 'বাজসনেয়।' "প্রিয়াম্ মৈত্রেয়ীম্" মৈত্রেয়ী নাম্নী নিজ ভার্য্যাকে, "ন বা অরে পত্যুঃ অর্থে পতিঃ প্রিয়ঃ"—[ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি—বৃহদা উ, ৪।৫।৬] অরে মৈত্রেয়ি, পতির সুখের কামনায় পতি কখনই ভার্য্যার প্রিয় হয় না, কিন্তু ভার্য্যার নিজের প্রীতির জন্যই প্রিয় হয়—ইত্যাদি প্রকারে "ঈরয়ন্"—বলিয়া, উপদেশ করিয়া "বোধয়ামাস" বুঝাইয়াছিলেন। ৫

২। সকল বস্তু আত্মার জন্যই প্রিয়—এই তত্ত্ববোধক শ্রুতির তাৎপর্য্য।

অগ্রে (১২ শ্লোকস্থ) "পরপ্রেমাস্পদত্বেন পরমানন্দ ইষ্যতাম্"—সর্ব্বাধিক প্রীতির আস্পদ বলিয়া সেই পরমাত্মা পরমানন্দরূপ, ইহা মানিতেই হইবে—এই বাক্যে 'সর্ব্বাধিক প্রীতির আস্পদ বলিয়া'—এই 'হেতু'র দ্বারা আত্মার পরমানন্দরূপতা সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া আচার্য্য অগ্রে (৬ হইতে ১২ পর্য্যন্ত শ্লোকে), "সর্ব্বাধিক প্রেমের আস্পদ বা বিষয় বলিয়া" এই হেতুটির সমর্থনের জন্য পঞ্চম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবাক্যটি উক্ত তাৎপর্য্যের (বৃহদা উ, ৪।৫।৬ স্থিত) অন্যান্য বাক্যের উপলক্ষণরূপ, ইহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে সেই প্রকরণের পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত ইত্যাদি বিষয়ক সকল পর্য্যায়রূপ বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ক) উক্ত অর্থে প্রমাণরূপ (বৃহদা উ ৪।৫।৬ মন্ত্র) পতিজায়াদি সকল পর্য্যায়-বাক্যের তাৎপর্য্য।

পতির্জায়া পুত্রবিত্তে পশুব্রাহ্মণবাহুজাঃ।
লোকা দেবা বেদভূতে সর্ব্বং চাত্মার্থতঃ প্রিয়ম্ ॥৬

অন্বয়—পতিঃ জায়া পুত্রবিত্তে পশুব্রাহ্মণবাহুজাঃ লোকাঃ দেবাঃ বেদভূতে চ সর্ব্বম্ আত্মার্থতঃ প্রিয়ম্।

অনুবাদ—পতি পত্নী পুত্র ধন গবাশ্বাদি পশু, ব্রাহ্মণস্বরূপ জাতি, ক্ষত্রিয়স্বরূপ জাতি, স্বর্গাদি লোক, ঈশ্বরাদি দেব, ঋগাদি বেদ, ক্ষিত্যাদি ভূত—এই সমস্ত ভোগ্যজাত আত্মরূপ ভোক্তার জন্যই প্রিয়।

টীকা—ভর্ত্তা ভার্য্যা প্রভৃতিরূপ ভোগ্য সামগ্রী ভোক্তার শেষ অর্থাৎ উপকারক বলিয়া ভোক্তার সহিত সম্বন্ধবশতঃ প্রিয় হয়, নিজ নিজ স্বরূপে প্রিয় নহে, ইহাই অভিপ্রায়। ৬

"অরে মৈত্রেয়ি, পতির সুখের জন্য পতি কখনই ভার্য্যার প্রিয় হয় না কিন্তু ভার্য্যার নিজের প্রীতির (সুখের) জন্যই প্রিয় হয়"—এই অর্থের যে বাক্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বিভাগ (বিবেচনা) করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন :—

পত্যাবিচ্ছা যদা পত্ন্যাস্তদা প্রীতিং করোতি সা।
ক্ষুদনুষ্ঠানরোগাদ্যৈস্তদা নেচ্ছতি তৎপতিঃ ॥ ৭

অন্বয়—যদা পত্ন্যাঃ পত্যৌ ইচ্ছা তদা সা প্রীতিম্ করোতি। তৎপতিঃ ক্ষুদনুষ্ঠান-রোগাদ্যৈঃ তদা ন ইচ্ছতি।

অনুবাদ—যখন পত্নীর পতির প্রতি ইচ্ছা হয়, তখনই সে প্রীতি করে, কিন্তু তৎকালে তাহার পতি যদি ক্ষুৎপীড়িত অনুষ্ঠানরত অথবা রোগগ্রস্ত থাকে, তবে সেই পতি তখন পত্নীর প্রতি অভিলাষী হয় না।

টীকা—"যদা" যে সময়ে "পত্ন্যাঃ"—জায়ার, "পত্যৌ"—পতি বিষয়ে, "ইচ্ছা"—কাম হয়, "তদা সা"—তখন সেই পত্নী ; "পত্যৌ প্রীতিম্ করোতি"—পতির প্রতি আদর-স্নেহ করে। যখন তাহার পতি ক্ষুধা প্রভৃতি হেতু ইচ্ছাভাব যুক্ত হয়, "তদা ন ইচ্ছতি"—তখন সেই পত্নীকে ইচ্ছা করে না। ৭

এইরূপ হইলে কি সিদ্ধ হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ন পত্যুরর্থে সা প্রীতিঃ স্বার্থ এব করোতি তাম্।
পতিশ্চাত্মন এবার্থে ন জায়ার্থে কদাচন ॥ ৮

অন্বয়—সা প্রীতিঃ পত্যুঃ অর্থে ন, তাম্ স্বার্থে এব করোতি ; পতিঃ চ আত্মনঃ অর্থে এব, জায়ার্থে কদাচন ন।

অনুবাদ—জায়া যে প্রীতি করে তাহা পতির জন্য নহে। কিন্তু সেই প্রীতি সে নিজের জন্যই করে। আর পতিও আপনার জন্যই প্রীতি করে, পত্নীর জন্য কখনই নহে।

টীকা—ভার্য্যা দ্বারা কৃত যে প্রীতি তাহা পতির প্রয়োজনের (সুখের) জন্য নহে। কিন্তু ভার্য্যা সেই প্রীতি আপনার প্রয়োজনের (সুখের) জন্যই করিয়া থাকে। [ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয় ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি (বৃহদা উ, ৪।৫।৬)—'পত্নীর সুখের জন্য পত্নী কখনই স্বামীর প্রিয়া হয় না, পরন্তু স্বামীর নিজের সুখের জন্যই পত্নী প্রিয়া হয়'—এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া [ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় সর্ব্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি]—অধিক কি, অরে মৈত্রেয়ি অপর কাহারও সুখের জন্যই অপর কেহ কখনই অপরের প্রিয় হয় না, পরন্তু নিজের সুখের জন্যই সকলে সকলের প্রিয় হইয়া থাকে—এই পর্য্যন্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য ক্রমে ক্রমে বিভাগপূর্ব্বক দেখাইতেছেন—'আর পতিও আপনার জন্যই" ইত্যাদি। "পতিঃ চ"—ভর্ত্তাও নিজের প্রয়োজনের জন্যই জায়াতে প্রীতি করে, (কখনই) জায়ার সুখের জন্য নহে, ইহাই অর্থ। ৮

ভাল, পতি ও জায়া এই উভয়ের মধ্যে একে অনিচ্ছু অপরকে ইচ্ছা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতে যে প্রীতি দেখা যায়, তাহা যে নিজের জন্যই ইহা মানা যাইতে পারে ; কিন্তু যখন একই কালে উভয়কে ইচ্ছা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন যে প্রীতি দেখা যায়, তাহা ত পতি ও জায়া উভয়ের জন্যই হইবে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

অন্যোন্যপ্রেরণেঽপ্যেবং স্বেচ্ছয়ৈব প্রবর্ত্তনম্ ।৯

অন্বয়—এবম্ অন্যোন্যপ্রেরণে অপি স্বেচ্ছয়া এব প্রবর্ত্তনম্।

অনুবাদ—যখন উভয়ের পরস্পর প্রেরণা হয়, তখনও নিজের (সুখের) ইচ্ছাবশতঃই প্রবৃত্তি হয়।

টীকা—"এবম্"—বর্ণিত প্রকারে, "স্বেচ্ছয়া এব"—নিজের কামনা পূরণের ইচ্ছাবশতঃই "প্রবর্ত্তনম্"—পতি ও জায়া উভয়েরই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ৯

আপনার সুখের ইচ্ছাবশতঃই যে লোকে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(খ) শিশুর প্রতি প্রীতিও নিজের সুখের জন্য।

শ্মশ্রুকণ্টকবেধেন বালো রুদতি তৎপিতা।
চুম্বত্যেব ন সা প্রীতির্বালার্থে স্বার্থ এব সা ॥ ১০

অন্বয়—শ্মশ্রুকণ্টকবেধেন বালঃ রুদতি, তৎপিতা চুম্বতি এব; সা প্রীতিঃ বালার্থে ন; সা স্বার্থে এব।

অনুবাদ—শ্মশ্রুর কণ্টকতুল্য কেশ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বালক রোদন করিতে থাকিলেও পিতা চুম্বন করিতে বিরত হয় না। সেই প্রীতি বালকের সুখের নিমিত্ত নহে, তাহা পিতার নিজের প্রয়োজনেই অর্থাৎ নিজের সুখের জন্য।

টীকা—পিতা যে পুত্রমুখাদি চুম্বন করে তাহা পুত্রের প্রীতির (সুখের) জন্য নহে, কেননা, পুত্র "শ্মশ্রুকণ্টকবেধেন"—পিতার দাড়ির কণ্টক সদৃশ কেশের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া রোদন করে; এই হেতু সেই পুত্রের মুখাদিচুম্বন পিতার নিজের তৃপ্তির জন্যই বুঝিতে হইবে, ইহাই অর্থ। ১০

চেতন অর্থাৎ জঙ্গমরূপ পতি, জায়া ও পুত্রের প্রতি যে প্রীতি করা যায়, তাহাতে স্বার্থতা ও পরার্থতা লইয়া সন্দেহ উঠিতে পারে, কিন্তু ইচ্ছামাত্র রহিত যে অচেতন বা জড় ধনরূপ বিষয়, তাহাতে সেই স্বার্থতার শঙ্কাই নাই। এই উদ্দেশ্যে যাজ্ঞবল্ক্য যে বলিলেন—[ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তম্ প্রিয়ম্ ভবতি আত্মনঃ তু কামায় বিত্তম্ প্রিয়ম্ ভবতি] —সেইরূপ ধনের প্রীতির জন্য (ধনের সুখ সম্পাদন জন্য) ধন কখনও লোকের প্রিয় হয় না, পরন্তু নিজের প্রীতির জন্যই ধন লোকের প্রিয় হইয়া থাকে—এই বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(গ) ধনে প্রীতি নিজের জন্য।

নিরিচ্ছমপি রত্নাদি বিত্তং যত্নেন পালয়ন্।
প্রীতিং করোতি সা স্বার্থে বিত্তার্থত্বং ন শঙ্কিতম্॥১১

অন্বয়—নিরিচ্ছম্ অপি রত্নাদিবিত্তম্ যত্নেন পালয়ন্ প্রীতিম্ করোতি; সা স্বার্থে। বিত্তার্থত্বম্ শঙ্কিতম্ ন।

অনুবাদ ও টীকা—রত্নাদিরূপ অচেতন বস্তুর নিজের ইচ্ছা বা প্রীতি নাই; লোকে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া তাহাতে যে প্রীতি প্রকাশ করে, সেই প্রীতি নিজের জন্যই; সেই প্রীতি যে রত্নাদিরূপ বিত্তের সুখ সম্পাদন জন্য এরূপ শঙ্কা উঠিতেই পারে না। ১১

চেতন হইলেও ভারবহনাদিতে ইচ্ছারহিত পশু লইয়া যে শ্রুতিবাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে—[ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি—বৃহদা উ ৪।৫।৬]—অরে মৈত্রেয়ি, পশুগণের প্রীতির (সুখের) জন্য কখনই পশুগণ প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই পশুগণ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে—এই বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ঘ বণিকের যে বলীবর্দ্দে প্রীতি তাহা নিজের জন্য।

অনিচ্ছতি বলীবর্দ্দে বিবাহয়িষতে বলাৎ।
প্রীতিঃ সা বণিতার্থেব বলীবর্দ্দার্থতা কুতঃ?॥ ১২

অন্বয়—বলীবর্দ্দে অনিচ্ছতি (সতি) বলাৎ বিবাহয়িষতে: সা প্রীতিঃ বণিতার্থা এব, বলীবর্দ্দার্থতা কুতঃ?

অনুবাদ—বৃষের ভার বহন করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও বণিকেরা যে তাহাকে বলপূর্ব্বক ভার বহন করায়, সেই বৃষের প্রতি প্রীতি কেবল বণিকেরই প্রয়োজনে; তাহা বৃষের প্রয়োজনে অর্থাৎ তাহার প্রীতির জন্য কি প্রকারে হইতে পারে?

টীকা—"বলীবর্দ্দে অনিচ্ছতি সতি"—বৃষ ভার বহন করিতে ইচ্ছা না করিলেও, "বলাৎ বিবাহয়িষতে"—তাহাকে যে বলপূর্ব্বক ভার বহন করাইবার ইচ্ছা করা হয়—সেই বৃষের দ্বারা যে ভার বহন, শস্যমর্দ্দন, শকটাকর্ষণ, হল চালন, কূপ হইতে জলোত্তোলন—এমন কি ধেনুতে বৎসোৎপাদন করা হয়, সেই ভারবহন হইতে বৎসোৎপাদন পর্য্যন্ত সকল বিষয়িণী প্রীতি, তাহা বণিকের নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, তাহা বলীবর্দ্দের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নহে, কেননা, বলীবর্দ্দের উক্ত ভারবহন হইতে বৎস পর্য্যন্ত বিষয়ে কোনও ইচ্ছা নাই। ১২

[ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ম্ ভবতি আত্মনঃ তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ম্ ভবতি—বৃহদা উ, ৪।৫।৬] 'অরে মৈত্রেয়ি, ব্রাহ্মণত্বরূপ (জড়) জাতির প্রীতির (সুখের) জন্য ব্রাহ্মণত্ব কাহারও প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার প্রীতির নিমিত্ত ব্রাহ্মণত্ব প্রিয় হয়'—এই বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন:—

(৫) ব্রাহ্মণাদি জাতিতে প্রীতি নিজেরই জন্য।

ব্রাহ্মণ্যং মেঽস্তি পূজ্যোঽহমিতি তুষ্যতি পূজয়া।
অচেতনায়া জাতের্নো সন্তুষ্টিঃ পুংস এব সা॥ ১৩

অন্বয়—"ব্রাহ্মণ্যম্ মে অস্তি অহম্ পূজ্যঃ" ইতি পূজয়া তুষ্যতি। সা সন্তুষ্টিঃ অচেতনায়াঃ জাতেঃ নো পুংসঃ এব।

অনুবাদ—'আমার ব্রাহ্মণত্বরূপ জাতি আছে বলিয়া আমি পূজনীয়'—এই প্রকারে লোকে পূজাদ্বারা সন্তোষলাভ করে। সেই সন্তোষ ব্রাহ্মণত্ব-জাতির নহে, যেহেতু জাতি জড়। সেই সন্তোষ পুরুষেরই।

টীকা—ব্রাহ্মণত্ব জাতিরূপ নিমিত্ত জনিত পূজালাভ হেতু 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ অভিমানি ব্যক্তিই সন্তোষলাভ করে; ব্রাহ্মণত্ব জাতি যাহা জড়, তাহা সন্তোষ লাভ করে না। ইহাই অর্থ। ১৩

"ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রম্ প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় ক্ষত্রম্ প্রিয়ম্ ভবতি—" (বৃহদা উ ৪।৫।৬) 'অরে মৈত্রেয়ি, ক্ষত্রিয়রূপ জড়জাতির প্রীতির জন্য ক্ষত্রিয়ত্ব কাহারও প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রিয় হয়'—এই বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন:—

ক্ষত্রিয়োঽহং তেন রাজ্যং করোমীত্যত্র রাজতা।
ন জাতের্বৈশ্যজাত্যাদৌ যোজনায়েদমীরিতম্ ॥১৪

অন্বয়—"অহম্ ক্ষত্রিয়ঃ তেন রাজ্যম্ করোমি" ইতি অত্র রাজতা জাতেঃ ন। ইদম্ বৈশ্যজাত্যাদৌ যোজনায় ঈরিতম্।

অনুবাদ—'আমি ক্ষত্রিয়, সেইহেতু রাজ্য ভোগ করি'—এই প্রকারে লোকের যে রাজরূপতাজনিত প্রীতি, তাহা জড় ক্ষত্রিয় জাতির নহে, (তাহা পুরুষের নিজের প্রীতির জন্য)। এই ক্ষত্রিয়ের উদাহরণ বৈশ্য প্রভৃতি জাতিতে লাগাইবার জন্য কথিত হইল।

টীকা—রাজ্যের উপভোগরূপ নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন যে সুখ, তাহা ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি-বিশিষ্ট পুরুষেরই; তাহা ক্ষত্রিয়ত্বরূপ জাতির নহে, ইহাই অভিপ্রায়। এই ক্ষত্রিয়ত্বের উদাহরণ দ্বারা বৈশ্যাদি জাতিকেও বুঝিতে হইবে, ইহাই বলিতেছেন—"এই ক্ষত্রিয়ের উদাহরণ"—ইত্যাদি। ১৪

["ন বা অরে লোকানাম্ কামায় লোকাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি—" বৃহদা উ ৪।৫।৭] অরে মৈত্রেয়ি, স্বর্গাদি লোকের প্রীতির জন্য স্বর্গাদি লোকসমূহ কাহারও প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই স্বর্গাদি লোকসমূহ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে—এই বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(চ) স্বর্গাদিলোকে প্রীতি নিজেরই জন্য, সেই সেই লোকের জন্য নহে।

স্বর্গলোকব্রহ্মলোকৌ স্তাং মমেত্যভিবাঞ্ছনম্।
লোকয়োর্নোপকারায় স্বভোগায়ৈব কেবলম্ ॥ ১৫

অন্বয়—'স্বর্গলোকব্রহ্মলোকৌ মম স্তাম্'—ইতি অভিবাঞ্ছনম্ লোকয়োঃ উপকারায় ন, কেবলম্ স্বভোগায় এব।

অনুবাদ—'স্বর্গলোক বা ব্রহ্মলোক আমি যেন প্রাপ্ত হই'—এইরূপ যে অভিবাঞ্ছা, তাহা সেই সেই লোকের উপকারের জন্য নহে, তাহা কেবল নিজের সুখানুভবের জন্য।

টীকা—স্বর্গলোক এবং ব্রহ্মলোক এই দুই লোকের যে গ্রহণ তাহা যথাক্রমে কর্মরূপ সাধন দ্বারা এবং উপাসনারূপ সাধন দ্বারা সম্পাদনীয় অপর সকল লোককেও বুঝাইবার জন্য। ১৫

[ন বা অরে দেবানাম্ কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি—বৃহদা উ ৪।৫।৬]—'অরে মৈত্রেয়ি, দেবগণের প্রীতির (সুখের) জন্য কখনই দেবগণ প্রিয় হন না, কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই দেবগণ প্রিয় হইয়া থাকেন'—এই শ্রুতিবচনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, আরও দেখ :—

(হ) বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার যে প্রীতি, তাহা নিজেরই জন্য, তাহা সেই সেই দেবতার জন্য নহে।

ঈশবিষ্ণ্বাদয়ো দেবাঃ পূজ্যন্তে পাপনষ্টয়ে।
ন তন্নিষ্পাপদেবার্থং তত্তু স্বার্থং প্রযুজ্যতে॥ ১৬

অন্বয়—ঈশবিষ্ণ্বাদয়ঃ দেবাঃ পাপনষ্টয়ে পূজ্যন্তে; তৎ নিষ্পাপদেবার্থম্ ন, তৎ তু স্বার্থম্ প্রযুজ্যতে।

অনুবাদ—লোকে যে অন্তর্য্যামী বা শিব এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের পূজা করে, তাহা নিজেরই পাপনাশের নিমিত্ত করে; সেই সেই (নিষ্পাপ) দেবতাদিগের জন্য নহে, কিন্তু তাহা নিজের অর্থাৎ পূজাকর্ত্তার প্রয়োজন সাধনের জন্য উপযোগী।

টীকা—"পাপনষ্টয়ে"—পাপ নিবৃত্তির জন্য; ন নিষ্পাপদেবার্থম্"—সেই পূজা নিষ্পাপ দেবতাগণের জন্য নহে, যেহেতু তাঁহারা স্বতঃই পাপরহিত, তাঁহাদের প্রয়োজন নিমিত্ত নহে, কিন্তু পূজাকর্ত্তার নিজের প্রয়োজনের জন্য। ১৬

"ন বা অরে বেদানাম্ কামায় বেদাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি" ইত্যাদি অনুরূপ শব্দনিবদ্ধ শ্রুতিবচনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, আরও দেখ:—

(ক্ষ) ঋক্ প্রভৃতি বেদের প্রতি যে প্রীতি তাহা নিজের জন্য।

ঋগাদয়ো হ্যধীয়ন্তে দুর্ব্রাহ্মণ্যানবাপ্তয়ে।
ন তৎ প্রসক্তং বেদেষু মনুষ্যেষু প্রসজ্যতে॥ ১৭

অন্বয়—দুর্ব্রাহ্মণ্যানবাপ্তয়ে ঋগাদয়ঃ অধীয়ন্তে হি; তৎ বেদেষু ন প্রসক্তম্, মনুষ্যেষু প্রসজ্যতে।

অনুবাদ—আর লোকে যে ঋগাদি বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকে, তাহা যাহাতে দুর্ব্রাহ্মণতা প্রাপ্তি না হয়, সেই জন্য। সেই অব্রাহ্মণতা প্রাপ্তি বেদের পক্ষে সম্ভব নহে, কিন্তু তাহার প্রাপ্তি মনুষ্যেই সম্ভব।

টীকা—দুর্ব্রাহ্মণ্যম্—ব্রাত্যতা (শ্লোক দ্রষ্টব্য); সেই দুর্ব্রাহ্মণতা, "মনুষ্যেষু"—মনুষ্যগণের মধ্যে মনুষ্যত্বরূপ যে ব্যাপক জাতি তাহার অন্তর্গত যে ব্রাহ্মণত্বরূপ ব্যাপ্য জাতি তাহাতেই সম্ভব; সেই মনুষ্যতারূপ জাতিরহিত বেদসমূহের সেই ব্রাত্যতা-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। প্রাপ্ত দোষাদিরই নিবৃত্তি সম্ভব, অপ্রাপ্তের নিবৃত্তি হইতে পারে না। মনুষ্যত্বরূপ যে জাতি তাহারই অন্তর্গত, জন্মাদি হেতু বশতঃ ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য যে সকল মনুষ্য তাহাদেরই বেদাধ্যয়নাদির অভাব বশতঃ ব্রাত্যতা বা দুর্ব্রাহ্মণতাপ্রাপ্তি সম্ভব; তাহারই বেদাধ্যয়নাদির দ্বারা নিবারণ হইতে পারে। বেদের মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ব্যাপক (More extensive) জাতি নাই, সুতরাং ব্রাত্যত্বরূপ ব্যাপ্য (less extensive) জাতিও নাই। ১৭

[ন বা অরে ভূতানাম্ কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি ইত্যাদি]—অরে মৈত্রেয়ি, ভূতগণের প্রীতির জন্য ভূতগণ কখনই লোকে প্রিয় হয় না ইত্যাদি অনুরূপ শব্দনিবদ্ধ শ্রুতিবচনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, আরও দেখ:—

(ঝ) ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতে যে প্রীতি তাহা আত্মারই জন্ম।

ভূম্যাদিপঞ্চভূতানি স্থানতৃট্পাকশোষণৈঃ।
হেতুভিশ্চাবকাশেন বাঞ্ছন্ত্যেষাং ন হেতবে ॥ ১৮

অন্বয়—স্থানতৃট্পাকশোষণৈঃ চ অবকাশেন হেতুভিঃ ভূম্যাদিপঞ্চভূতানি বাঞ্ছন্তি; এষাম্ হেতবে ন।

অনুবাদ—সকল প্রাণী অবস্থিতির জন্য স্থান, পিপাসা নিবারণ, পাক, শোষণ ও অবকাশ এই সকল হেতুবশতঃই ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতকে কামনা করিয়া থাকেন; এই সকল ভূতের হেতু অর্থাৎ তাহাদের উপকারার্থে নহে।

টীকা—সকল প্রাণী নিবাসস্থান প্রদান, তৃষ্ণানিবারণ, পাককরণ, আর্দ্রশোষণ, অবকাশ-প্রদান নামক,—"হেতুভিঃ"—নিমিত্ত বশতঃ, পৃথিবী প্রভৃতি—"পঞ্চভূতানি বাঞ্ছন্তি"—পঞ্চ ভূতের অপেক্ষা রাখে,—"এষাম্ তু"—কিন্তু এই পৃথিব্যাদির,—"হেতবে ন"—প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নহে, যেহেতু ইহাদিগের নিবাসস্থান প্রভৃতির বাঞ্ছারূপ নিমিত্ত নাই, এইহেতু পৃথিব্যাদি নিজে আকাঙ্ক্ষা করে না, ইহাই অর্থ। ১৮

এক্ষণে [ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি—ইত্যাদি, বৃহদা উ ৪।৫।৬] অরে মৈত্রেয়ি, অধিক আর কি বলিব, বস্তুমাত্রের প্রীতি জন্য বস্তুমাত্র প্রিয় হয় না, ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন:—

(ঞ) ভৃত্যাদির স্বাম্যাদিতে এবং স্বাম্যাদির ভৃত্যাদিতে প্রীতি আত্মারই জন্ম।

স্বামিভৃত্যাদিকং সর্ব্বং স্বোপকরায় বাঞ্ছতি।
তত্তৎকৃতোপকারস্তু তস্য তস্য ন বিদ্যতে ॥ ১৯

অন্বয়—স্বামিভৃত্যাদিকম্ সর্ব্বম্ স্বোপকারায় বাঞ্ছতি; তত্তৎকৃতোপকারঃ তু তস্য তস্য ন বিদ্যতে।

অনুবাদ—লোকে স্বামী ভৃত্য অমাত্য প্রভৃতি সমুদয়ই আপনার উপকারের নিমিত্ত ইচ্ছা করে, কিন্তু সেই স্বামিপ্রভৃতিকৃত উপকার সেই স্বামিপ্রভৃতির জন্য নহে (কিন্তু তাহা নিজেরই জন্য)।

টীকা—ভৃত্যাদি সমস্ত লোক স্বামিপ্রভৃতি সকলকে আপন আপন প্রয়োজনের বা উপকারের জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকে, এইরূপ স্বামিপ্রভৃতিও আপন আপন উপকারের জন্য অমাত্য প্রভৃতির ইচ্ছা করিয়া থাকে। ১৯

ভাল, শ্রুতিতে এতগুলি উদাহরণ দিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—

(ট) শ্রুতির বহু উদাহরণ দিবার প্রয়োজন।

সর্ব্বব্যবহৃতিষ্বেবমনুসন্ধাতুমীদৃশম্।
উদাহরণবাহুল্যং তেন স্বাং বাসয়েন্মতিম্ ॥ ২০

অন্বয়—সর্ব্বব্যবহৃতিষু এবম্ অনুসন্ধাতুম্ ঈদৃশম্ উদাহরণবাহুল্যম্, তেন স্বাম্ মতিম্ বাসয়েৎ।

অনুবাদ—সকল প্রকার ব্যবহারেই যাহাতে মনুষ্য এই প্রকার অনুসন্ধান করিতে পারে সেই হেতু এই প্রকার উদাহরণ-বাহুল্য; তদ্দ্বারা অর্থাৎ সেই সেই দৃষ্টান্তানুসারে সকল ব্যবহারে আপনার বুদ্ধিকে সংস্কারাপন্ন করিবে—আত্মপ্রীতিবিষয়ক সংস্কারকে দৃঢ় করিবে।

টীকা—"সর্ব্বে ব্যবহারেষু"—ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোজনাদিরূপ সকল ব্যবহারেই এইরূপ, "আত্মনঃ তু কামায় সর্ব্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি"—আপনারই উপকারের বা সুখের জন্য সকল বস্তু প্রিয় হয়, এইরূপ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত প্রকারে "অনুসন্ধাতুম্"—চিন্তা করিবার জন্য, "ঈদৃশম্"—পতিজায়া প্রভৃতিবিষয়ে প্রীতির স্বরূপ দেখাইবার জন্য, "উদাহরণবাহুল্যম্"—বহুল দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে—এইরূপে শব্দ যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। "তেন"—সেই আত্মোপকাররূপ কারণদ্বারা, "স্বাম্ মতিম্ বাসয়েৎ"—নিজের বুদ্ধিকে বাসিত করিবে অর্থাৎ সকল বস্তুকেই আত্মার উপকারক বলিয়া বুঝিয়া, নিজের আত্মাই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়—প্রিয়তম এবং সেই হেতু পরমানন্দের আস্পদ, এরূপ অনুসন্ধানপরায়ণ হইবে। ২০

৩। আত্মার প্রীতির স্বরূপবিচার ও আত্মার প্রিয়তমতা।

ভাল, আত্মার উপকারকরূপে সকল বস্তু প্রিয় হয় বলিয়া আত্মাই প্রিয়তম, এইরূপ যে বলা হইল, তাহা ত' উপপন্ন হয় না, কেননা, প্রীতির বিকল্প করিলে (শ্রুত্যুক্ত) প্রীতির নিরূপণ অসাধ্য হইয়া পড়ে, এই অভিপ্রায়ে বাদী প্রীতির স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

(ক) আত্মবিষয়ক প্রীতির স্বরূপ চারি প্রকারই হইতে পারে, তাহার নির্ণয়পূর্ব্বক সমাধান।

অথ কেয়ং ভবেৎ প্রীতিঃ শ্রূয়তে বা নিজাত্মনি।
রাগো বধ্বাদিবিষয়ে শ্রদ্ধা যাগাদিকর্ম্মণি ॥ ২১

অন্বয়—অথ (যা) নিজাত্মনি প্রীতিঃ শ্রূয়তে, ইয়ম্ কা ভবেৎ? রাগঃ বধ্বাদিবিষয়ে, শ্রদ্ধা যাগাদিকর্ম্মণি।

অনুবাদ—আচ্ছা, শ্রুতিমুখে নিজ আত্মায় যে প্রীতির কথা শুনা যায় এই প্রীতি (কিম্প্রকারক কিম্বিষয়ক) কিরূপ হইতে পারে? রাগনাম্নী প্রীতি বধূ প্রভৃতি বিষয়িণী, শ্রদ্ধানাম্নী প্রীতি যজ্ঞাদি-কর্ম্মবিষয়িণী,—

টীকা—"অথ"—অনন্তরার্থক 'অথ'শব্দ এস্থলে প্রশ্নসূচক; সেই প্রশ্ন এইরূপ—"যা নিজাত্মনি প্রীতিঃ শ্রূয়তে"—নিজ আত্মবিষয়ে যে প্রীতি শ্রুতিমুখে শুনা যায়, "ইয়ম্ কা"—এই প্রীতি কিম্বিষয়ক, ইহা কি অনুরাগরূপ অথবা শ্রদ্ধারূপ অথবা ভক্তিরূপ অথবা ইচ্ছারূপ—এই চারিপ্রকার বিকল্পই কিম্ (কি) শব্দের অর্থ। এই চারিটি বিকল্পে যে প্রীতি তাহা ত সর্ব্ববিষয়ক হইতে পারে না—ইহাই বলিতেছেন—'স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ে' ইত্যাদি

রাগরূপ যে প্রীতি তাহা বধূ প্রভৃতিরূপ বিষয়েই হইতে পারে ; তাহা রাগাদিবিষয়ে হইতে পারে না। আর শ্রদ্ধারূপ যে প্রীতি তাহা যাগাদিবিষয়েই হইবে, বধূ প্রভৃতি বিষয়ে নহে। ২১

ভক্তিঃ স্যাদ্ গুরুদেবাদাবিচ্ছা ত্বপ্রাপ্তবস্তুনি।
তর্হ্যস্তু সাত্ত্বিকী বৃত্তিঃ সুখমাত্রানুবর্ত্তিনী ॥ ২২

অন্বয়—ভক্তিঃ গুরুদেবাদৌ স্যাৎ ইচ্ছা তু অপ্রাপ্তবস্তুনি, তর্হি সুখমাত্রানুবর্ত্তিনী সাত্ত্বিকী বৃত্তিঃ অস্তু।

অনুবাদ—আর দেব, গুরু প্রভৃতিবিষয়ে যে প্রীতি তাহা ভক্তি, আর অপ্রাপ্ত বিষয়ে যে প্রীতি তাহা ইচ্ছা। (তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) তাহা হইলে অন্তঃকরণের যে সাত্ত্বিকী বৃত্তি কেবল সুখের অনুসরণে প্রবৃত্ত থাকে তাহাকেই সেই প্রীতি বলা যাইবে।

টীকা—আর "ভক্তিঃ"—ভক্তিরূপ যে প্রীতি, তাহা গুরু, দেবতা প্রভৃতি বিষয় লইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, অন্য বিষয়ে নহে ; আর "ইচ্ছা"—ইচ্ছারূপ যে প্রীতি তাহা অপ্রাপ্ত বিষয়েই হইয়া থাকে, অন্য বিষয়ে নহে ; এইহেতু প্রীতি সমস্ত অনুকূল বস্তুকেই বিষয় করে, এরূপ বলা চলে না, ইহাই অর্থ। এক্ষণে সিদ্ধান্তী উক্ত চারি প্রকার হইতে ভিন্ন পক্ষ লইয়া উত্তর দিতেছেন অর্থাৎ এই প্রীতির স্বরূপ বলিতেছেন—"তাহা হইলে অন্তঃকরণের" ইত্যাদি। "তর্হি"—তাহা হইলে, অর্থাৎ প্রীতির অনুরাগাদিরূপ হওয়া সম্ভব না হইলে, "সুখমাত্রানুবর্ত্তিনী"—কেবল সুখই 'সুখমাত্র', তাহাকে অনুসরণ করিয়া থাকে বলিয়া সুখমাত্রানুবর্ত্তিনী—একমাত্র সুখবিষয়িণী, "সাত্ত্বিকী"—সত্ত্বগুণের পরিণামরূপ, "বৃত্তিঃ"—অন্তঃকরণবৃত্তি,—"অস্তু" তাহাই সেই প্রীতি হউক—তাহাকেই সেই প্রীতি বল। ২২

ভাল, তাহা হইলে ত' সেই প্রীতি অর্থাৎ সুখমাত্রানুবর্ত্তিনী প্রীতি ইচ্ছাই হইল, এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

এই উক্ত প্রীতি ইচ্ছা হইতে বিলক্ষণ; আর আত্মাও সুখসাধন নহে।

প্রাপ্তে নষ্টেঽপি সদ্ভাবাদিচ্ছাতো ব্যতিরিচ্যতে।
সুখসাধনতোপাধেরন্নপানাদয়ঃ প্রিয়াঃ ॥ ২৩

অন্বয়—প্রাপ্তে নষ্টে অপি সদ্ভাবাৎ ইচ্ছাতঃ ব্যতিরিচ্যতে ; অন্নপানাদয়ঃ সুখসাধনতোপাধেঃ প্রিয়াঃ।

অনুবাদ—সুখ, প্রাপ্ত হইলে অথবা নষ্ট হইলেও সেই প্রীতিরূপিণী বৃত্তি থাকিয়া যায় বলিয়া তাহা ইচ্ছা হইতে ভিন্ন। (বাদীর শঙ্কা) অন্নপানাদি সুখের সাধনতারূপ উপাধিবশতঃ প্রিয়।

টীকা—'ইচ্ছা' প্রথম অপ্রাপ্ত সুখাদিমাত্রকে বিষয় করিয়া থাকে, আর এই প্রীতি সমস্ত প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত সুখাদিকে বিষয় করিয়া থাকে, কেননা "প্রাপ্তে"—প্রাপ্ত সুখাদিবিষয়ে এবং "নষ্টে অপি"—নষ্ট হইলেও সেই সুখাদিবিষয়ে প্রীতি বিদ্যমান থাকে বলিয়া, সেইহেতু সেই প্রীতি "ইচ্ছাতঃ"—ইচ্ছারূপ বৃত্তি হইতে, "ব্যতিরিচ্যতে"—ভিন্ন হয়। এক্ষণে সুখের সাধনরূপ অন্নাদিতে যেরূপ প্রীতি দৃষ্ট হয়, আত্মাতেও সেইরূপ প্রীতি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, (বাদী পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিবেন) আত্মাও অন্নাদির ন্যায় সুখের সাধন—ইহা বলিতে হইবে—বাদী এই প্রকার শঙ্কা করিতেছেন। ২৩

(গ. উক্ত শঙ্কার শেষার্দ্ধ-পূর্ত্তি ও তাহার সমাধান।)

আত্মানুকূল্যাদন্নাদিসমশ্চেদমুনাত্র কঃ।
অনুকূলয়িতব্যঃ স্যান্নৈকস্মিন্ কর্ম্মকর্ত্তৃতা ॥ ২৪

অন্বয়—আত্মা আনুকূল্যাৎ অন্নাদিসমঃ চেৎ, অত্র অমুনা অনুকূলয়িতব্যঃ কঃ স্যাৎ? একস্মিন্ কর্ম্মকর্ত্তৃতা ন (স্যাৎ)।

অনুবাদ—আত্মাও অনুকূল অর্থাৎ প্রিয়, সেইহেতু অন্নাদির সহিত সমান অর্থাৎ তুল্যরূপে সুখসাধন—(যদি এইরূপ বল তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) তাহা হইলে এই সংসারে সেই আত্মরূপ সুখসাধনদ্বারা কাহার অনুকূলতা করা হইবে? যদি বল আত্মা আপনার দ্বারা আপনাকে অনুকূল করিবেন, তবে বলি, একই বিষয়ে কর্ম্মকর্তৃ-ভাব অসম্ভব, অর্থাৎ আত্মা একই কালে অনুকূলন ক্রিয়ার কর্ম্ম বা বিষয় এবং কর্ত্তা বা বিষয়ী হইতে পারে না।

টীকা—এস্থলে এই অনুমান সূচিত হইতেছে:—বিবাদের বিষয় যে আত্মা তাহা সুখসাধন হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু আত্মা প্রিয়—হেতু; অন্ন প্রভৃতির ন্যায়—উদাহরণ; বাদী যদি এইরূপ বলেন, তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন:—অন্নপানাদিবিষয়ে ভোগ্যতা অর্থাৎ ভোগের সাধনতা হইতেছে উপাধি; এইহেতু তাহাদের সুখসাধনতা আছে; আত্মার সেই ভোগ্যতারূপ উপাধি নাই, এইহেতু সুখের সাধনতাও নাই—এই অভিপ্রায় লইয়া সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তাহা হইলে এই সংসারে সেই আত্মরূপ সুখসাধনদ্বারা"—ইত্যাদি। "অত্র"—এই সংসারে, "অমুনা"- সুখের সাধন বলিয়া অনুকূল আত্মার দ্বারা, "অনুকূলয়িতব্যঃ কঃ স্যাৎ"—অনুকূলতার বিষয় হইবার যোগ্য অর্থাৎ ভোক্তা কে হইবে? (উত্তর) ভোক্তা হইবার কেহই নাই, কেননা, আত্মা হইতে ভিন্ন ভোক্তা হইবে এরূপ অপর কেহই নাই। (বাদীর শঙ্কা) যদি বলি, আত্মা আপনিই আপনাকে অনুকূল করিবেন? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"একই বিষয়ে কর্ম্মকর্তৃভাব অসম্ভব" ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই—একই আত্মার একই কালে উপকার্য্যতা অর্থাৎ উপকারের বিষয়তা ও উপকারকতা বা উপকারের কর্তৃত্ব—এই দুই ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ। ২৪

ভাল, আত্মা অন্নপানাদির ন্যায় সুখসাধন না হইলেও সুখের ন্যায় ভোক্তার উপকারক হইবে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতির বিষয় বলিয়া—আত্মা ভোক্তার উপকারক এইরূপ বলা চলে না—এই বলিয়া শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(যে) আত্মা বিষয়জনিত সুখসদৃশ নহে।

সুখে বৈষয়িকে প্রীতিমাত্রমাত্মা ত্বতিপ্রিয়ঃ।
সুখে ব্যভিচরত্যেষা নাত্মনি ব্যভিচারিণী ॥ ২৫

অন্বয়—বৈষয়িকে সুখে প্রীতিমাত্রম্ আত্মা তু অতিপ্রিয়ঃ। সুখে এষা ব্যভিচরতি আত্মনি ন ব্যভিচারিণী।

অনুবাদ—বৈষয়িক সুখে যে প্রীতি তাহা প্রীতিমাত্র, আত্মাতে যে প্রীতি তাহা নিরতিশয় প্রীতি। বিষয়ানন্দরূপ সুখে প্রীতির ব্যভিচার হয়—কখন থাকে, কখন নাই; আত্মায় প্রীতি কিন্তু অব্যভিচারিণী—সর্ব্বদাই একরূপ।

টীকা—"বৈষয়িকে সুখে"—বিষয়জনিত আনন্দরূপ সুখে, "প্রীতিমাত্র"—কেবল প্রীতি, তাহা নিরতিশয় প্রীতি নহে; "আত্মা তু অতিপ্রিয়ঃ"—নিরতিশয় প্রেমের বিষয়, এইহেতু আত্মা বিষয়জনিত সুখসদৃশ নহেন—ইহাই অভিপ্রায়। সেই বিষয়জনিত প্রীতি ও আত্মগত নিরতিশয় প্রীতি, এতদুভয়ের প্রভেদবিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন :—"সুখে এষা"—বিষয়জনিত সুখে উৎপন্ন এই যে প্রীতি, "ব্যভিচরতি"—কখন কখন অন্য সুখের প্রতি গমন করে, সেই একই বিষয়ে নিয়মিত থাকে না—"আত্মনি তু"—আর আত্মায় যে প্রীতি বিদ্যমান তাহা, "ন ব্যভিচারিণী"—অব্যভিচারিণী অর্থাৎ বিষয়ান্তরে গমন করে না, এইহেতু আত্মগত প্রীতি নিরতিশয় অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহাই অর্থ। ২৫

সুখবিষয়িণী প্রীতিতে ব্যভিচার দেখাইতেছেন :—

একং ত্যক্ত্বান্যদাদত্তে সুখং বৈষয়িকং সদা।
নাত্মা ত্যাজ্যো ন চাদেয়স্তস্মিন্ ব্যভিচরেৎ কথম্? ॥২৬

অন্বয়—একম্ বৈষয়িকম্ সুখম্ ত্যক্ত্বা অন্যৎ সদা আদত্তে; আত্মা ত্যাজ্যঃ ন, আদেয়ঃ চ ন, তস্মিন্ কথম্ ব্যভিচরেৎ?

অনুবাদ—বৈষয়িক প্রীতি বিষয়জনিত এক সুখ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই বিষয়জনিত অন্য সুখকে গ্রহণ করিতে যায় এইহেতু ব্যভিচারিণী; আর আত্মা ত্যাগের যোগ্য নহেন, গ্রহণের যোগ্যও নহেন; সেই আত্মবিষয়িণী প্রীতি কি প্রকারে ব্যভিচারিণী হইবে? কোন প্রকারেই হইতে পারে না।

টীকা—আত্মবিষয়িণী প্রীতিতে যে ব্যভিচার নাই, ইহা দেখাইতেছেন :—"আর আত্মা

ত্যাগের" ইত্যাদি; "ন ত্যাজ্যঃ ন আদেয়ঃ"—গ্রহণ ও ত্যাগের অযোগ্য। ফলিতার্থ বলিতেছেন:—"সেই আত্মবিষয়িণী প্রীতি" ইত্যাদি। ২৬

ভাল, আত্মা ত্যাগ-গ্রহণের বিষয় না হইলেও, আত্মা তৃণাদির ন্যায় কেন উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না? বাদী এইরূপ শঙ্কা করিতেছেন:—

(ঙ) আত্মা উপেক্ষার বিষয় ত' হইতে পারেন, এইরূপ শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

হানাদানবিহীনেঽস্মিন্নুপেক্ষা চেত্তৃণাদিবৎ।
উপেক্ষিতুঃ স্বরূপত্বান্নোপেক্ষ্যত্বং নিজাত্মনঃ॥ ২৭

অন্বয়—হানাদানবিহীনে অস্মিন্ তৃণাদিবৎ উপেক্ষা চেৎ, উপেক্ষিতুঃ নিজাত্মনঃ স্বরূপত্বাৎ উপেক্ষ্যত্বম্ ন।

অনুবাদ—(বাদী যদি বলেন) ত্যাগের ও গ্রহণের অযোগ্য হইলেও আত্ম-বিষয়ে ত' তৃণাদির ন্যায় উপেক্ষা হইতে পারে? (তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) আত্মা উপেক্ষাকারীর নিজ স্বরূপ বলিয়া আত্মা উপেক্ষণীয় হইতে পারেন না।

টীকা—"হানম্"—পরিত্যাগ "আদানম্"—গ্রহণ, "উপেক্ষা"—ঔদাসীন্য। আত্মা যেমন ত্যাগ-গ্রহণের বিষয় হইতে পারেন না, সেইরূপ উপেক্ষারও বিষয় হইতে পারেন না। কেননা, আত্মা উপেক্ষার অযোগ্য—এই অভিপ্রায় লইয়া উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"আত্মা উপেক্ষাকারীর" ইত্যাদি। "উপেক্ষিতুঃ"—উপেক্ষাকারী যে চিদাভাস তাহার "নিজাত্মা"—অর্থাৎ অবিনাশিস্বরূপ, "স্বস্বরূপত্বাৎ উপেক্ষ্যম্ ন"—তাহার নিজ স্বরূপ বলিয়া আত্মা আপনা হইতে ভিন্ন, তৃণাদির ন্যায় উপেক্ষার বিষয় নহেন। ২৭

ভাল, আত্মা যে ত্যাগের বিষয় হইতে পারেন না, এইরূপ যে পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বলা হইল, তাহা ত' ঠিক নহে, কেননা, দ্বেষবশতঃ আত্মার ত্যাজ্যতা দেখা যায়; এই বলিয়া বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন:—

(চ) আত্মা দ্বেষবশতঃ ত্যাজ্য হইতে পারেন—এইরূপ শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

রোগক্রোধাভিভূতানাং মুমূর্ষা বীক্ষ্যতে ক্বচিৎ।
ততো দ্বেষাদ্ভবেত্ত্যাজ্য আত্মেতি যদি তন্ন হি॥২৮

অন্বয়—রোগক্রোধাভিভূতানাম্ ক্বচিৎ মুমূর্ষা বীক্ষ্যতে, ততঃ দ্বেষাৎ আত্মা ত্যাজ্যঃ ভবেৎ, ইতি যদি—তৎ হি ন।

অনুবাদ—রোগ বা ক্রোধ দ্বারা অভিভূত হইলে, লোকের কোন কোনও সময়ে মরণের ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়; সেইহেতু দ্বেষবশতঃ আত্মা ত্যাজ্য হইতে পারেন, (বাদী যদি এইরূপ বলেন, তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) এইরূপ শঙ্কা যুক্তিসহ নহে।

টীকা—যেহেতু "মুমূর্ষা দৃশ্যতে"—মরণেচ্ছা দেখা যায়, "ততঃ দ্বেষাৎ"—সেই কারণে আত্মায় দ্বেষের সম্ভাবনা হেতু বৃশ্চিকাদির ন্যায় আত্মাও ত্যাজ্য হন এইরূপ যদি বল, তবে বলি সেই ত্যাগ আত্মা হইতে পৃথক্ দেহবিষয়ক বলিয়া, আত্মা ত্যাগের বিষয় হইতে পারেন এইরূপ বলা চলে না; এই প্রকারে সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"এইরূপ শঙ্কা" ইত্যাদি। ২৮

ত্যক্তুং যোগ্যস্য দেহস্য নাত্মতা ত্যক্তুরেব সা।
ন ত্যক্তুর্য্যস্তি স দ্বেষস্ত্যাজ্যে দ্বেষে তু কা ক্ষতিঃ॥ ২৯

অন্বয়—ত্যক্তুম্ যোগ্যস্য দেহস্য আত্মতা ন, ত্যক্তুঃ এব সা; সঃ দ্বেষঃ ত্যক্তরি ন অস্তি; ত্যাজ্যে দ্বেষে তু কা ক্ষতিঃ?

অনুবাদ—ত্যাগ করিবার যোগ্য দেহ আত্মরূপ নহে, ত্যাগকর্ত্তাই সেই আত্মরূপ। ত্যাগকর্ত্তার বিষয়ে উক্ত দ্বেষ নহে; ত্যাগযোগ্য দেহবিষয়ে দ্বেষ হইলে ক্ষতি কি? কোনও ক্ষতি নাই।

টীকা—"ত্যক্তুম্ যোগ্যস্য"—ত্যাগ করিবার যোগ্য যে দেহ তাহার আত্মতা নাই; তবে সেই আত্মতা কাহার? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ত্যাগকর্ত্তাই সেই আত্মরূপ।" ত্যাগের কর্ত্তা যে দেহ হইতে ভিন্ন জীব, তাহারই আত্মতা সেই আত্মরূপ। ভাল, ত্যাগকর্ত্তারই আত্মতা মানা গেল; তদ্বারা আলোচ্য দ্বেষবশতঃ আত্মার অত্যাজ্যতা বিষয়ে কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ত্যাগকর্ত্তার বিষয়ে উক্ত দ্বেষ নহে। এইহেতু আত্মার ত্যাজ্যতা নাই—ইহাই অভিপ্রায়। ভাল, আত্মবিষয়ে বিদ্বেষ হয় না মানা গেল, কিন্তু দেহবিষয়ে ত বিদ্বেষ দেখা যায়—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"ত্যাগযোগ্য দেহবিষয়ে দ্বেষ হইলে ক্ষতি কি?" "ত্যাজ্যে"—ত্যাগের যোগ্য দেহবিষয়ে, "দ্বেষে"—দ্বেষ হইলেও, "কা ক্ষতিঃ"—আত্মার ত্যাগ অসম্ভব—এইরূপ মতাবলম্বী বৈদান্তিক আমার কি হানি হইতে পারে? কোনও হানি হইতে পারে না। ২৯

এইরূপে "অরে মৈত্রেয়ি! পতির সুখের কামনায়, পতি কখনই ভার্য্যার প্রিয় হয় না"—এই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া "আপনার সুখের কামনাতেই বস্তুমাত্র প্রিয় হয়"—এই পর্য্যন্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনার দ্বারা আত্মার প্রিয়তমত্ব শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা উপপাদন করিয়া যুক্তির দ্বারাও তাহা উপপাদন করিতেছেন:—

(ছ) যুক্তির দ্বারা আত্মার প্রিয়তমতা প্রতিপাদন।

আত্মার্থত্বেন সর্ব্বস্য প্রীতেশ্চাত্মা হ্যতিপ্রিয়ঃ।
সিদ্ধো যথা পুত্রমিত্রাৎ পুত্রঃ প্রিয়তরস্তথা॥ ৩০

অন্বয়—সর্ব্বস্য আত্মার্থত্বেন প্রীতেঃ চ আত্মা হি অতিপ্রিয়ঃ সিদ্ধঃ, যথা পুত্রমিত্রাৎ পুত্রঃ প্রিয়তরঃ; তথা।

অনুবাদ—যেহেতু আত্মার প্রয়োজনে অর্থাৎ আত্মারই সুখের কামনায় সকল বস্তু প্রিয় হয়, সেইহেতু আত্মাই অতি প্রিয় অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ইহাই সিদ্ধ হইল, যেমন পুত্রের মিত্র অপেক্ষা পুত্র প্রিয়তর, সেইরূপ।

টীকা—"সর্ব্বস্য"—সুখ ও সুখসাধন পতিজায়া প্রভৃতির "আত্মার্থত্বেন"—আত্মার অর্থাৎ নিজের উপকারকতা বা প্রয়োজন-সাধকতা হেতু, "প্রীতেঃ চ"—সেই সেই বস্তু প্রিয় হয় বলিয়া, "আত্মা"—উপকার্য্য অর্থাৎ উপকারের বিষয় আত্মা নিজেই, "অতিপ্রিয়ঃ"—অতিশয় অর্থাৎ সর্ব্বোৎকর্ষে প্রিয়, "সিদ্ধঃ"—ইহা সিদ্ধই হইল। ইহাই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন—"যেমন পুত্রের মিত্র অপেক্ষা"—ইত্যাদি। সংসারে "যথা পুত্রমিত্রাৎ"—পুত্রদ্বারা প্রীতির বিষয় পুত্রের মিত্ররূপ যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি হইতে, দেবদত্ত প্রভৃতি পুত্র অন্তরায়-রহিতভাবে অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রীতির বিষয় বলিয়া "প্রিয়ঃ"—সেই মিত্র অপেক্ষা বিষ্ণুদত্ত প্রভৃতি পিতার অতিশয় প্রিয় হয়,—"তথা"—সেই প্রকার নিজের সহিত সম্বন্ধিতা হেতু প্রীতির বিষয় বলিয়া আত্মা অর্থাৎ নিজে অপর সকল বস্তু হইতে অতিশয় প্রিয়, ইহাই তাৎপর্য্য। এস্থলে নিগূঢ় তত্ত্ব এই—আত্মা নিত্যসুখস্বরূপ বলিয়া অতি অনুকূল এবং এইহেতু অতিশয় প্রিয় একথা বিদ্বান্‌গণের অনুভবসিদ্ধ; কিন্তু ভ্রান্ত লোকে সেই স্বরূপভূত নিত্যসুখকে না চিনিয়া, যখন অন্তঃকরণ বিষয়লাভাদি নিমিত্তবশতঃ অন্তর্মুখ হয়, তখন তাহাতে যে আত্মানন্দের প্রতিবিম্বস্বরূপ বিষয়ানন্দ জন্মে তাহাকেই পরম সুখস্বরূপ মনে করিয়া প্রিয়তম বলিয়া মানে। এইহেতু (আনন্দরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণযোগ্য হয় বলিয়া) অন্তঃকরণ, তাহার সমীপবর্ত্তী ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সমষ্টিরূপ লিঙ্গদেহের আত্মার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। এইহেতু তাহা প্রিয়। আর স্থূল দেহ প্রভৃতি আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণযোগ্য নহে; এইহেতু ঐ দেহের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, কিন্তু লিঙ্গদেহদ্বারা স্থূল দেহের এবং স্থূল দেহদ্বারা পুত্র-ভার্য্যাদির এবং পুত্র-ভার্য্যাদির দ্বারা পুত্রের মিত্রের এবং অন্য সম্বন্ধিগণের, আত্মার সহিত সম্বন্ধ হয়। এইহেতু তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা অল্পতর এবং উত্তরোত্তর অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। এই প্রীতির আধিক্যের ও ন্যূনতার অনুভব অগ্রে ৬০ শ্লোকে স্পষ্টতর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদ্যপি আনন্দরূপ আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপক এবং এইহেতু সকল পদার্থেরই আত্মার সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ থাকায়, সকল পদার্থেরই তুল্যরূপে প্রিয় হওয়া উচিত এবং অগ্রে ৫১ শ্লোকোক্ত প্রকারে প্রিয় দ্বেষ্য এবং উপেক্ষ্যরূপে তাহাদের বিষয় হওয়া উচিত নহে, তথাপি ঘটাদিরূপ সমস্ত অস্বচ্ছ পদার্থ আত্মার আভাসের গ্রাহক হয় না; এইহেতু তাহারা আত্মার সহিত সাক্ষাদ্ভাবে সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু অন্তঃকরণ স্বচ্ছ বলিয়া অন্তঃকরণ আত্মার আভাস গ্রহণ করিতে পারে; এইহেতু আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধী। সেই আভাসযুক্ত অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ ভোক্তার উপকারক বা অনুকূলরূপে যে পদার্থ সম্বন্ধপ্রাপ্ত হয়, সেই পদার্থই প্রিয় হয়। সেই উপকারকতা বা অনুকূলতার আধিক্য বা ন্যূনতারূপ উপাধির ভেদবশতঃ প্রিয়তার ভেদ বা তারতম্য ঘটে; আর উপকারকতার

অভাবরূপ কেবল প্রতিকূলতার দ্বারা অথবা অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা উভয়ের অভাব দ্বারা আত্মার সহিত সম্বন্ধ লাভ করিলে সেই সেই পদার্থ যথাক্রমে দ্বেষ্য বা উপেক্ষ্য বলিয়া প্রতীত হয়। এই প্রকারে অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিষমতা সিদ্ধ হইলেও, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে, ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগ ইত্যাদি প্রকারের ত্রিপুটীরূপ দ্বৈতের অভাববশতঃ পরিপূর্ণানন্দরূপ আত্মার প্রতীতিতে বিষমতা নাই, কিন্তু একই আনন্দরূপ আত্মা সর্বত্র সমান প্রতীত হয়। ৩০

এই প্রকারে আত্মায় নিরতিশয় প্রীতি, যাহা শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা উপপাদিত হইল, তাহাই আপনার অনুভব প্রদর্শনদ্বারা দৃঢ় করিতেছেন :—

(ঘ) শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা প্রদর্শিত প্রীতির স্বানুভব দ্বারা সমর্থন।

মা ন ভূবমহং কিন্তু ভূয়াসং সর্ব্বদেত্যসৌ।
আশীঃ সর্ব্বস্য দৃষ্টেতি প্রত্যক্ষা প্রীতিরাত্মনি ॥ ৩১

অন্বয়—"অহম্ মা ভূবম্ ন কিন্তু সর্ব্বদা ভূয়াসম্" ইতি অসৌ আশীঃ সর্ব্বস্য দৃষ্টা ইতি আত্মনি প্রীতিঃ প্রত্যক্ষা।—

অনুবাদ—'আমার অসত্তা বা অভাব কখন যেন না হয়, আমি যেন সর্ব্বদাই জীবিত থাকি,' এইরূপ আকাঙ্ক্ষা সকলেরই দেখা যায়, সুতরাং আত্মাতে যে অতিশয় প্রীতি তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

টীকা—"অহম্ মা ভূবম্ ইতি ন"—আমি না থাকি এইরূপ অর্থাৎ আমার অসত্তা, কখনও যেন না ঘটে কিন্তু "সর্ব্বদা ভূয়াসম্"—আমি যেন সর্ব্বদা থাকি—আমার সত্তা যেন সর্ব্বদা থাকে, এইরূপ "আশীঃ"—প্রার্থনা, "সর্ব্বস্য"—সকলেরই অর্থাৎ প্রাণিমাত্রসম্বন্ধেই, "দৃষ্টা"—দেখা যায়, সকলেই এইরূপ প্রার্থনা করে, ইহাই অর্থ। এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন—"সুতরাং আত্মাতে যে অতিশয় প্রীতি" ইত্যাদি, যেহেতু সকলেই এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে, এইহেতু "আত্মনি প্রীতিঃ"—আত্মায় নিরতিশয় প্রীতি প্রত্যক্ষ অর্থাৎ অনুভবদ্বারা সিদ্ধ, ইহাই অর্থ। ৩১

৪। আত্মা পুত্রভার্য্যাদির শেষ বা উপকারকরূপে ত্রিবিধ।

অন্যান্য মতের অর্থাৎ আত্মা পুত্র-ভার্য্যাদির শেষ বা উপকারকরূপে গৌণ, এইরূপ মত সমূহের দোষ প্রদর্শন জন্য অতীত গ্রন্থের অর্থাৎ ৬ হইতে ৩১ পর্য্যন্ত শ্লোকের অর্থের অনুবাদ বা পুনর্দর্শন করিতেছেন :—

(ক) ৬ হইতে ৩১ পর্য্যন্ত শ্লোকার্থের অনুবাদপূর্ব্বক 'পুত্রই আত্মা' এই মতের দূষণ।

ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ প্রীতৌ সিদ্ধায়ামেবমাত্মনি।
পুত্রভার্য্যাদিশেষত্বমাত্মনঃ কৈশ্চিদীরিতম্ ॥ ৩২

অন্বয়—ইত্যাদিভিঃ ত্রিভিঃ এবম্ আত্মনি প্রীতৌ সিদ্ধায়াম্ কৈশ্চিৎ আত্মনঃ পুত্র-ভার্য্যাদিশেষত্বম্ ঈরিতম্।

অনুবাদ—এই প্রকারে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব এই তিন প্রকার প্রমাণদ্বারা

আত্মায় নিরতিশয় প্রীতি সিদ্ধ হইলেও, কেহ কেহ আত্মাকে পুত্রভার্য্যাদির শেষ বা উপকারকরূপে গৌণ বলিয়া (এবং পুত্রভার্য্যাদিকে মুখ্য বলিয়া) বর্ণনা করিয়া থাকে।

টীকা—এস্থলে "ইতি" শব্দদ্বারা ৩১ শ্লোকোক্ত অনুভবকে লক্ষ্য করা হইতেছে এবং "আদি" শব্দদ্বারা ৩০ শ্লোকোক্ত যুক্তি এবং ৬ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত শ্লোকবর্ণিত শ্রুতিবচন-সমূহকে লক্ষ্য করা হইতেছে। এইহেতু অনুভব-শ্রুতি-যুক্তিরূপ প্রমাণত্রয়দ্বারা, "এবম্"—উক্ত প্রকারে "আত্মনি প্রীতৌ সিদ্ধায়াম্"—আত্মায় প্রীতি প্রমাণিত হইলেও, "কৈশ্চিৎ"—শ্রুতি প্রভৃতির তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ লোকদ্বারা "আত্মনঃ পুত্রভার্য্যাদিশেষত্বম্"—আত্মার পুত্র ভার্য্যা ইত্যাদির শেষরূপতা অর্থাৎ পুত্রভার্য্যাদি সম্বন্ধে আপনার উপসর্জ্জনতা, অপ্রধানতা বা গৌণতা বর্ণিত হইয়াছে। ৩২

পুত্র ভার্য্যাদির প্রতি আত্মা উপকারক বলিয়া অমুখ্য, এই কথা যে কেহ কেহ বলিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি? আপনি কি প্রকারে জানিলেন? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—

(খ) উক্ত মতদ্বয়ের উপজীব্য প্রমাণ প্রদর্শন।

এতদ্বিবক্ষয়া পুত্রে মুখ্যাত্মত্বং শ্রুতীরিতম্।
আত্মা বৈ পুত্রনামেতি তচ্চোপনিষদি স্ফুটম্॥৩৩

অন্বয়—এতদ্বিবক্ষয়া "আত্মা বৈ পুত্রনামা"—ইতি পুত্রে মুখ্যাত্মত্বম্ শ্রুতীরিতম্; তৎ চ উপনিষদি স্ফুটম্।

অনুবাদ—তাহারা বলে, 'এই কথা বলিবার অভিপ্রায়েই শ্রুতি [আত্মা বৈ পুত্রনামাসি—কৌষীতকি উপনিষৎ ২।১১]—হে পুত্র, তুমি আত্মাই, পুত্র নাম ধরিয়াছ—এইরূপে পুত্রবিষয়ে মুখ্যাত্মতার বর্ণন করিয়াছেন; ইহা অন্য উপনিষদেও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকা—(আত্মার পূর্ব্বোক্ত গৌণতাবাদিগণ বলেন) এই তত্ত্ব স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে [আত্মা বৈ পুত্রনামাসি] 'হে পুত্র, তুমি পুত্রনামা আত্মাই হইতেছ'—ইত্যাদি শ্রুতিবচনদ্বারা পুত্রের মুখ্যাত্মরূপতা, "ঈরিতম্"—কথিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ, কিম্বা পুত্রের সেই মুখ্যাত্মতা ঐতরেয়োপনিষৎ প্রভৃতিতে, "স্ফুটম্"—স্পষ্টভাবে ("অভিহিতম্") কথিত হইয়াছে; এই শব্দটি যোজনা করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে। ৩৩

ঐতরেয়োপনিষদে পুত্রের মুখ্যাত্মতা কোন্ কোন্ বাক্যদ্বারা কথিত হইয়াছে? এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া সেই বাক্যগুলি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন:—

(গ) ঐতরেয়োপনিষদুক্ত প্রমাণের বর্ণন।

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে।
অথাস্যেতর আত্মায়ং কৃতকৃত্যঃ প্রমীয়তে॥৩৪

অন্বয়—অস্য সঃ অয়ম্ আত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে; অথ অস্য অয়ম্ ইতরঃ আত্মা কৃতকৃত্যঃ প্রমীয়তে। (ঐতরেয় উ. ২।১।৪)

অনুবাদ—এই পিতার সেই এই পুত্ররূপ আত্মা পুণ্যকর্মের জন্য (অর্থাৎ তদনুষ্ঠানে) প্রতিনিধিরূপে নিয়োজিত হয়; পরে এই পিতার এই (পিতৃরূপ) অন্য (অমুখ্য) আত্মা পুত্র কৃতপুণ্যকর্মদ্বারা কৃতকৃত্য হইয়া মরে (অর্থাৎ পুণ্যলোকে প্রয়াণ করে)।

টীকা—"অস্য"—এই পিতার, "সঃ"—[পুরুষে হ বা অয়ম্ আদিতঃ গর্ভঃ ভবতি, যদ্ এতদ্ রেতঃ—ঐতরেয় উ, ২।১।১]—(অবিদ্যাকামকর্মাভিমানযুক্ত সংসারী পুরুষ কর্মক্ষয়ে চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া) প্রথমতঃ পুরুষশরীরে (পিতৃদেহে) গর্ভরূপী হয়। (গর্ভ কি তাহা বলিতেছেন—) যাহা এই প্রসিদ্ধ রেতঃ (শুক্র) তাহাই এখানে গর্ভ নামে উক্ত হইয়াছে—এই শ্রুতিবচনদ্বারা উক্ত উপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম প্রকরণের আদিতে জনক-(পিতা-) রূপ যে পুরুষ তাঁহার দেহে যাহাকে গর্ভ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—সেই "অয়ম্"—এই [অগ্রে এব কুমারং জন্মনঃ অগ্রে- অধিভাবয়তি—ঐতরেয় উ, ২।১।৩]—(প্রথমে পত্নীর উদরে সুনিষ্পন্ন, কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে পর) প্রথমেই স্বামী জাত-কর্মাদিদ্বারা পুত্রের ভাবনা বা সংস্কার সম্পাদন করেন—এই শ্রুতি বাক্যে, অতিশয়রূপে পালনীয় বলিয়া যাহাকে বর্ণন করা হইয়াছে, এইরূপ যে পুত্ররূপ আত্মা, "পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ"—পুণ্যকর্মসমূহের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত, "প্রতিধীয়তে"—প্রতিনিধিরূপে স্থাপিত হয়, অর্থাৎ আপনার অভাবে আপনার স্থলে অনুষ্ঠানকর্তারূপে নিয়োজিত হয়, "পিতাকর্তৃক"—এইরূপ শব্দযোজনাদ্বারা অর্থ বুঝিতে হইবে; "অথ"—অনন্তর অর্থাৎ পুত্রের প্রতিনিধিরূপে স্থাপিত হইবার পর, "অস্য"—এই পিতার, "অয়ম্"—যিনি প্রত্যক্ষভাবে পরিদৃষ্ট হন, "ইতরঃ"—পুত্র হইতে অন্য, "আত্মা"—জরাগ্রস্ত পিতৃরূপ আত্মা নিজে, "কৃতকৃত্যঃ"—কর্মসমূহের অনুষ্ঠান সমাপিত করিয়া "প্রমীয়তে"—মরিয়া যান; ইহাই অর্থ।৩৪

পূর্ব শ্লোকত্রয়োক্ত অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদনজন্য, পুত্রহীনের পরলোকাভাব প্রদর্শনে প্রবৃত্ত "নাপুত্রস্য লোকোঽস্তি"—এই বাক্যের অর্থ বলিতেছেন :—

(খ) 'পুত্রহীনের পরলোক নাই'—এই বাক্যের অর্থ।

সত্যপ্যাত্মনি লোকোঽস্তি নাপুত্রস্যাত এব হি।
অনুশিষ্টং পুত্রমেব লোক্যমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩৫

অন্বয়—অতঃ এব আত্মনি সতি অপি অপুত্রস্য লোকঃ ন অস্তি হি। মনীষিণঃ অনুশিষ্টম্ এব পুত্রম্ লোক্যম্ আহুঃ।

অনুবাদ—এই কারণেই (স্বীয়) আত্মা থাকিলেও অপুত্রের পুণ্যলোকপ্রাপ্তি নাই; (পুত্র থাকিলেই পুণ্যলোকপ্রাপ্তি হয়) অতএব পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, অনুশিষ্ট পুত্র পুণ্যলোক প্রাপ্তির কারণ।

টীকা—যেহেতু পুত্রেরই মুখ্যাত্মতা,—"অতঃ এব আত্মনি সতি অপি"—এইহেতু আপনি থাকিতেও, "অপুত্রস্য"—পুত্ররহিত লোকের (পিতার), "লোকঃ নাস্তি হি"—পরলোক নাই, ইহা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ, ইহাই অর্থ। ব্যতিরেকমুখে প্রতিপাদিত অর্থের অন্বয়মুখে প্রতিপাদক "অনুশিষ্টম্ পুত্রম্ লোক্যম্ আহুঃ"—(বৃহদা উ, ১৷৫৷১৭) এই বাক্যের অর্থ বলিতেছেন:—এই জন্যই পণ্ডিতগণ "অনুশিষ্ট"—পিতা হইতে অধ্যয়ন, যজ্ঞ, ও লোকজয়ের অনুশাসন প্রাপ্ত পুত্রকে "লোক্য"—পিতার শুভলোকলাভের অনুকূল বলিয়া থাকেন—"অতএব পণ্ডিতগণ" ইত্যাদি। "মনীষিণঃ"—শাস্ত্রার্থের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, "অনুশিষ্টম্ এব পুত্রম্"—অগ্রে ৩৬ শ্লোকে যাহা বর্ণিত হইবে [ত্বম্ ব্রহ্ম ত্বম্ যজ্ঞঃ ত্বম্ লোকঃ—বৃহদা উ, ১৷৫৷১৭]—'তুমি ব্রহ্ম (বেদ,) তুমি যজ্ঞ, এবং তুমি পুণ্যলোক'—ইত্যাদি বেদমন্ত্রদ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত পুত্রকেই "লোক্যম্"—পরলোকবিষয়ে হিতাবহ অর্থাৎ পরলোক সাধন বলিয়াছেন—ইহাই অর্থ। ৩৫

এক্ষণে পুত্র যে ঐহিক সুখেরও হেতু, এই তত্ত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিবচন [সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণ এব জয্যঃ ন অন্যেন এব কর্ম্মণা—বৃহদা উ, ১৷৫৷১৬]—'তন্মধ্যে একমাত্র পুত্রদ্বারাই এই মনুষ্যলোক জয় করিতে পারা যায়,—কিন্তু অন্য কর্ম্মদ্বারা নহে'—এই শ্রুতি-বাক্যের অর্থ পাঠ করিতেছেন:—

(ঙ) পুত্রের ঐহিক সুখ-হেতুতা প্রতিপাদক বাক্যের অর্থ।

মনুষ্যলোকো জয্যঃ স্যাৎ পুত্রেণৈবেতরেণ নো।
মুমূর্ষুর্মন্ত্রয়েৎ পুত্রং ত্বং ব্রহ্মেত্যাদিমন্ত্রকৈঃ ॥৩৬

অন্বয়—মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণ এব জয্যঃ স্যাৎ ইতরেণ নো; ত্বং ব্রহ্মেত্যাদিমন্ত্রকৈঃ মুমূর্ষুঃ পুত্রম্ মন্ত্রয়েৎ।

অনুবাদ—কেবল পুত্রের দ্বারাই মনুষ্যলোকের সুখ জয় করা যায়; অন্য কিছুর অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা নহে; "তুমিই ব্রহ্ম (বেদ)" ইত্যাদি মন্ত্রসমূহদ্বারা মুমূর্ষু পিতা পুত্রকে অনুশাসন করিবেন—শিক্ষা দিবেন।

টীকা—"মনুষ্যলোকঃ"—মনুষ্যলোকের সুখ, "পুত্রেণ এব জয্যঃ"—পুত্রের দ্বারাই জয় করা যায়—সম্পাদ্য হইতে পারে "ইতরেণ নো"—কর্ম্মাদি অন্য সাধনদ্বারা নহে। ধনাদি সুখসাধন হইলেও তাহা পুত্রহীনের বৈরাগ্যের উৎপাদকই হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। 'পিতা হইতে গৃহীতানুশাসন পুত্রই পিতার শুভলোকলাভের অনুকূল'—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্গত (১৷৫৷১৭) এই বাক্যে পুত্রের প্রতি অনুশাসন উপদিষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে সেই শিক্ষার অবসর ও মন্ত্র-সমূহ প্রদর্শিত হইতেছে:—"তুমিই ব্রহ্ম (বেদ)" ইত্যাদি। 'তুমিই ব্রহ্ম'—ইহা একটি মন্ত্রার্থ। "ইত্যাদির"—আদি শব্দদ্বারা "ত্বম্ যজ্ঞঃ", "ত্বম্ লোকঃ" এই অপর দুইটী মন্ত্র লক্ষিত হইতেছে। এই তিনটি মন্ত্রদ্বারা "মুমূর্ষুঃ"—মরণকালে পিতা, "পুত্রম মন্ত্রয়েৎ"—পুত্রের অনুশাসন করিবেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে (১৷৫৷১৭) সেই "সম্প্রত্তি" বিধির (সম্প্রত্তি—সম্প্রদান, পুত্রে আপনার কর্ত্তব্য

সম্পাদনের ভারার্পণ)—অবশিষ্টাংশ এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে :—"এবম্বিধ জ্ঞানসম্পন্ন পিতা যে সময় ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, সেই সময়ে তিনি এই সমুদয় প্রাণের সহিতই (বাক্ মন ও প্রাণের সহিতই) পুত্রে প্রবেশ করেন ; পিতার কোনও কর্ম্ম যদি ঘটনাক্রমে করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুত্র নিজে অনুষ্ঠানপূর্ব্বক, সেই কর্ম্ম পূরণ করিয়া এই সম্প্রতিকারী পিতাকে সেই কর্ত্তব্যতাবন্ধন হইতে বিমোচিত করে। এইরূপে পিতার কর্ত্তব্য পূরণ করে বলিয়া সন্তানের পুত্রনাম প্রসিদ্ধ। সেই পিতা (মৃত হইয়াও,) এবম্বিধ উপদেশপ্রাপ্ত পুত্রদ্বারা ইহলোকে বর্ত্তমান থাকেন। মৃত্যুর পর সেই পিতাতে হিরণ্যগর্ভের এই সমুদয় অমর প্রাণ প্রবেশ করে অর্থাৎ তখন তাহার মর্ত্ত্যভাব চলিয়া যায়। ৩৬

৩২ শ্লোক হইতে বর্ণিত অর্থ লইয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন :—

(চ) শ্রুত্যুক্ত অর্থ হইতে সিদ্ধান্তস্থাপন এবং সেই অর্থবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধি।

ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ প্রাহুঃ পুত্রভার্য্যাদিশেষতাম্।
লৌকিকা অপি পুত্রস্য প্রাধান্যমনুমন্বতে ॥ ৩৭

অন্বয়—ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ পুত্রভার্য্যাদিশেষতাম্ প্রাহুঃ লৌকিকাঃ অপি পুত্রস্য প্রাধান্যম্ অনুমন্বতে।

অনুবাদ- এই প্রকারের শ্রুতিবচনসমূহ আত্মার পুত্রভার্য্যাদির প্রতিশেষতা বা উপকারকতা (অর্থাৎ আত্মার অপ্রধানতা) বর্ণন করিতেছে, সাধারণ লোকেও পুত্রের প্রাধান্য বা মুখ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে।

টীকা—এই অর্থ কেবল শ্রুতিসিদ্ধ নহে, ইহা লোকপ্রসিদ্ধও, ইহাই বলিতেছেন :—"সাধারণ লোকেও" ইত্যাদি। ৩৭

পুত্রাদির উক্ত প্রাধান্যের উপপাদন অর্থাৎ তাহা সপ্রমাণ করিতেছেন :—

(ছ) উক্ত লোকপ্রসিদ্ধির উপপাদন ; ফলিতার্থ।

স্বস্মিন্ মৃতেঽপি পুত্রাদির্জীবেদ্বিত্তাদিনা যথা।
তথৈব যত্নং কুরুতে মুখ্যাঃ পুত্রাদয়স্ততঃ ॥ ৩৮

অন্বয়—স্বস্মিন্ মৃতে অপি পুত্রাদিঃ যথা বিত্তাদিনা জীবেৎ তথা এব যত্নম্ কুরুতে ; ততঃ পুত্রাদয়ঃ মুখ্যাঃ।

অনুবাদ—পিতা নিজের মৃত্যুর পরেও পুত্রাদি যাহাতে ধনাদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তদনুরূপ যত্ন করিয়া থাকেন ; সেইহেতু পুত্রাদিই মুখ্য (এবং পিতার আত্মা গৌণ।)

টীকা—"স্বস্মিন্"-নিজে অর্থাৎ পিতা—জনয়িতা প্রভৃতি উৎসদাতা দত্তকগ্রহীতা, পিতৃব্য ইত্যাদি, "পুত্রাদিঃ"- পুত্র, ভার্য্যা ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি। "বিত্তাদিনা"—ধন ক্ষেত্র প্রভৃতি দ্বারা। ফলিতার্থ বলিতেছেন—"সেইহেতু পুত্রাদিই মুখ্য" ইত্যাদি। যেহেতু লোকে নিজে

পরিশ্রম ক্লেশ সহন করিয়াও পুত্রাদির জীবনোপায়রূপ ধনাদি সম্পাদন করিয়া থাকে, সেইহেতু পুত্রাদিই মুখ্য বা প্রধান—ইহাই অর্থ। ৩৮

৩২ শ্লোকোক্ত প্রকারে বৈদিক এবং লৌকিক এই উভয় বিধ প্রসিদ্ধিদ্বারা প্রদর্শিত পুত্রাদির প্রধানতা সিদ্ধান্তী অঙ্গীকার করিতেছেন :—

(জ) পুত্রাদির প্রধানতায় আত্মার গৌণতা মানিলেও স্বরূপতঃ গৌণত্ব নাই ; আত্মা ত্রিবিধ।

বাঢ়মেতাবতা নাত্মা শেষো ভবতি কস্যচিৎ।
গৌণমিথ্যামুখ্যভেদৈরাত্মায়ং ভবতি ত্রিধা॥ ৩৯

অন্বয়—বাঢ়ম্, এতাবতা আত্মা কস্যচিৎ শেষঃ ন ভবতি ; গৌণমিথ্যামুখ্যভেদৈঃ অয়ম্ আত্মা ত্রিধা ভবতি।

অনুবাদ—সত্য বটে (অর্থাৎ পুত্রাদির মুখ্যাত্মতার অর্দ্ধাঙ্গীকার করা যাইতে পারে।) কিন্তু ইহার দ্বারা আত্মা কাহারও শেষ বা উপকারক (এবং সেইহেতু গৌণ) বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্যভেদে এই আত্মনশব্দ তিন প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

টীকা—ভাল, আপনি যদি পুত্রাদির প্রধানতা স্বীকার করিলেন তাহা হইলে সাক্ষী আত্মার যে শেষিরূপতা বা মুখ্যতা প্রতিপাদন করিতে চাহেন, তাহা ত' বিরোধ প্রাপ্ত হয় ; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন : "কিন্তু ইহার দ্বারা" ইত্যাদি। "এতাবতা"—ইহার দ্বারা অর্থাৎ কোনও স্থলে পুত্রাদির প্রধানতা থাকিলেও তদ্দ্বারা ; ভাল, প্রতিজ্ঞাদ্বারাই ত', অর্থাৎ সাধনীয় অর্থের কেবল নির্দ্দেশ দ্বারাই ত' অর্থ সিদ্ধ হয় না আপনার বচন বলেই তাহা মানিতে পারা যায় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—যে যে ব্যবহারে যাহার যাহার আত্মতা মানা অভিপ্রেত, সেই সেই ব্যবহারে সেই সেই রূপ আত্মার প্রধানতা আছে—ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে উপোদ্ঘাতরূপে (৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) আত্মার ত্রিবিধতা বর্ণন করিতেছেন—"গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্যভেদে" ইত্যাদি ; গৌণ আত্মা, মিথ্যা আত্মা ও মুখ্য আত্মা—এইরূপ ভেদে আত্মা তিন প্রকারের হইয়া থাকে। (অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে আত্মার ব্রহ্মত্বাদি বিচারে বিদ্যারণ্যকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)। ৩৯

তিন প্রকার আত্মার মধ্যে পুত্রাদি যে গৌণ আত্মা তাহা দেখাইবার জন্য লোকসমাজে "গৌণ" শব্দের প্রয়োগ—লক্ষ্যমাণ গুণযোগবশতঃ নিজার্থ হইতে অন্যত্রবৃত্তি, উদাহরণদ্বারা দেখাইতেছেন :—

(ঝ) পুত্রাদির আত্মতা গৌণ ; দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন।

দেবদত্তস্তু সিংহোঽয়মিত্যৈক্যং গৌণমেতয়োঃ।
ভেদস্য ভাসমানত্বাৎ পুত্রাদেরাত্মতা তথা॥ ৪০

অন্বয়—"অয়ম্ দেবদত্তঃ তু সিংহঃ" ইতি ঐক্যম্ গৌণম্, এতয়োঃ ভেদস্য ভাসমানত্বাৎ, তথা পুত্রাদেঃ আত্মতা।

অনুবাদ—"এই দেবদত্ত হইতেছে সিংহ"—এই একতা যেমন গৌণ, কেননা, মনুষ্য দেবদত্তের, পশু সিংহের সহিত ভেদ স্পষ্টই প্রতীত হয়; পুত্রাদির আত্মতাও সেইরূপ।

টীকা—'এই দেবদত্ত অর্থাৎ অমুক পুরুষ হইতেছে সিংহ'—এই বাক্যে দেবদত্তরূপ মনুষ্যের পশু সিংহের সহিত একতা গৌণ অর্থাৎ উপচারমাত্র—গুণবৃত্তির দ্বারা কৃত বলিয়া আরোপিতমাত্র, বাস্তবিক নহে। মীমাংসকগণের মতে শব্দের শক্তিবৃত্তি ও লক্ষণাবৃত্তি ভিন্ন এক তৃতীয় প্রকার গৌণী বৃত্তি আছে।* শক্তিবৃত্তিদ্বারা বোধিত অর্থ শক্যার্থ বা বাক্যার্থ; লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা বোধিত অর্থ লক্ষ্যার্থ, ("খ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) এবং গুণবৃত্তিদ্বারা বোধিত অর্থ গৌণার্থ। পদের বাচ্যার্থে যে গুণ আছে সেই গুণবিশিষ্ট অন্যে অর্থাৎ অবাচ্যার্থে যে পদের বৃত্তি বা সম্বন্ধ, তাহাকে গৌণী বৃত্তি বলে, যেমন "অগ্নিঃ মানবকঃ" বালকটি অগ্নি অর্থাৎ অগ্নিসদৃশ তেজস্বী বা ক্রোধী। অগ্নি শব্দের বাচ্যার্থে যে তেজ বা দাহকতারূপ (দুঃখদায়কতারূপ) গুণ আছে, সেই গুণবিশিষ্ট মানবকে (বালকে), যাহা অগ্নিশব্দের বাচ্যার্থ নহে তাহাতে, অগ্নিপদের যে বৃত্তি তাহা গৌণবৃত্তি। এইরূপ 'আত্মা' এই পদের বাস্তব বাচ্যার্থ সাক্ষী চৈতন্য এইহেতু সাক্ষী চৈতন্যই মুখ্য আত্মা, কিন্তু তাহাতে আরোপিত হয় বলিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাত, 'আত্মা' এই পদের মিথ্যা বাচ্যার্থ। সেই সংঘাতেরই ঐহিক এবং পারত্রিক কর্মপ্রবৃত্তিরূপ গুণ থাকিতে পারে। সেই গুণবিশিষ্ট পুত্রাদিতে, যাহা আত্মা পদের বাচ্যার্থ নহে, তাহাতে যে 'আত্মা' এই পদের বৃত্তি বা অর্থ তাহা গৌণী বৃত্তিবশতঃই হইতে পারে। সেই গৌণী বৃত্তিদ্বারা বোধিত যে পুত্রাদিরূপ অর্থ, তাহাকেই গৌণ আত্মা বলা হয়। ৪০

এক্ষণে মিথ্যা আত্মা বুঝাইতেছেন:—

১৯ পঞ্চকোশের মিথ্যা-ত্মতা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন।

ভেদোঽস্তি পঞ্চকোশেষু সাক্ষিণো ন তু ভাত্যসৌ।
মিথ্যাত্মতাতঃ কোশানাং স্থাণোশ্চৌরাত্মতা যথা ৪১

অন্বয়—পঞ্চকোশেষু সাক্ষিণঃ ভেদঃ অস্তি; অসৌ ন তু ভাতি; অতঃ কোশানাম্ মিথ্যাত্মতা, যথা স্থাণোঃ চৌরাত্মতা।

অনুবাদ—পঞ্চকোশে সাক্ষী হইতে ভেদ বিদ্যমান থাকিলেও, সেই ভেদ প্রতীত

---

* মীমাংসকগণ বলেন শক্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধই লক্ষণা, পরম্পরা সম্বন্ধ লক্ষণা নহে। সেইহেতু "গঙ্গায় ঘোষ (আভীর পল্লী) আছে" বলিলে গঙ্গাশব্দের প্রবাহরূপ শক্যার্থের সহিত তীরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। সেইরূপ "মানবকটি (বালকটি) অগ্নি" বলিলে, অগ্নির শক্যার্থের সহিত বালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সম্ভব নহে, কেবল সাদৃশ্যরূপ পরম্পরা সম্বন্ধ হইতে পারে; তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে অতিরিক্ত বলিয়া, লক্ষণা হইতে অতিরিক্ত গৌণীবৃত্তি মানিতে হয়। নৈয়ায়িকগণ সাদৃশ্যকে সম্বন্ধ মধ্যে গণনা করেন বলিয়া গৌণীবৃত্তিকে লক্ষণারই অন্তর্গত বলেন।

হয় না ; এইহেতু পঞ্চকোশ মিথ্যা আত্মা, যেমন স্থাণুতে চোর হইতে ভেদ থাকিলেও স্থাণু (অন্ধকারে) চোর বলিয়া গৃহীত হইলে, তাহার সেই চোরতা মিথ্যা, সেইরূপ।

টীকা—"পঞ্চকোশেষু"—আনন্দময় হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটি কোশে, "সাক্ষিণঃ ভেদঃ"—সাক্ষী হইতে ভেদ বিদ্যমান থাকিলেও তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীত হয় না ; সেইহেতু পঞ্চকোশের মিথ্যাত্মরূপতা, ইহাই ভাবার্থ। পঞ্চকোশের মিথ্যাত্মতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন স্থাণুতে চোর হইতে ভেদ থাকিলেও" ইত্যাদি। বস্তুতঃ চোর হইতে ভিন্ন স্থাণুর চোররূপতা যেমন মিথ্যা পঞ্চকোশের আত্মরূপতাও সেইরূপ মিথ্যা, ইহাই অর্থ। ৪১

এইরূপে গৌণ আত্মা ও মিথ্যা আত্মা উপপাদন করিয়া এক্ষণে সাক্ষিরূপ প্রত্যগাত্মার মুখ্যাত্মতা উপপাদন করিতেছেন :—

(টী; সাক্ষীর মুখ্যাত্মতার উপপাদন।)

ন ভাতি ভেদো নাপ্যস্তি সাক্ষিণোঽপ্রতিযোগিনঃ।
সর্ব্বান্তরত্বাৎ তস্যৈব মুখ্যমাত্মত্বমিষ্যতে॥ ৪২

অন্বয়—অপ্রতিযোগিনঃ সাক্ষিণঃ ভেদঃ ন ভাতি, ন অপি অস্তি : সর্ব্বান্তরত্বাৎ তস্য এব আত্মত্বম্ মুখ্যম্ ইষ্যতে।

অনুবাদ—প্রতিযোগিরহিত* (সম্বন্ধিরহিত) সাক্ষিচৈতন্যে কোনও ভেদ প্রতীত হয় না, বস্তুতঃ তাহাতে কোন ভেদ নাইও ; সেই সাক্ষী সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া তাঁহারই মুখ্যাত্মতা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

টীকা—পুত্রাদিরূপ গৌণ আত্মার যেমন ভেদ প্রতীত হয়, "সাক্ষিণঃ"—সাক্ষিরূপ আত্মার কোনও বস্তু হইতে সেইরূপ ভেদ "ন ভাতি"—প্রতীত হয় না ; এবং দেহাদিরূপ মিথ্যা আত্মার যেমন ভেদ আছে, সেইরূপ ভেদ নাই বটে। সেই ভেদের অপ্রতীতি ও ভেদাভাব উভয় স্থলেই হেতু বলিতেছেন—"প্রতিযোগিরহিত" বলিয়া। "অপ্রতিযোগিত্বাৎ" এইটি হেতুগর্ভিত বিশেষণ, 'অপ্রতিযোগী'—এই হেতুটি ইহার ভিতরে রহিয়াছে বলিয়া। এইহেতু অর্থাৎ 'প্রতিযোগিরহিত বলিয়া সাক্ষীর ভেদ প্রতীত হয় না, আর ভেদ নাইও বটে। যেমন পুত্রাদির ও দেহাদির সাক্ষী নিজে প্রতিযোগী হইয়া বিদ্যমান সেইরূপ সাক্ষীর নিজের কোনও বাস্তব প্রতিযোগী নাই, কেননা, দেহাদি সমস্তই আরোপিত—কল্পিত ; ইহাই তাৎপর্য্য। ভাল, ভেদাভাবরূপ হেতু দ্বারা সাক্ষীর গৌণত্ব বা মিথ্যাত্ব নাই মানা গেল ; কিন্তু সাক্ষীর মুখ্যাত্মতা কি হেতু হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই সাক্ষী "সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া" ইত্যাদি। পুত্রাদি সমস্ত দেহ হইতে

* প্রতিযোগী—সম্বন্ধী, যাহার সম্বন্ধ যাহাতে থাকে, সেই তাহার প্রতিযোগী, যেমন রামের পুত্র ; এস্থলে পুত্রের প্রতিযোগী রাম। সেইরূপ প্রতিযোগী সাক্ষিচৈতন্যের নাই। সাক্ষিচৈতন্য স্বয়ং নিজেই নিজে পর্য্যাপ্ত ; তিনি কাহারও নহেন। যদি বলা যায় সাক্ষিচৈতন্য ত' দেহাদি সাক্ষ্যবস্তুর সম্বন্ধ হইতে পারেন তদুত্তরে বলা যাইবে দেহাদি আরোপিত-মাত্র, বস্তুস্বরূপ নহে ; বস্তুস্বরূপ সম্বন্ধী নাই বলিয়াই সাক্ষিচৈতন্যকে প্রতিযোগিরহিত বলা হইয়াছে।

আন্তর বলিয়া অর্থাৎ তৎসমূহের অধিষ্ঠানরূপে তাহাদের ভিতর অবস্থিত বলিয়া সর্ব্বসাক্ষী প্রত্যগাত্মা সর্ব্বান্তররূপে প্রতীয়মান হন; সেইহেতু সেই সাক্ষীরই আত্মতা মুখ্য অর্থাৎ অনৌপচারিক বা অনারোপিত; "ইষ্যতে"—স্বীকার করিতেই হইবে। এস্থলে এই অনুমান সূচিত হইতেছে—বিবাদের বিষয় যে সাক্ষী, তিনিই মুখ্য আত্মা হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু তিনি সকলের আন্তর—হেতু; যাহা মুখ্য আত্মা নহে, তাহা সর্ব্বান্তরও নহে, যেমন অহঙ্কারাদি। ইহা কেবল ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত। ৪২

ভাল, আত্মা যে ত্রিবিধ, তাহা মানা গেল; ইহাদ্বারা পুত্রাদির শেষিতা বা মুখ্যতাবিষয়ে কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(ঠ) তিন প্রকার আত্মার মধ্যে যোগ্যেরই মুখ্যতা অপরের গৌণতা।

সত্যেবং ব্যবহারেষু যেষু যস্যাত্মতোচিতা।
তেষু তস্যৈব শেষিত্বং সর্ব্বস্যান্যস্য শেষতা ॥৪৩

অন্বয়—এবম্ সতি যেষু ব্যবহারেষু যস্য আত্মতা উচিতা, তেষু তস্য এব শেষিত্বম্। অন্যস্য সর্ব্বস্য শেষতা।

অনুবাদ—যখন আত্মা এইরূপ ত্রিবিধই হইলেন, তখন যে ব্যবহারে যাহার আত্মতা উচিত অর্থাৎ যোগ্য, সেই ব্যবহারে তাহারই শেষিত্ব বা মুখ্যতা; অপর সকলের শেষতা বা গৌণতা

টীকা—"এবম্ সতি অপি"—এই প্রকারে আত্মা ত্রিবিধ হইলেও, "যেষু ব্যবহারেষু"—যে যে ব্যবহারে অর্থাৎ পালন পোষণরূপ লৌকিক ব্যবহারবিশেষে এবং আত্মানুসন্ধানাদি-রূপ বৈদিক ব্যবহারবিশেষে "যস্য আত্মতা উচিতা"—যে পুত্রাদির বা সাক্ষীর আত্মতা উচিত বা যোগ্য, "তেষু"—সেই সেই ব্যবহারে, "তস্য"—তাহার পুত্রাদির অথবা সাক্ষীর "শেষিত্বম্"—প্রধানতা (স্বীকার করিতে হইবে); "অন্যস্য সর্ব্বস্য"—তদ্ব্যতিরিক্ত অপর সকলের, "শেষতা"—উপসর্জ্জনতা অর্থাৎ অপ্রধানতা, "ভবতি"—(হয়)—এই ক্রিয়াপদ যোজনাদ্বারা বাক্যশেষ করিতে হইবে। ৪৩

অতীত শ্লোকের অর্থ, ৪৪ হইতে ৪৮ এই পাঁচটি শ্লোকদ্বারা সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন:—

(ড) উক্ত অর্থের সবিস্তর বর্ণন।

মুমূর্ষোর্গৃহরক্ষাদৌ গৌণাত্মৈবোপযুজ্যতে।
ন মুখ্যাত্মা ন মিথ্যাত্মা পুত্রঃ শেষী ভবত্যতঃ ॥৪৪

অন্বয়—মুমূর্ষোঃ গৃহরক্ষাদৌ গৌণাত্মা এব উপযুজ্যতে; মুখ্যাত্মা ন; মিথ্যাত্মা ন; অতঃ পুত্রঃ শেষী ভবতি।

অনুবাদ—মুমূর্ষু ব্যক্তির গৃহরক্ষণাদিবিষয়ে গৌণাত্মারূপ পুত্রই উপযোগী, সাক্ষিরূপ মুখ্যাত্মা নহে বা দেহাদিরূপ মিথ্যাত্মাও নহে; এই কারণেই পুত্র শেষী বা প্রধান হয়।

টীকা—"গৃহরক্ষাদিষু"—গৃহের রক্ষা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কর্মে পুত্র-ভার্য্যাদিরূপ গৌণ আত্মাই উপযোগী হয়; কেন না, পুত্রাদিই উত্তর কালে—ব্যক্তির মৃত্যুর পরে বাঁচিবার ইচ্ছা রাখে। "মুখ্যাত্মা"—সাক্ষী আত্মা উপযোগী নহেন; কেননা, তিনি অবিকারী; মিথ্যাত্মা যে দেহাদি তাহাও উপযোগী নহে, কেননা, তাহা মরণোন্মুখ, ইহাই ভাবার্থ। এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন—"এই কারণেই" ইত্যাদি; অর্থ স্পষ্ট। ৪৪

উক্ত গৃহরক্ষাদি ব্যবহারে পিতা নিজে বিদ্যমান থাকিলেও পুত্রকে যে (আত্মা বলিয়া) গ্রহণ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

অধ্যেতা বহ্নিরিত্যত্র সন্নপ্যগ্নির্ন গৃহ্যতে।
অযোগ্যত্বেন যোগ্যত্বাদ্বটুরেবাত্র গৃহ্যতে ॥৪৫

অন্বয়—"অধ্যেতা বহ্নিঃ" ইতি অত্র সন্ অপি অগ্নিঃ অযোগ্যত্বেন ন গৃহ্যতে; অত্র যোগ্যত্বাৎ বটুঃ এব গৃহ্যতে।

অনুবাদ—"এই অধ্যয়ন কর্তা মানবক অগ্নি"—এই বাক্যে অগ্নি (শব্দ) নিকটে বিদ্যমান থাকিলেও তাহা অযোগ্য বলিয়া ('চ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ "অধ্যেতৃ" পদের অধ্যয়নকর্তৃরূপ অর্থে অগ্নিপদের অর্থের প্রকৃত সংসর্গ নাই বলিয়া অগ্নি বুঝিতে হইবে না—কিন্তু অধ্যয়ন কর্তা মানবককেই বুঝিতে হইবে।

টীকা—"এই অধ্যেতা হইতেছেন অগ্নি"—এই বাক্যের উচ্চারণে 'অগ্নি' স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিলেও, "অগ্নিঃ ন গৃহ্যতে"—তাহাকে অগ্নি শব্দের অর্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে না; কেননা, অগ্নির অধ্যেতৃত্ব অযোগ্য, কিন্তু মানবক বা বিদ্যার্থী বালককেই, এই প্রয়োগে অগ্নি শব্দের অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, "যোগ্যত্বাৎ"—কেননা, সেই বালকই অধ্যয়ন কর্তা হইবার যোগ্য, ইহাই অর্থ। ৪৫

এই প্রকারে পুত্রাদিরূপ গৌণ আত্মার প্রধানতাবোধক স্থলের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মিথ্যা আত্মার প্রধানতাবোধক স্থলের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন :—

কৃশোঽহং পুষ্টিমাপ্স্যামীত্যাদৌ দেহাত্মতোচিতা।
ন পুত্রং বিনিযুঙ্‌ক্তেঽত্র পুষ্টিহেত্বন্নভক্ষণে ॥৪৬

অন্বয়—"অহং কৃশঃ পুষ্টিম্ আপ্স্যামি" ইত্যাদৌ দেহাত্মতা উচিতা; অত্র পুষ্টিহেত্বন্নভক্ষণে পুত্রম্ ন বিনিযুঙ্‌ক্তে।

অনুবাদ—"আমি কৃশ হইয়াছি, আমাকে পুষ্টিলাভ করিতে হইবে' ইত্যাদি স্থলে দেহেরই আত্মতা উচিত। এস্থলে পুষ্টির জন্য অন্নভক্ষণে কেহ পুত্রকে নিযুক্ত করে না।

টীকা—"অহম্ কৃশঃ"—'আমি কৃশ হইয়াছি' এইহেতু (অন্নভক্ষণাদি দ্বারা), "পুষ্টিম্ আপ্স্যামি"—'পুষ্টিলাভ করিব,' "ইত্যাদৌ"—ইত্যাদিরূপ লোকব্যবহারে, অন্নভক্ষণযোগ্য দেহেরই "আত্মতা উচিতা"—আত্মরূপতা বুঝা উচিত। এই অর্থ লোকব্যবহার প্রদর্শন দ্বারা সমর্থন করিতেছেন—"এস্থলে পুষ্টির জন্য" ইত্যাদি। এইহেতু দেহেরই মুখ্যতা। ৪৬

আরও বলিতেছেন :—

তপসা স্বর্গমেষ্যামীত্যাদৌ কর্ত্রাত্মতোচিতা।
অনপেক্ষ্য বপুর্ভোগং চরেৎ কৃচ্ছ্রাদিকং ততঃ ॥৪৭

অন্বয়—"তপসা স্বর্গম্ এষ্যামি" ইত্যাদৌ কর্ত্রাত্মতা উচিতা; ততঃ বপুর্ভোগম্ অনপেক্ষ্য কৃচ্ছ্রাদিকম্ চরেৎ।

অনুবাদ—আমি তপস্যা দ্বারা স্বর্গলাভ করিব ইত্যাদি স্থলে কর্তৃরূপ জীবের আত্মতা বা প্রাধান্য মানিতে হইবে। সেইজন্য লোকে দেহের ভোগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্র, প্রাজাপত্যাদির অনুষ্ঠান করে।

টীকা—আবার লোকে যখন "আমি তপস্যা করিয়া স্বর্গ অর্জ্জন করিব" এই প্রকার ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তখন কর্তা বলিতে যে বিজ্ঞানময় কোশকে বুঝায়, তাহারই আত্মরূপতা বুঝিতে হয়, দেহাদির নহে; ইহাই ভাবার্থ। হেতু প্রদর্শনপূর্বক সেই কথাই বলিতেছেন :—"সেইজন্য লোকে" ইত্যাদি। যেহেতু দেহের আত্মতা বা দেহকে আত্মা বলিয়া বুঝা সঙ্গত নহে, সেইহেতু লোকে দেহের ভোগ পরিত্যাগ পূর্বক, কর্তা যে বিজ্ঞানময় তাহার স্বর্গপ্রাপক বলিয়া উপকারক, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিরূপ তপস্যার অনুষ্ঠান করে। দ্বাদশ দিবসসাধ্য ব্রতবিশেষের নাম কৃচ্ছ্র। তাহা পাদকৃচ্ছ্র, প্রাজাপত্যকৃচ্ছ্র, অর্দ্ধকৃচ্ছ্র, পাদোনকৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, সান্তপনকৃচ্ছ্র, মহাসান্তপনকৃচ্ছ্র, অতিসান্তপনকৃচ্ছ্র, তপ্তকৃচ্ছ্র, শীতকৃচ্ছ্র ও পরাককৃচ্ছ্র, ভেদে দ্বাদশ প্রকার। এই সকল প্রকার কৃচ্ছ্রেই ভোজনের একরূপ সংযমের ব্যবস্থা, অর্থাৎ ২৬ গ্রাসের অনধিক অন্নভক্ষণ, অর্দ্ধাশন, উপবাস, উপর্য্যুপরি উপবাস, পঞ্চগব্যভক্ষণ, অযাচিতান্নভক্ষণ, একবার ভোজন, রাত্রিভোজন, প্রভৃতি নিয়ম, এই ব্রতের প্রকারভেদে পালন করিতে হয়। চান্দ্রায়ণ মাসসাধ্য ব্রত, ইহা যবমধ্য ও পিপীলিকামধ্য ভেদে দুই প্রকারের হইয়া থাকে। শুক্লপ্রতিপদে একগ্রাস কুক্কুটাণ্ডসদৃশ অন্ন হইতে আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসীতে পঞ্চদশ গ্রাস এবং কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস কমাইতে কমাইতে অমাবস্যায় উপবাস—ইহাই যবমধ্য (অর্থাৎ মধ্যে স্ফীত) চান্দ্রায়ণের নিয়ম। পিপীলিকামধ্য (অর্থাৎ মধ্যে কৃশ) চান্দ্রায়ণ ইহার বিপরীত। ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে ইহাদের সবিশেষ বর্ণনা আছে। পাপনিবৃত্তির জন্য বেদবিহিত প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মের নাম তপঃ। সকাম ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, ইহারা স্বর্গাদি ফলপ্রদান করে; নিষ্কাম ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। ৪৭

আবার যেস্থলে মুখ্য আত্মাকে বুঝিতে হইবে, সেই স্থলের দৃষ্টান্ত দিতেছেন :

মোক্ষ্যেঽহমিত্যত্র যুক্তং চিদাত্মত্বং তদা পুমান্।
তদ্বেত্তি গুরুশাস্ত্রাভ্যাং ন তু কিঞ্চিচ্চিকীর্ষতি ॥৪৮

অন্বয়—পুমান্ "অহম্ মোক্ষ্যে" ইতি তদা গুরুশাস্ত্রাভ্যাম্ তৎ বেত্তি কিঞ্চিৎ ন তু চিকীর্ষতি; অত্র চিদাত্মত্বম্ যুক্তম্।

অনুবাদ—লোকে যখন (আপনাকে বদ্ধ জানিয়া) মনে করে 'আমি মুক্ত হইব', তখন গুরু ও শাস্ত্র দ্বারা সেই ব্রহ্ম চৈতন্যকেই অবগত হয়; অন্য কোনও প্রকার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে না। সেই স্থলে শুদ্ধ চৈতন্যেরই আত্মতা যুক্ত, অর্থাৎ আত্মন্ শব্দে মুখ্য আত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্য বুঝিতে হয়।

টীকা—যখন "পুমান্"—লোকে 'শমদমাদির অভ্যাস করিয়া মুক্তি সম্পাদন করিব'—এইরূপ বুদ্ধি বা সঙ্কল্প করে, "তদা গুরুশাস্ত্রাভ্যাম্"—তখন গুরু শাস্ত্র দ্বারা অর্থাৎ আচার্য্যকর্তৃক উপদিষ্ট মহাবাক্যের অর্থের—ব্রহ্ম ও আত্মার একতার, বিচারজনিত অপরোক্ষজ্ঞান দ্বারা,—"আমি কর্ত্তা প্রভৃতিরূপ আত্মা নহি কিন্তু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" এই প্রকারে চিদাত্মাকে জানিতে পারে। এইরূপ ব্যবহারে সেই সাক্ষীর "চিদাত্মত্ব"—শুদ্ধ চৈতন্যরূপতাই উচিত; সেইস্থলে বিজ্ঞানময় কর্ত্তা প্রভৃতিরূপ আত্মা বুঝা উচিত নহে, ইহাই ভাবার্থ। [সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—সত্য-জ্ঞান-অনন্ত এই তিনটিই ব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষণ। [বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম—বৃহদা উ, ১।৯।৩৪]—ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ—বৃত্তিজ্ঞান ও বিষয়সুখ হইতে ভিন্ন), [অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব—বৃহদা উ, ৪।৫।১৩]—অরে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাও ঠিক তদ্রূপ প্রজ্ঞানঘনই (জ্ঞান মূর্ত্তিই) তাহার অন্তরে বাহিরে কোন ভেদ নাই; এই সকল শ্রুতিবচন সেই আত্মার ব্রহ্মরূপতা প্রতিপাদন করিতেছে। ৪৮

উক্ত তিন প্রকার আত্মার ব্যবহার বিশেষে ব্যবস্থার দ্বারা যে প্রধানতা তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(চ) (৩৯-৪৩) এই পাঁচটি শ্লোকোক্ত তিন আত্মার ব্যবহার বিশেষে প্রধানতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

বিপ্রক্ষত্রাদয়ো যদ্বদ্ বৃহস্পতিসবাদিষু।
ব্যবস্থিতাস্তথা গৌণমিথ্যামুখ্যা যথোচিতম্ ॥ ৪৯

অন্বয়—যদ্বৎ বিপ্রক্ষত্রাদয়ঃ বৃহস্পতিসবাদিষু ব্যবস্থিতাঃ তথা গৌণমিথ্যামুখ্যাঃ যথোচিতম্।

অনুবাদ—যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ব্যবস্থাদ্বারা যথাক্রমে বৃহস্পতিসব, রাজসূয় ও বৈশ্যস্তোম যজ্ঞের অধিকার প্রাপ্ত, সেইরূপ গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্যরূপ আত্মার (ব্যবহারবিশেষে) যথাযোগ্য প্রধানতা।

টীকা—যেমন [ব্রাহ্মণঃ বৃহস্পতিসবেন যজেত]—ব্রাহ্মণই বৃহস্পতিসব যজ্ঞ

করিবেন এই বাক্যদ্বারা বৃহস্পতিসব নামক যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধিকার নাই ; আবার [রাজা রাজসূয়েন যজেত]—রাজা (ক্ষত্রিয়) রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, এইস্থলে ক্ষত্রিয়েরই অধিকার, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের নহে, আবার [বৈশ্যঃ বৈশ্যস্তোমেন যজেত] —বৈশ্য বৈশ্যস্তোম নামক যজ্ঞ করিবেন—এইস্থলে বৈশ্যেরই অধিকার অপরের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নহে; এই প্রকার "গৌণমিথ্যামুখ্যাঃ"—গৌণ মিথ্যা ও মুখ্য ভেদে তিন প্রকার আত্মার, "যথোচিতম্ ব্যবস্থিতাঃ"—যথাযোগ্য অর্থাৎ নিজ নিজ উচিত ব্যবহারে প্রধানতা ব্যবস্থিত, ইহাই তাৎপর্য্য। ৪৯

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(৭) ফলিতার্থ—আত্মার অতিশয় প্রীতি, আত্মার উপকারকে প্রীতি, অবশিষ্টে উভয়াভাব।

তত্র তত্রোচিতে প্রীতিরাত্মন্যেবাতিশায়িনী।
অনাত্মনি তু তচ্ছেষে প্রীতিরন্যত্র নোভয়ম্ ॥ ৫০

অন্বয়—তত্র তত্র উচিতে আত্মনি এব প্রীতিঃ অতিশায়িনী, তচ্ছেষে অনাত্মনি তু প্রীতিঃ ; অন্যত্র উভয়ম্ ন।

অনুবাদ—সেই সেই ব্যবহারে যে আত্মা উচিত বা যোগ্য তাহাতেই অতিশয় প্রীতি হয়, আর সেই সেই আত্মার শেষে অর্থাৎ উপকারক অনাত্মায় প্রীতি হয় ; আর অন্যবস্তুতে উভয়েরই অভাব।

টীকা—যে যে ব্যবহারে যে যে আত্মা যোগ্য, "তত্র তত্র"—সেই সেই ব্যবহারে "উচিতে আত্মনি এব"—উচিত বা উপযোগী বলিয়া প্রধানভূত আত্মাতেই "প্রীতিঃ অতিশায়িনী"—নিরতিশয় প্রীতি হয় ; "তচ্ছেষে"—সেই আত্মার শেষভূত অর্থাৎ ভোগ্যরূপ অনাত্মায় প্রীতি মাত্র হয়, নিরতিশয় প্রেম নহে, ইহাই ভাবার্থ। "অন্যত্র"—সেই আত্মা ও তাহার শেষ বা উপকারক ভিন্ন অন্য বস্তুতে, "ন উভয়ম্"—উভয় প্রকার প্রেমই নাই। এস্থলে অভিপ্রায় এই—যে বস্তু ইচ্ছার বিষয় হয় তাহাকে অনুকূল বলা হয়। সুখ, দুঃখাভাব এবং তদুভয়ের সাধনেই লোকের ইচ্ছা হয়, অন্য কিছুতে নহে। সেইহেতু সুখ, দুঃখাভাব ও এই উভয়ের দুইটি সাধন—এই চারিটিই অনুকূল। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ—যেহেতু আত্মা নিরতিশয় সুখ ও দুঃখাভাবরূপ, এই হেতু অতিশয় হইতেও অতিশয় অনুকূল ; এই কারণে পরম প্রেমের বিষয় বলিয়া প্রিয়তম। ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়জনিত সুখ যেহেতু ক্ষয় ও অতিশয় (বা তারতম্য) যুক্ত এবং সেই হেতু শোক ও ঈর্ষ্যারূপ দুঃখের কারণ, সেই হেতু আত্মার ন্যায় নিরতিশয় অনুকূল না হইলেও অতিশয় অনুকূল বটে—কিন্তু তাহাদের সাধনাপেক্ষা অধিক প্রীতির বিষয় বলিয়া প্রিয়তর ; আবার সুখ ও দুঃখাভাবের সাধন, যেহেতু স্বরূপতঃ সুখ বা দুঃখাভাবরূপ নহে, কিন্তু তাহাদের উৎপত্তি বা আবির্ভাবে উপযোগী, এই হেতু তাহারা অনুকূল এবং সেই হেতু প্রীতি মাত্রের বিষয় বলিয়া প্রিয়। উক্ত চারিটি ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু ইচ্ছার বিষয় হয় না ; এই হেতু অনুকূল নহে। কিন্তু

অনুকূল ও প্রতিকূল হইতে ভিন্ন উদাসীন এবং প্রতিকূল। এই কারণে প্রীতির বিষয় নহে বলিয়া প্রিয়ও নহে ; কিন্তু উপেক্ষা ও দ্বেষের বিষয় হয় বলিয়া উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্য। ৫০

আত্মার প্রিয়তমতা সিদ্ধি ; সর্ব্ববৃত্তিতে অপ্রতীতি পূর্ব্বক নিরোধরূপ যোগে এবং বিচারে তুল্যরূপ পরমানন্দতা লাভ।

১। প্রিয়তম, প্রিয়, উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্য ভেদে বস্তু চতুর্বিধ ; অনাত্ম বস্তুকে প্রীতিমানের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানীর যথার্থবচন দ্বারা একই উপদেশ, শিষ্যের প্রতি হইলে বর অন্যের প্রতি হইলে অভিসম্পাত ; এইরূপে আত্মা প্রিয়তম।

আর ৫০ শ্লোকে যে কথিত হইয়াছে "অন্য বস্তুতে উভয়েরই অভাব"—এই স্থলে অন্য শব্দের অর্থ, অবান্তর ভেদের উল্লেখ করিয়া নিরূপণ করিতেছেন :—

(ক) ৫০ শ্লোকোক্ত অন্য শব্দের অর্থ নির্ণয়কল্পে বস্তুর চতুর্ব্বিধতা।

উপেক্ষ্যং দ্বেষ্যমিত্যন্যদ্দ্বেধা মার্গতৃণাদিকম্।
উপেক্ষ্যং ব্যাঘ্রসর্পাদি দ্বেষ্যমেবং চতুর্ব্বিধম্॥ ৫১

অন্বয়—অন্যৎ উপেক্ষ্যম্ দ্বেষ্যম্ ইতি দ্বেধা ; মার্গতৃণাদিকম্ উপেক্ষ্যম্ ; ব্যাঘ্রসর্পাদি দ্বেষ্যম্ এবম্ চতুর্ব্বিধম্।

অনুবাদ—অন্য বস্তু উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্যভেদে দুই প্রকার ; পথের তৃণাদি উপেক্ষ্য আর ব্যাঘ্রসর্পাদি দ্বেষ্য। এই প্রকারে নিরতিশয় প্রিয়, প্রিয়, উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্য এই চারি প্রকারের বস্তু।

টীকা—"অন্যৎ"—অন্য বলিয়া ৫০ শ্লোকে যে যে বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা "উপেক্ষ্যম্"—উপেক্ষার বিষয় এবং "দ্বেষ্যম্"—দ্বেষের বিষয়, "ইতি দ্বেধা"—এইরূপে দুই প্রকারের হইয়া থাকে। সেই দুই প্রকারের উদাহরণ দিয়া উল্লেখ করিতেছেন:—"পথের তৃণাদি" ইত্যাদি। পথে বিদ্যমান তৃণ ঢেলা প্রভৃতি উপেক্ষ্য, আর আপনার উপদ্রবের হেতু যে ব্যাঘ্রাদি তাহা দ্বেষ্য, ইহাই ভাবার্থ। এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—"এই প্রকারে নিরতিশয় প্রিয়" ইত্যাদি। ৫১

উক্ত চতুর্ব্বিধতা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) উক্ত চতুর্ব্বিধতা প্রদর্শন ; প্রীতি অনুসারে উক্ত চতুর্ব্বিধ বিভাগে বস্তু নিয়ম নাই।

আত্মা শেষ উপেক্ষ্যং চ দ্বেষ্যং চেতি চতুর্ষ্বপি।
ন ব্যক্তিনিয়মঃ কিন্তু তত্তৎ কার্য্যাত্তথাতথা॥ ৫২

অন্বয়—আত্মা শেষঃ চ উপেক্ষ্য চ দ্বেষ্যম্ ইতি, চতুর্ষু অপি ব্যক্তিনিয়মঃ ন, কিন্তু তত্তৎ কার্য্যাৎ তথা তথা।

অনুবাদ—আত্মা প্রিয়তম, আত্মার শেষ বা উপকারক প্রিয়, অবশিষ্ট উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্য—এই চারি প্রকার বস্তু ; বস্তুর এই চারি প্রকারেও ব্যক্তিনিয়ম নাই

অর্থাৎ প্রিয়তমত্ব প্রভৃতির স্বরূপের নিয়ম নাই; কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ কার্য্য দ্বারা সেই সেই প্রিয়তমাদিরূপে ব্যবহৃত হয়।

টীকা—ভাল, আত্মা প্রভৃতি উক্ত চারিটি বস্তুর মধ্যে প্রিয়তমত্বাদি কি নিয়মিত অথবা অনিয়মিত? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—"এই চারি প্রকারেও ব্যক্তিনিয়ম নাই" ইত্যাদি। 'আত্মা প্রভৃতি চারিটি বস্তু বিষয়ে এইটিই প্রিয়তম, এইটিই প্রিয়, এইটিই উপেক্ষ্য এবং এইটিই দ্বেষ্য. অন্য কোনটিই সেই সেই রূপ নহে'—এইরূপ নিয়ম নাই, ইহাই অর্থ। তাহা হইলে কিরূপ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যদ্বারা" ইত্যাদি। সেই সেই উপকারাদিরূপ কার্য্যের তারতম্যানুসারে সেই সেই প্রিয়াদিরূপতা হয়। ইহাই অর্থ। ৫২

সেই নিয়মাভাব সকল স্থলেই বুঝা যাইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্য, দ্বেষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রেও সেই নিয়মাভাব দেখাইতেছেন :—

(গ) দ্বেষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রেও নিয়মাভাব।

স্যাদ্‌ব্যাঘ্রঃ সম্মুখো দ্বেষ্যো হ্যুপেক্ষ্যস্তু পরাঙ্‌মুখঃ।
লালনাদনুকূলশ্চেদ্বিনোদায়েতি শেষতাম্ ॥ ৫৩

অন্বয়—ব্যাঘ্রঃ সম্মুখঃ দ্বেষ্যঃ স্যাৎ, পরাঙ্মুখঃ চেৎ উপেক্ষ্যঃ লালনাৎ অনুকূলঃ বিনোদায় হি, ইতি শেষতাম্।

অনুবাদ—ব্যাঘ্র যদি সম্মুখীন হয় তবে দ্বেষ্য হয়; যদি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, তবে উপেক্ষ্য হয়; যদি লালনদ্বারা অনুকূল হয়, তবে চিত্ত-বিনোদনের জন্য সে শেষতাই প্রাপ্ত হয়—উপকারক বা আত্মসুখ সাধনই হয়।

টীকা—"ব্যাঘ্রঃ সম্মুখঃ দ্বেষ্যঃ"—ব্যাঘ্র যখন আমাকে ভক্ষণ করিবার জন্য আগমন করে তখন দ্বেষের বিষয় হয়, সেই ব্যাঘ্রই "চেৎ পরাঙ্মুখঃ"—যদি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় তখন "উপেক্ষ্যঃ ভবতি"—উপেক্ষার বিষয় হয়; আবার সেই ব্যাঘ্রই "যদি লালনাৎ স্বানুকূলঃ"—যদি লালনদ্বারা আপনার অনুকূল বা সুখসাধন হয়, "তদা বিনোদায়"—তখন চিত্তবিনোদনের কারণ অর্থাৎ আত্মসুখ সাধন হয়; "ইতি"-এই প্রকারে "শেষতাম্"—নিজের উপকারক বলিয়া প্রিয়তা প্রাপ্ত হয়, ইহাই ভাবার্থ। ৫৩

ভাল, একই বস্তুর প্রিয়তা প্রভৃতি তিন ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিলে ব্যবহারের ত' ব্যবস্থা হইবে না; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) প্রিয়াদি ব্যবহারের ব্যবস্থা ও লক্ষণ।

ব্যক্তীনাং নিয়মো মা ভূল্লক্ষণাত্তু ব্যবস্থিতিঃ।
আনুকূল্যং প্রাতিকূল্যং দ্বয়াভাবশ্চ লক্ষণম্ ॥ ৫৪

অন্বয়—ব্যক্তীনাম্ নিয়মঃ মা ভূৎ, লক্ষণাৎ তু ব্যবস্থিতিঃ; আনুকূল্যম্ প্রাতিকূল্যম্ দ্বয়াভাবঃ চ লক্ষণম্।

অনুবাদ—ব্যক্তিগত নিয়ম না থাকিলেও (অনুকূলতাদিরূপ) লক্ষণদ্বারা সেই সেই ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়; অনুকূলতা, প্রতিকূলতা ও তদুভয়ের অভাব, ইহাই প্রিয়ত্বাদির লক্ষণ।

টীকা—ব্যক্তির অর্থাৎ প্রিয়তা প্রভৃতির যে স্বরূপ তাহার নিয়মাভাব হইলেও, লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা হইবে, ইহাই অর্থ। প্রিয়তা প্রভৃতির লক্ষণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, সেই প্রিয়, দ্বেষ্য ও উপেক্ষ্যের লক্ষণ বলিতেছেন:—অনুকূলতা, প্রতিকূলতা বা দুঃখসাধনতা দ্বেষ্যের লক্ষণ; আর অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা এই উভয়েরই অভাব উপেক্ষ্যের লক্ষণ। ৫৪

৫১ হইতে ৫৪ পর্য্যন্ত এই কয়েকটি শ্লোক রচনা দ্বারা প্রতিপাদিত অর্থ মুমুক্ষুগণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, সেইজন্য সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন:—

(ঙ) প্রতিপাদিত অর্থের সংক্ষেপে বর্ণন। সেই অর্থে মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণলক সমর্থনা।

আত্মা প্রেয়ান্ প্রিয়ঃশেষো দ্বেষ্যোপেক্ষ্যে তদন্যয়োঃ
ইতি ব্যবস্থিতো লোকো যাজ্ঞবল্ক্যমতং চ তৎ॥৫৫

অন্বয়—আত্মা প্রেয়ান্, শেষঃ প্রিয়ঃ, তদন্যয়োঃ দ্বেষ্যোপেক্ষ্যে, ইতি লোকঃ ব্যবস্থিতঃ তৎ চ যাজ্ঞবল্ক্যমতম্।

অনুবাদ—আত্মা হইতেছেন প্রিয়তম; আত্মার শেষ বা উপকারক প্রিয়; আর তদ্ভিন্ন অপর সকল বস্তু দ্বেষ্য ও উপেক্ষ্য; এই প্রকারে লোক ব্যবহারে ব্যবস্থা আছে। আর ইহা যাজ্ঞবল্ক্যেরও মত।

টীকা—"আত্মা"—প্রত্যক্ (আন্তর) আনন্দ, "প্রেয়ান্"—অতিমাত্র প্রিয়; "শেষঃ"—আত্মার সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত বস্তু প্রিয়; "তদন্যয়োঃ"—সেই আত্মা এবং আত্মার শেষ বা উপকারক এই উভয় হইতে ভিন্ন—ব্যাঘ্র ও পথস্থিত তৃণাদিরূপ, প্রতিকূলতার এবং অনুকূলতা-প্রতিকূলতা এতদুভয়ের রাহিত্যানুসারে যথাক্রমে দ্বেষ্য ও উপেক্ষ্য হয়; "ইতি লোকঃ ব্যবস্থিতঃ"—এই চারিপ্রকারে লৌকিক ব্যবহার ব্যবস্থা বা ভেদ প্রাপ্ত হয়। উক্ত চারি প্রকারের অতিরিক্ত আর কিছুই নাই, ইহাই অভিপ্রায়। এই অর্থ শ্রুতিরও অভিমত, ইহাই বলিতেছেন—"আর ইহা যাজ্ঞবল্ক্যের মত।" আত্মা প্রভৃতির যে প্রিয়তমত্বাদি তাহা যাজ্ঞবল্ক্যেরও সম্মত। ৫৫

বৃহদারণ্যকোপনিষদের কেবল মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ নামক প্রকরণেই আত্মার প্রিয়তমতা-বর্ণিত হইয়াছে এইরূপ নহে, "পুরুষবিধ" ব্রাহ্মণেও তাহা বর্ণিত হইয়াছে—ইহা দেখাইবার জন্য সেই পুরুষবিধ ব্রাহ্মণের বাক্যের অর্থ সংক্ষেপে বলিতেছেন:—

(চ) আত্মার প্রিয়তমতা বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্তর্গত 'পুরুষবিধ' ব্রাহ্মণবাক্যের অর্থ।

অন্যত্রাপি শ্রুতিঃ প্রাহ পুত্রাদ্বিত্তাত্তথান্যতঃ।
সর্ব্বস্মাদান্তরং তত্ত্বং তদেতৎ প্রেয় ঈক্ষ্যতাম্॥৫৬

অন্বয়—"পুত্রাৎ বিত্তাৎ তথা অন্যতঃ সর্ব্বস্মাৎ আন্তরম্ তত্ত্বম্, তৎ এতৎ প্রেয়ঃ ঈক্ষ্যতাম্"—অন্যত্র অপি শ্রুতিঃ প্রাহ।

অনুবাদ—"পুত্র বিত্ত এবং অন্যান্য সমুদয় বস্তু হইতে আভ্যন্তর তত্ত্ব যে আত্মা, তাহাকেই এই প্রিয়তম বলিয়া দেখ অর্থাৎ জান"—শ্রুতি স্থানান্তরেও এইরূপ বলিয়াছেন।

টীকা—[তৎ এতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরম্ যদয়ম্ আত্মা—বৃহদা, উ, ১।৪।৮]—(অন্য বস্তু ত্যাগ করিয়া আত্মারই উপাসনা করিতে হইবে কেন, তাহার কারণ প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন) সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম অর্থাৎ সন্নিহিত যে এই আত্মতত্ত্ব ইহা পুত্র অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, এমন কি অন্য সমস্ত হইতেই অধিক প্রিয়—এই বাক্যদ্বারা, পুত্র এবং গৃহ, ক্ষেত্র, পশু প্রভৃতিরূপ, "সর্ব্বস্মাৎ আন্তরম্ তত্ত্বম্"—সমস্ত পদার্থ হইতে আন্তর আত্মতত্ত্বের প্রিয়তমতা কথিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। ৫৬

ভাল, শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আলোচ্য বিষয়ে কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ছ) শ্রুতি বিচার দ্বারা আলোচ্য সাক্ষার মুখ্যাত্মতাসিদ্ধি; সেই বিচারের স্বরূপ।

শ্রৌত্যা বিচারদৃষ্ট্যায়ং সাক্ষ্যেবাত্মা ন চেতরঃ।
কোশান্ পঞ্চ বিবিচ্যান্তর্ব্বস্তুদৃষ্টির্বিচারণা॥ ৫৭

অন্বয়—শ্রৌত্যা বিচারদৃষ্ট্যা অয়ম্ সাক্ষী এব আত্মা; ইতরঃ চ ন। পঞ্চ কোশান্ বিবিচ্য অন্তর্ব্বস্তুদৃষ্টিঃ বিচারণা।

অনুবাদ—শ্রুত্যনুসারিণী বিচারদৃষ্টিদ্বারা এই সাক্ষী চৈতন্যকেই আত্মা বলিয়া পাওয়া যায়, অন্য কিছুকেই নহে, পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্ করিয়া যে অন্তর্ব্বস্তু-দর্শন, তাহাই বিচার।

টীকা—"বিচারদৃষ্ট্যা"—শ্রুত্যর্থের পর্য্যালোচনারূপ বিচার দ্বারা, সাক্ষীরই মুখ্যাত্মতা সিদ্ধ হয়, অন্যের অর্থাৎ পুত্রাদির নহে, ইহাই অর্থ। এস্থলে "বিচারদৃষ্ট্যা" এইরূপ যে বলা হইল, সেই বিচারের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন :—"পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্ করিয়া" ইত্যাদি। অন্নময় প্রভৃতি "পঞ্চ কোশান্"—পঞ্চ কোশকে তৈত্তিরীয়োপনিষদে (ভৃগুবল্লী ২য় হইতে ৬ষ্ঠ অনুবাকে) বর্ণিত প্রকারে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া সেই সেই কোশ সমূহের অভ্যন্তরে স্থিত আত্মার যে অনুভব, তাহাই বিচারণা শব্দের অর্থ। ৫৭

অভ্যন্তরে অবস্থিত বস্তুকে কি প্রকারে দর্শন করিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন :—

(জ) আভ্যন্তর বস্তুর দর্শন প্রকার।

জাগরস্বপ্নসুপ্তীনামাগমাপায়ভাসনম্।
যতো ভবত্যসাবাত্মা স্বপ্রকাশচিদাত্মকঃ॥ ৫৮

অন্বয়—জাগরস্বপ্নসুপ্তীনাম্ আগমাপায়ভাসনম্ যতঃ ভবতি অসৌ স্বপ্রকাশ-চিদাত্মকঃ আত্মা।

অনুবাদ—জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তিনিই স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা।

টীকা—জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থাসমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর অবস্থার উৎপত্তি ও পূর্ব পূর্ব অবস্থার নিবৃত্তি যে নিত্যচৈতন্য সাক্ষীর দ্বারা প্রকাশিত হয়, "অসৌ স্বপ্রকাশচিদাত্মকঃ আত্মা" তাহাই স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, ইহাই অর্থ। ৫৮

৫৬ শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের অর্থ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন:—

(খ) আত্মার উপকারক প্রাণ হইতে ধন পর্য্যন্ত বস্তুসমূহের আপেক্ষিক আন্তরতা এবং তদনুসারে প্রীতির তারতম্য।

শেষাঃ প্রাণাদিবিত্তান্তা আসন্নাস্তারতম্যতঃ।
প্রীতিস্তথা তারতম্যাত্তেষু সর্ব্বেষু বীক্ষ্যতে॥ ৫৯

অন্বয়—শেষাঃ প্রাণাদিবিত্তান্তাঃ তারতম্যতঃ আসন্নাঃ। তথা তেষু সর্ব্বেষু তারতম্যাৎ প্রীতিঃ বীক্ষ্যতে।

অনুবাদ—আত্মার শেষ বা উপকারক ভোগ্য সামগ্রীরূপ, প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিত্ত পর্য্যন্ত পদার্থ ন্যূনাধিকরূপে আত্মার সমীপবর্ত্তী; সেই সামীপ্যের তারতম্যানুসারে সেই সকল পদার্থে লোকের প্রীতি ন্যূনাধিক দৃষ্ট হয়।

টীকা—সাক্ষী হইতে ভিন্ন "প্রাণাদিবিত্তান্তাঃ"—প্রাণ প্রভৃতি হইতে ধন পর্য্যন্ত যে সকল পদার্থ পরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত হইবে তাহারা, "তারতম্যেন"—ন্যূনাধিকরূপে আত্মার "আসন্নাঃ"—সমীপবর্ত্তী। সেই ন্যূনাধিকরূপে সমীপবর্ত্তিতাবিষয়ে (অনুভবরূপ) কারণ প্রদর্শন করিতেছেন "সেই সেই সামীপ্যের" ইত্যাদি। যে পরিমাণে আন্তরতার অর্থাৎ আত্মসমীপতার তারতম্য সেই পরিমাণেই "তেষু সর্ব্বেষু"—সেই প্রাণাদিতে, "তারতম্যাৎ প্রীতিঃ বীক্ষ্যতে"—তারতম্যানুসারে সকল লোকের প্রীতি দেখা যায়, ইহাই অর্থ। ৫৯

প্রীতির তারতম্যানুসারে অনুভব স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিতেছেন:—

(ক) প্রীতির তারতম্যতার স্পষ্টীকরণ।

বিত্তাৎ পুত্রঃ প্রিয়ঃ পুত্রাৎ পিণ্ডঃ পিণ্ডাত্তথেন্দ্রিয়ম্।
ইন্দ্রিয়াচ্চ প্রিয়ঃ প্রাণঃ প্রাণাদাত্মা প্রিয়ঃ পরঃ॥ ৬০

অন্বয়—বিত্তাৎ পুত্রঃ প্রিয়ঃ, পুত্রাৎ পিণ্ডঃ, তথা পিণ্ডাৎ ইন্দ্রিয়ম্, ইন্দ্রিয়াৎ চ প্রাণঃ প্রিয়ঃ, প্রাণাৎ আত্মা পরঃ প্রিয়ঃ।

অনুবাদ—বিত্ত অপেক্ষা পুত্র প্রিয়; পুত্র অপেক্ষা স্বকীয় দেহ প্রিয়; দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় প্রিয়; ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রাণ অর্থাৎ তদুপলক্ষিত মন প্রিয়; প্রাণোপলক্ষিত মন অপেক্ষা আত্মা পরম প্রিয়।

টীকা—এস্থলে প্রাণশব্দ দ্বারা প্রাণোপলক্ষিত মনকে বুঝিবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ মনই স্বরূপানন্দের প্রতিবিম্বের গ্রাহক এবং ইন্দ্রিয় সমূহের প্রেরক বলিয়া তাহাদের স্বামী;

দ্বিতীয়তঃ নেত্রাদি ইন্দ্রিয় যখন পীড়াবশতঃ মনের বিক্ষেপের কারণ হয় তখন লোকে মনোযুক্ত থাকিয়া বলে এই ইন্দ্রিয় তিরোহিত হইলেই আমি বাঁচি (সুখে থাকি)। এইহেতু প্রাণশব্দ দ্বারা মনকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু মনের সঞ্চার বা দেহ হইতে বহির্গমন প্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া হয় না; এইহেতু প্রাণেরই উল্লেখ হইয়াছে। যাহা হউক শ্লোকটির অভিপ্রায় এই— সকল লোকেই পুত্রভার্য্যাদির বিপন্নিবারণের জন্ত ধন ব্যয় করিয়া থাকে এবং নিজদেহ রক্ষা করিবার জন্ত কখন কখন পুত্রাদিকেও দান বা বিক্রয় করিয়া থাকে; ইন্দ্রিয়ের বিলোপ পরিহার করিবার জন্ত তাড়ন বা অস্ত্রোপচারাদিরূপ দেহপীড়া স্বীকার করিয়া থাকে; আবার মরণ সম্ভাবনা ঘটিলে, তাহার পরিহারের জন্ত ইন্দ্রিয় বিকলতা বা অঙ্গাদির ছেদন (amputation) স্বীকার করে। এইহেতু ধন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্যান্ত পদার্থ সমূহে উত্তরোত্তর প্রিয়তার আধিক্য সকলেরই নিজ নিজ অনুভবসিদ্ধ। আর আত্মা যে নিরতিশয় প্রেমাস্পদরূপে প্রিয়তম তাহা বিদ্বান্‌দিগের অনুভবসিদ্ধ। ৬০

এই প্রকারে আত্মার প্রিয়তমতা শ্রৌত প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইলেও, তদ্বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে বিবাদের নিবৃত্তি করিবার জন্ত শ্রুতি সেই বিবাদের বর্ণন করিয়াছেন, ইহাই বলিতেছেন:—

(ট) আত্মার প্রিয়তমতা বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে বিবাদ, শ্রুতিবর্ণিত; বিবাদের সিদ্ধান্ত নির্ণয়।

এবং স্থিতে বিবাদেঽত্র প্রতিবুদ্ধবিমূঢ়য়োঃ।
শ্রুত্যোদাহারি তত্রাত্মা প্রেয়ানিত্যেব নির্ণয়ঃ॥৬১

অন্বয়—এবম্ স্থিতে অত্র প্রতিবুদ্ধবিমূঢ়য়োঃ বিবাদঃ শ্রুত্যা উদাহারি; তত্র আত্মা প্রেয়ান্ ইতি এব নির্ণয়ঃ।

অনুবাদ—এই প্রকারে আত্মার প্রিয়তমতা সিদ্ধ হইলেও এই প্রিয়তমতা লইয়া জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর মধ্যে যে বিবাদ, তাহা শ্রুতিকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে; সেই বিবাদে আত্মাই যে নিরতিশয় প্রিয় ইহাই নির্ণীত হইয়াছে।

টীকা—সেই নির্ণয়ের বর্ণন করিতেছেন—সেই বিবাদে কি প্রকার নির্ণয় হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সেই বিবাদে" ইত্যাদি। সেই বিবাদে আত্মা যে প্রিয়তম তাহাই উপপাদিত হওয়ায়, আত্মার প্রিয়তমতা নির্ণয় হইয়াছে। ৬১

সেই বিবাদ প্রদর্শন করিতেছেন:—

(ঠ) জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে সেই বিবাদের বর্ণন

সাক্ষ্যেব দৃশ্যাদন্যস্মাৎ প্রেয়ানিত্যাহ তত্ত্ববিৎ।
প্রেয়ান্ পুত্রাদিরেবেমং ভোক্তুং সাক্ষীতি মূঢ়ধীঃ॥ ৬২

অন্বয়—সাক্ষী এব অন্যস্মাৎ দৃশ্যাৎ প্রেয়ান্ ইতি তত্ত্ববিৎ আহ। প্রেয়ান্ পুত্রাদিঃ এব, সাক্ষী ইমম্ ভোক্তুম্ ইতি মূঢ়ধীঃ।

অনুবাদ ও টীকা—তত্ত্বজ্ঞানী বলেন সাক্ষীই অন্য দৃশ্য পদার্থ অপেক্ষা প্রিয়; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তি বলে পুত্রাদিই প্রিয়তম; পুত্রাদিজনিত সুখভোগের নিমিত্তই সাক্ষিচৈতন্য প্রিয়। ৬২

আত্মভিন্ন বস্তুর প্রিয়তা লইয়া প্রশ্নকারীর বিভাগ করিয়া উত্তর দিবার জন্য সেইরূপ প্রশ্নকারীর (বাদীর) বিভাগ বর্ণন করিতেছেন :—

ড) আত্মভিন্ন বস্তুর প্রিয়তা বিষয়ে প্রশ্ন শিষ্যকর্তৃক হইলে জ্ঞানীর উত্তর বরস্বরূপ, প্রতিবাদিকর্তৃক হইলে, শাপস্বরূপ।

আত্মনোহন্যং প্রিয়ং ব্রূতে শিষ্যশ্চ প্রতিবাদ্যপি।
তস্যোত্তরং বচো বোধশাপৌ কুর্য্যাত্তয়োঃ ক্রমাৎ॥৬৩

অন্বয়—শিষ্যঃ চ প্রতিবাদী অপি আত্মনঃ অন্যম্ প্রিয়ম্ ব্রূতে; তয়োঃ তস্য উত্তরম্ বচঃ ক্রমাৎ বোধশাপৌ কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ—যাহারা আত্মব্যতীত বস্তুকে প্রিয় বলে, তাহারা হয় শিষ্য, না হয় প্রতিবাদী; উক্ত প্রশ্নের জ্ঞানীর উত্তররূপ বচন, তদুভয়ের মধ্যে শিষ্যের পক্ষে জ্ঞানোৎপাদক, এবং অন্যের পক্ষে অভিসম্পাতরূপ।

টীকা—জ্ঞানীর উত্তর কথন তদুভয়ের নিকট কি প্রকার প্রতিভাত হয়, তাহাই বলিতেছেন—"উক্ত প্রশ্নের জ্ঞানীর উত্তর বচন"—ইত্যাদি; "তয়োঃ"—শিষ্য ও প্রতিবাদী এতদুভয় সম্বন্ধে; "তস্য"—প্রশ্ন বচনের; "উত্তরম্ বচঃ"—জ্ঞানিকর্তৃক প্রত্যুত্তরবাক্য "ক্রমেণ"—যথাক্রমে; "বোধশাপৌ"—বোধরূপ ফল উৎপাদন করে কিম্বা অভিসম্পাতরূপ হয়। ৬৩

জ্ঞানীর প্রতিবচন প্রদানরূপ বাক্যটি [সঃ যঃ অন্যম্ আত্মনঃ প্রিয়ম্ ব্রুবাণঃ ব্রূয়াৎ প্রিয়ম্ রোৎস্যতি ইতি; ঈশ্বরঃ হ তথা এব স্যাৎ—বৃহদা উ, ১।৪।৮]—আত্মতত্ত্বজ্ঞ লোক ঈশ্বর অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিবিশেষ লাভ করিয়া থাকেন; তিনি, যে ব্যক্তি আত্মভিন্ন বস্তুকে অধিকতর প্রিয় বলে, তাহাকে যদি বলেন, 'তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু "রোৎস্যতি"—নিরোধম্ প্রাপ স্যতি বিনশ্যতি'—তাহা হইলে ঠিক সেইরূপই হইবে—ইহা ৬৩ শ্লোকোক্ত শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্য—ইহাই অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ঢ) জ্ঞানীর উত্তরের আকার, শিষ্যের পুত্রাদিবিষয়ে নিজ কথিত প্রিয়তার দোষদৃষ্টি।

প্রিয়ং ত্বাং রোৎস্যতীত্যেবমুত্তরং ব্যক্তি তত্ত্ববিৎ।
স্বোক্তপ্রিয়স্য দুষ্টত্বং শিষ্যো বেত্তি বিবেকতঃ॥ ৬৪

অন্বয়—তত্ত্ববিৎ "প্রিয়ম্ ত্বাম্ রোৎস্যতি" ইতি এবং উত্তরম্ ব্যক্তি; শিষ্যঃ স্বোক্তপ্রিয়স্য বিবেকতঃ দুষ্টত্বম্ বেত্তি।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানী এইরূপ উত্তর দেন 'তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু তোমাকে

কাঁদাইবে * ইহার দ্বারা শিষ্য আপনার অভিমত প্রিয় বস্তুর বিচারদ্বারা তাহাকে দোষযুক্ত বলিয়া বুঝিয়া যান।

টীকা—"তত্ত্ববিৎ"—তত্ত্বজ্ঞানী, শিষ্য ও প্রতিবাদী এই উভয়ের প্রতি, হে শিষ্য, হে প্রতিবাদিন্ "প্রিয়ম্"—তোমার অভিপ্রেত পুত্রাদিরূপ প্রিয়বস্তু, আপনার বিনাশদ্বারা, "ত্বাম্" —তোমাকে অর্থাৎ শিষ্যকে অথবা প্রতিবাদিকে, "রোৎস্যতি"—'রোদয়িষ্যতি' রোদন করাইবে (?) "ইতি এবম্"—এই অর্থের বচনদ্বারা "উত্তরম্ ব্যক্তি"—প্রতিবচন দিয়া থাকেন, বলেন। এই একটিমাত্র বাক্য কি প্রকারে শিষ্য ও প্রতিবাদী এই উভয়েরই উত্তররূপ হইল ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, শিষ্যের প্রতি সেই বাক্য যে প্রকারে উত্তররূপ হইল, তাহাই সার্দ্ধ চারিটী শ্লোকে অর্থাৎ ৬৪ শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতে ৬৮ শ্লোক পর্য্যন্ত বাক্যে প্রদর্শন করিতেছেন— "ইহার দ্বারা শিষ্য আপনার অভিমত" ইত্যাদি। "শিষ্যঃ স্বোক্তপ্রিয়স্য"—শিষ্য নিজে যে পুত্রাদিকে প্রীতির বিষয় মনে করিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহাই "বিবেকতঃ"—অগ্রে (৬৫ শ্লোকে) বর্ণিত দোষের বিচারদ্বারা—"দুষ্টত্বম্ বেত্তি"—তাহাদিগকে দোষযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারেন। ৬৪

সেই দোষবিচারের প্রকার তিনটী শ্লোকদ্বারা দেখাইতেছেন :—

(ক) পুত্রাদিতে দোষ-দৃষ্টির বর্ণন।

অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরৌ ক্লেশয়েচ্চিরম্।
লব্ধোঽপি গর্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে ॥ ৬৫

অন্বয়—তনয়ঃ অলভ্যমানঃ পিতরৌ চিরম্ ক্লেশয়েৎ ; লব্ধঃ অপি গর্ভপাতেন চ প্রসবেন বাধতে।

অনুবাদ ও টীকা—তনয় অপ্রাপ্ত থাকিলে অর্থাৎ না জন্মিলে, পিতামাতাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অর্থাৎ যতদিন না জন্মে ততদিন ধরিয়া মনঃক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে ; আবার গর্ভে আসিলে গর্ভপাত ও প্রসব যন্ত্রণাদ্বারা মাতার পীড়াদায়ক হয়। ৬৫

জাতস্য গ্রহরোগাদিঃ কুমারস্য চ মূর্খতা।
উপনীতেঽপ্যবিদ্যত্বমনুদ্বাহশ্চ পণ্ডিতে ॥ ৬৬

* "প্রিয়ং ত্বাম্ রোৎস্যতি"—মূলের এই শব্দত্রয়ের ব্যাখ্যায় টীকাকার রামকৃষ্ণ ইহার অর্থ করিলেন 'তোমার অভিপ্রেত পুত্রাদিরূপ প্রিয় নিজবিনাশদ্বারা তোমাকে কাঁদাইবে' কিন্তু ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—"প্রিয়ম্ তব অভিমতম্ পুত্রাদিলক্ষণম্ রোৎস্যতি আবরণম্ প্রাপয়িষ্যতি প্রাণান্ বিনঙ্ক্ষ্যতি ইতি—'তোমার (অভিমত) প্রিয় পুত্রাদি বিরোধ প্রাপ্ত হইলে বিনষ্ট হইবে।' ভাষ্যকার "রোৎস্যতি" পদটি রুধ্ ধাতুনিষ্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ; টীকাকার রামকৃষ্ণ লিখিয়াছেন "রোৎস্যতি রোদয়িষ্যতি" রুদ্ ধাতুর (ছান্দস) প্রয়োগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার অর্থ 'তোমাকে নিরুদ্ধ রাখিবে, মোক্ষ পাইতে দিবে না'—এইরূপ অর্থই যুক্তিসঙ্গত হয়।

অন্বয়—জাতস্য গ্রহরোগাদিঃ, চ কুমারস্য মূর্খতা, উপনীতে অপি অবিদ্যত্বম্, চ পণ্ডিতে অনুদ্বাহঃ।

অনুবাদ ও টীকা।—অবিঘ্নে জাত বালকের বাল্যকালে গ্রহ ও রোগ (শনৈশ্চরাদি গ্রহবৈগুণ্য অথবা পেঁচোয় পাওয়া) এবং শৈত্যাদি জনিত রোগ (ঘুংড়ি ইত্যাদি)—চিন্তার কারণ হয়; আবার পাঁচ বৎসরের পর পৌগণ্ডাবস্থাপ্রাপ্ত বালকের (অধ্যয়নাভাবজনিত) মূর্খতা পিতামাতার দুশ্চিন্তার কারণ হয়; আবার উপনয়ন সংস্কারের পর বালকের বিদ্যাহীনতা, আবার বালক বিদ্বান্ হইলে পর তাহার বিবাহ হইল না বলিয়া পিতামাতার দুশ্চিন্তার বিষয় হয়। ৬৬

পুনশ্চ পরদারাদি দারিদ্র্যং চ কুটুম্বিনঃ।
পিত্রোর্দুঃখস্য নাস্ত্যন্তো ধনী চেন্ম্রিয়তে তদা॥ ৬৭

অন্বয় পুনঃ চ পরদারাদি চ কুটুম্বিনঃ দারিদ্র্যম্ ধনী চেৎ তদা ম্রিয়তে; পিত্রোঃ দুঃখস্য ন অন্তঃ অস্তি।

অনুবাদ ও টীকা—আবার বিবাহ হইলে পরও পুত্রের পরদারাদ্যাসক্তি লইয়া কিম্বা বহুকুটুম্ব হইলে পুত্রের দরিদ্রতা লইয়া অথবা পুত্র ধনী হইয়া মরিলে তাহার মৃত্যু, পিতামাতার দুঃখের কারণ হয়। এই হেতু তাহাদের পুত্রজনিত দুঃখের অন্ত নাই। ৬৭

এই প্রকারে ৬৪ শ্লোক হইতে বর্ণিত পুত্রজনিত দোষসমূহের বর্ণন স্ত্রী, ধন প্রভৃতি সকল বিষয়ক দোষের উপলক্ষণ মাত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। (ধন ও স্ত্রী বিষয়ক দোষের বর্ণন পূর্ব্বে ৭।১৩৯,১৪০ শ্লোকে বর্ণিত হইয়া গিয়াছে):—

এবং বিবিচ্য পুত্রাদৌ প্রীতিং ত্যক্ত্বা নিজাত্মনি।
নিশ্চিত্য পরমাং প্রীতিং বীক্ষতে তমহর্নিশম্॥ ৬৮

অন্বয়—এবম্ পুত্রাদৌ বিবিচ্য প্রীতিম্ ত্যক্ত্বা নিজাত্মনি পরাম্ প্রীতিম্ নিশ্চিত্য তম্ অহর্নিশম্ বীক্ষতে।

অনুবাদ—এইরূপ বিচার দ্বারা পুত্র প্রভৃতিতে প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় আত্মায় পরম প্রীতি স্থির করিয়া, তাঁহাকেই নিরন্তর দর্শন করিতে হয়।

টীকা—"এবম্"—এই অর্থাৎ ৬৪ শ্লোক হইতে বর্ণিত প্রকারে "পুত্রাদৌ"—পুত্র প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে, "বিবিচ্য"—বিদ্যমান দোষসমূহকে বিভাগ করিয়া জানিয়া তাহাতে "প্রীতিম্ পরিত্যজ্য"—প্রীতির পরিহার করিয়া, "নিজাত্মনি" প্রত্যগাত্মরূপ সাক্ষীতে "পরমাম্ প্রীতিম্

নিশ্চিত্য"—নিরতিশয় প্রীতি নিশ্চয় করিয়া "তম্" —সেই প্রত্যগাত্মাকেই, "অহর্নিশম্"—সর্ব্বদা "বীক্ষতে"—দেখিতে হয়, তাঁহারই অনুসন্ধান করিতে হয়। ৬৮

"তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু তোমাকে কাঁদাইবে"—এই বাক্যটী প্রতিবাদীর প্রতি অভিসম্পাতরূপ হয় কি প্রকারে, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন :—

(ত) প্রতিবাদীর প্রতি জ্ঞানীর (৬৩ শ্লোকোক্ত বচন অভিসম্পাত স্বরূপ

আগ্রহাদ্ব্রহ্মবিদ্বেষাদপি পক্ষমমুঞ্চতঃ।
বাদিনো নরকঃ প্রোক্তো দোষশ্চ বহুযোনিষু॥৬৯

অন্বয়—আগ্রহাৎ ব্রহ্মবিদ্ দ্বেষাৎ অপি পক্ষম্ অমুঞ্চতঃ বাদিনঃ নরকঃ চ বহুযোনিষু দোষঃ প্রোক্তঃ।

অনুবাদ—প্রতিবাদী যদি আগ্রহবশতঃ কিম্বা তত্ত্বজ্ঞের প্রতি দ্বেষবশতঃ নিজের পক্ষ (পুত্রাদির প্রিয়তারূপ পক্ষ) ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহার নরকপ্রাপ্তি এবং তির্য্যগাদি বহু জন্মে জন্মে পুত্রাদি ইষ্টবিয়োগরূপ অনিষ্ট প্রাপ্তি হয়; ইহা তত্ত্বজ্ঞানিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

টীকা—"আগ্রহাৎ"—প্রতিবাদী যদি 'আমি যে বলিয়াছি, পুত্রাদিই প্রিয়তম, সেই পুত্রাদির প্রতি প্রীতি আমি ত্যাগ করিব না'—এইরূপ আগ্রহবশতঃ; "ব্রহ্মবিদ্ দ্বেষাৎ"—'এই তত্ত্বজ্ঞানী যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি উল্টাইয়া দিব'—এই প্রকার ব্রহ্মবেত্তার প্রতি দ্বেষবশতঃ, "পক্ষম্ অমুঞ্চতঃ"—পুত্রাদির প্রিয়তাকথনরূপ পক্ষের পরিহার না করেন, তাহা হইলে "বাদিনঃ নরকঃ"—প্রতিবাদীর প্রতি নরকপ্রাপ্তি এবং "বহুযোনিষু দোষঃ প্রোক্তঃ"—তির্য্যগাদিরূপ অনেক জন্মে পুত্রভার্য্যাদিরূপ প্রিয়ের বিয়োগ এবং অনিষ্টপ্রাপ্তিরূপ দোষ, যে জ্ঞানী বলেন তোমার অভিমত প্রিয় তোমাকে কাঁদাইবে, সেই জ্ঞানিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ৬৯

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীর দ্বারা কথিত একই বাক্য শিষ্যের প্রতি উপদেশরূপ এবং বাদীর প্রতি শাপরূপ, এই প্রকারে তাহার দুইটী বিরুদ্ধরূপ কি প্রকারে ঘটিতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন উত্তরদাতা তত্ত্বজ্ঞানী (যাঁহাকে প্রিয়তমতা বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়) ঈশ্বররূপ বলিয়া, তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার উত্তরের উপদেশরূপতা এবং শাপরূপতা ঘটিবে এই অভিপ্রায় লইয়া উক্ত অর্থের প্রতিপাদক [ঈশ্বরঃ হ তথা এব স্যাৎ]—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ঈশ্বর • • • তিনি যদি বলেন তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু বিনষ্ট হইবে, তাহা হইলে ঠিক সেইরূপই হইবে; এই অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যের অর্থ বলিতেছেন :—

() তত্ত্বজ্ঞানী ঈশ্বররূপ; সেই ঈশ্বরতাবিষয়ে অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্রুতির তাৎপর্য্য।

ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মরূপত্বাদীশ্বরস্তেন বর্ণিতম্।
যদ্যত্তত্তথৈব স্যাত্তচ্ছিষ্যপ্রতিবাদিনোঃ॥ ৭০

অন্বয়—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মরূপত্বাৎ ঈশ্বরঃ; তেন যৎ যৎ বর্ণিতম্ তৎ তৎ তচ্ছিষ্যপ্রতিবাদিনোঃ তথা এব স্যাৎ।

অনুবাদ—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া ঈশ্বর; তাঁহার দ্বারা যাহা যাহা কথিত হয়, তাহা তাহা তাঁহার শিষ্য ও প্রতিবাদীর প্রতি সেইরূপেই হইয়া থাকে।

টীকা—যেহেতু "ব্রহ্মবিদঃ"—তত্ত্বজ্ঞের, নিজের ব্রহ্মত্বানুভববশতঃ ঈশ্বরত্ব হয়, এইহেতু "তেন"—সেই ব্রহ্মবিৎকর্তৃক যে শিষ্যাদির প্রতি "যৎ যৎ"—যে যে ইষ্ট বা অনিষ্ট কথিত হয়, "তৎ তৎ তচ্ছিষ্যপ্রতিবাদিনোঃ"—সেই ব্রহ্মবিদের যে শিষ্য এবং যে প্রতিবাদী, তাহাদিগের সেই সেই "তথা এব স্যাৎ"—ইষ্ট বা অনিষ্ট অবশ্যই হইবে। অভিপ্রায় এই—[ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি—মুণ্ডক উ. ৩।২।৯]—'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হইয়া যান'—এই শ্রুতিবচনানুসারে, এবং ব্রহ্মবিৎ নিজের অনুভবানুসারে ব্রহ্মস্বরূপই হন; আর ব্রহ্মভিন্ন ঈশ্বর নাই: এইহেতু তত্ত্ববিৎ ঈশ্বরই হন। অথবা ব্রহ্মবিদের ঈশ্বরতা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে—মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যের অর্থাৎ ঈশ্বরের যে প্রকারে সকল আত্মার সহিত অভেদজ্ঞান দ্বারা আপনার সমষ্টিত্ব ও নিত্যমুক্তত্বাদি সিদ্ধ হয় সেই প্রকার ব্রহ্মবিদেরও সকল আত্মার সহিত আপনার তাদাত্ম্যজ্ঞানদ্বারা সমষ্টিতা ও নিত্যমুক্তত্বাদি সিদ্ধ হয়; আবার মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যের বা ঈশ্বরের যে প্রকার নিজস্বরূপ-ব্রহ্মের নিরাবরণ ভান হয়, ব্রহ্মবিদেরও সেইরূপ হয়,—এই প্রকারে গুণসাদৃশ্যহেতু ব্রহ্মবিৎ হইতেছেন ঈশ্বর। এই বিষয়ে একটি রূপক প্রচলিত আছে:—এক রাজা ও রাণীর দুইটি পুত্র; জ্যেষ্ঠপুত্র পিতা ও মাতার সর্ব্বধনের অধিকারী হইয়া রাজ্যপদ লাভ করিয়াছেন: কনিষ্ঠ পুত্র মূর্খতাবশতঃ রাজভোগে বঞ্চিত হইয়া সেবাবৃত্তির দ্বারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইলেন: এই প্রকারে উভয়ের মহদন্তর ঘটিল। শেষে কনিষ্ঠ পুত্র সুবুদ্ধি নাম্নী পত্নীর প্ররোচনায়, পিতা-মাতার সেবা করিয়া, ন্যায় বিচারানুসারে পিতৃমাতৃধন বিভাগ করিয়া রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন। সেইপ্রকার ব্রহ্মরূপ পিতার এবং মায়ারূপ মাতার ঈশ্বর ও জীব দুই পুত্র (পঞ্চদশী ৬।৫৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বর সচ্চিদানন্দরূপ পিতৃধনে এবং সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তা জগৎকর্তৃত্বরূপ মাতৃধনের অধিকারী হইলেন। কনিষ্ঠ পুত্র জীব অবিদ্যাবশতঃ উভয় ধনে বঞ্চিত হইয়া, শুভ কর্ম্মরূপ সেবা এবং অশুভ কর্ম্মরূপ অপরাধ করিয়া যথাক্রমে সুখভোগ এবং দুঃখভোগ করিতে করিতে অনাদি কাল হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে পৃথক্ হইয়া, পরে বিবেকাদি সাধন সম্পন্না সুবুদ্ধি লাভ করিয়া জীব ঈশ্বরকে কহিলেন—হে ঈশ্বর তুমি পিতা ব্রহ্মের গুপ্তধন সচ্চিদানন্দরূপ সাধারণ সুখ ভোগ করিতেছ এবং মায়া মাতার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সর্ব্বশক্তিমত্তাদি ধন হইতে আমাকে পৃথক্ করিয়া দিয়া এক্ষণে "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ, যত্তপস্যসি হে জীব তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্"—বলিয়া আমাকে ভিক্ষাবৃত্তির পথ দেখাইতেছ; তোমার বেদরূপ বচন দ্বারা আমাকে বলিতেছ, 'বিহিত কর্ম্ম কর, নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিও না,' এইরূপে আমাকে তোমার আজ্ঞাকারী করিতেছ: আমি গুরুরূপ ন্যায়াধীশ বিচারপতি দ্বারা তোমাকে কূটস্থে সমর্পণ করিয়া তোমার পরোক্ষতা ও নিজের পরিচ্ছিন্নতা ঘুচাইয়া এক হইয়া তোমার স্থির ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইব।' এই প্রকারেও জ্ঞানীর ঈশ্বরভাব সম্ভব। ৭০

উক্ত শ্লোকে ব্যতিরেকমুখে প্রতিপাদিত অর্থের অন্বয়মুখে প্রতিপাদনপর শ্রুতিবচনের [আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাসীত ন হ অস্য প্রিয়ম্ প্রমায়ুকম্ ভবতি—বৃহদা. উ. ১।৪।৮]

(পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির শেষাংশ)—অতএব আত্মাকেই প্রিয় বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে; সেই যে লোক আত্মাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় বস্তু (আত্মা) কখনই "প্রমায়ুক" (মরণশীল) হয় না—ইহারই অর্থতঃ পাঠ হইতেছেন :—

(ঘ) ব্যতিরেক মুখে প্রতিপাদিত উক্ত অর্থের অন্বয়মুখে প্রতিপাদক শ্রুতিবচনের অর্থ।

যস্তু সাক্ষিণমাত্মানম্ সেবতে প্রিয়মুত্তমম্ ।
তস্য প্রেয়ানসাবাত্মা ন নশ্যতি কদাচন ॥ ৭১

অন্বয়—যঃ তু সাক্ষিণম্ আত্মানম্ উত্তমম্ প্রিয়ম্ সেবতে তস্য প্রেয়ান্ অসৌ আত্মা ন কদাচন নশ্যতি।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি সাক্ষী আত্মাকে পরম প্রিয় জানিয়া সেবা করে, তাহার সেই পরম প্রিয়রূপ যে আত্মা তিনি কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হন না, (কিন্তু সর্ব্বদাই আনন্দরূপে ভাসমান থাকেন ।

টীকা—"তু"—কিন্তু; এই 'তু' শব্দ পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত অর্থ হইতে, এই শ্লোককথিত অর্থের বিলক্ষণতা বুঝাইতেছে; অনাত্মবস্তুর প্রিয়তাবাদী হইতে ভিন্ন "যঃ"—যে ব্যক্তি অর্থাৎ শিষ্য, "আত্মানম্ (এব) উত্তমম্ প্রিয়ম্ সেবতে"—আত্মাকেই নিরতিশয় প্রেমাস্পদ বলিয়া সেবা করেন অর্থাৎ নিরন্তর স্মরণ করেন, "তস্য" সেই শিষ্যাদির, "প্রেয়ান্ অসৌ" প্রিয়তম বলিয়া অভিমত সেই আত্মা, প্রতিবাদীর অভিমত পুত্রাদিরূপ প্রিয় বস্তুর ন্যায়, "ন কদাচন নশ্যতি" - কোনও কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না কিন্তু সর্ব্বদাই আনন্দরূপে অথবা সদানন্দরূপে প্রতিভাত হয়। তাৎপর্য্য এই—প্রতিবাদী যে অনাত্মবস্তুকে প্রিয়তম বলিয়া মানে তাহা পুত্রাদিরূপ আত্মা বলিয়া ব্যভিচারিণী প্রীতির বিষয়; তাহার প্রিয়তমতা ভ্রান্তিবশতঃই সিদ্ধ হইতে পারে; সেইহেতু তাহা কোনও সময়ে প্রতিকূলতাদি নিমিত্তবশতঃ নষ্ট হয়; পক্ষান্তরে শিষ্য যাহাকে প্রিয়তম বলিয়া জানিয়াছে, সেই সাক্ষিরূপ আত্মা অব্যভিচারিণী প্রীতির বিষয়; সেইহেতু তাহার প্রিয়তমতা বাস্তবিক। সেই কারণে তাহা কোনও কালে কোনও নিমিত্তবশতঃ বিনষ্ট হয় না কিন্তু তাহা সদাই প্রতীত হয়। কেননা, গুরূপদেশজনিত তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা, সেই আত্মবিষয়ে ভ্রান্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৭১

এই প্রকারে আত্মা পরম প্রেমের আস্পদ, ইহা শ্রুতিপ্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে আত্মার পরমানন্দতারূপ ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ঙ) আত্মা পরমানন্দ স্বরূপ।

পরপ্রেমাস্পদত্বেন পরমানন্দ ইষ্যতাম্ ।
সুখবৃদ্ধিঃ প্রীতিবৃদ্ধৌ সার্ব্বভৌমাদিষু শ্রুতা ॥ ৭২

অন্বয়—পর প্রেমাস্পদত্বেন পরমানন্দঃ ইষ্যতাম্; সার্ব্বভৌমাদিষু প্রীতিবৃদ্ধৌ সুখবৃদ্ধিঃ শ্রুতা।

অনুবাদ—পরমাত্মা পরম প্রীতির আস্পদ বলিয়া পরমানন্দস্বরূপ, ইহা মানিতেই হইবে। যাহাতে প্রীতিবৃদ্ধি হয় তাহাতেই সুখবৃদ্ধি। সার্ব্বভৌমাদি হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত পদে সর্ব্বত্র প্রীতির বৃদ্ধি দেখিয়া সুখের বৃদ্ধি, ইহা শ্রুতি কর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে।

টীকা—এস্থলে অনুমান এইরূপ :—আত্মা পরমানন্দরূপ—প্রতিজ্ঞা, নিরতিশয় প্রেমের বিষয় বলিয়া—হেতু ; যাহা পরমানন্দস্বরূপ নহে, তাহা নিরতিশয় প্রেমের বিষয়ও নহে—যেমন ঘটাদি—কেবলব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত। পরমপ্রেমের বিষয়তারূপ হেতুর আত্মার পরমানন্দরূপতা সাধনে সামর্থ্য বুঝাইবার জন্য প্রীতি বৃদ্ধিতেই সুখবৃদ্ধির দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—"সার্ব্বভৌমাদি হইতে" ইত্যাদি। যেহেতু সার্ব্বভৌমপদ অর্থাৎ সমগ্র পৃথ্বীশ্বরপদ হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ-পদ পর্য্যন্ত যে যে ঐশ্বর্য্যযুক্ত বিবিধ স্থানে যেখানে যেখানে প্রীতির আধিক্য সেখানে সেখানে সুখের অভিবৃদ্ধি—একথা তৈত্তিরীয় উপনিষদে (ব্রহ্মবল্লী ৮ম অনুবাকে) এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৪।৩।৩৩) কথিত হইয়াছে (অগ্রে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ২১ হইতে ৩৩ পর্য্যন্ত শ্লোকেও বর্ণিত হইবে)। সেই সেই স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে রাজচক্রবর্ত্তিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদেব পর্য্যন্ত পদে প্রীতির তারতম্যানুসারে সুখের তারতম্য হয়। এইহেতু যথায় প্রীতির নিরতিশয়তা তথায় আনন্দেরও নিরতিশয়তা বুঝা যাইতে পারে, ইহাই তাৎপর্য্য। ৭২

২। সর্ব্ববৃত্তিতে যেমন আত্মার চৈতন্যের প্রতীতি হয়, সেইরূপ পরমানন্দতার প্রতীতি হয় না।

ভাল, আত্মার পরমানন্দরূপতা ত' সিদ্ধ নহে, কেননা তাহা হইলে অর্থাৎ আত্মা পরমানন্দস্বরূপ হইলে, চৈতন্যের ন্যায় আত্মার স্বরূপভূত আনন্দের সকল বুদ্ধিতে অনুবৃত্তি পাওয়া যাইত—এইরূপে পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ক) চৈতন্যের ন্যায় সুখ যে আত্মার স্বভাবগত তদ্বিষয়ে শঙ্কা।

চৈতন্যবৎ সুখং চাস্য স্বভাবশ্চেচ্চিদাত্মনঃ।
ধীবৃত্তিষ্বনুবর্ত্তেত সর্ব্বাস্বপি চিতির্যথা॥ ৭৩

অন্বয়—চৈতন্যবৎ সুখম্ চ অস্য চিদাত্মনঃ স্বভাবঃ চেৎ সর্ব্বাসু অপি ধীবৃত্তিষু যথা চিতিঃ অনুবর্ত্তেত।

অনুবাদ ও টীকা—(যদি বল,) চৈতন্যের বা জ্ঞানের ন্যায় সুখ বা আনন্দ যদি চিদাত্মার স্বভাবগত হইত, তাহা হইলে ত' তাহাকে সকল বুদ্ধিবৃত্তিতে চৈতন্যের ন্যায় অনুবর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যাইত—(তদুত্তরে বলি)।

চৈতন্য ও আনন্দ উভয়ই আত্মার স্বরূপগত হইলেও সকল বৃত্তিতে কেবল চৈতন্যেরই অনুবৃত্তি হয়, আনন্দের হয় না—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী দৃষ্টান্তাবলম্বন দ্বারাই উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(খ) চৈতন্যের ন্যায় সকল বৃত্তিতে, আনন্দের অনুবৃত্তি নাই বলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত শঙ্কার সমাধান।

মৈবমুষ্ণপ্রকাশাত্মা দীপস্তস্য প্রভা গৃহে।
ব্যাপ্নোতি নোষ্ণতা তদ্বচ্চিতেরেবানুবর্ত্তনম্॥৭৪

অন্বয়—মা এবম্; উষ্ণপ্রকাশাত্মা দীপঃ তস্য প্রভা গৃহে ব্যাপ্নোতি, উষ্ণতা ন, তদ্বৎ চিত্তেঃ এব অনুবর্তনম্।

অনুবাদ—এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না; দেখ, দীপ উষ্ণ ও প্রকাশস্বরূপ হইলেও তাহার প্রভা অর্থাৎ প্রকাশই কেবল গৃহে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার উষ্ণতা সেইরূপ ছড়াইয়া পড়ে না। সেই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিতে, চৈতন্যেরই অনুবৃত্তি পাওয়া যায়, (আনন্দের অনুবৃত্তি পাওয়া যায় না।)

টীকা—যেমন উষ্ণ ও প্রকাশ এই উভয় স্বরূপযুক্ত দীপের প্রকাশই গৃহাদিতে ব্যাপ্ত ব অনুস্যূত হয়, উষ্ণতা ব্যাপ্ত হয় না, সেই প্রকার সকল বৃত্তিতে চৈতন্যেরই অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, আনন্দের অনুবৃত্তি ঘটে না, ইহাই অর্থ। ৭৪

ভাল, চৈতন্য ও আনন্দ পরস্পর অভিন্ন হইলেও, চৈতন্যের অভিব্যঞ্জিকা অর্থাৎ আবরণ নিবৃত্তি দ্বারা আবির্ভাব সম্পাদিকা বুদ্ধিবৃত্তিতে আনন্দাভিব্যঞ্জকতা ত' আছেই, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, যাহাতে চৈতন্যের আবির্ভাব হয় তাহাতে আনন্দের আবির্ভাব হইবেই এইরূপ নিয়ম নাই, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :-

(গ) চৈতন্য আনন্দ হইতে অভিন্ন হইলেও চৈতন্যাভিব্যঞ্জক বৃত্তিতে আনন্দাভিব্যঞ্জকতা নিয়মিত ভাবে থাকে না; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

গন্ধরূপরসস্পর্শেষ্বপি সৎসু যথা পৃথক্।
একাক্ষেণৈক এবার্থো গৃহ্যতে নেতরস্তথা ॥ ৭৫

অন্বয়—যথা গন্ধরূপরসস্পর্শেষু সৎসু অপি একাক্ষেণ পৃথক্ একঃ এব অর্থঃ গৃহ্যতে ইতরঃ ন, তথা।

অনুবাদ—যেমন একই বস্তুতে গন্ধ রূপ রস স্পর্শ এই সমুদয় গুণ থাকিলেও যেমন এক একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এক একটি গুণের গ্রহণ হয়, অন্যের নহে, সেইরূপ।

টীকা—যেমন একই পুষ্পরূপ বস্তুতে গন্ধ রূপ রস স্পর্শ বিদ্যমান থাকিলেও ঘ্রাণ প্রভৃতি এক একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে এক একটিই গৃহীত হয় অন্য কোনটি নহে, সেই প্রকার চৈতন্য ও আনন্দের মধ্যে চৈতন্যেরই ভান হয় আনন্দের নহে; ইহাই অর্থ। ৭৫

গন্ধাদিরূপ দৃষ্টান্ত এবং চৈতন্যানন্দরূপ দার্ষ্টান্তের বৈষম্য লইয়া বাদী সিদ্ধান্ত বিষয়ে শঙ্কা করিতেছেন :—

(ঘ) দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তের বৈষম্য শঙ্কা, তদ্বিষয়ে বিবেক।

চিদানন্দৌ নৈব ভিন্নৌ গন্ধাদ্যাস্তু বিলক্ষণাঃ।
ইতি চেৎ তদভেদোঽপি সাক্ষিণ্যন্যত্র বা বদ ॥ ৭৬

অন্বয়—চিদানন্দৌ নৈব ভিন্নৌ গন্ধাদ্যাঃ তু বিলক্ষণাঃ ইতি চেৎ, তদভেদঃ অপি সাক্ষিণি বা অন্যত্র বদ।

অনুবাদ—যদি বল চৈতন্য ও আনন্দ পরস্পর ভিন্ন নহে, আর গন্ধ প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, বল ত' চৈতন্য ও আনন্দের যে অভেদ বলিতেছ তাহা কি সাক্ষীতে অথবা অন্যত্র।

টীকা—"বিলক্ষণাঃ"—পরস্পর ভিন্ন ; বাদী উক্ত বৈষম্য পরিহার করিবার জন্য, দার্ষ্টান্তিকে চিৎ এবং আনন্দের যে অভেদ তাহা কি স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বরূপতঃ অথবা উপাধিজনিত—এই প্রকারে সিদ্ধান্তী বিকল্প করিতেছেন—"চৈতন্যের ও আনন্দের যে অভেদ বলিতেছ" ইত্যাদি। "তদভেদঃ"—সেই চৈতন্য ও আনন্দের যে অভেদ অর্থাৎ ঐক্য, তাহা কি "সাক্ষিণি"—আত্মস্বরূপে "বা অন্যত্র"—অথবা অন্য স্থানে অর্থাৎ আত্মার উপাধিরূপ বৃত্তিতে আছে, হে বাদিন্ তুমি তাহাই বল। ৭৬

প্রথম পক্ষে অর্থাৎ যদি সাক্ষীতেই চৈতন্য ও আনন্দের অভেদ মান, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের সমতায় বাধা নাই, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঙ) উক্ত বিকল্পের নির্দেশ পূর্ব্বক দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তের সমতা প্রতিপাদন।

আদ্যে গন্ধাদয়োঽপ্যেবমভিন্নাঃ পুষ্পবর্ত্তিনঃ।
অক্ষভেদেন তদ্ভেদে বৃত্তিভেদাত্তয়োর্ভিদা ॥ ৭৭

অন্বয়—আদ্যে পুষ্পবর্ত্তিনঃ গন্ধাদয়ঃ অপি এবম্ অভিন্নাঃ ; অক্ষভেদেন তদ্ভেদে বৃত্তিভেদাৎ তয়োঃ ভিদা।

অনুবাদ—প্রথমপক্ষে অর্থাৎ সাক্ষীতেই অভেদ মানিলে একই পুষ্পে গন্ধ ও রূপের অভেদ স্বীকার করিতে পার, আর যদি ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ে গন্ধাদির ভেদ মান, তাহা হইলে বৃত্তিভেদে চৈতন্য ও আনন্দের ভেদ হইবে।

টীকা—"আদ্যে"—চৈতন্য ও আনন্দের ভেদাভাব পক্ষে, "পুষ্পবর্ত্তিনঃ গন্ধাদয়ঃ অপি"—পুষ্পে অবস্থিত গন্ধ প্রভৃতি গুণসমূহও, "এবম্"—চৈতন্য ও আনন্দের ন্যায়, "অভিন্নাঃ"—পরস্পর ভেদরহিত ; কেননা তন্মধ্যে অপরকে অর্থাৎ রসাদিকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে (এক গন্ধকে) লইয়া যাইতে (পৃথক্ করিতে) পারা যায় না, ইহাই তাৎপর্য্য। অন্যত্র অর্থাৎ সাক্ষীর উপাধিভূত বৃত্তিসমূহে অভেদ এই দ্বিতীয় পক্ষেও দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের তুল্যতা বলিতেছেন—"আর যদি ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ে" ইত্যাদি। "অক্ষাণাম্ ভেদেন তদ্ভেদে"—গন্ধাদির গ্রাহক ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ভেদবশতঃ গন্ধাদির ভেদ অঙ্গীকৃত হইলে ঠিক সেইরূপেই "বৃত্তিভেদাৎ"—চৈতন্য ও আনন্দের আবির্ভাব কারণ যথাক্রমে রাজস ও সাত্ত্বিকবৃত্তির ভেদবশতঃ, "তয়োঃ ভিদা (ভবিষ্যতি)"—চৈতন্য ও আনন্দের ভেদ হইবে। ৭৭

ভাল, তাহা হইলে চৈতন্য ও আনন্দের একতা কোথায় উপলব্ধি করা যাইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(চ) চৈতন্য ও আনন্দের একতা প্রতীতিস্থল, এবং অন্য বৃত্তিতে ভেদের কারণ।

সত্ত্ববৃত্তৌ চিৎসুখৈক্যং তদ্বৃত্তের্নির্ম্মলত্বতঃ।
রজোবৃত্তেস্তু মালিন্যাৎ সুখাংশোঽত্র তিরস্কৃতঃ ॥ ৭৮

অন্বয়—সত্ত্ববৃত্তৌ চিৎসুখৈক্যম্, তদ্বৃত্তেঃ নির্মলত্বতঃ; রজোবৃত্তেঃ তু মালিন্যাৎ অত্র সুখাংশঃ তিরস্কৃতঃ ॥

অনুবাদ—সাত্ত্বিকী বৃত্তিতে চৈতন্য ও আনন্দের একতা প্রতীত হয়, কেননা, সাত্ত্বিকী বৃত্তি স্বচ্ছ; কিন্তু রাজসী বৃত্তির মলিনতা বশতঃ তাহাতে আনন্দাংশ তিরোহিত থাকে।

টীকা—"সত্ত্ববৃত্তৌ"—শুভকর্ম দ্বারা সম্পন্ন বৃত্তিতে সত্ত্বগুণ পরিণামরূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে, "চিৎসুখৈক্যম্"—চৈতন্য ও আনন্দের একতা প্রতীত হয়। তদ্বিষয়ে উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিরূপ কারণ নির্দেশ করিতেছেন—"কেননা সাত্ত্বিকী বৃত্তি স্বচ্ছ"; তাহা হইলে কি হেতু তদুভয়ের ভেদ প্রতীত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"রাজসীবৃত্তির" ইত্যাদি।৭৮

আনন্দাংশ বিদ্যমান থাকিয়াও যে তিরোহিত থাকে তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ছ) আনন্দাংশ বিদ্যমান থাকিলেও তাহার যে তিরোভাব হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

তিন্তিণী ফলমত্যম্লং লবণেন যুতং যদা।
তদাম্লস্য তিরস্কারাদীষদম্লং যথা তথা ॥ ৭৯

অন্বয়—যথা অত্যম্লম্ তিন্তিণীফলম্ যদা লবণেন যুতম্ তদা অম্লস্য তিরস্কারাৎ ঈষদম্লম্, তথা।

অনুবাদ—যেমন অতিশয় অম্ল তিন্তিড়ী ফল লবণের সহিত মিলিত হইলে তাহার অম্লতার অভিভব হেতু ঈষদম্ল হইয়া যায়, সেইরূপ রজোবৃত্তির দ্বারা আনন্দাংশ অভিভূত বা তিরোহিত হয়।

টীকা—যেমন তিন্তিড়ী ফলে লবণের সংযোগবশতঃ অম্লতা তিরোহিত হয়, সেইরূপ রাজসীবৃত্তিতে আনন্দের তিরোভাব ঘটে। অভিপ্রায় এই যে, যেমন চিত্ত ব্যাকুল হইলে নেত্রসমীপে বিদ্যমান দৃশ্যবস্তুরও ভান হয় না, সেইরূপ আনন্দাংশ বিদ্যমান থাকিলেও রজোবৃত্তির চঞ্চলতাবশতঃ তাহার ভান হয় না, কিম্বা আত্মা পরম প্রেমাস্পদ বলিয়া আনন্দাংশের ভান সাধারণভাবে সর্ব্বদাই হয় কিন্তু বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইলেই তাহার বিশেষভাবে ভান হয়। যেমন কোনও চঞ্চল দর্পণ বস্তুর আকার মাত্রেরই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে তাহার শোভাংশের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে না সেইরূপ রাজসী তামসীবৃত্তিসমূহ চৈতন্যাংশেরই প্রতিবিম্বের গ্রাহক হয়, আনন্দাংশের প্রতিবিম্বের গ্রাহক হয় না। এই কারণে রাজসী তামসী বৃত্তির দ্বারা আনন্দাংশের বিশেষ ভান হয় না, কিন্তু লবণরূপ প্রতিবন্ধক দ্বারা তিন্তিড়ী ফলের অম্লতা যেমন তিরোহিত হয়, সেইরূপ আনন্দাংশ বিদ্যমান থাকিয়াও তিরোহিত হইয়া থাকে। ৭৯

৩। যোগ ও বিচারের তুল্যতা

বাদী সিদ্ধান্তীর গূঢ়াভিপ্রায় শঙ্কা করিতেছেন :—

(ক) বাদিকর্তৃক গূঢ়াভিপ্রায় শঙ্কা।

নন্বু প্রিয়তমত্বেন পরমানন্দতাত্মনি।
বিবেক্তুং শক্যতামেবং বিনা যোগেন কিং ভবেৎ ॥৮০

অন্বয়—ননু এবম্ আত্মনি পরমানন্দতা প্রিয়তমত্বেন বিবেক্তুম্ শক্যতাম্, যোগেন বিনা কিম্ ভবেৎ ?

অনুবাদ—ভাল, এই প্রকারে আত্মার নিরতিশয় প্রিয়রূপতা রূপ হেতু ধরিয়া বিবেচনা করিলে আত্মার পরমানন্দতা সিদ্ধ করিতে পারা যায় বটে কিন্তু তাহা হইলেও চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ বিনা কি ফললাভ হইতে পারে ? কিছুই না।

টীকা—ভাল, কথিত প্রকারে "আত্মনি পরমানন্দতা"—আত্মা যে পরমানন্দরূপ তাহা,— "আত্মার প্রিয়তমত্বেন"—পরমপ্রেমাস্পদতারূপ হেতু দ্বারা "বিবেক্তুম্"—পুত্রাদিরূপ যে গৌণ আত্মা এবং পঞ্চকোশরূপ যে মিথ্যা আত্মা—এই প্রিয়, উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্য বস্তু হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্ করিয়া জানা যাইতে পারে বটে, তথাপি এই বিবেক বা বিচার দ্বারা পৃথক করণ মুক্তির সাধন নহে, কেননা পূর্ব্বে অর্থাৎ একাদশাধ্যায়ে ২৭ প্রভৃতি শ্লোকে যোগকেই অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা মুক্তির হেতু বলা হইয়াছে—ইহাই বাদীর শঙ্কার গূঢ়াভিপ্রায়। ৮০

একণে সিদ্ধান্তী গূঢ়াভিসন্ধি লইয়া উত্তর দিতেছেন :—

(খ) গূঢ়াভিসন্ধিই শঙ্কার উত্তর; শঙ্কা সমাধানেই গূঢ়াভিসন্ধির প্রকটতা।

যদ্ যোগেন তদেবেতি বদামো জ্ঞানসিদ্ধয়ে।
যোগঃ প্রোক্তো বিবেকেন জ্ঞানং কিং নোপজায়তে॥৮১

অন্বয়—যৎ যোগেন তৎ এব ইতি বদামঃ, জ্ঞানসিদ্ধয়ে যোগঃ প্রোক্তঃ, বিবেকেন কিম্ জ্ঞানম্ ন উপজায়তে ?

অনুবাদ—যে ফল যোগদ্বারা সিদ্ধ হয়, সেই ফলই বিবেক দ্বারা সিদ্ধ হয়, ইহা আমরা বলি। (অপরোক্ষ) জ্ঞানের উৎপাদনের জন্য যেমন যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, বিচার দ্বারা কি এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না ?

টীকা—যেমন যোগের অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদকতা শক্তি আছে, বিবেকের বা বিচারেরও সেই শক্তি আছে, ইহাই এস্থলে গূঢ়াভিসন্ধি। একণে প্রশ্ন ও উত্তরের অর্থাৎ শঙ্কা ও সমাধান এই উভয়েরই যে অভিসন্ধি তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"(অপরোক্ষ) জ্ঞানের উৎপাদনের জন্য" ইত্যাদি। যেমন পূর্ব্বে একাদশাধ্যায়ে যোগ অপরোক্ষ জ্ঞানের সাধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেই প্রকার এই দ্বাদশাধ্যায়েও গৌণ প্রভৃতি তিন প্রকার আত্মার বিচার দ্বারা পঞ্চকোশরূপ যে মিথ্যা আত্মাকে বিবিক্ত (পৃথক্) করা হইয়াছে তদ্দ্বারাও জ্ঞান হইবেই, ইহাই অর্থ। ৮১

যোগ ও বিচার উভয়েই যে তুল্যরূপে জ্ঞানের হেতু, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন (গীতা ৫।৫) :—

(গ) যোগ ও বিচারের ফল একই; তদ্বিষয়ে গীতা প্রমাণ।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
ইতি স্মৃতং ফলৈকত্বং যোগিনাং চ বিবেকিনাম্॥৮২

অন্বয়—'সাংখ্যৈঃ যৎ স্থানম্ প্রাপ্যতে, তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে' ইতি যোগিনাম্ চ বিবেকিনাম্ ফলৈকত্বম্ স্মৃতম্।

অনুবাদ—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ (ঐহিক কর্ম্মানুষ্ঠানশূন্য হইলেও পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া শ্রবণাদি পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠা বা বিচার দ্বারা) যে স্থান বা মোক্ষরূপ প্রচ্যুতি বিহীন অক্ষয় পদ লাভ করেন—আবরণাভাব মাত্রে উপলব্ধি করেন, সেই স্থান যোগিগণও পাইয়া থাকেন অর্থাৎ যাঁহারা ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া শাস্ত্রবিহিত চিত্তবৃত্তি নিরোধাদিরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাও অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করেন। এই প্রকারে যোগীর ও বিচার-পরায়ণ ব্যক্তির ফলের একতা স্মৃতিশাস্ত্রে অর্থাৎ গীতায় উক্ত হইয়াছে।

টীকা—"সাংখ্যৈঃ"—আত্মানাত্মবিচারশীল ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক, "যৎ স্থানম্"—যে মোক্ষরূপ পদ, (স্থীয়তে অত্র ন চ্যবতে এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা সিদ্ধ) লব্ধ হয়, "তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে"—সেই মোক্ষপদ যোগীদিগের কর্ত্তৃকও লব্ধ হয়; "ইতি"—এই প্রকারে, "যোগিনাম্ বিবেকিনাম্ চ ফলৈকত্বম্"—যোগিগণের এবং বিচারপরায়ণ পুরুষগণের জ্ঞান দ্বারা মোক্ষরূপ ফলের একতা (গীতায়) কথিত হইয়াছে। ৮২

ভাল, বিচার এবং যোগ উভয়েরই যখন একই ফল, তখন শাস্ত্রে দুইটির মধ্যে একটিরই প্রতিপাদন করা উচিত, উভয়েরই প্রতিপাদন উচিত নহে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—
(বাশিষ্ঠ রামায়ণ নির্ব্বাণপূর্ব্ব প্রকরণ ১৩।৮)

(ধ) শাস্ত্রদ্বারা অধিকারি ভেদে, যোগ ও বিচার এই উভয় উপায়েরই প্রতিপাদন যুক্তিযুক্ত।

অসাধ্যঃ কস্যচিদ্ যোগঃ কস্যচিজ্ জ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
ইত্থং বিচার্য্য মার্গৌ দ্বৌ জগাদ পরমেশ্বরঃ* ॥৮৩

অন্বয়—কস্যচিৎ যোগঃ অসাধ্যঃ কস্যচিৎ জ্ঞাননিশ্চয়ঃ (অসাধ্যঃ); ইত্থম্ বিচার্য্য পরমেশ্বরঃ দ্বৌ মার্গৌ জগাদ।

অনুবাদ—কোনও অধিকারীর পক্ষে যোগ অসাধ্য অর্থাৎ দুষ্কর; কোনও অধিকারীর পক্ষে জ্ঞাননিশ্চয় অসাধ্য। এইরূপ বিচার করিয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ (অচ্যুতরায়-মতে শিব) যোগ ও বিচার এই উভয় মার্গেরই উপদেশ (গীতায় বা অন্যত্র) করিয়াছেন।

টীকা—জ্ঞাননিশ্চয় প্রবণ সাংখ্যের এবং চিত্তনিরোধ প্রবণ যোগীর ভেদ ধ্যানদীপে ১৩২-৩৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। বাশিষ্ঠ রামায়ণের উপশম প্রকরণে ৮ম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে বশিষ্ঠ শ্রীরামকে উপদেশ করিতেছেন—"দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব। যোগস্তদ্ বৃত্তিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥" হে রাঘব, চিত্ত বিনাশের দুইটি উপায় আছে: একটি বৃত্তিনিরোধ নামক যোগ, অপরটি সম্যগ্দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান। আবার নির্ব্বাণপূর্ব্ব প্রকরণের উক্ত শ্লোকে—'অসাধ্যঃ কস্যচিদ্ যোগঃ কস্যচিজ্জ্ঞাননিশ্চয়ঃ। মমত্বভিমতঃ সাধো সুসাধ্যো জ্ঞাননিশ্চয়ঃ॥'

---

* অচ্যুতরায় ধৃতপাঠ "জগাদ পরমঃ শিবঃ"।

এস্থলে জ্ঞাননিশ্চয়কে সুসাধ্য বলিয়া রামচন্দ্রের নিকট তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। রামকৃষ্ণ টীকাকার ইহার ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন :—

প্রাণসংরোধসহনে অসমর্থ সুকুমারচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে হঠযোগ অসাধ্য; আবার বিচারে অকুশল কঠোরচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞাননিশ্চয় অসাধ্য। (শুদ্ধচিত্ত বিচারকুশল ব্যক্তির পক্ষে) জ্ঞাননিশ্চয় যে সুসাধ্য ইহাই বশিষ্ঠের মত। ৮৩

ভাল, নিরায়াস ও সুলভ বিচার হইতে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য যোগের উৎকর্ষ ত' বলিতেই হইবে, এইরূপ আশঙ্কাকারীকে সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ভাল, যোগের সেই উৎকর্ষ কি যোগ অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদক বলিয়া বলিতেছ অথবা রাগাদি নিবৃত্তির হেতু বলিয়া, অথবা দ্বৈতের অপ্রতীতির কারণ বলিয়া? এইরূপে তিন বিকল্প করিয়া প্রথম পক্ষে যোগের ও বিচারের ফলের সমতা দেখাইতেছেন :—

(৫) অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদকতা বিষয়ে ও রাগাদির নিবৃত্তি বিষয়ে যোগ ও বিচার তুল্যরূপ।

যোগে কোঽতিশয়স্তত্র জ্ঞানমুক্তং সমং দ্বয়োঃ।
রাগদ্বেষাদ্যভাবশ্চ তুল্যো যোগিবিবেকিনোঃ ॥৮৪

অন্বয়—তত্র দ্বয়োঃ জ্ঞানম্ সমম্ উক্তম্, যোগে কঃ অতিশয়ঃ? রাগদ্বেষাদ্যভাবঃ চ যোগি-বিবেকিনোঃ তুল্যঃ।

অনুবাদ—তন্মধ্যে যোগের ও বিচারের ফল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক একই বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; এইহেতু হে বাদিন্ তোমার যোগের উৎকর্ষ কোথায়? রাগদ্বেষাদির অভাব ত' যোগীতে ও বিবেকীতে তুল্যরূপ।

টীকা—"দ্বয়োঃ"—বিচার এবং যোগ উভয়েরই জ্ঞানরূপ ফল. "সমম্ উক্তম্"—তুল্যরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গীতায় "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানম্" ইত্যাদি (৮২ শ্লোকে) বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ যে মোক্ষরূপ অক্ষয় পদ লাভ করেন, ইত্যাদি অর্থের বাক্য দ্বারা। এইহেতু হে বাদিন্ তোমার যোগের উৎকর্ষ কোথায়? কোনও উৎকর্ষ নাই। দ্বিতীয় পক্ষ লইয়া বলিতেছেন—রাগ দ্বেষের অভাব ত' যোগীতে ও বিবেকীতে তুল্যরূপ। ৮৪

বিচার পরায়ণের যে রাগাদির অভাব তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন :—

(৬) বিচার পরায়ণে রাগাদির অভাব প্রতিপাদন।

ন প্রীতির্বিষয়েষ্বস্তি প্রেয়ানাত্মেতি জানতঃ।
কুতো রাগঃ কুতো দ্বেষঃ প্রাতিকূল্যমপশ্যতঃ ॥৮৫

অন্বয়—"আত্মা প্রেয়ান্" ইতি জানতঃ ন বিষয়েষু প্রীতিঃ অস্তি। রাগঃ কুতঃ প্রাতিকূল্যম্ অপশ্যতঃ দ্বেষঃ কুতঃ?

অনুবাদ—এই আত্মাই প্রিয়তম—ইহা যিনি জানেন, বিষয়ে তাঁহার প্রীতি নাই। এইহেতু দৃঢ়সক্তিরূপ রাগ কোথা হইতে আসিবে? যিনি কোথাও প্রতিকূলতা দেখেন না, তাঁহার দ্বেষ কোথা হইতে আসিবে?

টীকা—যিনি আত্মাকে প্রিয়তম বলিয়া জানেন, এই প্রকার বিবেকীর অর্থাৎ জ্ঞানিপুরুষের বিষয়ে প্রীতি আদৌ নাই। এই হেতু পরম প্রীতির বহির্ভূত বিষয়সমূহে রাগ বা আসক্তি হয় না, কেননা তাহাতে পরম সুখ-সাধনতারূপ আনুকূল্য জ্ঞানের অভাব; তাহাতে দ্বেষও নাই, কেননা দ্বেষের হেতু যে প্রাতিকূল্য জ্ঞান, তাহার অভাব; এই হেতু, রাগ, দ্বেষ, উভয়েরই অভাব। অভিপ্রায় এই—অজ্ঞান ভেদজ্ঞানের কারণ; আবার ভেদজ্ঞানের অনুকূল জ্ঞান ও প্রতিকূল জ্ঞান কারণ, আবার অনুকূলজ্ঞান প্রতিকূলজ্ঞান যথাক্রমে রাগ ও দ্বেষের কারণ। বিচারজনিত অপরোক্ষ জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার যেহেতু জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, সেইহেতু ভেদজ্ঞান ও তাহার কার্য্য অনুকূল জ্ঞান ও প্রতিকূল জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে; এই হেতু রাগদ্বেষও তিরোহিত হইয়াছে। ৮৫

ভাল, বিচারবানের ব্যবহার দশায় দেহাদিতে উপদ্রবকারী বস্তু প্রভৃতির প্রতি ত' দ্বেষ দেখা যায়, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, এই বলিয়া পরিহার করিতেছেন যে তখন যোগী ও বিবেকী উভয়েরই সেই দ্বেষ তুল্যরূপ :—

(ঙ) প্রতিকূল বস্তুতে যোগী ও বিবেকীর দ্বেষ তুল্যরূপ; প্রতিকূলে দ্বেষী যেরূপ যোগী নহে, সেইরূপ জ্ঞানীও নহে।

দেহাদেঃ প্রতিকূলেষু দ্বেষস্তুল্যো দ্বয়োরপি।
দ্বেষং কুর্ব্বন্ন যোগী চেদবিবেক্যপি তাদৃশঃ ॥ ৮৬

অন্বয়—দেহাদেঃ প্রতিকূলেষু দ্বেষঃ দ্বয়োঃ অপি তুল্যঃ; দ্বেষম্ কুর্ব্বন্ যোগী ন চেৎ, অবিবেকী অপি তাদৃশঃ।

অনুবাদ—দেহাদির প্রতিকূল বা দুঃখকর বস্তুতে যে দ্বেষ তাহা যোগী ও বিবেকী উভয়েরই তুল্যরূপ। যদি বল যিনি সেইরূপ দ্বেষ করেন তিনি যোগী নহেন, তবে বলি সেইরূপ দ্বেষকর্ত্তা জ্ঞানীও নহেন।

টীকা—"প্রতিকূলেষু"—বৃশ্চিক প্রভৃতিতে দ্বেষকর্ত্তার যোগিত্ব মানিব না, যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে বলি প্রতিকূল বস্তুতে সেইরূপ দ্বেষকর্ত্তার বিবেকিতাও (বিচারবত্তাও) তৎকালে মানিব না, ইহাই বলিতেছেন :—"যদি বল যিনি সেইরূপ দ্বেষ করেন" ইত্যাদি। "তাদৃশঃ"—সেইরূপ অর্থাৎ দ্বেষকর্ত্তা পুরুষ যেমন চিত্তনিরোধবান্ যোগী নহেন, সেইরূপ দ্বেষকর্ত্তা হইলে, পুরুষ বিচারবান্‌ও নহেন। তত্ত্বজ্ঞের জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইলে প্রারব্ধরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ প্রারব্ধভোগাবসান পর্য্যন্ত অজ্ঞানের লেশ অবশিষ্ট থাকে (১ম অধ্যায়ের ২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। তাহারই ফলে অবিচার কালে বাধিতানুবৃত্তিবশে রাগদ্বেষাদিরূপ প্রপঞ্চের প্রতীতি হয়, এবং বিচারকালে তাহার তিরোধান ঘটে। এইহেতু জ্ঞানীও যখন রাগদ্বেষগ্রস্ত হন, তখন তিনি বিচারবান্ নহেন, কিন্তু তখন বিচাররহিত হন। ৮৬

ভাল, বিবেকীর দ্বৈতের অর্থাৎ প্রপঞ্চের দর্শন হয়, যোগীর তাহা হয় না, এইরূপে তৃতীয় বিকল্পে বিবেকী অপেক্ষায় যোগীর যে উৎকর্ষের কথা ৮৪ শ্লোকের পাতনিকায় বর্ণিত হইয়াছে,

তাহা ত' অবশ্যই মানিতে হইবে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বিবেকীর সেই দ্বৈতদর্শন কি ব্যবহার দশায় হইয়া থাকে বলা হইতেছে অথবা অন্য সময়ে, এইরূপে বিকল্প করিয়া বলিতেছেন যে প্রথম পক্ষে, যোগী ও বিবেকী উভয়েরই অবস্থা সমান :—

(জ) ব্যবহার দশায় দ্বৈত-দর্শন, যোগীর সমাধি দশায় এবং বিবেকীর বিবেক-দশায় দ্বৈতের অদর্শন, যোগী ও বিবেকীর তুল্যরূপ।

দ্বৈতস্য প্রতিভানং তু ব্যবহারে দ্বয়োঃ সমম্।
সমাধৌ নেতি চেত্তদ্বন্নাদ্বৈতত্ত্ববিবেকিনঃ ॥ ৮৭

অন্বয়—ব্যবহারে দ্বৈতস্য প্রতিভানম্ তু দ্বয়োঃ সমম্। সমাধৌ ন ইতি চেৎ তদ্বৎ অদ্বৈতত্ত্ববিবেকিনঃ ন।

অনুবাদ—ব্যবহার দশায় দ্বৈতের প্রতীতি যোগী ও বিবেকী উভয়েরই তুল্যরূপ। যদি বল—যোগীর সমাধিকালে দ্বৈতের প্রতীতি হয় না তবে বলি অদ্বৈতবিবেকীরও তত্ত্ববিচারকালে দ্বৈতের ভান হয় না।

টীকা—প্রতিবাদী দ্বিতীয় পক্ষ লইয়া শঙ্কা করিতেছেন :—(যদি বল) যোগীর সমাধিকালে দ্বৈতের প্রতীতি হয় না—এইরূপে "উচ্যেত চেৎ"—'যদি বল' এই শব্দদ্বয়ের অধ্যাহার করিতে হইবে, তাহা হইলে বিবেকীরও বিবেক দশায় দ্বৈতের অদর্শন তুল্য, এই বলিয়া পরিহার করিতেছেন—"তবে বলি অদ্বৈতবিবেকীরও" ইত্যাদি। যোগীর সমাধি দশার ন্যায় "অদ্বৈত-বিবেকিনঃ"—অদ্বৈতই তত্ত্ব অর্থাৎ বাস্তব বস্তু ইহা শ্রুতি ও অনুমানাদিরূপ যুক্তি দ্বারা বিবেচন-কারীর ও তৎকালে দ্বৈতের দর্শন নাই, ইহাই অর্থ। ৮৭

সেই দ্বৈত দর্শনাভাব কি প্রকারে ঘটে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া অগ্রে ত্রয়োদশাধ্যায়ে সেই দ্বৈত দর্শনাভাব হেতু ও যুক্তির সহিত কথিত হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

(ঝ) অদ্বৈতানন্দ নামক ত্রয়োদশাধ্যায়ে বিবেকীর দ্বৈতদর্শনাভাব প্রতিপাদিত হইবে। ৮০-৮৭ শ্লোকোক্ত অর্থের সংক্ষেপ অনুবাদ।

বিবক্ষ্যতে তদস্মাভিরদ্বৈতানন্দনামকে।
অধ্যায়ে হি তৃতীয়েঽতঃ সর্বমপ্যতিমঙ্গলম্ ॥ ৮৮

অন্বয়—তৎ হি অদ্বৈতানন্দ নামকে তৃতীয়ে অধ্যায়ে অস্মাভিঃ বিবক্ষ্যতে। অতঃ সর্বম্ অপি অতি মঙ্গলম্।

অনুবাদ—যেহেতু সেই দ্বৈত দর্শনাভাব অগ্রে এই ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থের অদ্বৈতানন্দ নামক তৃতীয়াধ্যায়ে (পঞ্চদশীর ত্রয়োদশাধ্যায়ে) আমরা বর্ণন করিব, এই হেতু এ পর্য্যন্ত যে অর্থ প্রতিপাদন করিলাম, তাহা নির্দ্দোষ।

টীকা—(অচ্যুতরায়) ভাল, "সেই বিচার জনিত সমাধিতে অদ্বৈতত্ত্ববিবেকীর দ্বৈতভান হয় না"—এই কথা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? এই হেতু বলিতেছেন—"যেহেতু" ইত্যাদি। "সর্ব্বম্ অতিমঙ্গলম্"—প্রতিপাদন ত্রুটিহীন। ৮৮

ভাল, দ্বৈতাদর্শন সহিত আত্মদর্শনবান্ পুরুষ ত' যোগীই, এইরূপে বাদী শঙ্কা করিতেছেন :—

(এ) দ্বৈতাদর্শন সহিত আত্মজ্ঞানযুক্ত সাধক ত' যোগী—এইরূপ শঙ্কা; ইষ্টাপত্তিরূপে পরিহার।

সদা পশ্যন্নিজানন্দমপশ্যন্নিখিলং জগৎ।
অর্থাদ্যোগীতি চেত্তর্হি সন্তুষ্টো বর্দ্ধতাং ভবান্ ॥৮৯

অন্বয়—নিজানন্দম্ সদা পশ্যন্ নিখিলম্ জগৎ অপশ্যন্ অর্থাৎ যোগী ইতি চেৎ; তর্হি ভবান্ সন্তুষ্টঃ বর্দ্ধতাম্।

অনুবাদ—'যিনি নিরন্তর নিজানন্দানুভব মগ্ন থাকিয়া সমস্ত জগদ্দর্শনে নিবৃত্ত থাকেন, তিনিও প্রকৃতার্থে যোগী'—যদি এইরূপ বলি, তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—হে বাদিন্, তবে তুমি সন্তুষ্ট থাকিয়া বৃদ্ধিলাভ কর। (এইরূপ ইষ্টাপত্তি করায় তোমার জয় হউক)।

টীকা—সিদ্ধান্তী স্ব-বাঞ্ছিতের সিদ্ধি লাভ করিয়া তদ্দ্বারা শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"হে বাদিন্" ইত্যাদি। ৮৯

'আত্মানন্দ' প্রকরণরূপ এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে দেখাইতেছেন :—

(ট) সংক্ষেপে আত্মানন্দ নামক অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

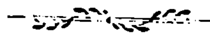
ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে মন্দানুগ্রহসিদ্ধয়ে।
দ্বিতীয়াধ্যায় এতস্মিন্নাত্মানন্দো বিবেচিতঃ ॥ ৯০

ইতি পঞ্চদশ্যাং ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে এতস্মিন্ দ্বিতীয়াধ্যায়ে মন্দানুগ্রহসিদ্ধয়ে আত্মানন্দঃ বিবেচিতঃ।

অনুবাদ ও টীকা—ব্রহ্মানন্দ নামক এই অধ্যায় পঞ্চকাত্মক গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে (পঞ্চদশীর দ্বাদশাধ্যায়ে) অল্পবুদ্ধি অধিকারীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের মোক্ষসিদ্ধির জন্য আত্মানন্দের অর্থাৎ সর্ব্বজীবের প্রত্যগাত্মস্বরূপভূত আনন্দের বিচার করা হইল। ৯০

ইতি সটীক পঞ্চদশী গ্রন্থের আত্মানন্দ নামক দ্বাদশাধ্যায়ের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।



পঞ্চদশী

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অথ ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ।

ব্রহ্মানন্দে তৃতীয়াধ্যায়।

ব্রহ্মের বিবর্ত্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; শক্তি ও শক্তিকার্য্যের অনির্ব্বচনীয়তা।

১। আনন্দরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

ভাল, ব্রহ্মানন্দ, বিদ্যানন্দ ও বিষয়ানন্দ ভেদে আনন্দ ভিন্ন প্রকারই, এইরূপে ব্রহ্মানন্দের প্রথমাধ্যায়ে (পঞ্চদশীর 'যোগানন্দ' নামক একাদশাধ্যায়ে) সেই আনন্দ তিন প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দ্বিতীয়াধ্যায়ে (পঞ্চদশীর দ্বাদশাধ্যায়ে) সেই তিন প্রকার আনন্দের অতিরিক্ত আত্মানন্দ নিরূপণ করায়, আনন্দের তিন প্রকার কথনে বিরোধ উপস্থিত হইল, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) আনন্দের ত্রিবিধতা বিষয়ক উক্তিতে বিরোধ নাই। আত্মানন্দের সদ্বৈততা বিষয়ক শঙ্কা ও তাহার উত্তর।

যোগানন্দঃ পুরোক্তো যঃ স আত্মানন্দ ইষ্যতাম্।
কথং ব্রহ্মত্বমেতস্য সদ্বয়স্যেতি চেচ্ছৃণু॥ ১

অন্বয়—যঃ পুরা উক্ত যোগানন্দঃ সঃ আত্মানন্দঃ ইষ্যতাম্; সদ্বয়স্য এতস্য ব্রহ্মত্বম্ কথম্ ইতি চেৎ শৃণু।

অনুবাদ—পূর্ব্বে যে যোগানন্দ (একাদশাধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে তাহাকেই আত্মানন্দ বলিয়া মানিতে হইবে। (যদি বল) দ্বৈত সহিত এই আত্মানন্দের ব্রহ্মরূপতা কি প্রকারে হইতে পারে? তবে শ্রবণ করুন।

টীকা—যেমন যোগানন্দ নামক একাদশ প্রকরণের প্রথম শ্লোকে প্রতিজ্ঞাত 'ব্রহ্মানন্দই' যোগজনিত সাক্ষাৎকারের বিষয় হয় বলিয়া তাহাকে যোগানন্দ বলিয়া এবং নিরুপাধিক বলিয়া নিজানন্দরূপে, ব্যবহার (পরিচায়িত) করা হয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মানন্দই গৌণ মিথ্যা ও মুখ্য আত্মার বিচার দ্বারা অবগত হইতে পারা যায়, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়ে তাহারই আত্মানন্দরূপতা কথিত হয়; ইহাই ভাবার্থ। ভাল, আত্মা (আত্মরূপে) সজাতীয় সাক্ষিরূপ মুখ্য আত্মার সমান জাতীয় পুত্র-ভার্য্যাদিরূপ গৌণ আত্মা হইতে মিথ্যা আত্মারূপ দেহাদি হইতে এবং বিলক্ষণ জাতি-বিশিষ্ট আকাশাদি হইতে বিভিন্ন এবং সেই হেতু সদ্বয় বলিয়া আত্মানন্দের প্রথমাধ্যায়োক্ত অদ্বিতীয় যোগানন্দরূপতা সম্ভব হয় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন "(যদি বল) দ্বৈত সহিত" ইত্যাদি। সজাতীয় বলিয়া স্বীকৃত যে পুত্রাদি গৌণ আত্মা এবং

দেহাদিরূপ মিথ্যা আত্মা, তাহা তৈত্তিরীয় শ্রুতিউক্ত আকাশাদি জগতের অন্তর্গত বলিয়া এবং আকাশাদি জগৎ আত্মানন্দ হইতে ভিন্ন সত্তাহীন বলিয়া সেই আত্মানন্দের অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপতা সিদ্ধ হয়, এই বলিয়া সিদ্ধান্তী বহুমানপুরঃসর উত্তর দিতেছেন :—"তবে শ্রবণ কর"। ১

আকাশাদিস্বদেহান্তং তৈত্তিরীয়শ্রুতীরিতম্।
জগন্নাস্ত্যন্যদানন্দাদদ্বৈতব্রহ্মতা ততঃ ॥২

অন্বয়—তৈত্তিরীয়শ্রুতীরিতম্ আকাশাদি স্বদেহান্তম্ জগৎ আনন্দাৎ অন্যৎ ন অস্তি; ততঃ অদ্বৈতব্রহ্মতা।

অনুবাদ—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের দেহ পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে; সেই হেতু আত্মানন্দের অদ্বৈতব্রহ্মরূপতা সিদ্ধ হয়।

টীকা—[তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—'সেই (মন্ত্রপ্রতিপাদিত) বা এই (ব্রাহ্মণ প্রতিপাদিত) আত্মা হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইল,' এই প্রকারে তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচন দ্বারা বর্ণিত যে "জগৎ"—তাহা যেহেতু স্ব-কারণভূত আত্মানন্দ হইতে "অন্যৎ ন অস্তি"—ভিন্ন নহে; এই কারণে সেই আত্মানন্দের অদ্বিতীয়তা ইহাই অভিপ্রায়।২

ভাল, দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত শ্রুতি বচনে আত্মারই কারণতা শুনা যায়, আনন্দের নহে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া আনন্দের কারণতা প্রতিপাদক শ্রুতিবচন [আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—তৈত্তিরীয় উ, ৩।৬।১] আনন্দ হইতেই প্রসিদ্ধ এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—এই বাক্য অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(খ) আনন্দ হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি প্রতিপাদক তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচন, ফলিতার্থ আনন্দ হইতে জগতের অভেদ।

আনন্দাদেব তজ্জাতং তিষ্ঠত্যানন্দ এব তৎ।
আনন্দ এব লীনং চেত্যুক্তানন্দাৎ কথং পৃথক্ ? ॥৩

অন্বয়—তৎ আনন্দাৎ এব জাতম্, তৎ আনন্দে এব তিষ্ঠতি; চ আনন্দে এব লীনম্ ইতি উক্তানন্দাৎ কথম্ পৃথক্ ?

অনুবাদ—আনন্দ হইতেই প্রসিদ্ধ এই জগৎ উৎপন্ন, আনন্দেই অবস্থিত, এবং আনন্দেই বিলীন হয়, এই প্রকারে শ্রুত্যভিহিত আনন্দ হইতে জগৎ কি প্রকারে পৃথক্ হইতে পারে ? কোন প্রকারেই নহে।

টীকা—এস্থলে এই অনুমান সূচিত হইয়াছে—বিবাদের বিষয় এই জগৎ আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু তাহা (আনন্দের) কার্য্য—হেতু; যাহা যাহার কার্য্য তাহা তাহা হইতে ভিন্ন নহে, সেই প্রকার। ৩

ভাল, কুলাল হইতে উৎপন্ন ঘট সেই কুলালরূপ কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া দৃষ্ট হয়, এই

কারণে তৃতীয় শ্লোকোক্ত 'যেহেতু তাহা কার্য্য'—এই হেতুটি অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে কুলাল ঘটের নিমিত্ত কারণ বলিয়া আর এস্থলে—(উক্ত শ্রুতি বচনে) আনন্দ উপাদানকারণ বলিয়া সমর্থিত (কথিত) হওয়ায় ব্যভিচার শঙ্কা হইতে পারে না :—

(গ) ঘট যেরূপ কুলাল হইতে ভিন্ন, জগৎ সেইরূপ আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে।

কুলালাদ্ ঘট উৎপন্নো ভিন্নশ্চেতি ন শঙ্ক্যতাম্।
মৃদ্বদেষ উপাদানং নিমিত্তং ন কুলালবৎ ॥ ৪

অন্বয়—কুলালাৎ ঘটঃ উৎপন্নঃ চ ভিন্ন ইতি ন শঙ্ক্যতাম্, এষঃ মৃদ্বৎ উপাদানম্ কুলালবৎ নিমিত্তম্ ন।

অনুবাদ—ঘট কুম্ভকার দ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং কুম্ভকার হইতে ভিন্ন, এইরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে, কেননা, এই আত্মানন্দ মৃত্তিকার ন্যায় উপাদান (কারণ), কুলালের ন্যায় নিমিত্ত কারণ নহে।

টীকা—"এষঃ"—এই আত্মানন্দ "মৃদ্বৎ"—ঘটের উপাদান মৃত্তিকার ন্যায়, "উপাদানম্"—জগতের উপাদান কারণ, "কুলালবৎ"—ঘটের নিমিত্তকারণ কুলাল বা কুম্ভকারের ন্যায় "নিমিত্তকারণম্ ন ভবতি"—জগতের নিমিত্ত কারণ নহেন। ৪

ভাল, কুলালও কেন ঘটের উপাদান হইতে পারে না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে উপাদানের লক্ষণ—'স্থিতি ও লয়ের আধারত্ব' কুলালে থাটে না।

(ঘ) কুলাল ঘটের উপাদান হইতে পারে না, মৃত্তিকাই উপাদান; হেতু প্রদর্শন দ্বারা আলোচ্য দার্ষ্টান্তে প্রয়োগ।

স্থিতির্লয়শ্চ কুম্ভস্য কুলালে স্তো নহি ক্বচিৎ।
দৃষ্টৌ তৌ মৃদি তদ্বৎ স্যাদুপাদানং তয়োঃ শ্রুতেঃ ॥৫

অন্বয়—হি কুম্ভস্য স্থিতিঃ লয়ঃ চ কুলালে কচিৎ ন স্তঃ, তৌ মৃদি দৃষ্টৌ, তদ্বৎ উপাদানম্ স্যাৎ তয়োঃ শ্রুতেঃ।

অনুবাদ—যেহেতু ঘটের স্থিতি ও লয় কুম্ভকারে কখনই সম্ভব হয় না, তদুভয় মৃত্তিকাতেই দেখা যায়; সেইহেতু মৃত্তিকাই উপাদান, কুম্ভকার নহে। সেইরূপ মৃত্তিকার ন্যায় আনন্দই জগতের উপাদান। আর জগতের স্থিতি লয় বিষয়ে এই মর্ম্মের শ্রুতিও রহিয়াছে।

টীকা—যেহেতু ঘটের স্থিতি ও লয় কুম্ভকাররূপ আধার বিশিষ্ট নহে এইহেতু কুলালে ঘটের উপাদানতা নাই। তাহা হইলে ঘটের স্থিতি ও লয় কোথায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—"তদুভয় মৃত্তিকাতেই দেখা যায়।" সেই ঘটের স্থিতি ও লয় "মৃদি"—সেই ঘটের উপাদানরূপ মৃত্তিকাতেই দৃষ্ট হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানা যায়। ভাল, তাহাই যেন হইল, তাহাতে আলোচ্য বিষয়ে অর্থাৎ আনন্দের জগৎ কারণতাবিষয়ে কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"সেইরূপ মৃত্তিকার ন্যায় আনন্দই" ইত্যাদি। যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান সেইরূপ আনন্দও জগতের

উপাদান। আনন্দ যে জগতের উপাদান তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—"আর জগতের স্থিতি লয় বিষয়ে" ইত্যাদি। "তয়োঃ"—জগতের সেই স্থিতি লয় বিষয়ে [আনন্দাৎ হি এব ইত্যাদি, তৈত্তিরীয় উ, ৩।৬।১] আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল ইত্যাদি; এই শ্রুতিবচনে জগতের স্থিতি লয় যে আনন্দ হেতুক বা আনন্দাধার তাহা শুনা যাইতেছে বলিয়া জগতের উপাদান আনন্দ ইহাই অর্থ। ৫

আনন্দ যে সিদ্ধান্তিসম্মত জগদুপাদান তাহাই বলিবার জন্য উপাদানের অবান্তর ভেদ বলিতেছেন :—

(৬) উপাদানতা তিন প্রকারের হইতে পারে, তন্মধ্যে দুই প্রকার নিরবয়ব পরব্রহ্মে অসম্ভব।

উপাদানং ত্রিধা ভিন্নং বিবর্ত্তি পরিণামি চ।
আরম্ভকং চ তত্রান্ত্যৌ ন নিরংশেঽবকাশিনৌ ॥৬

অন্বয়—বিবর্ত্তি চ পরিণামি চ আরম্ভকম্ উপাদানম্ ত্রিধা ভিন্নম্। তত্র অন্ত্যৌ নিরংশে ন অবকাশিনৌ।

অনুবাদ—বিবর্ত্তি উপাদান, পরিণামি উপাদান এবং আরম্ভক উপাদান—এইরূপ উপাদান ত্রিবিধ; তন্মধ্যে শেষোক্ত দুই প্রকারের উপাদান নিরবয়ব পরব্রহ্মে অবসরবিহীন অর্থাৎ অসম্ভব।

টীকা—সেই তিন পক্ষের মধ্যে বিবর্ত্তপক্ষকে অবশিষ্ট রাখিবার জন্য অপর দুই পক্ষের দোষ দেখাইতেছেন :—"তন্মধ্যে শেষোক্ত" ইত্যাদি। "অন্ত্যৌ"—সেই তিন পক্ষের মধ্যে শেষের "আরম্ভ" ও "পরিণাম" নামক দুই পক্ষ "নিরংশে"—নিরবয়ব বস্তু যে আনন্দ তাহাতে "ন অবকাশিনৌ"—স্থানপ্রাপ্ত হয় না, অসম্ভব বলিয়া। উপাদানের অবয়ব সমূহের সম্বন্ধাদি দ্বারা তাহা হইতে ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তিকে 'আরম্ভ' বলে, যেমন পরমাণু ও কপালের (খর্পরের) সংযোগাদি দ্বারা ঘটের উৎপত্তি। আর উপাদানের অ...বের অন্যথাভাবের (অর্থাৎ রূপান্তরাপত্তির) নাম পরিণাম, যেমন তড়াগাদির জলের প্রবাহরূপে এবং দুগ্ধের দধিরূপে। এইরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট আরম্ভ ও পরিণাম সাবয়ব উপাদানেই সম্ভব, জগদুপাদানরূপ নিরবয়ব আনন্দে সম্ভব নহে, কেননা সম্বন্ধপ্রাপ্ত ও অন্যথাভাবপ্রাপ্ত বিষয়ে অপেক্ষিত অবয়বের অভাব। কিন্তু আকাশের ন্যায় নিরবয়ব আনন্দের বিবর্ত্তরূপে জগৎ সম্ভব হইতে পারে। আবার অধিষ্ঠান হইতে বিষম সত্তা-বিশিষ্ট যে অধিষ্ঠানের অন্যথাভাব তাহাকে বিবর্ত্ত বলে, যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্প, আকাশের বিবর্ত্ত নীলতা। (আরম্ভ পরিণাম ও বিবর্ত্ত ৭-৯ শ্লোকে, ৪৯-৫৩ শ্লোকে এবং ৫৯ শ্লোকে বর্ণিত)। ৬

সেই আরম্ভ ও পরিণাম এই দুই পক্ষের আনন্দরূপ উপাদানে স্থান নাই, ইহাই দেখাইবার জন্য প্রথমে আরম্ভবাদীর মতের অনুবাদ করিতেছেন :—

(৭) আরম্ভবাদীর মতের বর্ণন।

আরম্ভবাদিনোঽন্যস্মাদন্যস্যোৎপত্তিমূচিরে।
তন্তোঃ পটস্য নিষ্পত্তের্ভিন্নৌ তন্তুপটৌ খলু ॥ ৭

অন্বয়—আরম্ভবাদিনঃ অন্যস্মাৎ অন্যস্য উৎপত্তিম্ ঊচিরে ; তন্তোঃ পটস্য নিষ্পত্তেঃ তন্তুপটৌ খলু ভিন্নৌ।

অনুবাদ—আরম্ভবাদী এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকে ; তন্তু হইতে পটের উৎপত্তি হয়, দেখা যায় বলিয়া এইরূপ বলে। তাহাদের নিশ্চয় এই যে তন্তু ও বস্ত্র ভিন্ন।

টীকা—"আরম্ভবাদিনঃ" অর্থাৎ বৈশেষিক প্রভৃতি মতাবলম্বিগণ। "অন্যস্মাৎ" অন্য হইতে অর্থাৎ কার্য্যের অপেক্ষায়—বা কার্য্যকে ধরিয়া, তাহা হইতে ভিন্ন যে কারণ তাহা হইতে. "অন্যস্য" —কারণের অপেক্ষায় অন্য যে কার্য্য তাহার "উৎপত্তিম্ ঊচিরে"—উৎপত্তি বলেন অর্থাৎ মানেন। বৈশেষিকাদি কেন এইরূপ বলেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন – "তন্তু হইতে পটের উৎপত্তি" ইত্যাদি। "নিষ্পত্তেঃ"—উৎপত্তির "দর্শন হয় বলিয়া"—এইরূপে শব্দযোজনা করিয়া বাক্যশেষ করিতে হইবে। ইহার দ্বারাই অর্থাৎ তন্তু হইতে পটের উৎপত্তি দেখিয়াই কার্য্যকারণের ভেদ সিদ্ধ হয় কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"তাহাদের নিশ্চয় এই" ইত্যাদি। বিরুদ্ধ অর্থাৎ ভিন্ন পরিণাম বিশিষ্ট বলিয়া ও ভিন্ন বিরুদ্ধ অর্থাৎ অর্থ ক্রিয়াবিশিষ্ট—প্রয়োজন নিমিত্ত প্রবৃত্তি বিশিষ্ট বলিয়া তন্তু পট ভিন্ন ইহাই তাৎপর্য্য। ৭

এক্ষণে পরিণামের স্বরূপ বলিতেছেন :—

(ছ) পরিণামের স্বরূপ।

অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা।
স্যাৎ ক্ষীরং দধি মৃৎকুম্ভঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা ॥ ৮

অন্বয়—একস্য অবস্থান্তরতাপত্তিঃ পরিণামিতা ; যথা ক্ষীরম্ দধি, মৃৎকুম্ভঃ, সুবর্ণম্ কুণ্ডলম্ স্যাৎ।

অনুবাদ—এক বস্তুর অবস্থান্তরতাপ্রাপ্তির নাম পরিণামিতা ; যেমন দুগ্ধ দধিরূপ হয়, মৃত্তিকা ঘটরূপ হয় ; সুবর্ণ কুণ্ডল হয়।

টীকা—একই বস্তুর পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্যাবস্থা প্রাপ্তিকে পরিণাম বলে, ইহাই অর্থ। সেই পরিণামের উদাহরণ দিতেছেন—"যেমন দুগ্ধ" ইত্যাদি। যেমন দুগ্ধ মৃত্তিকা সুবর্ণ প্রভৃতির দুগ্ধাদিরূপে ব্যবহার যোগ্যতা পরিত্যাগ দ্বারা দধি প্রভৃতি রূপে ব্যবহারের যোগ্যতা প্রাপ্তি পরিণাম। ৮

এক্ষণে বিবর্ত্তের লক্ষণ বলিতেছেন :—

(জ) বিবর্ত্তের লক্ষণ ; নিরবয়ব বস্তুতে বিবর্ত্ত সম্ভব।

অবস্থান্তরভানং তু বিবর্ত্তো রজ্জুসর্পবৎ।
নিরংশেঽপ্যস্ত্যসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্পনাৎ ॥ ৯

অন্বয়—অবস্থান্তরভানম্ তু বিবর্ত্তঃ রজ্জুসর্পবৎ। অসৌ নিরংশে অপি অস্তি ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্পনাৎ।

অনুবাদ—কিন্তু অন্যাবস্থা প্রতীতির নাম বিবর্ত্ত, যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি—এই বিবর্ত্ত নিরবয়ব পদার্থেও হয়, কেননা আকাশে কটাহতলরূপতা ও মলিনতার (নীলিমার) কল্পনা হয়।

টীকা—"তু"—কিন্তু, ইহা বিবর্ত্তের পূর্ব্বে উল্লিখিত দুই পক্ষ অর্থাৎ অর্থাৎ আরম্ভ ও পরিণাম হইতে বিলক্ষণতা সূচনা করিতেছে। পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ না করিয়াই অন্যাবস্থাপন্ন বলিয়া প্রতীত হওয়ার নাম বিবর্ত্ত। সেই বিবর্ত্তের উদাহরণ দিতেছেন :—"যেমন রজ্জুতে" ইত্যাদি ; যেমন রজ্জুরূপে অবস্থিত বস্তুর সর্পরূপে ভান বা প্রতীতির নাম বিবর্ত্ত। (শঙ্কা) ভাল, বিবর্ত্তিত রূপপ্রাপ্ত রজ্জু প্রভৃতির সাবয়বতা দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে নিরবয়ব বস্তুতে ত' সেই বিবর্ত্ত লক্ষণ খাটে না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—নিরবয়ব আকাশাদিতেও সেই বিবর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উক্ত আশঙ্কা উঠিতে পারে না ; ইহাই বলিতেছেন,—"এই বিবর্ত্ত নিরবয়ব পদার্থেও" ইত্যাদি। "অসৌ"—এই বিবর্ত্ত। "তলমালিন্যকল্পনাৎ"—অধোমুখ ইন্দ্রনীল কটাহ সাদৃশ্য-তলতা : মালিন্য-নীলবর্ণতা ; তদুভয়ের 'কল্পনাৎ'—যাহারা আকাশের স্বরূপ জানে না তাহাদিগের কর্ত্তৃক আরোপিত হয় বলিয়া। ৯

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ঋ) নিরবয়ব আনন্দে জগতের কল্পিতত্ব, এই ফলিতার্থ কথন ; কল্পনার হেতু শক্তির দৃষ্টান্ত সহিত বর্ণন।

তত নিরংশ আনন্দে বিবর্ত্তো জগদিষ্যতাম্।
মায়াশক্তিঃকল্পিকা স্যাদৈন্দ্রজালিকশক্তিবৎ ॥১০

অন্বয়—ততঃ জগৎ নিরংশে আনন্দে বিবর্ত্তঃ ইষ্যতাম্ মায়া শক্তিঃ কল্পিকা স্যাৎ ঐন্দ্রজালিকশক্তিবৎ ॥

অনুবাদ—সেই হেতু নিরবয়ব আনন্দে জগদ্রূপ বিবর্ত্ত মানিতে হইবে। ঐন্দ্রজালিকের শক্তির ন্যায় মায়াশক্তি সেই কল্পনার হেতু হয়।

টীকা—"ততঃ"—নিরবয়ব বস্তুতে বিবর্ত্ত সম্ভব বলিয়া, "জগৎ নিরংশে আনন্দে বিবর্ত্তঃ"—জগৎ নিরবয়ব আনন্দে কল্পিত, ইহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে, ইহাই অর্থ। (শঙ্কা) ভাল, অদ্বিতীয় আনন্দে জগতের কল্পনা সিদ্ধ হয় না, কেননা কল্পনার হেতু বা কারণ নাই ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—"মায়াশক্তি সেই কল্পনার হেতু হয়"। (শঙ্কা) ভাল, শক্তি যে কল্পনার কারণ হয়, ইহা কোথায় দেখিতেছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ঐন্দ্রজালিকের শক্তির ন্যায়"। যেমন ঐন্দ্রজালিক পুরুষে অবস্থিত মণিমন্ত্রাদিরূপ মায়াশক্তির গন্ধর্ব্বনগরাদির কল্পিকতা আছে সেইরূপ। ১০

(এ) শক্তিমান হইতে লৌকিক শক্তির ভেদাভেদ উভয়েরই অভাব।

শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথঙ্নাস্তি তদ্বদ্দৃষ্টের্ন চাভিদা।
প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাচ্ছক্ত্যভাবে তু কস্য সঃ ॥১১

(শঙ্কা) ভাল, আনন্দরূপ আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে মায়াশক্তিকে ভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিলে দ্বৈত আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া মায়াকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া মিথ্যা বলিবার জন্য অগ্রে (অর্থাৎ ২৯ হইতে পরবর্ত্তী শ্লোকনিচয়ে) বর্ণিত যে লৌকিক অগ্ন্যাদি শক্তি, প্রথমে (অর্থাৎ ১১ ও ১২ শ্লোকে) তাহার শক্তিমান হইতে ভেদরূপে অথবা অভেদরূপে বর্ণন করিতে পারা যায় না বলিয়া, তাহার অনির্ব্বচনীয়তা দেখাইতেছেন :—

২। শক্তির অনির্ব্বচনীয়তা, ধাত্রীর উপাখ্যান (বাশিষ্ঠ রামায়ণ হইতে)

(ক) শক্তিমান হইতে লৌকিক শক্তির ভেদ-অভেদ উভয়েরই অভাব।

শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথঙ্ নাস্তি তদ্বদ্দৃষ্টের্ণচাভিদা।
প্রতিবন্ধস্যদৃষ্টত্বাচ্ছক্ত্যভাবে তু কস্য সঃ ॥ ১১

অন্বয়—শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথক্ ন অস্তি তদ্বৎ দৃষ্টেঃ; অভিদা ন চ, প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাৎ, শক্ত্যভাবে তু সঃ কস্য?

অনুবাদ—আনন্দস্বরূপ (শক্তিমান) ব্রহ্ম হইতে মায়াশক্তির পৃথক্ সত্তা নাই; কেননা, সংসারে সেইরূপ দেখা যায়—অর্থাৎ দেখা যায় শক্ত বা শক্তিমান হইতে শক্তি ভিন্ন হইয়া নাই। আবার শক্তিমান হইতে শক্তি অভিন্নও নহে; কেননা, সেই শক্তির প্রতিবন্ধ বা বাধাও দৃষ্ট হয়; যদি অভিন্ন বল তবে শক্তির অভাব হইলে সেই বাধ হইল কাহার?

টীকা—"শক্তিঃ"—যাহা অগ্নি প্রভৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া স্ফোটের (ফোস্কার অথবা শব্দের) উৎপাদক, "শক্তাৎ" অগ্ন্যাদির স্বরূপ হইতে "পৃথক্ নাস্তি"—ভিন্নরূপ নহে; যদি বল শক্তি শক্তিমান্ হইতে কেন ভিন্ন নহে তদুত্তরে বলিতেছেন—"কেননা সংসারে সেইরূপ দেখা যায়" ইত্যাদি। "তদ্বৎ"—সেইরূপে অর্থাৎ শক্তিমান হইতে, ভিন্নরূপে, "দৃষ্টেঃ" ইত্যাদি—দেখা যায় বলিয়া; অগ্ন্যাদির স্বরূপ হইতে ভিন্ন শক্তির উপলব্ধি বা প্রতীতি হয় না; ইহাই অর্থ। আবার অগ্ন্যাদি শক্তিমানের স্বরূপই শক্তি, এইরূপও নহে, তাহাই বলিতেছেন :—"অভিদা ন চ"—আবার শক্তিমান হইতে শক্তি অভিন্নও নহে। সেই অভেদের অভাব বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—"প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাৎ"—মণি মন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা শক্তির কার্য্যের—স্ফোট প্রভৃতির—প্রতিবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, অগ্নি প্রভৃতি শক্তিমান হইতে স্বরূপতঃ পৃথগ্রূপে শক্তি দ্রষ্টব্য বলিয়া, ইহাই অভিপ্রায়। ভাল, প্রতিবন্ধকের দর্শন হয় মানা গেল, তাহা হইলেও ত শক্তির শক্তিমানের স্বরূপ হইতে ভেদ না-ও হইতে পারে; তাহাতে দোষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"যদি অভিন্ন বল তবে শক্তির অভাব হইলে" ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ যে অগ্নি প্রভৃতির স্বরূপ, তাহার নাশ বা তিরোধানরূপ প্রতিবন্ধক অসম্ভব, যেহেতু সেই অগ্নি প্রভৃতির স্বরূপ হইতে ভিন্ন শক্তি স্বীকার না করিলে প্রতিবন্ধও নির্বিষয় হয়, (তাহা ত বাঞ্ছিত নহে)। এই হেতু শক্তিমান হইতে ভিন্ন প্রতিবন্ধের বিষয়-শক্তি মানিতে হইবে ইহাই অভিপ্রায়। ১১

ভাল, শক্তি ত' ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহার প্রতিবন্ধ কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(৫) শক্তির প্রতিবন্ধ জানিবার উপায়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

শক্তেঃ কার্য্যানুমেয়ত্বাদকার্য্যে প্রতিবন্ধনম্।
জ্বলতোঽগ্নেরদাহে স্যান্মন্ত্রাদিপ্রতিবন্ধতা ॥ ১২

অন্বয়—শক্তেঃ কার্য্যানুমেয়ত্বাৎ, অকার্য্যে প্রতিবন্ধনম্ (অবগন্তব্যম্) জ্বলতঃ অগ্নেঃ অদাহে মন্ত্রাদিপ্রতিবন্ধতা স্যাৎ।

অনুবাদ—(শক্তিমান প্রত্যক্ষ হইলেও) শক্তি কার্য্য দ্বারা অনুমেয়; সেই কার্য্য না হইলেই প্রতিবন্ধ বুঝিতে হইবে। প্রজ্বলিত অগ্নি যদি দাহ করিতে বিরত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রাদির প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতেই হয়।

টীকা—শক্তি অতীন্দ্রিয় হইলেও, যেহেতু কার্য্যরূপ লিঙ্গ বা হেতু দ্বারা অনুমেয় এই হেতু "অকার্য্যে প্রতিবন্ধনম্"—কারণ থাকিতেও যদি কার্য্যের অনুৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রতিবন্ধ ("অবগন্তব্যম্") বুঝিতে হইবে এই শব্দটি আনিয়া বাক্য শেষ করিতে হইবে। এই অর্থটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন—"প্রজ্বলিত অগ্নি যদি" ইত্যাদি দ্বারা। সংসারের স্বরূপতঃ "জ্বলতঃ অগ্নেঃ"—প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে, "অদাহে"—দাহাদিরূপ কার্য্য উৎপন্ন না হইলে "মন্ত্রাদিপ্রতিবন্ধতা স্যাৎ"—মন্ত্র মণি প্রভৃতির শক্তিপ্রতিবন্ধকতা মানিতে হইবে। ১২

এই প্রকারে লৌকিক শক্তি স্বরূপতঃ এবং প্রমাণতঃ সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে মায়া-শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে (তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিম্ স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্—শ্বেতাশ্বতর উ—১।৩)—'সেই (বেদার্থজ্ঞানসম্পন্ন পরোক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ) মুনিগণ ধ্যানযোগ-তৎপর হইয়া (জগৎকারণ চিন্তনে সমাহিতবুদ্ধি বা অন্তর্মুখ হইয়া স্বয়ং-প্রকাশ আনন্দস্বরূপ আত্মার অবিদ্যা মায়া ইত্যাদি নামধারিণী) শক্তিকে দেখিতে পাইলেন; সেই শক্তি নিজ সত্ত্ব-রজ-তমোগুণ দ্বারা আবৃত হইয়া অল্পবুদ্ধি জীবের অগোচর হইয়া রহিয়াছেন।' এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্বাক্য অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন; আবার সেই উপনিষদেই মন্ত্ররূপে স্থিত ["পরা অস্য শক্তিঃ বিবিধা এব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"—(শ্বেতাশ্ব উ—৬।৮)] এই সর্বকারণ আত্মার সকল শক্তি হইতে উৎকৃষ্টা শক্তি একাধিকরূপ অর্থাৎ অসংখ্যরূপা বলিয়া শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়; (এই শক্তি আগন্তুক নহে) ইহা স্বভাবতঃ সহজ বা অনাদিসিদ্ধ, ইহা জ্ঞানরূপা বা বস্তুপ্রকাশিকা, প্রাণরূপা বা উৎসাহরূপা এবং ব্যাপার মাত্ররূপা। এই বাক্যও অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(৬) মায়াশক্তির অস্তিত্বে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবচন।

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং মুনয়োঽবিদন্।
পরাস্য শক্তির্বিবিধা ক্রিয়াজ্ঞানবলাত্মিকা ॥ ১৩

অন্বয়—মুনয়ঃ দেবাত্মশক্তিম্ স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্ অবিদন্; অস্য পরা শক্তিঃ বিবিধা ক্রিয়াজ্ঞানবলাত্মিকা।

অনুবাদ—মুনিগণ জানিতে পারিলেন স্বপ্রকাশ চিদাত্মার মায়াশক্তি নিজ সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা (অথবা আবরণ ও বিক্ষেপ দ্বারা) আবৃত হইয়া রহিয়াছেন; এবং চিদাত্মার (ব্রহ্মের) সেই পরাশক্তি একাধিকরূপা অর্থাৎ জ্ঞানরূপা, বলরূপা, ক্রিয়ারূপা।

টীকা—"মুনয়ঃ"—যে মুনিগণ কাল, স্বভাব প্রভৃতি জগৎকারণ বাদে দোষ দর্শন করিয়া জগৎ কারণাবধারণের জন্য ধ্যানযোগে আত্মবান্ হইয়া অপরোক্ষ জ্ঞানাধিকারী হইয়াছিলেন তাঁহারা "দেবাত্মশক্তিম্"—দেবের অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের মায়ারূপ শক্তিকে, "স্বগুণৈঃ" আপনার আবরণ বিক্ষেপরূপ অথবা কার্য্যাত্মক স্থূল সূক্ষ্ম শরীররূপ গুণদ্বারা—"নিগূঢ়াম্"—নিরন্তর আবৃতরূপে "অবিদন্"—সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। "পরাস্য শক্তিঃ"—চিদাত্মার (ব্রহ্মের) সেই পরাশক্তি ইত্যাদি—"অস্য"—এই ব্রহ্মের "পরা"—উৎকৃষ্টা জগৎকারণভূতা শক্তি বিবিধ বলিয়া শ্রুত হয় (বিবিধেব শ্রূয়তে) এইরূপে বাক্য শেষ করিতে হইবে। ইহার বিবিধতা বর্ণন করিতেছেন—সেই শক্তি কি প্রকার? ক্রিয়ারূপ জ্ঞানরূপ ও বলরূপ; ক্রিয়া ও জ্ঞান সর্ব্বজনবিদিত; বল ইচ্ছাশক্তির নাম, কেননা, ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তির ও ক্রিয়াশক্তির সহচারী—সহায়ক অর্থাৎ একসঙ্গে থাকে বলিয়া। ক্রিয়া প্রভৃতি শক্তিসমূহ হইয়াছে 'আত্মা বা স্বরূপ' যাহার এইরূপ যে পরমেশ্বর শক্তি তাহা ক্রিয়া-জ্ঞান-বলরূপ। ক্রিয়াশক্তি তমোগুণপ্রধান; জ্ঞানশক্তি সত্ত্বগুণপ্রধান, ইচ্ছাশক্তি রজোগুণপ্রধান। তমোগুণ এবং সত্ত্বগুণ উভয়ই কার্য্যোৎপাদক; রজোগুণপ্রধান ইচ্ছাশক্তি স্বয়ং কার্য্যহীন কিন্তু তদুভয়ের সহকারী—এই হেতু তাহা বলরূপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যেমন পুত্রবান দুই ভ্রাতার পুত্রদিগকে অপুত্রক তৃতীয় ভ্রাতা ক্রীড়া করাইয়া থাকে। * বেদার্থজ্ঞ পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে জগৎকারণরূপে শুনিয়া বিচার করিতেছেন—(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রারম্ভ "কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ" ইত্যাদি)—সেই ব্রহ্ম-কারণ কি প্রকার? তাহা কি 'কাল'—নিমেষাদি পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যয়ের উৎপাদক যাহা ভূত-ভবিষ্যদ্ বর্ত্তমানরূপে লোকসমাজে ব্যবহৃত হয়, অথবা 'স্বভাব'—সকল পদার্থের নিজ নিজ ভাব বা অসাধারণ কার্য্যকারিতা, যেমন অগ্নির দাহাদিকারিতা, জলের নিম্নদেশ গমনাদি, অথবা 'নিয়তি'—সকল পদার্থে আকারের ন্যায় অনুগত নিয়মন শক্তি, যেমন ঋতুকালেই নারীগণের গর্ভধারণ, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র বৃদ্ধি, কিম্বা পুণ্যাপুণ্যরূপ অবিষম নিয়ম বা অদৃষ্ট, অথবা 'যদৃচ্ছা'—কাকতালীয় ন্যায়ে সংযোগকারিণী এক প্রকার শক্তি, যেমন ঋতুমতী নারীগণের মধ্যে কাহারও কোন ঋতু বিশেষে গর্ভধারণ ইত্যাদি; অথবা "ভূতানি" পঞ্চভূত বা ভূতচতুষ্টয় যেমন তৈলবর্ত্তিকাগ্নিসংযোগে প্রদীপ অথবা পান সুপারি খদির ও চূর্ণের জীবিত ব্যক্তির মুখবিবরে সংযোগ দ্বারা উৎপাদিত রক্তিমা ও মদ; এইরূপে ভূতের সংযোগ—এইগুলির সংযোগই কি যোনি বা কারণ অথবা

* এস্থলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সংস্কারাপন্নগণ ক্রিয়ারূপা শক্তিতে kinetic energy, বলরূপা শক্তিতে potential energy এবং জ্ঞানরূপা শক্তিতে (অধুনা অর্দ্ধাবিষ্কৃত) sentient energy-র ছায়া দেখিতে পাইবেন। এস্থলে ব্যাখ্যাত প্রাচ্যবিজ্ঞান কিন্তু ভিন্নরূপ।

অসঙ্গ উদাসীন চিদানন্দাত্মা কারণ? এই ছয়টি পক্ষের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পক্ষের দুর্ব্বলতা-বশতঃ উত্তরোত্তর পক্ষের উৎপত্তি। 'যোনি'—কারণ, এই শব্দটির পূর্ব্বোক্ত ছয়টির সহিত সম্বন্ধ। প্রথম পক্ষ কাল বৈশেষিকাদি প্রসিদ্ধ পরমাণু প্রভৃতির কারণতা নিবারণ জন্য; অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতি কারণ কাল ব্যতিরেকে কারণতা লাভ করিতে পারে না: সেই হেতু কল্পনাগৌরবাদি দোষ হেতু পরমাণু প্রভৃতি পক্ষসকল পরিত্যাগ করিয়া কালেরই কারণতা অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য। কালও বস্তুর স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া কারণ হইতে পারে না: এই হেতু পূর্ব্বের ন্যায় 'স্বভাবই' কারণ; এইটি দ্বিতীয় পক্ষ। স্বভাবও নিয়তি বিনা কারণ হইতে পারে না; সেই হেতু অন্বয়ব্যতিরেক যুক্তির অন্বেষণে নিয়তিই কারণ, এইটি তৃতীয় পক্ষ। আবার নিয়তিও অনৈকান্তিক—ব্যভিচার দোষদুষ্টা; এইহেতু যদৃচ্ছা: এইটি চতুর্থ পক্ষ; যাদৃচ্ছিকতা সত্ত্বেও ভূত বিনা পদার্থের উৎপত্তি দেখা যায় না বলিয়া পঞ্চভূত বা ভূতচতুষ্টয় পঞ্চম পক্ষ; আবার ভূতদ্বারা উৎপন্ন পদার্থের চৈতন্য ব্যতিরেকে উৎপত্তি দেখা যায় না বলিয়া চেতন পুরুষই কারণ, এইটি ষষ্ঠ পক্ষ; "কিং কারণম্"—এই প্রশ্নের অন্তর্গত কারণ শব্দের অনুবৃত্তি ধরিলে, যোনি এই পক্ষটিকে ষষ্ঠ পক্ষ ধরিতে হইবে। যোনি শব্দে পৃথিবী অন্য ভূত নহে অথবা পুরুষস্বতন্ত্রা প্রকৃতি। ভূতসকলও কার্য্য যেহেতু মূর্ত্ত; সেই হেতু ভূতের কারণ প্রকৃতিকে মানিতেই হইবে, ইহাই অভিপ্রায়। প্রকৃতিও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ভূতের ন্যায় অচেতন বলিয়া, চেতন পুরুষই কারণ ইহাই সপ্তম পক্ষ; কাল প্রভৃতি সাতটি বস্তুই ব্রহ্মশব্দের অর্থ হইতে পারে। যেহেতু এইরূপ, সেইহেতু চিন্তা করিতে হইবে কি 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা উক্ত সাতটির একটিকে বুঝিতে হইবে অথবা 'অসৎ', 'অভাব', 'শূন্য' ইত্যাদিরূপ জগৎ-কারণবাদিগণের অভিমত একটিকে বুঝিতে হইবে। (শঙ্কা) ভাল, এস্থলে চিন্তার বিষয় কি? কাল প্রভৃতি সকলগুলির সম্বন্ধকেই কারণ বলা হউক না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—ইহাদিগের সংযোগও কারণ হইতে পারে না, কেননা যাহাদের সংযোগের কথা বলা হইতেছে, তাহাদের কয়েকটি নরবিষাণ সদৃশ একান্ত অসৎ; সেইহেতু তাহাদের সংযোগও অসৎ; সেই সংযোগ সৎ হইলেও লোষ্ট্রাদির ন্যায় অচেতন বলিয়া তাহা কারণ হইতে পারে না। সংযোগের কারণ না হইবার অপর হেতু এই যে চেতন আত্মবস্তু (জীব) রহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই—কাল হইতে পুরুষ বা জীব পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিতে তাহাদের সংযোগই কারণরূপে কল্পনীয় কিন্তু চেতন পুরুষ (বা জীব) থাকিতে কালাদির ন্যায় সংযোগও নিষ্প্রয়োজন। ভাল, তাহা হইলে পুরুষ বলিতে যে কর্ত্তা, ভোক্তা, চেতন আত্মাকে বুঝায়, তাহাই কারণ হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহাও কারণ হইতে পারে না, কেননা সে "অনীশঃ"। জগৎকারণ চেতন হউক বা অচেতন হউক যাহাই অঙ্গীকার কর না কেন, তাহাকে নিয়ন্তা বলিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু জীবরূপ আত্মা ঈশ্বর বা নিয়ন্তা নহে: যে আপনার নিজের অনুকূলবেদনীয়-রূপ সুখের এবং প্রতিকূলবেদনীয়রূপ দুঃখের হেতু ধর্ম্মাধর্ম্মাদির নিয়ন্তা নহে; এইহেতু স্বতন্ত্র চেতনকারণই ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে।

নৈয়ায়িক বা বৈশেষিকগণ যে পরমাণুকে জগৎকারণ বলেন, তাঁহাদের সেই মত,

অসম্ভবরূপ দোষ, কেননা নিরবয়ব জড় পরমাণুর সংযোগাদির দ্বারা জগন্নির্ম্মাণ অসম্ভব। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কালকে যে কারণ বলিয়া মানেন, তাঁহাদের মতে অকারণতা প্রাপ্তিরূপ দোষ, কেননা কাল সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিলেও সকল কার্য্যের সর্ব্বদাই উৎপত্তি হয় না। লোকায়তিকগণ (চার্ব্বাকমতাবলম্বিগণ) স্বভাবকে যে কারণ বলেন, তাহাদের সেই মতে 'ব্যভিচার' দোষ, কেননা বীর্য্যাদির গর্ভাদিজনকতা স্বভাব বন্ধ্যাদিতে ভঙ্গ হয়, দেখা যায়। মীমাংসকগণ নিয়তিকে (অদৃষ্টকে) যে কারণ বলেন, তাঁহাদের মতে অন্বয় ব্যতিরেকের ব্যভিচার দোষ, কেননা অমুক কারণ হইতে অমুক কার্য্য হইবে, অমুক কারণ হইতে হইবে না, এইরূপ নিয়ম নাই। প্রত্যক্ষবাদী বা নিরীশ্বরগণ কাকতালীয় ন্যায়ের ন্যায়—'যদৃচ্ছা'কেই কারণ বলে; তাহাদের মতে অসম্ভবদোষ, কেননা পৃথিব্যাদি ভূতরূপ ধর্ম্মী বিনা কেবল যদৃচ্ছারূপ ধর্ম্মের কারণতা অসম্ভব। প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী (জগন্নিত্যত্ববাদী) বলে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতই জগৎকারণ; এই মতেও অসম্ভবতা দোষ, কেননা ঘবাদির ন্যায় জড় ও সাবয়ব ভূত সকল অন্য কারণের অপেক্ষা রাখে বলিয়া তাহাদের কারণতা অসম্ভব। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই কারণ; এই মতেও অসম্ভবতা দোষ; কেননা শকটের ন্যায় জড় প্রকৃতি চেতন দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যোগমতাবলম্বিগণ হিরণ্যগর্ভাদিরূপ অসঙ্গ পুরুষকে কারণ বলেন; তাঁহাদের মতে অযোগ্যতারূপ দোষ; কেননা অসঙ্গ ও নির্গুণ, সেইহেতু ব্যাপাররহিত পুরুষের কারণতা নাই। কেহ কেহ কালাদির সংযোগকেই কারণ বলে; তাহাদের মতে যে দুইটি দোষ আছে তাহা পূর্ব্বেই সূচিত হইয়াছে। কেহ কেহ প্রতিবিম্বরূপ পরিণামী পুরুষকে বা জীবকে কারণ বলে, তাহাতে অযোগ্যতা দোষ, কেননা, জীবের সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তিতে স্বতন্ত্রতা নাই। ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিকগণ শুদ্ধ ব্রহ্মকেই কারণ বলেন, তাহাতে বিশেষণ ভঙ্গরূপ দোষ অর্থাৎ শুদ্ধ বা মায়াশক্তিরহিত ব্রহ্মের জগৎস্রষ্টৃত্ব মানিলে অসঙ্গতা নির্ব্বিকারতা ও নিরবয়বতার ভঙ্গ হয়।

অসৎকারণতা, অভাব কারণতা, শূন্যকারণতা বালভাষিতরূপ বলিয়া একান্ত উপেক্ষ্য; সেই হেতু মন্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই। জগৎ অসৎকারণ বা নিষ্কারণ, এই মতে প্রত্যক্ষবিরোধ দোষ; কেননা ঘটাদি সকল কার্য্যেরই কারণ প্রত্যক্ষ হয়। অভাবই জগতের কারণ এই মতেও দৃষ্টবিরোধ দোষ, কেননা অভাব বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ; সেই অভাব হইতে ভাবরূপ জগতের উৎপত্তি কথন, দৃষ্টবিরোধ দোষদুষ্ট। শূন্যকারণতাবাদ ও অসম্ভবতা দোষদুষ্ট; কেননা আকাশে কুসুমোৎপত্তি, বিনাবীজে ধান্যোৎপত্তি অসম্ভব। এই হেতু মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মই জগৎকারণ এই পক্ষ নির্দ্দোষ।

এই কারণে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—বেদার্থজ্ঞ মুনিগণ শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের জগৎকারণতা পরোক্ষভাবে জানিয়া এবং তাহার সম্ভবতা নির্ণয় করিবার জন্য উক্তরূপে পূর্ব্বপক্ষসমূহে দোষদর্শন করিয়া শ্রুত্যনুগৃহীত বলিয়া সিদ্ধান্তরূপ, গুরুবেদোপদিষ্ট—কেবল ব্রহ্মে তদাকার চিত্তবৃত্তি প্রবাহরূপ ধ্যানের অনুষ্ঠান যোগশাস্ত্রবর্ণিত আসনাদি যোগাঙ্গের সাহায্যে করিতে করিতে, ব্রহ্মের মায়ারূপা শক্তির সাক্ষাৎকার করিলেন, দেখিলেন সেই শক্তি জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা। ১৩

উক্ত বাক্যদ্বয় কোথাকার ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ব) উদ্ধৃত বাক্যদ্বয় শ্রুতিবচন ; ব্রহ্মের মায়াশক্তি বিষয়ে বশিষ্ঠ সম্মতি।

ইতি বেদবচঃ প্রাহ বশিষ্ঠশ্চ তথাব্রবীৎ।
সর্ব্বশক্তি পরংব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমদ্বয়ম্॥ ১৪
যয়োল্লসতি শক্ত্যাসৌ প্রকাশমধিগচ্ছতি॥

অন্বয়—ইতি বেদবচঃ প্রাহ ; তথা বশিষ্ঠঃ চ অব্রবীৎ। পরং ব্রহ্ম নিত্যম্ আপূর্ণম্ অদ্বয়ম্ সর্ব্বশক্তি, যয়া শক্ত্যা উল্লসতি অসৌ প্রকাশম্ অধিগচ্ছতি।

অনুবাদ—বেদবচন (অর্থাৎ শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ) এইরূপ বলিতেছেন এবং সেই কথা বশিষ্ঠও রামচন্দ্রকে বলিতেছেন—যিনি পরমব্রহ্ম তিনি নিত্য পরিপূর্ণ, অদ্বয়, সর্ব্বশক্তিমান ; তিনি যখন যে শক্তিদ্বারা উল্লসিত হন—বিকাশপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিবর্ত্তিত হন তখন তাঁহার সেই শক্তিই প্রকাশ পায়।

টীকা—মায়াশক্তি কেবল শ্রুতিতেই প্রসিদ্ধ এরূপ নহে ; কিন্তু বাশিষ্ঠ-রামায়ণরূপ স্মৃতিতেও প্র... —ইহাই বলিতেছেন,—"এবং সেই কথা বশিষ্ঠও রামচন্দ্রকে" ইত্যাদি। শ্রুতি যেমন বিচিত্র মায়াশক্তির কথা বলিয়াছেন, বশিষ্ঠও সেইরূপ বলিয়াছেন—অর্থাৎ বাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎপত্তিপ্রকরণে ১০০তম অধ্যায়ে,—পঞ্চমাদি শ্লোকে। বাশিষ্ঠ রামায়ণের—সেই মায়াপ্রতিপাদক শ্লোকগুলি হইতে কিছু কিছু* পাঠ করিতেছেন—"যিনি পরমব্রহ্ম তিনি নিত্য পরিপূর্ণ অদ্বয় ইত্যাদি।" "নিত্য, পরিপূর্ণ ও অদ্বয়"—ইহার দ্বারা ব্রহ্মের পারমার্থিক রূপ কথিত হইল এবং "সর্ব্বশক্তি" প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা তাঁহার সোপাধিক রূপ কথিত হইল। রামায়ণ টীকাকার বলেন—সর্ব্বজগৎ কারণতাও অজ্ঞাত ব্রহ্মেরই, জ্ঞাত ব্রহ্মের নহে ; এই অভিপ্রায়ে অজ্ঞাত ব্রহ্মেরই সর্ব্বশক্তি...নিত্য উপপাদন করিতেছেন—'সর্ব্বশক্তি' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা। "প্রকাশম্ অধিগচ্ছতি"—কার্য্যকালে প্রকটিত হয়। ১৪, ১৫

এক্ষণে ভগবান বশিষ্ঠ ...শ্লোকে সেই অভিব্যক্তিরই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

চিচ্ছক্তির্ব্রহ্মণো রাম শরীরেষূপলভ্যতে।
স্পন্দশক্তিশ্চ বাতেষু দার্ঢ্যশক্তিস্তথোপলে।
দ্রবশক্তিস্তথাম্ভঃসু দাহশক্তিস্তথানলে॥ ১৬

অন্বয়—হে রাম, শরীরেষু ব্রহ্মণঃ চিচ্ছক্তিঃ উপলভ্যতে ; চ বাতেষু স্পন্দশক্তিঃ তথা উপলে দার্ঢ্যশক্তিঃ তথা অম্ভঃসু দ্রবশক্তিঃ, তথা অনলে দাহশক্তিঃ।

অনুবাদ—হে রাম, জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ ভূতশরীরে কিম্বা দেবতির্য্যক্-মনুষ্যাদি শরীরে ব্রহ্মের চৈতন্যশক্তি অনুভূত হয় ; বায়ুতে তাঁহার স্পন্দনশক্তি ;

* সে স্থানের ১২ শ্লোকটি এই "সর্ব্বশক্তির্হি ভগবান্ [illegible] হি রোচতে। শক্তিশ্চাস্য নিত্যাঃ [illegible] সর্ব্বদা।" ভগবান সর্ব্বশক্তি, [illegible] শক্তিতে তাঁহার রুচি হয় সর্ব্বত্র বিদ্যমান তিনি সেই শক্তিকে বিশেষভাবে ([illegible]) প্রকাশ করিয়া থাকেন।

পাষাণে তাঁহার দৃঢ়তা শক্তি ; জলে (পিণ্ডরচনার হেতু) দ্রবশক্তি, এবং অগ্নিতে দাহিকা শক্তি দৃষ্ট হয়।

টীকা—হে রাম, দেবমনুষ্যাদি শরীরে চেতন বলিয়া ব্যবহারের হেতু ব্রহ্মের চৈতন্যশক্তি দৃষ্ট হয়, বায়ুতে স্পন্দশক্তি ;—বা চলনের হেতুরূপ শক্তি, "প্রকাশম্ অধিগচ্ছতি"—প্রকাশ পায়। এইরূপ শক্তি দ্বারা অপ্রকট অবস্থাতেও জগতের সত্তা ব্রহ্মে প্রদর্শিত হইতেছে। সূক্ষ্মতত্ত্ব এই—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক ভেদে প্রলয় চারি প্রকার। দীপশিখার ন্যায় প্রতিক্ষণ সকল পদার্থের উৎপত্তির পরেই যে নাশ তাহাকে নিত্য প্রলয় বলে অথবা সুষুপ্তিতে সকল পদার্থের অবিস্থায় যে লয় হয়, তাহাকে নিত্য প্রলয় বলে। আর (চতুর্যুগ সমষ্টিরূপ) মহাযুগ সহস্র পরিমিত ব্রহ্মদেবতার দিনের ক্ষয় হইলে যে উক্ত সহস্র মহাযুগ পরিমিত রাত্রি উপস্থিত হয়, সেই নিমিত্ত বশতঃ সকল প্রাণিশরীর সহিত তিন লোকের যে নাশ হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। ব্রহ্মার শতবর্ষে পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব আপনার উপাদান প্রকৃতিতে যে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রাকৃতিক প্রলয়। আর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কারণ সহিত সর্ব্ব-প্রপঞ্চের যে বাধা তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় বা আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলে। প্রথম তিন প্রকার প্রলয়ে, উপাদান সহিত কার্য্যের অভাব হয় না, কিন্তু উপাদানে কার্য্য সংস্কাররূপে থাকিয়া যায় আবার কালান্তরে তাহার উৎপত্তি হয়। এই হেতু অজ্ঞান দৃষ্টিতে জগৎ অপ্রকট অবস্থায় বা প্রকট অবস্থায় সদাই বিদ্যমান। চতুর্থ প্রকার প্রলয়ে উপাদান সহিত কার্য্যের যে নাশ হয়, তাহার পুনরুৎপত্তি হয় না। এই হেতু জ্ঞানদৃষ্টিতে জগতের প্রকট দশা বা অপ্রকট দশারূপ কোন সত্তাই নাই কিন্তু কারণ সহিত তিন কালেই অত্যন্তাভাব। ১৬।

শূন্যশক্তিস্তথাকাশে নাশশক্তির্বিনাশিনি।
যথাণ্ডেঽন্তর্মহাসর্পো জগদস্তি তথাত্মনি॥ ১৭

অন্বয়—তথা আকাশে শূন্যশক্তিঃ বিনাশিনি নাশশক্তিঃ যথা অণ্ডে অন্তঃ মহাসর্পঃ তথা আত্মনি জগৎ অস্তি।

অনুবাদ—সেই প্রকার আকাশে ব্রহ্মের শূন্যশক্তি দৃষ্ট হয় ; বিনাশিবস্তুতে নাশশক্তি দৃষ্ট হয় ; যেমন অণ্ডের অভ্যন্তরে মহাসর্প থাকে, সেইরূপ (অজ্ঞান দৃষ্টিতে) পরমাত্মায় জগৎ সংস্কাররূপে অপ্রকটাবস্থায় থাকে।

টীকা—আচার্য্য পীতাম্বর আকাশের শূন্যশক্তি শব্দে বুঝিয়াছেন যাহা পৃথিবী প্রভৃতি জগতের অভাব প্রতীতির হেতু। রামায়ণ টীকাকার বুঝিয়াছেন আকাশের যে শক্তি সকল বস্তুকে অনাবৃত করিয়া রাখে তাহাই শূন্যশক্তি ; তাহার অনাবরকতা দ্বারা সর্ব্বাবরকতার অনুমান হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বে অপ্রকট জগতের অস্তিত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন অণ্ডের অভ্যন্তরে" ইত্যাদি *। ১৭

* এই দৃষ্টান্তটি বাশিষ্ঠ রামায়ণের (উ-প্র) শততম অধ্যায়ে নাই। বস্তুতঃ পরবর্তী ১৮শ শ্লোকে বীজে বৃক্ষস্থিতির উপমা দ্বারা এই দৃষ্টান্তটি নিষ্প্রয়োজন হইয়া গিয়াছে।

বিচিত্ররূপ সেই জগতের ব্রহ্মে অস্তিত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

ফলপত্রলতাপুষ্পশাখাবীটপমূলবান্।
নন্বু বীজে যথা বৃক্ষস্তথেদং ব্রহ্মণি স্থিতম্ ॥ ১৮

অন্বয়—যথা ফলপত্রলতাপুষ্পশাখাবিটপমূলবান্ বৃক্ষঃ নন্বু বীজে, তথা ইদম্ ব্রহ্মণি স্থিতম্। (বা, রা, ১০০।১১)

অনুবাদ ও টীকা—ফল, পত্র, লতা (কোমল শাখা), পুষ্প, নবাঙ্কুরিত শাখা এবং মূলসম্বলিত বৃক্ষ যেমন বীজেই বাস করে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, সেইরূপ এই বিচিত্র জগৎ ব্রহ্মেই বিদ্যমান। ১৮

ভাল, একই কালে সকল শক্তির অভিব্যক্তি কেন না হয়? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে-বলিয়া বলিতেছেন :—

ক্বচিৎ কাশ্চিৎ কদাচিচ্চ তস্মাদুদ্যন্তি শক্তয়ঃ।
দেশকালবিচিত্রত্বাৎ ক্ষ্মাতলাদিব শালয়ঃ ॥ ১৯

অন্বয়—দেশকালবিচিত্রত্বাৎ ক্বচিৎ চ কদাচিৎ কাশ্চিৎ শক্তয়ঃ তস্মাৎ উদ্যন্তি ক্ষ্মাতলাৎ শালয়ঃ ইব।

অনুবাদ—দেশ এবং কালের বিচিত্রতা হেতু, কোনও স্থানে কোনও কালে কোনও শক্তি সেই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হয়, যেমন ভূতল হইতে কোনও দেশে কোনও কালে কোন কোন প্রকার ধান্য উৎপন্ন হয়।

টীকা—"ক্বচিৎ"—দেশ বিশেষে, "কদাচিৎ"—কালবিশেষে, "কাশ্চিৎ"—কোনও কোনও শক্তি প্রভৃতি। সেই শক্তিসকল যে একই দেশে একই কালে আবির্ভূত হয় না তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন ভূতল হইতে" ইত্যাদি। যেমন ভূমিতে অবস্থিত সকল অর্থাৎ অনেক প্রকার বীজের মধ্যে দেশ বিশেষে কাল বিশেষে কোনও কোনও প্রকার বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি হয়, সকল বীজের নহে, সেইরূপ ব্রহ্মের আশ্রিত মায়াশক্তির অন্তর্গত তদংশভূত যে অনন্ত শক্তি তাহাই দেশভেদে কালভেদে উদিত হয়, এবং কার্যালিঙ্গক অনুমান দ্বারা বিদিত হওয়া যায়। ১৯

এক্ষণে জগৎ যে কল্পনামাত্ররূপ ইহা দেখাইবার জন্য সেই জগৎকল্পনাকারী মনের রূপ প্রথমে দেখাইতেছেন :—(বা, রা ; উ প্র, ১০০।১৪-১৫)

স আত্মা সর্ব্বগো রাম নিত্যোদিতমহাবপুঃ।
যন্মনাঙ্ মননীশক্তিং ধত্তে তন্মন উচ্যতে ॥ ২০

অন্বয়—হে রাম, সর্ব্বগঃ নিত্যোদিতমহাবপুঃ সঃ আত্মা যৎ মনাক্ মননীশক্তিং ধত্তে তৎ মনঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—হে রাম, সেই সর্ব্বব্যাপী নিত্য প্রকাশমান, সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্যস্বরূপ আত্মা যখন (মায়াপ্রভাবে) ঈষৎ মননীশক্তি ধারণ করেন, তখন তিনি মন নামে অভিহিত হন।

টীকা—"নিত্যোদিমহাবপুঃ"—'নিত্যোদিত'—সদাপ্রকাশমান, 'মহৎ'—দেশকালাদি পরিচ্ছেদশূন্য ; 'বপুঃ'—শরীর যাহার, এইরূপ যে আত্মা, তিনি, "যৎ"—যদা, যে সময়ে, 'মনাক্' ঈষৎ, 'মননীম্'—আপনাকে ও অন্যকে বুঝাইতে সমর্থ—'শক্তিম্'—মায়ার পরিণামরূপ মননীশক্তিকে, "ধত্তে"—ধারণ করেন, "তৎ"—তদা তখন, "মনঃ উচ্যতে"—মন এই নামে অভিহিত হন। রামায়ণ টীকাকার বলেন মায়াশক্তিকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া দেখিলে সেই ব্রহ্মই ভ্রান্তি বশতঃ মন প্রভৃতি নামে অভিহিত হন, মন অন্য কিছুই নহে। ২০

এক্ষণে জগৎ কল্পনার প্রকার দেখাইতেছেন :—(বা, রা, উ-প্র ১০০।৪৩)

(৬) জগতের কল্পিততা বিষয়ে বাশিষ্ঠরামায়ণোক্ত ধাত্রী উপাখ্যান।

আদৌ মনস্তদনু বন্ধবিমোক্ষদৃষ্টী,
পশ্চাৎ প্রপঞ্চরচনা ভুবনাভিধানা।
ইত্যাদিকা স্থিতিরিয়ং হি গতা প্রতিষ্ঠা-
মাখ্যায়িকা সুভগ বালজনোদিতেব॥ ২১

অন্বয়—হে সুভগ, আদৌ মনঃ তদনু বন্ধবিমোক্ষদৃষ্টী পশ্চাৎ ভুবনাভিধানা প্রপঞ্চরচনা, ইত্যাদিকা ইয়ম্ স্থিতিঃ প্রতিষ্ঠাম্ হি গতা সুভগ বালজনোদিতা আখ্যায়িকা ইব।

অনুবাদ—হে সুভগ (রাজকুমার) রাম, প্রথমে মন উৎপন্ন হয়, তদনন্তর বন্ধমোক্ষের দৃষ্টি বা কল্পনা হয় ; তদনন্তর চতুর্দ্দশ ভুবন নামক প্রপঞ্চ রচনা হয়। এই প্রকারে জগতের স্থিতি বা বন্ধনিয়ম দৃঢ়মূলতা লাভ করিয়াছে, যেমন বালকদিগের জন্য ধাত্রীকথিত আখ্যায়িকা প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবতাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

টীকা—"আদৌ"—প্রথমে, "মনঃ"—মননশক্তির উল্লাস বা প্রকটন দ্বারা মন উৎপন্ন হয় ; "তদনু"—তদনন্তর "বন্ধবিমোক্ষদৃষ্টি"—বন্ধ ও বিমোক্ষের কল্পনা জন্মে ; "পশ্চাৎ"—অনন্তর, বন্ধদৃষ্টিতেই, "ভুবনাভিধানা"—(চতুর্দ্দশ) ভুবন ইহাই অভিধান—নাম—যাহার তদ্রূপ "প্রপঞ্চরচনা"—গিরি-নগরী-নদী সমুদ্রাদি প্রপঞ্চের কল্পনা হয় ; "ইত্যাদিকা"—এই প্রকারের, "ইয়ম্ (জগতঃ) স্থিতিঃ"—জগতের এই বন্ধনিয়ম "প্রতিষ্ঠাম্ গতা"—দৃঢ়মূলতা অর্থাৎ বাস্তবতা প্রত্যয় লাভ করিয়াছে। এস্থলে মনঃ শব্দ দ্বারা সমষ্টিমনরূপ হিরণ্যগর্ভকেই বুঝিতে হইবে ; তিনিই প্রথমে উৎপন্ন হন, পরে বন্ধ ও মোক্ষের প্রতীতি হয় ; পরে বন্ধপ্রতীতির বিষয় প্রপঞ্চরূপ বন্ধনের রচনা হয়, যে বন্ধের অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ যাহার সহিত সম্বন্ধ ধরিয়া মোক্ষপ্রতীতির বিষয় যে মোক্ষ তাহার কল্পনা অর্থাৎ সিদ্ধি হয়। 'ইত্যাদিকা'—এস্থলে আদি শব্দ দ্বারা জগতের অন্তর্গত অনেক কল্পনা হয় বুঝিতে হইবে। কল্পিত প্রপঞ্চের বাস্তবতার প্রতীতি বিষয়ে

দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—"বালমনোরঞ্জিতা আখ্যায়িকা ইব"—যেমন বালকদিগকে বুঝাইবার জন্য ধাত্রী-কথিত আখ্যায়িকা বা কথা, তাহাদের বাস্তবতাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সেই প্রকার এই জগৎ বাস্তবতাবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যেমন ধাত্রী মিথ্যাত্বের অভিসন্ধি লইয়া সত্যতা-রোপ দ্বারা রচিত গল্প বালকদিগকে বলিয়াছিল এবং তাহা বালকবুদ্ধিতে সত্যতার প্রতীতি উৎপাদন করিয়াছিল, সেই প্রকার বিদ্বৎসম্বন্ধী শ্রুতি মিথ্যাত্বের অভিসন্ধি লইয়া সত্যতারোপ দ্বারা যে জগৎ বর্ণন করিয়াছেন তাহা অজ্ঞানীর বুদ্ধিতে সত্যের ন্যায় প্রতীত হয় কিন্তু তাহা বস্তুতঃ কিছুই নহে, ইহাই অভিপ্রায়। ২১

বাসিষ্ঠ রামায়ণের (উৎপত্তিপ্রকরণ ১০ম অধ্যায়স্থিত) সেই আখ্যায়িকা বলিতেছেন :—

বালস্য হি বিনোদায় ধাত্রী বক্তি শুভাং কথাম্।
ক্বচিৎ সন্তি মহাবাহো রাজপুত্রাস্ত্রয়ঃ শুভাঃ ॥ ২২

অন্বয়—হে মহাবাহো (রামায়ণের পাঠ 'মহাত্মানঃ') বালস্য বিনোদায় ধাত্রী শুভাম্ কথাম্ বক্তি ; ক্বচিৎ ত্রয়ঃ শুভাঃ রাজপুত্রাঃ সন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—হে মহাবাহো রাম, (আপনার রক্ষিত) বালকের বিনোদন জন্য ধাত্রী এই মনোরঞ্জক আখ্যায়িকা বলিতেছে—এক দেশে তিনটি সুন্দর রাজপুত্র আছে। ২২

দ্বৌ ন জাতৌ তথৈকস্তু গর্ভ এব ন চ স্থিতঃ।
বসন্তি তে ধর্ম্মযুক্তা অত্যন্তাসতি পত্তনে ॥ ২৩

অন্বয়—দ্বৌ ন জাতৌ, তথা একঃ তু গর্ভে এব চ স্থিতঃ ন, তে ধর্ম্মযুক্তাঃ অত্যন্তাসতি পত্তনে বসন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—তন্মধ্যে দুইটি ভূমিষ্ঠ হয় নাই, অপরটি গর্ভেই উপস্থিত হয় নাই। সেই তিনটি ধার্ম্মিক রাজপুত্র অত্যন্তাসৎপুরে বাস করে।

স্বকীয়াচ্ছূন্যনগরান্নির্গত্য বিমলাশয়াঃ।
গচ্ছন্তো গগনে বৃক্ষান্ দদৃশুঃ ফলশালিনঃ ॥ ২৪

অন্বয়—বিমলাশয়াঃ (তে রাজপুত্রাঃ) স্বকীয়াৎ শূন্যনগরাৎ নির্গত্য গচ্ছন্তঃ গগনে ফলশালিনঃ বৃক্ষান্ দদৃশুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—বিমলমতি সেই রাজপুত্রগণ আপনাদের শূন্য নগর হইতে বহির্গত হইয়া আকাশে ফলশালী বৃক্ষরাজি দর্শন করিলেন।

ভবিষ্যন্নগরে তত্র রাজপুত্রাস্ত্রয়োঽপি তে।
সুখমদ্য স্থিতাঃ পুত্র মৃগয়াব্যবহারিণঃ ॥ ২৫

অন্বয়—হে পুত্র, তে ত্রয়ঃ অপি রাজপুত্রাঃ অস্ত মৃগয়াব্যবহারিণঃ তত্র ভবিষ্যন্নগরে সুখম্ স্থিতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—হে বৎস, ভবিষ্যন্নগরে (যে নগর আজও হয় নাই) তথায় সেই তিন রাজপুত্র (শশশৃঙ্গ নির্ম্মিত কার্ম্মুকধারী) মৃগয়াজীবী হইয়া আজও সুখে নিবাস করিতেছেন।

ধাত্র্যেতি কথিতা রাম বালকাখ্যায়িকা শুভা।
নিশ্চয়ং স যযৌ বালো নির্ব্বিচারণয়া ধিয়া॥ ২৬

অন্বয়—হে রাম, ইতি ধাত্র্যা শুভা বালকাখ্যায়িকা কথিতা; সঃ বালঃ নির্ব্বিচারণয়া ধিয়া নিশ্চয়ম্ যযৌ।

অনুবাদ ও টীকা—হে রাম, ধাত্রী এই সুন্দর আখ্যায়িকা বালককে বলিয়াছিল; আর বালকও নির্ব্বিচার বুদ্ধিতে সেই আখ্যায়িকাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। ২৬

(চ) দৃষ্টান্তসিদ্ধ অর্থের দার্ষ্টান্তে যোজনা।

ইয়ং সংসাররচনা বিচারোজ্ঝিতচেতসাম্।
বালকাখ্যায়িকেবেত্থমবস্থিতিমুপাগতা॥ ২৭

অন্বয়—ইত্থম্ ইয়ম্ সংসাররচনা বিচারোজ্ঝিতচেতসাম্ বালকাখ্যায়িকা ইব অবস্থিতিম্ উপাগতা।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে এই সংসাররচনা বিচারবিহীনচিত্ত মানবগণের নিকট, বালকদিগের জন্য রচিত উক্ত আখ্যায়িকার ন্যায়, প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ চিত্তে দৃঢ় স্থিতি লাভ করিয়াছে। ২৭

বাসিষ্ঠ রামায়ণোক্ত অর্থের উপসংহার করিতেছেন :—

(ছ) বাশিষ্ঠ রামায়ণোক্ত অর্থের উপসংহার; মায়ার অনির্ব্বচনীয়তা প্রতিপাদন প্রতিজ্ঞা।

ইত্যাদিভিরুপাখ্যানৈর্মায়াশক্তেশ্চ বিস্তরম্।
বসিষ্ঠঃ কথয়ামাস সৈব শক্তির্নিরূপ্যতে॥ ২৮

অন্বয়—ইত্যাদিভিঃ উপাখ্যানৈঃ মায়াশক্তেঃ চ বিস্তরম্ বসিষ্ঠঃ কথয়ামাস। সা এব শক্তিঃ নিরূপ্যতে।

অনুবাদ—এই প্রকার অনেক উপাখ্যান দ্বারা বসিষ্ঠ মায়াশক্তির বিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। সেই শক্তিরই এস্থলে নিরূপণ করা হইতেছে।

টীকা—এই প্রকারে মায়াশক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া মায়াশক্তির অনির্ব্বচনীয়তা বর্ণন করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—"সেই শক্তিরই এস্থলে নিরূপণ করা যাইতেছে।" ২৮

(ল) মায়া জগদ্রূপ কার্য্য এবং ব্রহ্মরূপ আশ্রয় হইতে বিলক্ষণ ; দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদন।

কার্য্যাদাশ্রয়তশ্চৈষা ভবেচ্ছক্তির্বিলক্ষণা।
স্ফোটাঙ্গারৌ দৃশ্যমানৌ শক্তিস্তত্রানুমীয়তে॥ ২৯

অন্বয়—এষা শক্তিঃ কার্য্যাৎ চ আশ্রয়তঃ বিলক্ষণা ভবেৎ ; স্ফোটাঙ্গারৌ দৃশ্যমানৌ তত্র শক্তিঃ অনুমীয়তে।

অনুবাদ—এই মায়াশক্তি আপন কার্য্য ও আশ্রয় হইতে বিলক্ষণ ; (কার্য্যরূপ) স্ফোট (ফোস্কা) এবং (আশ্রয়রূপ) অঙ্গার এই দুইটি প্রত্যক্ষ হয় কিন্তু শক্তিকে তদুভয় দ্বারা অনুমান করিয়া জানিতে হয়, (এই হেতু শক্তি পৃথক্).।

টীকা—"এষা"—এই মায়াশক্তি, "কার্য্যাৎ"—নিজের কার্য্যস্বরূপ জগৎ হইতে, "আশ্রয়তঃ"—আপনার আশ্রয় ব্রহ্ম হইতে, "বিলক্ষণা (ভবেৎ)"—বিপরীত স্বভাববিশিষ্টা হইতেছেন। মায়াশক্তি আপনার কার্য্য হইতে ও আশ্রয় হইতে যে বিলক্ষণ তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন :—"(কার্য্যরূপ) স্ফোট" ইত্যাদি দ্বারা। অগ্নিগত শক্তির কার্য্যরূপ স্ফোট (ফো) এবং আশ্রয়রূপ অঙ্গার, এই দুইটিকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায়, "শক্তিঃ তু"—কিন্তু শক্তিকে কার্য্যলিঙ্গক অনুমান দ্বারা জানিতে পারা যায় ; এই হেতু তাহা কার্য্য ও আশ্রয় হইতে ভিন্ন। ২৯

অগ্নির শক্তিবিষয়ে যে নিয়ম আবিষ্কৃত হইল, মৃত্তিকার শক্তিবিষয়ে সেই নিয়মের প্রয়োগ করিতেছেন :—

(ঝ) মৃত্তিকার শক্তিতে পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কৃত নিয়মের যোজনা।

পৃথুবুধ্নোদরাকারো ঘটঃ কার্য্যোঽত্র মৃত্তিকা।
শব্দাদিভিঃ পঞ্চগুণৈর্যুক্তা শক্তিস্ত্বতদ্বিধা॥ ৩০

অন্বয়—পৃথুবুধ্নোদরাকারঃ ঘটঃ কার্য্যঃ ; শব্দাদিভিঃ পঞ্চগুণৈঃ যুক্তা মৃত্তিকা ; অত্র শক্তিঃ তু অতদ্বিধা।

অনুবাদ—স্থূল বর্ত্তুলোদরাকার বিশিষ্ট ঘট মায়াশক্তির কার্য্য এবং শব্দাদি পঞ্চগুণযুক্ত মৃত্তিকা আশ্রয় ; এতদুভয়ে শক্তি কিন্তু তদ্রূপ নহে।

টীকা—"পৃথুবুধ্নোদরাকারঃ"—স্থূল এবং বর্ত্তুল বা গোল উদর যাহার তাহা 'পৃথুবুধ্নোদর', সেই প্রকার আকার যাহার তাহা 'পৃথুবুধ্নোদরাকার' ; এইরূপ যে ঘট তাহা কার্য্য। আর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নামক পঞ্চগুণযুক্তা যে মৃত্তিকা, তাহা আশ্রয়। "শক্তিঃ তু অতদ্বিধা"—শক্তি কিন্তু তদুভয় হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ শক্তি যেহেতু স্থূল বর্ত্তুলাকার উদরবিশিষ্ট নহে, সেইহেতু ঘটরূপ কার্য্য হইতে বিলক্ষণ ; আর শব্দাদি গুণযুক্ত নহে, সেইহেতু মৃত্তিকারূপ আধার হইতে বিলক্ষণ ; এই কারণে অনিরূপনীয়। ৩০

ঘটরূপ কার্য্য এবং মৃত্তিকারূপ আশ্রয় হইতে শক্তির বিলক্ষণ ভাব বর্ণন করিতেছেন :—

(ঞ) মৃত্তিকার শক্তিতে (ঘটরূপ) কার্য্যের এবং (মৃত্তিকারূপ) আশ্রয়ের রূপগুণাদির অভাব বলিয়া বিলক্ষণতা এবং শক্তির অনির্ব্বচনীয়তা।

ন পৃথ্বাদির্ন শব্দাদিঃ শক্তাবস্তু যথা তথা।
অতএব হ্যচিন্ত্যেষা ন নির্ব্বচনমর্হতি॥ ৩১

অন্বয়—শক্তৌ পৃথ্বাদিঃ ন, শব্দাদিঃ ন, যথা তথা অস্তু; অতঃ এব হি এষা অচিন্ত্যা, নির্ব্বচনম্ ন অর্হতি।

অনুবাদ—মৃত্তিকার শক্তিতে স্থূল বর্ত্তুলাদি রূপ নাই এবং শব্দাদি গুণও নাই; সেই শক্তির যেরূপ স্বভাব তাহাই আছে; এই কারণেই এই শক্তি অচিন্ত্যা, তাহা নির্ব্বচনের অর্থাৎ ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া কোনরূপে নির্দ্দেশযোগ্য নহে।

টীকা—শক্তিতে স্থূল বর্ত্তুলত্বাদিরূপ কার্য্যধর্ম্ম নাই; এবং শব্দাদিরূপ আশ্রয়ধর্ম্মও নাই; এইহেতু শক্তি উভয় হইতে বিলক্ষণ, ইহাই অর্থ। তাহা হইলে সেই শক্তি কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন; "সেই শক্তির যেরূপ স্বভাব তাহাই আছে"। "যেরূপ স্বভাব তাহাই"—এইরূপে কথিত অর্থ স্পষ্ট করিতেছেন—যেহেতু কার্য্য হইতে এবং আশ্রয় হইতে বিলক্ষণ,—সেইহেতু এই শক্তিকে চিন্তার বিষয় করা অসাধ্য। ভাল, তাহা হইলে সেই অচিন্ত্যতাই সেই শক্তির স্বরূপ হইবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—"তাহা নির্ব্বচনের যোগ্য নহে"—সেই শক্তি ভেদরূপে বা অভেদরূপে বা 'অচিন্ত্য' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা কোনওরূপে নির্ব্বচন যোগ্য বা বচনপ্রকাশ্য নহে, ইহাই অর্থ। ৩১

ভাল, ঘটরূপ কার্য্যের (উপাদান) কারণ মৃত্তিকার স্বরূপ হইতে ভিন্ন শক্তি যদি থাকে, তাহা হইলে মৃত্তিকারূপ কারণের স্বরূপের ন্যায় তাহা কেন প্রকাশিত বা প্রকট থাকে না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

(ট) কার্য্যের পূর্ব্বে শক্তি নিগূঢ়, কার্য্যরূপেই প্রকট।

কার্য্যোৎপত্তেঃ পুরা শক্তির্নিগূঢ়া মৃদ্যবস্থিতা।
কুলালাদি সহায়েন বিকারাকারতাং ব্রজেৎ॥ ৩২

অন্বয়—শক্তিঃ কার্য্যোৎপত্তেঃ পুরা মৃদি নিগূঢ়া অবস্থিতা কুলালাদিসহায়েন বিকারাকারতাম্ ব্রজেৎ।

অনুবাদ—শক্তি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকায় নিগূঢ় হইয়া থাকে, পরে কুম্ভকার প্রভৃতির সহায়তায় ঘটাদি বিকারের আকার প্রাপ্ত হয়।

টীকা—"শক্তিঃ"—যেমন মৃত্তিকার শক্তি "কার্য্যোৎপত্তেঃ পুরা"—ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে, "মৃদি নিগূঢ়া অবস্থিতা"—মৃত্তিকায় নিগূঢ়া বা প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করে,—এই হেতু প্রকাশ পায় না। ভাল, নিগূঢ় হইয়া থাকিলেও কার্য্যোৎপত্তির পরেও, সেই শক্তি প্রকটভাব প্রাপ্ত হয় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—দুগ্ধে যেমন নবনীত প্রচ্ছন্ন থাকে, পরে মন্থনাদি দ্বারা প্রকটভাব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মৃত্তিকায় নিগূঢ় শক্তি কুম্ভকারাদির

ব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয় "পরে কুম্ভকার প্রভৃতির সহায়তায়" ইত্যাদি। এস্থলে 'প্রভৃতি' শব্দ দ্বারা দণ্ড চক্র ইত্যাদিকে বুঝিতে হইবে। ৩২

৩। শক্তির কার্য্যের অনির্ব্বচনীয়তা নিরূপণ।

ভাল, ঘটরূপ শক্তিকার্য্য মৃত্তিকারূপ উপাদান কারণ হইতে ভিন্ন হইয়া থাকিলেও সেই কার্য্য-কারণের ভেদ কেন প্রতীত হয় না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—ভেদপ্রতীতি হেতু যে বিকারাভাব তাহারই বলে কার্য্য-কারণের ভেদপ্রতীতি হয় না :—

(ক) বিচারাভাব বশতঃ স্থূলবর্ত্তুলোদরাদিরূপ কার্য্য এবং মৃত্তিকারূপ উপাদানকারণকে অভিন্ন ভাবিলে ঘটপ্রতীতি।

পৃথুত্বাদিবিকারান্তং স্পর্শাদিং চাপি মৃত্তিকাম্।
একীকৃত্য ঘটং প্রাহুর্বিচারবিকলা জনাঃ॥ ৩৩

অন্বয়—বিচারবিকলাঃ জনাঃ পৃথুত্বাদিবিকারান্তম্ স্পর্শাদিম্ মৃত্তিকাম্ অপি একীকৃত্য ঘটম্ প্রাহুঃ।

অনুবাদ—বিচারবিহীন লোকে সেই স্থূলত্ব বর্ত্তুলত্বাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিকার পর্য্যন্ত কার্য্যকে এবং স্পর্শাদিরূপ মৃত্তিকাকে এক করিয়া 'ঘট' বলিয়া থাকে।

টীকা—যে ব্যক্তি অবিবেকী সেই "পৃথুবুধ্নাদিবিকারান্তম"—স্থূল বর্ত্তুলত্বাদি সমস্ত বিকাররূপ কার্য্যকে এবং শব্দস্পর্শাদিগুণক কারণস্বরূপ মৃত্তিকাকে অবিচার বশতঃ "একীকৃত্য"—একটির মত করিয়া—"ঘট" এইরূপ বলে। ৩৩

পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত 'ঘট'-নাম ব্যবহার, বিচারাভাবরূপ কারণজনিত, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত অর্থের সমর্থন।

কুলালব্যাপৃতেঃ পূর্ব্বো যাবানংশঃ স নো ঘটঃ।
পশ্চাত্তু পৃথুবুধ্নাদিমত্ত্বে যুক্তা হি কুম্ভতা॥ ৩৪

অন্বয়—কুলালব্যাপৃতেঃ পূর্ব্বঃ যাবান্ অংশঃ সঃ ঘটঃ নো, পশ্চাৎ পৃথুবুধ্নাদিমত্ত্বে তু কুম্ভতা যুক্তা হি।

অনুবাদ—কুম্ভকারের ব্যাপারের পূর্ব্বে যে সকল অংশ থাকে, তাহা ত' ঘট নহে; পরে (কুম্ভকারের ব্যাপার দ্বারা) স্থূল বর্ত্তুলত্বাদি অর্থবিশিষ্ট হইলে তাহাতে 'ঘট'শব্দের ব্যবহার উচিত হয়।

টীকা—কুম্ভকারের ব্যাপারের পূর্ব্বে যে মৃত্তিকাংশ অ-ঘটরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহাকেই ঘটরূপে ব্যবহার করায়, সেই ব্যবহার অবিচারমূলক, ইহাই অভিপ্রায়। তাহা হইলে সেই ঘটত্ব কাহার? তদুত্তরে বলিতেছেন—"পরে (কুম্ভকারের ব্যাপার দ্বারা)" ইত্যাদি। কুম্ভকারের ব্যাপারের পর স্থূল বর্ত্তুলোদররূপ আকারেরই ঘটশব্দবাচ্য হওয়া উচিত, কেননা সেই আকারের উৎপত্তির পরেই ঘটশব্দের উচ্চারণরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৪

ভাল, যে ঘট পারমার্থিক অর্থাৎ বাস্তব, তাহাকে অনির্ব্বচনীয় শক্তির কার্য্য বলা অন্যায়—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে ঘটের পারমার্থিকতা বা বাস্তবতা অসিদ্ধ :—

(গ) ঘটের বাস্তবতা অসিদ্ধ।

স ঘটো ন মৃদো ভিন্নো বিয়োগে সত্যনীক্ষণাৎ।
নাপ্যভিন্নঃ পুরা পিণ্ডদশায়ামনবেক্ষণাৎ ॥ ৩৫

অন্বয়—সঃ ঘটঃ মৃদঃ ভিন্নঃ ন, বিয়োগে সতি অনীক্ষণাৎ অভিন্নঃ অপি ন, পুরা পিণ্ডদশায়াম্ অনবেক্ষণাৎ।

অনুবাদ—সেই ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, কেননা মৃত্তিকা হইতে পৃথক্কৃত ঘট দেখিতে পাওয়া যায় না ; আবার সেই ঘট মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন অর্থাৎ মৃত্তিকারূপও নহে, কেননা পূর্ব্বের পিণ্ডদশায় সেই ঘটকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

টীকা—যাহাকে ঘট বলা হয় তাহাকে মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখান অসম্ভব, সেইহেতু তাহা মৃত্তিকা হইতে ভেদ পাইতে পারে না আবার ঘট মৃত্তিকারূপও নহে কেননা মৃত্তিকার পিণ্ডাবস্থায় ঘট প্রতীয়মান হয় না। ৩৫

(ঘ) শক্তির ও ঘটের অনির্ব্বচনীয়তা ; তাহা হইতে সিদ্ধান্তনির্ণয় ও তাহার হেতু।

অতোঽনির্ব্বচনীয়োঽয়ং শক্তিবত্তেন শক্তিজঃ।
অব্যক্তত্বে শক্তিরুক্তা ব্যক্তত্বে ঘটনামভৃৎ ॥ ৩৬

অন্বয়—অতঃ শক্তিবৎ অয়ম্ অনির্ব্বচনীয়ঃ, তেন শক্তিজঃ অব্যক্তত্বে শক্তিঃ উক্তা ব্যক্তত্বে ঘটনামভৃৎ।

অনুবাদ—এই হেতু শক্তির ন্যায় শক্তিজনিত বস্তুও অনির্ব্বচনীয় (কারণ হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া নির্ণয় করা অসাধ্য) ; সেই কারণে শক্তিজ পদার্থ অব্যক্তাবস্থায় শক্তি নামে অভিহিত হয় ; ব্যক্ত হইলে তাহা ঘটাদি নাম ধারণ করে।

টীকা—ফলিতার্থ বলিতেছেন :—"সেই কারণে" ইত্যাদি। ভাল, শক্তি ও কার্য্য উভয়েই যদি অনির্ব্বচনীয় হইল তাহা হইলে 'শক্তি' এবং 'কার্য্য' এইরূপ ভেদ ব্যবহার কেন হয় ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—"সেই কারণে শক্তিজ পদার্থ" ইত্যাদি। ৩৬

ভাল, পূর্ব্বে অপ্রকটিত মায়াশক্তি পরে প্রকট হইল, এইরূপে প্রসিদ্ধ মায়াস্বরূপ ত দেখিতে পাওয়া যায় না, তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঙ) প্রথমে শক্তির অনভিব্যক্ততা, পরে অভিব্যক্ততা বিষয়ে ঐন্দ্রজালিকের দৃষ্টান্ত।

ঐন্দ্রজালিকনিষ্ঠাপি মায়া ন ব্যজ্যতে পুরা।
পশ্চাদ্ গন্ধর্ব্বসেনাদিরূপেণ ব্যক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭

অন্বয়—ঐন্দ্রজালিকনিষ্ঠা মায়া অপি পুরা ন ব্যজ্যতে, পশ্চাৎ গন্ধর্ব্বসেনাদিরূপেণ ব্যক্তিম্ আপ্নুয়াৎ।

অনুবাদ—ঐন্দ্রজালিকের মায়াও কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে অভিব্যক্ত থাকে না, পরে গন্ধর্ব্বসেনাদিরূপে অভিব্যক্তি লাভ করে।

টীকা—"পুরা"—মণিমন্ত্র প্রভৃতির প্রয়োগের পূর্ব্বে। [আনন্দ বেদান্তবাগীশ গন্ধর্ব্বসেনা অর্থে 'গন্ধর্ব্বপত্তন' (গন্ধর্ব্বনগর) বুঝিয়াছেন। সম্ভবতঃ গন্ধর্ব্বসেন ঐন্দ্রজালিকের অলৌকিক (অদৃশ্য) আদেশ পালক—ঐন্দ্রজালিক Prospero বা Ariel-এর ন্যায়। হিমালয়াঞ্চলে প্রচলিত এক কথায় আছে এক রজক, আপনার গর্দ্দভ অসামান্য ভার বহন করিয়া নিজ কষ্টের সহায়ক হইয়াছিল বলিয়া, আদর করিয়া তাহার গন্ধর্ব্বসেন নাম দিয়াছিল]। ৩৭

শক্তির কার্য্য ঘটাদি মিথ্যা এবং শক্ত্যাধার মৃত্তিকাদিই সত্য, ইহা ছান্দোগ্যশ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) শক্তিকার্য্যের মিথ্যাত্ব এবং আধারের সত্যতা বিষয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতি-বচন।

এবং মায়াময়ত্বেন বিকারস্যানৃতাত্মতাম্।
বিকারাধারমৃদ্বস্তুসত্যত্বং চাব্রবীচ্ছ্রুতিঃ ॥ ৩৮

অন্বয়—এবম্ মায়াময়ত্বেন বিকারস্য অনৃতাত্মতাম্ চ বিকারাধারমৃদ্বস্তুসত্যত্বম্ শ্রুতিঃ অব্রবীৎ।

অনুবাদ—এই প্রকারে মায়াময় বলিয়া ঘটাদি বিকারের মিথ্যাত্ব এবং বিকারের আধার মৃত্তিকাদি বস্তুর সত্যতা শ্রুতি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা—"মায়াময়ত্বেন"—মায়ার কার্য্যরূপ বলিয়া, "বিকারস্য"—কার্য্যরূপ ঘটাদির, "অনৃতাত্মতাম্"—মিথ্যাত্ব এবং ঘটাদি বিকারের আধারভূত, "মৃদঃ সত্যত্বম্"—মৃত্তিকাদির সত্যতা, [বাচারম্ভণম্ বিকারঃ নামধেয়ম্ মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্"—ছান্দোগ্য উ. ৬।১।৪]—'মৃত্তিকাই সত্যপদার্থ, বিকার বা কার্য্যপদার্থ বাক্যারব্ধ মাত্র অর্থাৎ শব্দমাত্রাবলম্বন। (বিকারাকার নাশে ঘটের মৃত্তিকারূপেই পর্য্যবসান'—ছান্দোগ্য উপনিষৎ এইরূপই বলিতেছেন। ৩৮

পূর্ব্বশ্লোকে যে বিকার বা কার্য্যপদার্থ বাক্যারম্ভণ মাত্র এই অর্থের ছান্দোগ্য শ্রুতি উদ্ধৃত হইল তাহাই অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ছ) বাচারম্ভণ শ্রুতির অর্থ তঃ পাঠ।

বাঙ্নিষ্পাদ্যং নামমাত্রং বিকারো নাস্য সত্যতা।
স্পর্শাদিগুণযুক্তা তু সত্যা কেবলমৃত্তিকা ॥ ৩৯

অন্বয়—বাঙ্নিষ্পাদ্যঃ বিকারঃ নামমাত্রম্, অস্য সত্যতা ন (অস্তি), স্পর্শাদিগুণযুক্তা তু কেবল মৃত্তিকা সত্যা।

অনুবাদ—বিকার বাঙ্নিষ্পাদ্য নাম মাত্র, তাহার সত্যতা নাই, কেবল স্পর্শাদিগুণযুক্ত মৃত্তিকাই সত্য।

টীকা—"নামমাত্রম্"—বিকার (ঘটাদি) বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত নাম মাত্র; "অস্য সত্যতা ন"—এই ঘটাদিরূপ বিকারের নাম ভিন্ন, অন্য কোনও পারমার্থিক রূপ নাই, কিন্তু সেই ঘটাদির আধারভূত মৃত্তিকাই সত্য; ইহাই অর্থ। ৩৯

শক্তি ও শক্তিকার্য্যের অসত্যতার এবং সেই শক্তি ও শক্তিকার্য্যের আধারের সত্যতার কারণ বলিতেছেন :—

(জ) শক্তি ও শক্তিকার্য্য মিথ্যা, আধারই সত্য, তদুভয়ের কারণ।

ব্যক্তাব্যক্তে তদাধার ইতি ত্রিষ্বাদ্যয়োর্দ্বয়োঃ।
পর্য্যায়ঃ কালভেদেন তৃতীয়স্ত্বনুগচ্ছতি ॥ ৪০

অন্বয়—ব্যক্তাব্যক্তে তদাধারঃ ইতি ত্রিষু আদ্যয়োঃ দ্বয়োঃ কালভেদেন পর্য্যায়ঃ, তৃতীয়ঃ তু অনুগচ্ছতি।

অনুবাদ—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এবং তদুভয়ের আধার—এই তিনটির মধ্যে প্রথম দুইটিরই কালভেদ থাকায় একটির পর একটি এই পর্য্যায়ক্রমেই হইয়া থাকে এবং তৃতীয়টি অর্থাৎ আধার সর্ব্বদাই অনুগত থাকে; (সেইহেতু তাহাই সত্য পদার্থ)।

টীকা—"ব্যক্তম্"—অর্থাৎ ঘটাদিরূপ কার্য্য, "অব্যক্তম্"—সেই ঘটাদির কারণরূপ শক্তি, তদুভয় "ব্যক্তাব্যক্তে", "তদাধারঃ"—সেই ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপ কার্য্য ও শক্তির আধারভূত মৃত্তিকা, "ইতি ত্রিষু"—এই তিনটির মধ্যে "আদ্যয়োঃ দ্বয়োঃ"—প্রথমোক্ত দুইটির অর্থাৎ কার্য্য ও শক্তির সম্বন্ধী যে দুইটির কাল তাহাদের "ভেদেন"—ভেদ থাকায়, "পর্য্যায়ঃ"—একটির পর একটি হইয়া থাকে, "তৃতীয়ঃ তু"—অর্থাৎ তদুভয়ের আধার মৃত্তিকা কিন্তু, "অনুগচ্ছতি"—উভয়েই বা উভয় কালেই বিদ্যমান। অভিপ্রায় এই—শক্তি এবং কার্য্য কাদাচিৎক অর্থাৎ কোন কোন সময়ে আবির্ভূত হয় বলিয়া তাহারা মিথ্যা, আর আধার তিন কালেই অনুগামী বা বিদ্যমান বলিয়া সত্য। ৪০

এক্ষণে বিকারেরই অসত্যতাবিষয়ে তিনটি হেতু বলিতেছেন :—

(ঝ) কার্য্যরূপ বিকার অসত্য, তাহার হেতু তিনটি।

নিস্তত্ত্বং ভাসমানং চ ব্যক্তমুৎপত্তিনাশভাক্।
তদুৎপত্তৌ তস্য নাম বাচা নিষ্পাদ্যতে নৃভিঃ ॥ ৪১

অন্বয়—ব্যক্তম্ নিস্তত্ত্বম্ ভাসমানম্ চ উৎপত্তিনাশভাক্ তদুৎপত্তৌ নৃভিঃ তস্য নাম বাচা নিষ্পাদ্যতে।

অনুবাদ—ব্যক্ত (ঘটাদি কার্য্য) অসৎ হইয়াও (সত্যের ন্যায়) ভাসমান হয়; তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ (প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়); আর উৎপত্তির পর লোকে বচনদ্বারা তাহার নাম উৎপাদন করে।

টীকা—"ব্যক্তম্"—ব্যক্ত শব্দবাচ্য যে ঘটাদি কার্য্য, তাহা স্বরূপতঃ অসৎ হইয়াও ভাসমান বা প্রত্যক্ষগোচর হয়,—ইহা প্রথম হেতু; এবং তাহা যে উৎপত্তি-বিনাশশীল তাহাও দেখা যায়—ইহা দ্বিতীয় হেতু; আবার উৎপত্তির পরে বাগিন্দ্রিয়োৎপাদিত নামস্বরূপ হইয়া ব্যবহৃত হয়—ইহা তৃতীয় হেতু। ৪১

আরও বলিতেছেন :—

ব্যক্তে নষ্টেঽপি নামৈতন্নৃবক্ত্রেষ্বনুবর্ত্ততে।
তেন নাম্না নিরূপ্যত্বাদ্ব্যক্তং তদ্রূপমুচ্যতে ॥ ৪২

অন্বয়—ব্যক্তে নষ্টে অপি এতৎ নাম নৃবক্ত্রেষু অনুবর্ত্ততে ; ব্যক্তম্ তেন নাম্না নিরূপ্যত্বাৎ তদ্রূপম্ উচ্যতে।

অনুবাদ—আর ব্যক্ত বা কার্য্য উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইলে এই নাম কেবল লোকমুখেই থাকিয়া যায়। ব্যক্ত পদার্থ কেবল নাম দ্বারাই নিরূপিত হয় বলিয়া, তাহাকে নামাত্মকই বলা হয়।

টীকা—"ব্যক্তে নষ্টে অপি"—কার্য্যস্বরূপ পদার্থ বিনষ্ট হইলেও, "এতৎ নাম"—কার্য্য হইতে অভিন্ন এই নাম "নৃবক্ত্রেষু অনুবর্ত্ততে"—শব্দপ্রয়োক্তা মানবগণের মুখে থাকিয়া যায়। লোকের মুখে নাম থাকিয়া যাইলে কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"ব্যক্ত পদার্থ কেবল নাম দ্বারাই" ইত্যাদি। "ব্যক্তম্"—অর্থাৎ কার্য্য, "তেন নাম্না"—বাগিন্দ্রিয়দ্বারা ব্যবহৃত নামাত্মক শব্দদ্বারা, "নিরূপ্যত্বাৎ"—ব্যবহৃত হয় বলিয়া, "তদ্রূপম্"—তাহার অর্থাৎ নামের রূপই হইয়াছে রূপ যাহার, এইপ্রকার নামস্বরূপে "উচ্যতে"—উক্ত হয়। ভাবার্থ এই—বিবাদের বিষয় যে ঘট তাহা শব্দরূপই হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ; যেহেতু তাহা ঘট শব্দদ্বারা ব্যবহৃত হয়—হেতু, 'ঘট' শব্দের ন্যায়—দৃষ্টান্ত। ৪২

এই প্রকারে বিকারের অসত্যতা সাধন তিনটি হেতু সিদ্ধ করিয়া এখানে অনুমান রচনার প্রকারের সূচনা করিতেছেন :—

(এ) কার্য্যের অসত্যতা বিষয়ে অনুমান রচনা প্রকার।

নিস্তত্ত্বত্বাদ্বিনাশিত্বাদ্বাচারম্ভণনামতঃ।
ব্যক্তস্য ন তু তদ্রূপং সত্যং কিঞ্চিন্মৃদাদিবৎ ॥৪৩

অন্বয়—নিস্তত্ত্বত্বাৎ, বিনাশিত্বাৎ বাচারম্ভণনামতঃ মৃদাদিবৎ ব্যক্তস্য রূপম্ তৎ তু কিঞ্চিৎ সত্যম্ ন।

অনুবাদ—ব্যক্তের অর্থাৎ ঘটাদির সেই রূপ কিন্তু মৃত্তিকাদির ন্যায় কোনও সত্যবস্তু নহে, কেননা, তাহা নিস্তত্ত্ব অর্থাৎ কল্পিত, তাহা নশ্বর এবং তাহা বচনদ্বারা আরব্ধ নামস্বরূপ।

টীকা—"ব্যক্তস্য"—ঘটাদিরূপ কার্য্যের, "রূপম্"—যে স্থূল কম্বুগ্রীবোদরাকার রূপ আছে, "তৎ তু কিঞ্চিৎ সত্যম্ ন"—তাহা কিন্তু কোনও সত্য বস্তু নহে ; "নিস্তত্ত্বত্বাৎ"—নিঃ—নির্গত হইয়াছে, "তত্ত্ব"—বাস্তব রূপ যাহা হইতে, তাহা নিস্তত্ত্ব, তাহার ভাব নিস্তত্ত্বত্ব,—সেই হেতু, আর "বিনাশিত্বাৎ"—নশ্বর বলিয়া অর্থাৎ তাহা মৃত্তিকামাত্র হওয়ায়—বিনাশের প্রতিযোগী—বিনাশী বলিয়া "বাচারম্ভণনামতঃ"—বাগিন্দ্রিয়দ্বারা উৎপাদিত শব্দমাত্র স্বরূপ বলিয়া এই তিনটি হেতু। 'মৃত্তিকার ন্যায়' ইহা হইল ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত। এস্থলে অনুমান এইরূপ :—ঘটাদিরূপ কার্য্য অসত্য হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ; নিস্তত্ত্ব বলিয়া—হেতু ; যাহা অসত্য নহে,

তাহা নিত্যও নহে, যেমন ঘটাদির উপাদান মৃত্তিকা—দৃষ্টান্ত ; ইহা কেবল ব্যতিরেকী অনুমান। আবার দুই হেতুতেও এই প্রকারে প্রতিজ্ঞা—উদাহরণাদির যোজনা করিয়া লইতে হ[ইবে], যথা—ঘটাদিরূপ কার্য্য অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ; বিনাশী বলিয়া—হেতু ; যাহা অসত্য নহে তাহা বিনাশীও নহে, যেমন মৃত্তিকা—দৃষ্টান্ত ; আবার ঘটাদি কার্য্য অসত্য—প্রতিজ্ঞা ; বাগিন্দ্রিয়জনিত শব্দমাত্র স্বরূপ বলিয়া—হেতু ; যাহা অসত্য নহে, তাহা বাগিন্দ্রিয়জনিত শব্দমাত্র স্বরূপবিশিষ্টও নহে, যেমন আত্মা—দৃষ্টান্ত ; এই দুই অনুমানও এস্থলে সূচিত হইয়াছে। ৪৩

এই প্রকারে বিকারের অর্থাৎ কার্য্যের অসত্যতা উপপাদন করিয়া অর্থাৎ হেতু ও যুক্তি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সিদ্ধ করিয়া এখানে বিকারের অধিষ্ঠানরূপ মৃত্তিকার সত্যতা উপপাদন করিতেছেন :—

(ট) ঘটরূপ অসত্য বিকারের মৃত্তিকারূপ অধিষ্ঠানের সত্যতা উপপাদন।

ব্যক্তকালে ততঃ পূর্ব্বমূর্দ্ধমপ্যেকরূপভাক্।
সতত্ত্বমবিনাশঞ্চ সত্যং মৃদ্বস্তু কথ্যতে॥ ৪৪

অন্বয়—ব্যক্তকালে ততঃ পূর্ব্বম্ ঊর্দ্ধম্ অপি একরূপভাক্ সতত্ত্বম্ চ অবিনাশম্ মৃদ্বস্তু সত্যম্ কথ্যতে।

অনুবাদ—কিন্তু ব্যক্তাবস্থায় এবং তাহার পূর্ব্বে ও পরে যে অব্যক্তাবস্থা তাহাতেও একরূপ ধরিয়া থাকে বলিয়া ও বাস্তব বা অবিকার্য্য সত্তা হেতু, এবং অবিনাশী বলিয়া মৃত্তিকারূপ বস্তুকে (বাচারম্ভণ শ্রুতিতে) সত্যবস্তু বলা হইয়াছে।

টীকা—"ব্যক্তকালে"—অর্থাৎ কার্য্যের স্থিতিকালে, "ততঃ পূর্ব্বম্"—তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ ব্যক্তের উৎপত্তির পূর্ব্বকালে, "ঊর্দ্ধম্ অপি"—ব্যক্তের বিনাশের পরবর্ত্তীকালে, "একরূপভাক্"—(মৃত্তিকাদিরূপ) একই আকারধারী, "সতত্ত্বম্"—তত্ত্বের বাস্তব রূপের সহিত বিদ্যমান সতত্ত্ব অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্যের ব্যক্তাদি অবস্থায় মৃৎত্বাদি লইয়া বিদ্যমান,—"অবিনাশম্"—বিকারের সহিত যাহা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, এইরূপ যে মৃত্তিকারূপ বস্তু তাহাকেই শ্রুতি সত্য বলিতেছেন। এস্থলে অনুমান এইরূপ—বিবাদের বিষয় যে মৃত্তিকারূপ বস্তু তাহা সত্য হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ; বাস্তব স্বরূপ যুক্ত বলিয়া—হেতু ; আত্মার ন্যায়—দৃষ্টান্ত ;—ইত্যাদিরূপ যোজনা হইবে—অর্থাৎ এস্থলে দুইটি অনুমান সূচিত হইয়াছে—(প্রথম) মৃত্তিকারূপ বস্তু সত্য হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ; তিনকালেই একাকার বিশিষ্ট বলিয়া—হেতু ; আত্মার ন্যায়- দৃষ্টান্ত ; (দ্বিতীয়) মৃত্তিকারূপ বস্তু সত্য, বাস্তব স্বরূপ বিশিষ্ট বলিয়া, আত্মার ন্যায়। ৪৪

ভাল, ঘটাদি কার্য্যসমূহ অসত্য বলিয়া, তাহাদের অধিষ্ঠান মৃত্তিকার জ্ঞান দ্বারাই ত' নিবৃত্তি হওয়া উচিত, যেমন (রজতারোপের) অধিষ্ঠান শুক্তিকার জ্ঞানদ্বারা রজতের নিবৃত্তি হয়—বাদী এইরূপ শঙ্কা করিতেছেন :—

(ঠ) (শঙ্কা) ঘট অসত্য বলিয়া মৃত্তিকার জ্ঞানেই তাহার নিবৃত্তি হওয়া উচিত।

ব্যক্তং ঘটো বিকারশ্চেত্যেতৈর্নামভিরীরিতঃ।
অর্থশ্চেদনৃতঃ কস্মান্ন মৃদ্বোধে নিবর্ত্ততে॥ ৪৫

অন্বয়— ...কম্, ঘটঃ, বিকারঃ চ ইতি এতৈঃ নামভিঃ ঈরিতঃ অর্থঃ অনৃতঃ চেৎ, মৃদ্বোধে কস্মাৎ ন নিবর্ত্ততে?

অনুবাদ—ব্যক্ত, ঘট ও বিকার এই তিন নামদ্বারা কথিত যে বস্তু, তাহা যদি মিথ্যাই হইল, তাহা হইলে মৃত্তিকাজ্ঞান হইলে সেই ঘটজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না কেন?

টীকা—ব্যক্ত প্রভৃতি তিন শব্দদ্বারা কথিত যে কার্য্যরূপ অর্থ, তাহার কারণাতিরিক্ত সত্তা নাই, এইরূপ অঙ্গীকার করিলে মৃত্তিকারূপ কারণের জ্ঞান হইলে, তাহার নিবৃত্তি কেন হয় না? ৪৫

(সিদ্ধান্তী বাদীকে বলিতেছেন—যদি এইরূপ আপত্তি কর তবে বলি) ইহা ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ তোমার ঐসব আপত্তির দ্বারা আমি যাহা চাই তাহা পাইলাম; এই বলিয়া শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(ঢ) ইষ্টাপত্তি বলিয়া উক্ত শঙ্কার পরিহার।

নিবৃত্ত এব যস্মাত্তে তৎসত্যত্বমতির্গতা।
ঈদৃঙ্‌নির্বৃত্তিরেবাত্র বোধজা ন ত্বভাসনম্॥ ৪৬

অন্বয়— নিবৃত্তঃ এব, যস্মাৎ তে তৎসত্যত্বমতিঃ গতা; অত্র ঈদৃক্ এব বোধজা নিবৃত্তিঃ, ন তু অভাসনম্।

অনুবাদ—মৃত্তিকাজ্ঞানে তাহা নিবৃত্তই হইয়াছে, যেহেতু তোমার ঘটের সেই সত্যত্বজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে। এই স্থলে এই প্রকারেরই বোধজনিত নিবৃত্তি মানিতে হইবে, ঘটজ্ঞানের অভাবরূপ নিবৃত্তি নহে।

টীকা—তাহা যে নিবৃত্তই হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কারণ বলিতেছেন :—"যেহেতু তোমার" ইত্যাদি। "যস্মাৎ"—যে কারণে হে বাদিন্, তোমার ঘটাদি বিষয়ক সত্যতাবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেইহেতু সেই ঘট নিবৃত্তই হইয়াছে, ইহাই অর্থ। (শঙ্কা) ভাল, শুক্তি প্রভৃতিতে যে রজতাদি আরোপিত হয়, তাহাতে শুক্তি প্রভৃতি অধিষ্ঠানের জ্ঞানে রজতাদি রূপের অপ্রতীতিই দেখা যায়; সেস্থলে রজতাদির কোন সত্যতা বুদ্ধির নাশ নহে;—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, সেই স্থলে ভ্রমটি নিরুপাধিক অর্থাৎ কেবল অজ্ঞানজনিত বলিয়া রজতাদির অপ্রতীতি হইতে পারে, কিন্তু এস্থলে ভ্রমটি সোপাধিক বলিয়া অর্থাৎ বিলক্ষণ নিমিত্ত-রূপ উপাধি সহিত অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাতে সত্যতা বুদ্ধির নাশই তাহার নিবৃত্তি, এইরূপ মানিতেই হইবে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"এই স্থলে এই প্রকারেরই বোধজনিত নিবৃত্তি মানিতে হইবে।" "অত্র"—এই স্থলে অর্থাৎ সোপাধিক ভ্রমের স্থলে, "ঈদৃক্ এব"—এই প্রকারই অর্থাৎ সত্যবুদ্ধির নাশরূপ নিবৃত্তিকেই, "বোধজা নিবৃত্তিঃ"—অধিষ্ঠানের যথার্থ জ্ঞান-জনিত নিবৃত্তি বলিয়া মানিতে হইবে, "ন তু অভাসনম্"—স্বরূপের অপ্রতীতিকে নহে। এস্থলে দুষ্টাভিপ্রায় এই—ভ্রম দুই প্রকার—নিরুপাধিক ও সোপাধিক। কেবল অজ্ঞানজনিত ভ্রমকে 'নিরুপাধিক ভ্রম বলে,—যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম, শুক্তিতে রজতের ভ্রম। আর যখন বিলক্ষণ

নিমিত্তরূপ উপাধিসহিত অজ্ঞানদ্বারা ভ্রম উৎপাদিত হয় তখন সেই ভ্রমকে সোপাধিক ভ্রম বলে, যেমন দর্পণের বা জলের সান্নিধ্যরূপ উপাধিসহিত মুখপ্রতিবিম্বে মুখভ্রম, যেমন জলাশয়রূপ উপাধিবশতঃ তীরস্থিত পুরুষের বা বৃক্ষের অধোমুখতা ভ্রম, যেমন আকাশগত বায়ুস্তরাদির সম্বন্ধ বা refraction (আলোকভঙ্গি) বশতঃ আকাশে নীলতা ভ্রম, অথবা ভূগোলকের সম্বন্ধবশতঃ আকাশের কটাহতলাকারতা ভ্রম। এই সকল ভ্রম উপাধিসহিত অধিষ্ঠানের অজ্ঞানদ্বারা উৎপাদিত হয়, কেবল অধিষ্ঠানাজ্ঞান দ্বারা নহে।

যদ্যপি রজ্জু-সর্প প্রভৃতি ভ্রমে, রজ্জু প্রভৃতির সজাতীয় সর্পাদির জ্ঞানের সংস্কার প্রমাতৃগত দোষ, প্রমাণগত দোষ, প্রমেয়গত দোষ, অধিষ্ঠানের সামান্যাংশের জ্ঞান অর্থাৎ এই-একটা-কিছুরূপ ইদন্তাজ্ঞান—এতগুলি নিমিত্তকারণ রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞানের সহকারী হইয়া উপাধি-রূপ হয়, তথাপি এইরূপ উপাধি এস্থলে অভিপ্রেত নহে, কেননা, নিমিত্তকারণ দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এক প্রকারের নিমিত্ত কারণ (১) 'কার্য্যকালবৃত্তি', অর্থাৎ সেই নিমিত্তকারণের সান্নিধ্য থাকিলেই কার্য্য হয়, না থাকিলে কার্য্য হয় না, যেমন দেওয়ালের উপর প্রতিফলিত সূর্য্যপ্রতিবিম্বরূপ কার্য্য, দর্পণ জলপাত্রাদিরূপ উপাধির সান্নিধ্য থাকিলেই হয়, না থাকিলে হয় না. এইহেতু দর্পণ জলপাত্রাদির সান্নিধ্যরূপ নিমিত্তকারণ কার্য্যকালবৃত্তিরূপ। অপর প্রকারের নিমিত্ত কারণ (২) কার্য্যকাল পূর্ব্ববৃত্তি অর্থাৎ সেই নিমিত্তকারণ কার্য্যের পূর্ব্বেই থাকে, কার্য্য-কালে থাকে না। যেমন কুলালের দণ্ডচক্র ঘটরূপ কার্য্যের পূর্ব্বকালে থাকে, সেই ঘটরূপ কার্য্যের স্থিতিকালে থাকে না। জলাশয়তীরস্থিত পুরুষের অধোমুখতাদিরূপ ভ্রমে কার্য্যকালবৃত্তিরূপ নিমিত্তকারণই উপাধি শব্দের অর্থ। সেইহেতু রজ্জ্বাদিতে সর্পাদি ভ্রম এবং মৃত্তিকাদিতে কুম্ভাদি ভ্রম একজাতীয় ভ্রম নহে।

রজ্জু-সর্পাদিরূপ নিরুপাধিক ভ্রমের স্থলে অধিষ্ঠান জ্ঞানদ্বারা, কার্য্যসহিত আবরণ-বিক্ষেপোৎপাদক শক্তিযুক্ত অজ্ঞানের নাশ এবং বাধ উভয়ই হয়। এইহেতু সেই স্থলে অধিষ্ঠানাবশেষতা বা কল্পিতের স্বরূপের অভাবই বাধের লক্ষণ। আর সোপাধিক ভ্রমের স্থলে আবরণ সহিত অজ্ঞানের আবরণ শক্তির নাশ ও বাধ উভয়ই হয় বটে, কিন্তু অজ্ঞানের উপাধিরূপ প্রারব্ধ প্রতিবন্ধকবশতঃ বিক্ষেপরূপ কার্য্য সহিত বিক্ষেপোৎপাদক শক্তির নাশ বা স্বরূপের অভাব হয় না কিন্তু কেবল বাধই হয়—এবং তাহার স্বরূপ দগ্ধ বস্ত্রের ন্যায় কিম্বা দগ্ধ ধান্যবীজের ন্যায় কিছুকাল প্রতীত হয়। সপ্তমাধ্যায়ের ২৮৬ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এইহেতু সোপাধিক ভ্রমের স্থলে অধিষ্ঠানাবশেষতা বা আরোপিত স্বরূপের অভাব বাধের লক্ষণ নহে, কিন্তু মিথ্যাত্ব নিশ্চয় বা ত্রিকালে অভাব নিশ্চয়ই বাধরূপ নিবৃত্তির লক্ষণ। এই প্রকারে মৃত্তিকায় ঘটভ্রমের স্থলে, সুবর্ণে কুণ্ডল ভ্রমের স্থলে এবং অহঙ্কার প্রভৃতি বন্ধভ্রান্তিস্থলেও সোপাধিকতা আছে, কেননা, সেই সেই স্থলে যথাক্রমে দণ্ড-চক্রাদির ভ্রামণ, হাতুড়ি প্রভৃতির দ্বারা আঘাত, এবং প্রারব্ধভোগরূপ উপাধি রহিয়াছে। এইহেতু সেই সেই স্থলেও মিথ্যাত্ব নিশ্চয়রূপ লক্ষণবিশিষ্ট নিবৃত্তিই মানিতে হয়, স্বরূপের অভাব-রূপ নিবৃত্তি নহে এবং অধিষ্ঠানের সত্যতানিশ্চয় সেই অধিষ্ঠানাবশেষতা মানিতে হইবে। ৪৬

এই প্রকার সত্যতাবুদ্ধির নাশ কোথায় দেখিয়াছেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(৬) প্রতীত বস্তুর নিবৃত্তির দৃষ্টান্ত।

পুমানধোমুখো নীরে ভাতোঽপ্যস্তি ন বস্তুতঃ।
তটস্থমর্ত্ত্যবত্তস্মিন্নৈবাস্থা কস্যচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৪৭

অন্বয়—নীরে অধোমুখঃ ভাতঃ অপি পুমান্ বস্তুতঃ ন অস্তি, কস্যচিৎ তস্মিন্ তটস্থমর্ত্ত্যবৎ আস্থা ক্বচিৎ ন এব।

অনুবাদ—জলে (প্রতিবিম্বিত পুরুষ) অধোমুখভাবে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ অধোমুখ পুরুষ নাই এবং কাহারও কোথাও বা কখনও সেই প্রতিবিম্বিত পুরুষে, তীরস্থ পুরুষের ন্যায় আস্থা হয় না—সত্য বলিয়া প্রত্যয় হয় না।

টীকা—জলে অধোমুখরূপে প্রতীয়মান পুরুষ বস্তুতঃ নাই—তদ্বিষয়ে লোকের অনুভবরূপ প্রমাণ বলিতেছেন,—"এবং কাহারও কোথাও" ইত্যাদি। "কস্যচিৎ"—কোনও বিবেকী বা অবিবেকী পুরুষের কখনও সেই অধোমুখবিশিষ্ট পুরুষে তীরস্থিত পুরুষের ন্যায় সত্য বলিয়া অভিমানপ্রতীতিজনিত বিশ্বাস, "ক্বচিৎ"—কোনও দেশে বা কালে, "ন এব"—কখনই হয় না। ৪৭

ভাল, আরোপিত বস্তুর অসত্যতার জ্ঞানমাত্রেই ত পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(৭) আরোপিতের অসত্যতা-জ্ঞানমাত্র পুরুষার্থ সিদ্ধি ; ঘটে আরোপিতের অসত্যতা-বুদ্ধি সম্ভব।

ঈদৃগ্‌বোধে পুমর্থত্বং মতমদ্বৈতবাদিনাম্।
মৃদ্রূপস্যাপরিত্যাগাদ্ বিবর্ত্তত্বং ঘটে স্থিতম্ ॥ ৪৮

অন্বয়—ঈদৃগ্‌বোধে অদ্বৈতবাদিনাম্ পুমর্থত্বম্ মতম্ মৃদ্রূপস্য অপরিত্যাগাৎ ঘটে বিবর্ত্তত্বম্ স্থিতম্।

অনুবাদ—অদ্বৈতবাদিগণের মত এই যে, এই প্রকারে আরোপিত বস্তুর অসত্যতার জ্ঞানদ্বারাই পুরুষার্থসিদ্ধি হয়। মৃত্তিকারূপ পরিত্যাগ করে না বলিয়াই ঘট যে মৃত্তিকার বিবর্ত্ত, তাহা সিদ্ধ হয়।

টীকা—অদ্বৈতবাদে আত্মানন্দ ভিন্ন সকল বস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে, অদ্বিতীয় আনন্দের আবির্ভাবরূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হয়, ইহাই অভিপ্রায়। ভাল, ঘট যে মৃত্তিকার বিবর্ত্ত তাহা সিদ্ধ হইলে, সেই মৃত্তিকার জ্ঞানদ্বারা ঘটের সত্যতাবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু ঘটের বিবর্ত্তরূপতা ত' এ পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"মৃত্তিকারূপ পরিত্যাগ করে না" ইত্যাদি। ৪৮

ঘট মৃত্তিকার স্বরূপ না পরিত্যাগ করিলেও ঘট ত' মৃত্তিকার পরিণাম হইতে পারে ; কেন ঘটকে মৃত্তিকার পরিণাম বলা যাইবে না ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

৮) ঘটকুণ্ডলাদি বিবর্ত্তরূপ

পরিণামে পূর্ব্বরূপং ত্যজেত্তৎ ক্ষীররূপবৎ।
মৃৎসুবর্ণে নিবর্ত্তেতে ঘটকুণ্ডলয়োর্ন হি ॥ ৪৯

অন্বয়—পরিণামে ক্ষীররূপবৎ তৎ পূর্ব্বরূপম্ ত্যজেৎ; মৃৎস্বুবর্ণে ঘটকুণ্ডলয়োঃ ন হি নিবর্ত্তেতে।

অনুবাদ—পরিণামস্থলে, দধির দুগ্ধরূপ পরিত্যাগের ন্যায় পূর্ব্বরূপের পরিত্যাগ হইয়া থাকে; কিন্তু ঘটে ও কুণ্ডলে মৃত্তিকা ও সুবর্ণের নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ মৃত্তিকা সুবর্ণাত্মক পূর্ব্বরূপের পরিত্যাগ হয় না।

টীকা—যে স্থলে দুগ্ধ প্রভৃতিতে পরিণাম অঙ্গীকার করা হয়, সেই স্থলে দুগ্ধাদি ভাবাত্মক পূর্ব্বরূপের পরিত্যাগ দেখিতে পাওয়া যায়,—ইহাই অর্থ। ভাল, বিবর্ত্তে পূর্ব্বরূপের অপরিত্যাগ কোথায় দেখিয়াছেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—মৃত্তিকা ও সুবর্ণে তাহা দেখা যায়, ইহাই বলিতেছেন—"কিন্তু ঘটে ও কুণ্ডলে" ইত্যাদি। মৃত্তিকা ও সুবর্ণের বিবর্ত্তরূপে উৎপন্ন ঘটে ও কুণ্ডলে তদুভয়ের কারণভূত মৃত্তিকা ও সুবর্ণের রূপ নিবৃত্ত হয় না, ইহা সর্ব্বজনবিদিত, ইহাই অর্থ। ৪৯

ভাল, ঘটকে ত' মৃত্তিকার বিবর্ত্ত বলা যুক্তিযুক্ত নহে, কেননা, ঘটের নাশ হইলে তাহা আবার মৃত্তিকাভাব প্রাপ্ত হইল, এরূপ ত' দেখা যায় না—বাদী এইরূপ শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(খ) উক্ত (৪৯ শ্লোকে) অর্থবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

ঘটে ভগ্নে ন মৃদ্ভাবঃ কপালানামবেক্ষণাৎ।
মৈবং চূর্ণেঽস্তি মৃদ্রূপং স্বর্ণরূপং ত্বতিস্ফুটম্॥ ৫০

অন্বয়—(শঙ্কা) ঘটে ভগ্নে মৃদ্ভাবঃ ন, কপালানাম্ অবেক্ষণাৎ, (সমাধান) মা এবম্, চূর্ণে মৃদ্রূপম্ অস্তি; স্বর্ণরূপম্ তু অতিস্ফুটম্।

অনুবাদ—(শঙ্কা) ভাল, ঘট ভগ্ন হইলে, তাহার মৃত্তিকাভাব প্রাপ্তি ত' হয় না, কেননা, দেখা যায় তাহা কপালভাব (খাপ্রা রূপতা) প্রাপ্ত হইয়াছে, (তাহা ত' মৃত্তিকার নহে)—তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—না, এরূপ বলা চলে না, কেননা, কপাল চূর্ণ করিলে, তাহা মৃদ্রূপই হয় (অন্য কিছু হয় না)। (সুবর্ণকুণ্ডল ভগ্ন হইলে তাহার) সুবর্ণরূপ ত' অতি স্পষ্ট

টীকা—ঘট ভগ্ন হইলেই যে তাহার (একেবারে) মৃত্তিকারূপ প্রাপ্তি ঘটে না, তাহার কারণ বলিতেছেন—"কেননা, দেখা যায়" ইত্যাদি। কপাল সকলের নাশ হইলে—অর্থাৎ খাপরা চূর্ণ করিলে, তাহার মৃদ্ভাব প্রতীত হয়, এই বলিয়া পরিহার করিতেছেন—"না, এরূপ বলা চলে না" ইত্যাদি দ্বারা। কুণ্ডলের সুবর্ণ বিষয়ে কিন্তু এরূপ আশঙ্কার অবসর নাই, ইহাই বলিতেছেন—"সুবর্ণ কুণ্ডল ভগ্ন হইলে তাহার সুবর্ণরূপ" ইত্যাদি। ৫০

ভাল, পরিণামের দৃষ্টান্তরূপে কথিত দুগ্ধ, মৃত্তিকা, সুবর্ণ প্রভৃতির মধ্যে, আপনি যখন মৃত্তিকা ও সুবর্ণকে বিবর্ত্তের দৃষ্টান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তখন ত' সেইরূপেই দুগ্ধ বিবর্ত্তের দৃষ্টান্ত হইতে পারে—বাদী এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন :—

(দ) দুগ্ধাদির দধ্যাদিরূপে পরিণামিতা; তদ্দ্বারা মৃত্তিকাদি বিবর্ত্ত ঘটাদির দৃষ্টান্তে হানি হয় না।

ক্ষীরাদৌ পরিণামোঽস্তু পুনস্তদ্ভাববর্জ্জনাৎ।
এতাবতা মৃদাদীনাং দৃষ্টান্তত্বং ন হীয়তে॥ ৫১

অন্বয়—ক্ষীরাদৌ পরিণামঃ অস্তু, পুংসঃ তদ্ভাববর্জনাৎ; এতাবতা মৃদাদীনাং দৃষ্টান্তত্বম্ ন হীয়তে।

অনুবাদ—দুগ্ধাদিবিষয়ে পরিণামই হইবে, কেননা, লোকে দধি প্রভৃতিতে দুগ্ধাদির ভাবনা করে না, দধিকে দুগ্ধ বলিয়া লয় না। আর দুগ্ধাদির এই পরিণামিত্ব-দ্বারা মৃত্তিকাদিকে বিবর্তের দৃষ্টান্ত বলিয়া মানিলে, তাহাতে কোনও হানি হয় না।

টীকা—দধি ঘট ও কুণ্ডলভাব প্রাপ্ত হইলে দুগ্ধ মৃত্তিকা ও সুবর্ণে লোকের আর দুগ্ধ মৃত্তিকা ও সুবর্ণের ভাবনা হয় না, কিন্তু দধি ঘট ও কুণ্ডলের ভাবনাই হয়। এইহেতু মৃত্তিকা সুবর্ণাদির পরিণামিত্বও আছে। তাহা হইলে অর্থাৎ দুগ্ধাদির পরিণামিত্ব মানিলে মৃত্তিকা এবং সুবর্ণও দুগ্ধের ন্যায় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাদিগকেও ত' বিবর্তের দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"আর দুগ্ধাদির এই পরিণামিত্বদ্বারা" ইত্যাদি। "এতাবতা"—ইহার দ্বারা অর্থাৎ দুগ্ধাদির পরিণামিত্বের দ্বারা "মৃদাদীনাম্"—মৃত্তিকা সুবর্ণ প্রভৃতির, "দৃষ্টান্তত্বম্"—বিবর্তদৃষ্টান্তরূপতা,—"ন হীয়তে"—নাশ হয় না। এস্থলে অভিপ্রায় এই—দুগ্ধের পূর্বরূপ পরিত্যাগ-পূর্বক অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া দুগ্ধের পরিণামিতা; মৃত্তিকা ও স্বর্ণের কিন্তু অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটিলেও পূর্বরূপ পরিত্যাগ ঘটে না অর্থাৎ মৃত্তিকারূপতার ও সুবর্ণরূপতার ব্যত্যয় হয় না বলিয়া তদুভয়ের বিবর্ততাও আছে। সূক্ষ্মতত্ত্ব এই—রজ্জুসর্পভ্রমে রজ্জুর ন্যায় মৃত্তিকা ও সুবর্ণকে অধিষ্ঠান অর্থাৎ বিবর্তোপাদান মানিয়া যে ঘট কুণ্ডলাদির বিবর্তত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা স্থূল দৃষ্টিতেই করা হইয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে মৃত্তিকা প্রভৃতির, ঘটপ্রভৃতির অধিষ্ঠানতা সিদ্ধ হয় না, কেন না, বৈদান্তিকের সিদ্ধান্তে এক কল্পিত বস্তুর পক্ষে অন্য কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান হওয়া সম্ভবে না, কিন্তু চৈতন্যই সকলের অধিষ্ঠান। যেহেতু মৃত্তিকাদি স্বয়ং কল্পিত এই হেতু তাহাদের ঘটাদির অধিষ্ঠান হওয়া সম্ভবে না। কিন্তু রজ্জুজনিত চৈতন্য যেমন কল্পিত সর্পের অধিষ্ঠান, সেই প্রকার মৃত্তিকা সুবর্ণাদিও অর্থাৎ তাহাদের নিজ নিজ উপাদানদ্বারা উপহিত চৈতন্য ঘটকুণ্ডলাদি কার্য্যের অধিষ্ঠান। এইহেতু ঘটকুণ্ডলাদির বিবর্তত্ব নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয়। প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ মীমাংসা আছে। ৫১

ভাল, মৃত্তিকা ও সুবর্ণের যেমন পরিণামিত্ব ও বিবর্তত্ব উভয়ই অঙ্গীকার করা হয়, সেইরূপ আরম্ভকতাও (অনেক কারণ সংযোগবানের কার্য্যজনকতা, যেমন অনেক সূত্রসংযোগ-বিশিষ্টে বস্ত্রজনকতা) কেন অঙ্গীকার করা হয় না? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(৩) মৃত্তিকা ও সুবর্ণের আরম্ভকতা স্বীকারে দোষ।

আরম্ভবাদিনঃ কার্য্যে মৃদো দ্বৈগুণ্যমাপতেৎ।
রূপস্পর্শাদয়ঃ প্রোক্তাঃ কার্য্যকারণয়োঃ পৃথক্ ॥৫২

অন্বয়—আরম্ভবাদিনঃ কার্য্যে মৃদঃ দ্বৈগুণ্যম্ আপতেৎ। রূপস্পর্শাদয়ঃ কার্য্যকারণয়োঃ পৃথক্ প্রোক্তাঃ।

অনুবাদ—আরম্ভবাদীর মতে ঘটাদি কার্য্যে মৃত্তিকার (কার্য্যকারণজনিত)

দ্বিগুণতা প্রাপ্তি আসিয়া পড়ে, কেননা, আরম্ভবাদী বলেন, রূপস্পর্শাদি যে গুণ তাহা কার্য্যে ও কারণে ভিন্ন।

টীকা—নৈয়ায়িক প্রভৃতি আরম্ভবাদীর মতে ঘটাদিরূপ কার্য্যে মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদান দ্রব্যের কার্য্যের আকারদ্বারা এবং কারণের আকারদ্বারা দ্বিগুণতা প্রাপ্তি আসিয়া পড়ে। সেই প্রকার কার্য্যকারণরূপদ্বারা মৃত্তিকার দ্বিগুণতা হইলে গুরুত্ব প্রভৃতিরও দ্বিগুণতা আসিয়া পড়ে—ইহাই তাৎপর্য্য। ভাল, এই গুরুত্বাদির দ্বিগুণতা কি প্রকারে ঘটে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"কেননা, আরম্ভবাদী বলেন রূপস্পর্শাদি" ইত্যাদি। রূপ প্রভৃতি গুণ সকল "কার্য্য কারণয়োঃ পৃথক্"—কার্য্যে ও কারণে ভিন্ন বলিয়া আরম্ভবাদিগণকর্তৃক অঙ্গীকৃত হওয়ায়, গুণের দ্বিগুণতা আসিয়া পড়ে। আরম্ভবাদিগণ বলেন ব্যবহারে সূত্রকে বস্ত্রের কারণ এবং বস্ত্রকে তাহার কার্য্য বলিয়া ভেদ স্বীকৃত হয়। সেইরূপ ব্যবহারের ভেদবশতঃ কার্য্যকারণের ভেদ প্রতীত হয়। এইহেতু একই কারণের কারণরূপদ্বারা এবং কার্য্যরূপদ্বারা, কার্য্যস্বরূপে কারণ দ্বিগুণতা প্রাপ্তি ঘটে। যখন কারণের দ্বিগুণতা হইল তখন কারণগত শব্দস্পর্শরূপরসাদি গুণ প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ এবং কার্য্যগত শব্দাদি গুণ প্রভৃতি লইয়া দ্বিগুণতা হওয়া চাই কিন্তু 'এইগুলি সূত্রের রূপাদি' 'এইগুলি বস্ত্রের রূপাদি'—এই প্রকার প্রতীতি ও কথনরূপ ব্যবহারও দেখা যায় না এবং যেমন কার্য্যত্বরূপ এবং কারণত্বরূপ ব্যবহারের ভেদবশতঃ কার্য্যকারণের অভেদ সিদ্ধ হয় না, সেই প্রকার সূত্র মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ হইতে ভিন্ন করিয়া পটঘটাদি কার্য্যসমূহের প্রতীতিও করান যায় না, সেইহেতু ভেদও সিদ্ধ হয় না; কিন্তু কার্য্যকারণের কল্পিতভেদ ও বাস্তব অভেদ-রূপ অনির্ব্বচনীয় তাদাত্ম্য সম্বন্ধই সিদ্ধ হয়; এইহেতু আরম্ভবাদ অসঙ্গত। ৫২

ভাল, মৃত্তিকাও সুবর্ণ এই দুইটিই কি বিবর্ত্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত? উত্তর 'না'; ইহাই বলিতেছেন:—

(ন) শ্রুত্যুক্ত তিনটি বিবর্ত্ত দৃষ্টান্তের বর্ণন, তাহাদের প্রয়োজন।

মৃৎ সুবর্ণময়শ্চেতি দৃষ্টান্তত্রয়মারুণিঃ।
প্রাহাতো বাসয়েৎ কার্য্যানৃতত্বং সর্ব্ববস্তুষু॥ ৫৩

অন্বয়—আরুণিঃ মৃৎ সুবর্ণম্ অয়ঃ চ ইতি দৃষ্টান্তত্রয়ম্ প্রাহ; অতঃ সর্ব্ববস্তুষু কার্য্যানৃতত্বম্ বাসয়েৎ।

অনুবাদ—আরুণি মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও লৌহ এই তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এইহেতু সকল বস্তুকেই কার্য্যের মিথ্যাত্বসংস্কার স্থাপনের বিষয় করিবে।

টীকা—"আরুণিঃ"—অরুণের পুত্র উদ্দালক নামক কোন ঋষি। ছান্দোগ্য উপনিষদে [যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন—৬।১।৪]—হে সোম্য একটি মাত্র মৃৎপিণ্ড অর্থাৎ মৃন্ময় পাত্র বিজ্ঞাত হইলেই, যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হইয়া যায় অর্থাৎ জানা যায় যে মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ, বিকার (কার্য্যপদার্থ) কেবল শব্দাত্মক নামমাত্র—এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া—

[কার্ষ্ণায়সম্ ইত্যের সত্যম্]—হে সোম্য একটি মাত্র নখনিকৃন্তন (নরুণ) অর্থাৎ তৎকারণ কার্ষ্ণায়সদ্বারা যেমন অপর সমস্ত কার্ষ্ণায়স (ইস্পাতবিকার) বিজ্ঞাত হয় * * * বস্তুতঃ কৃষ্ণায়স হইতেছে সত্য পদার্থ,—এই পর্য্যন্ত বাক্যরাজিদ্বারা কার্য্যের মিথ্যাত্ববিষয়ে, (মৃৎসুবর্ণলোহরূপম্) মৃত্তিকা সুবর্ণ ও লৌহরূপ "দৃষ্টান্তত্রয়ম্"—তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, ইহাই অর্থ। ভাল, উদ্দালক ঋষি কি উদ্দেশ্যে তিনটি দৃষ্টান্ত দিলেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"এইহেতু সকল বস্তুকেই" ইত্যাদি। (ভাষ্যকার এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—ঐহিহ্যিকগত বহু প্রকার ভেদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এবং তদ্বিষয়ে দৃঢ়তর প্রতীতি সমুৎপাদনার্থ বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। বিদ্যারণ্য মুনিও "অনুভূতিপ্রকাশ" গ্রন্থে (পঞ্চদশীর প্রথম খণ্ডের ২১৪ পৃষ্ঠায় 'গ' পরিশিষ্টের ২৫ শ্লোকে) বলিয়াছেন—ব্যাপ্তি বা সাধ্যসাধনের অব্যভিচরিত সম্বন্ধ দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতি একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন)। যেহেতু বর্ণিত প্রকারে মৃত্তিকা প্রভৃতি বহু বস্তুতে তত্তৎ কার্য্যের মিথ্যাত্ব অনুভূত হয়, "অতঃ"—এইহেতু, "সর্ববস্তুষু"—ভূতভৌতিকরূপ সর্ব্ব বস্তুতে, "কার্য্যানৃতত্বম্ বাসয়েৎ" (বাসিতম্ কুর্য্যাৎ)—কার্য্যের অনৃতত্ব (মিথ্যাত্ব) বাসিত করিবে অর্থাৎ বার বার অনুভব করিয়া, সেই অনুভবজনিত সংস্কারকে বুদ্ধির বিষয় করিবে; ইহাই তাৎপর্য্য। ৫৩

কারণ জ্ঞানেই সকল কার্য্যের জ্ঞান ; ব্রহ্মস্বরূপাবধারণ ; জগৎস্বরূপাবধারণ ; জগতের উপেক্ষা।

১। কারণ জ্ঞানেই তৎকার্য্য সমূহের জ্ঞান।

ভাল, কার্য্যের মিথ্যাত্বের অনুসন্ধান বা বিচারপূর্ব্বক অবধারণ, কি নিমিত্ত বর্ণন করা হইতেছে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—কারণের জ্ঞান হইতে কার্য্যজ্ঞানের সিদ্ধি করিবার জন্য ঐরূপ বর্ণন করিতেছেন। এই অভিপ্রায় লইয়া বলিতেছেন :—

(ক) কারণজ্ঞানেই কার্য্যের জ্ঞান, তাহার প্রমাণ ও তাহাতে শঙ্কা।

কারণজ্ঞানতঃ কার্য্যবিজ্ঞানং চাপি সোঽবদৎ।
সত্যজ্ঞানেঽনৃতজ্ঞানং কথমত্রোপপদ্যতে ॥ ৫৪

অন্বয়—কারণজ্ঞানতঃ চ কার্য্যবিজ্ঞানম্ অপি সঃ অবদৎ, সত্য[জ্ঞানে] অনৃতজ্ঞানম্ অত্র কথম্ উপপদ্যতে?

অনুবাদ ও টীকা- আর কারণের জ্ঞান হইতে কার্য্যের জ্ঞান হয়, এ কথাও সেই ঋষি বলিয়াছেন। সেই সত্যকারণবস্তুর জ্ঞান হইলে কার্য্যবস্তুকে কি প্রকারে মিথ্যা বলিয়া জানা যায়? (পরে বলিতেছি)। ৫৪

কার্য্য সত্য ও অনৃত এই উভয়াংশাত্মক। এইহেতু কারণের জ্ঞান হইতে কার্য্যগত সত্যাংশের জ্ঞান হয়, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত শঙ্কার সমাধান।

সমূৎকস্য বিকারস্য কার্য্যতা লোকদৃষ্টিতঃ।
বাস্তবোঽত্র মৃদংশোঽস্য বোধঃ কারণবোধতঃ। ৫৫

অন্বয়—সমৃৎকস্য বিকারস্য লোকদৃষ্টিতঃ কার্য্যতা; অত্র বাস্তবঃ মৃদংশঃ অস্য বোধঃ কারণবোধতঃ।

অনুবাদ—প্রকৃতিরূপ মৃত্তিকার সহিত ঘটরূপ বিকারকে লোকদৃষ্টিতে কার্য্য বলা হয়। ইহাতে মৃত্তিকাংশই বাস্তব। কারণের জ্ঞানদ্বারাই এই বাস্তবাংশের জ্ঞান হয়।

টীকা—"সমৃৎকস্য বিকারস্য"—অধিষ্ঠানরূপ মৃত্তিকার সহিত আরোপিত ঘটাদিরূপ বিকারকে, "কার্য্যতা"—কার্য্য শব্দের অর্থ বলিয়া জন সাধারণে গ্রহণ করিয়া থাকে। ভাল, ইহা মানিয়া লইলাম, কিন্তু ইহার দ্বারা কারণজ্ঞান হইলেই কার্য্যজ্ঞান হয় ইহা ত' সম্ভব হয় না—এইরূপ আশঙ্কার পরিহার কি প্রকারে হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—ঘটরূপ কার্য্যগত স্থূল-বর্ত্তুলোদরাদি বিশিষ্টতারূপ অনৃতাংশের জ্ঞান না হইলেও কার্য্যগত মৃত্তিকারূপ সত্যাংশের জ্ঞান হইয়া থাকে, এইরূপে তাহার পরিহার হয় "ইহাতে মৃত্তিকাংশই বাস্তব" ইত্যাদি। "অত্র"—এই কার্য্যে "যঃ বাস্তবঃ মৃদংশঃ"—মৃত্তিকা রূপ যে বাস্তব অংশটি আছে, "অস্য"—এই বাস্তবাংশের—"বোধঃ"—জ্ঞান "কারণবোধতঃ—কারণজ্ঞান হইতে হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। (পঞ্চদশীর প্রথম খণ্ডে "গ" পরিশিষ্টের ২২-২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ৫৫

ভাল, কার্য্যগত সত্যাংশের ন্যায় অনৃতাংশ ত' জানিবার যোগ্য,—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে অনৃতাংশ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া জানিবার যোগ্য নহে :—

(গ) কার্য্যে সত্যাংশের জ্ঞানই প্রয়োজনীয়, অনৃতাংশের জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন।

অনৃতাংশো ন বোদ্ধব্যস্তদ্বোধানুপযোগতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানং পুমর্থং স্যান্নানৃতাংশাববোধনম্॥ ৫৬

অন্বয়—অনৃতাংশঃ ন বোদ্ধব্যঃ, তদ্বোধানুপযোগতঃ তত্ত্বজ্ঞানম্ পুমর্থম্, অনৃতাংশাব-বোধনম্ (প্রয়োজনবৎ) ন স্যাৎ।

অনুবাদ—কার্য্যের অনৃতাংশ জানিবার যোগ্য নহে; কেননা, সেই অনৃতাংশের জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন; তত্ত্বের অর্থাৎ বাস্তবাংশের জ্ঞানেই পুরুষের প্রয়োজন; অনৃতাংশের জ্ঞানে পুরুষার্থ নাই।

টীকা—অনৃতাংশের জ্ঞান কেন নিষ্প্রয়োজন, তাহাই বুঝাইতেছেন—"তত্ত্বের অর্থাৎ বাস্তবাংশের জ্ঞানেই" ইত্যাদি। "তত্ত্বজ্ঞানম্"—তত্ত্বের অর্থাৎ অবাধিত বস্তুর জ্ঞান, "পুমর্থম্"—পুরুষের অর্থাৎ জ্ঞাতার অর্থ বা প্রয়োজন যাহাতে তাহা পুমর্থ, বহুব্রীহি সমাস; "অনৃতাংশাব-বোধনম্ ন স্যাৎ"—অনৃতাংশরূপ বিকারের অববোধন, জ্ঞান প্রয়োজনবিশিষ্ট নহে, ইহাই অর্থ। ৫৬

(বাদী শঙ্কা করিতেছেন) ভাল, তাহা হইলে কারণজ্ঞানেই কার্য্যজ্ঞান হয়, এই অর্থটি শ্রোতার বুদ্ধিতে বিস্ময়াবহ হইবে, এই অভিপ্রায়ে কথিত হইলেও কথাটির ত' সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই :—

(গ) (বাদীর শঙ্কা) তাহা হইলে কারণজ্ঞানেই কার্য্যজ্ঞান, ইহা কোন বিস্ময়কর কথা নহে।

তর্হি কারণবিজ্ঞানাৎ কার্য্যজ্ঞানমিতীরীতে।
মৃদ্বোধে মৃত্তিকা বুদ্ধেত্যুক্তম্ স্যাৎ কোঽত্র বিস্ময়ঃ॥৫৭

অন্বয়—তর্হি কারণবিজ্ঞানাৎ কার্য্যজ্ঞানম্ ইতি ঈরিতে 'মৃদ্বোধে মৃত্তিকা বুদ্ধা' ইতি উক্তম্ স্যাৎ, অত্র কঃ বিস্ময়ঃ ?

অনুবাদ—তাহা হইলে কারণজ্ঞানেই কার্য্যজ্ঞান হয়, এই প্রকার কথিত হইলে কথাটি দাঁড়ায়—মৃত্তিকার জ্ঞানে মৃত্তিকারই জ্ঞান হয় ; ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে ?

টীকা—"কারণবিজ্ঞানাৎ"—মৃত্তিকা প্রভৃতিরূপ কারণের জ্ঞান হইলে, "কার্য্যজ্ঞানম্"—কার্য্যগত মৃত্তিকাদিরূপ সত্যাংশেরই জ্ঞান হয়, এইরূপ বলিলে, মৃত্তিকার জ্ঞানদ্বারা মৃত্তিকারই জ্ঞান—এইরূপই বলা হয়। তাহা হইলে অভিপ্রেত বিস্ময়কারিতা কেবল শব্দেই পর্য্যবসন্ন হইল, অর্থে নহে ; ইহাই অর্থ। ৫৭

'কার্য্যগত সত্যাংশই কারণের স্বরূপ'—এইরূপ বিচারমূলক জ্ঞান যাঁহার আছে, তাঁহার বিস্ময় না হইলেও, সেই প্রকার বিচারবিহীন পুরুষের বিস্ময় ত' হইবেই—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী বাদীর শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(ঘ) উক্ত শঙ্কার সমাধান—বিস্ময় অজ্ঞেরই হইবে।

সত্যং কার্য্যেষু বস্ত্বংশঃ কারণাত্মেতি জানতঃ।
বিস্ময়ো মাস্ত্বিহাজ্ঞস্য বিস্ময়ঃ কেন বার্য্যতে?৫৮

অন্বয়—সত্যম্ : কার্য্যেষু বস্ত্বংশঃ কারণাত্মা ইতি জানতঃ বিস্ময়ঃ মা অস্তু ; ইহ অজ্ঞস্য বিস্ময়ঃ কেন বার্য্যতে ?

অনুবাদ—ইহা সত্য বটে ; কার্য্যগত সত্যাংশই কারণের স্বরূপ, ইহা যিনি জানেন, তাঁহার বিস্ময় না হইতে পারে বটে, কিন্তু যে অজ্ঞানী অর্থাৎ যাহার এইরূপ জ্ঞান নাই, তাহার বিস্ময় কে নিবারণ করিবে ?

টীকা—"কার্য্যেষু"—ঘটাদি কার্য্যে বিদ্যমান, "বস্ত্বংশঃ"—যে বাস্তবাংশ তাহাই, "কারণাত্মা"—মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণের স্বরূপ, "ইতি জানতঃ"—এইরূপ যিনি জানেন, তাঁহার বিস্ময় নাই হউক, অপরের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানশূন্যের যে বিস্ময় উৎপন্ন হয়, তাহাকে নিবারণ করিতে কেহই সমর্থ নহে, ইহাই অর্থ। ৫৮

'অজ্ঞানীর বিস্ময় হইবেই' এইরূপ যে পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইল, সেই কথাই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

(ঙ) পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত কথার বর্ণন।

আরম্ভো পরিণামো চ লৌকিকশ্চৈককারণে।
জ্ঞাতে সর্ব্বমতিং শ্রুত্বা প্রাপ্নুবন্ত্যেব বিস্ময়ম্॥ ৫৯

অন্বয় – আরম্ভী চ পরিণামী চ লৌকিকঃ এককারণে জ্ঞাতে সর্ব্বমিতি শ্রুত্বা বিস্ময়ম্ প্রাপ্নুবন্তি এব।

অনুবাদ—আরম্ভবাদী পরিণামবাদী, এবং প্রাকৃত লোকে 'এক কারণকে জানিলেই সকল কার্য্য জানা হইয়া যায়'—এই বাক্য শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেই ত।

টীকা—"আরম্ভী" – সমবায়ী (অর্থাৎ উপাদান), অসমবায়ী ও নিমিত্ত এই তিন নামের তিনটি কারণ হইতে ভিন্ন কারণোৎপন্ন কার্য্যের উৎপত্তি যাহারা মানে, সেই নৈয়ায়িকাদি বাদিগণকেই "আরম্ভী" এই শব্দদ্বারা সূচনা করা হইতেছে। "পরিণামী"—পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অর্থাৎ বিপরীত রূপের প্রাপ্তিরূপ পরিণাম যাহারা মানে, সেই সাংখ্য প্রভৃতি বাদিগণ, "পরিণামী" এই শব্দদ্বারা সূচিত হইতেছে। "লৌকিকঃ"—যাহারা এই উভয় প্রকার প্রক্রিয়া জানে না, কেবল লোকব্যবহারমাত্রে তৎপর, তাহারা "লৌকিক" এই শব্দদ্বারা সূচিত হইতেছে। এই তিন প্রকার বাদীরই, একমাত্র কারণের জ্ঞানদ্বারাই অনেক কার্য্যের জ্ঞান হয়, এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলে বিস্ময় হইবে, ইহাই অর্থ। ৫৯

ভাল, শ্রুতিবচনের যথাশ্রুত অর্থ অর্থাৎ বচনগত শব্দ শুনিলেই যেরূপ অর্থের প্রতীতি হয়, সেই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যান করিবার কারণ কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সেইরূপ অর্থে শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে; এই কারণে এইরূপ ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে:—

(ছ) একমাত্র কারণজ্ঞান-দ্বারাই একাধিক কার্য্য-জ্ঞানপ্রতিপাদক শ্রুতি-বচনের অভিপ্রায়।

অদ্বৈতেঽভিমুখীকর্ত্তুমেবাত্রৈকস্য বোধতঃ।
সর্ব্ববোধঃ শ্রুতৌ নৈব নানাত্বস্য বিবক্ষয়া॥ ৬০

অন্বয়—অদ্বৈতে অভিমুখী কর্ত্তুম্ এব অত্র শ্রুতৌ একস্য বোধতঃ সর্ব্ববোধঃ; নানাত্বস্য বিবক্ষয়া ন এব।

অনুবাদ—অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানে শ্রোতাকে অভিমুখ করিবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—একের জ্ঞানে সকল পদার্থের জ্ঞান হয়, নতুবা কার্য্যনানাত্ব বুঝাইবার অভিপ্রায়ে সেইরূপ বলেন নাই।

টীকা—অদ্বৈতবিজ্ঞানে শিষ্যকে অভিমুখ করিবার জন্যই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে, -[একে (বিজ্ঞানাৎ]—একমাত্র কারণের বিজ্ঞানেই সমস্ত কার্য্যের বিজ্ঞান কথিত হইয়াছে। অনেক কার্য্যের বিজ্ঞান সিদ্ধ করিবার জন্য সেইরূপ কথিত হয় নাই। অভিপ্রায় এই—অসৎ জড় ও দুঃখরূপ অনেক অনাত্মপদার্থের জ্ঞানদ্বারা পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না বলিয়া শ্রুতি অনেক কার্য্যরূপ পদার্থের জ্ঞানসম্পাদনের জন্য একের জ্ঞানে অনেকের জ্ঞানের কথা বলেন নাই, কিন্তু ব্রহ্মরূপ কারণের জ্ঞানে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের স্তুতি করিয়াছেন। এইহেতু এই বাক্যটিকে অর্থবাদ বাক্য* বলিয়া মানা হয়। কিম্বা জ্ঞানী ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন সাক্ষিরূপ বলিয়া তাঁহার জ্ঞাততাবিশিষ্ট বা অজ্ঞাততাবিশিষ্ট সকল পদার্থের সর্ব্বদা জ্ঞান হয়, অথবা ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে কল্পিত সকল পদার্থের

* প্রকরণ প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রশংসাবাক্য।

ব্রহ্ম হইতে বাস্তব ভেদ নাই কিন্তু বাধসামানাধিকরণ্যদ্বারা ব্রহ্ম হইতে সকল পদার্থের অভেদ; এই হেতু এক ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা অনেক পদার্থের জ্ঞান সম্ভব হয়, ইহাই অভিপ্রায়। ৬০

এক্ষণে এক কারণের বিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত কার্য্যবিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে ব্যাপৃত [যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বম্ মৃন্ময়ম্ বিজ্ঞাতম্ স্যাৎ—ছান্দোগ্য উ, ৬।১।৪]—হে সোম্য, একটিমাত্র মৃৎপিণ্ড অর্থাৎ মৃন্ময় পাত্র বিজ্ঞাত হইলেই যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হইয়া যায়,—এই শ্রুতিবচনের অর্থ নিরূপণ করিয়া, দার্ষ্টান্তিক প্রদর্শনে ব্যাপৃত—[উত তম্ আদেশম্ অপ্রাক্ষ্যঃ যেন অশ্রুতম্ শ্রুতম্ ভবতি, অমতম্ মতম্ অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতম্—ছান্দোগ্য উ, ৬।১।২-৩]—হে সোম্য শ্বেতকেতো, তুমি কি সেই আদেশটি (আচার্য্যের উপদেশমাত্রলভ্য বিষয়টি) আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহাদ্বারা অর্থাৎ যাহা শুনিলে, মনন করিলে ও জানিলে পর, অপর অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয়ও চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, এবং অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিশেষরূপে জ্ঞাত—জ্ঞানগোচর হয়?—এই বাক্যের অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে একের জ্ঞানদ্বারা সর্ববস্তুর জ্ঞানরূপ আলোচনীয় বিষয়ে সিদ্ধান্তটি বলিতেছেন :—

(ঘ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক, ফলিতার্থ।

একমৃৎপিণ্ডবিজ্ঞানাৎ সর্ব্বমৃন্ময়ধীর্য্যথা।
তথৈক ব্রহ্মবোধেন জগদ্বুদ্ধির্বিভাব্যতাম্ ॥ ৬১

অন্বয়—যথা একমৃৎপিণ্ডবিজ্ঞানাৎ সর্ব্বমৃন্ময়ধীঃ তথা একব্রহ্মবোধেন জগদ্বুদ্ধিঃ বিভাব্যতাম্।

অনুবাদ—যেমন এক মৃত্তিকাপিণ্ডের জ্ঞান হইলে, সমুদায় মৃন্ময় পদার্থের জ্ঞান হয়, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সমস্ত জগতের জ্ঞান হয়—এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে।

টীকা—যেমন ঘট শরাবাদির উপাদান যে মৃত্তিকাপিণ্ড, তাহার জ্ঞানদ্বারা, সেই মৃত্তিকাপিণ্ডের কার্য্য সমস্ত ঘটাদির জ্ঞান হয়, এইরূপ সকলের উপাদান যে এক ব্রহ্ম, তাহার জ্ঞানদ্বারা সেই ব্রহ্মের বিবর্তরূপ কার্য্য সম্পূর্ণ জগতের জ্ঞান হয়—এই প্রকার বুঝিতে হইবে, ইহাই অর্থ। ৬১

২। ব্রহ্মরূপ কারণের ও জগদ্রূপ কার্য্যের স্বরূপ।

(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্ম ও জগতের স্বরূপ না জানিলে, ব্রহ্মজ্ঞান হইতে জগতের জ্ঞান হয় ইহা ত' বুঝিতে পারা যায় না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, সেই কথাটি বুঝাইবার জন্য ব্রহ্ম ও জগতের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) সংক্ষেপে ব্রহ্ম ও জগতের স্বরূপবর্ণন ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ববিষয়ে তাপনীয় শ্রুতিপ্রমাণ।

সচ্চিৎসুখাত্মকং ব্রহ্ম নামরূপাত্মকং জগৎ।
তাপনীয়ে শ্রুতং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥ ৬২

অন্বয়—সচ্চিৎসুখাত্মকম্ ব্রহ্ম, নামরূপাত্মকম্ জগৎ। তাপনীয়ে সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ব্রহ্ম শ্রুতম্।

অনুবাদ—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ; জগৎ নামরূপাত্মক। নৃসিংহোত্তর তাপনীয়োপনিষদে শুনা যায় সৎ-চিৎ-আনন্দ ব্রহ্মের লক্ষণ।

টীকা—ব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এ বিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, নৃসিংহোত্তর তাপনীয় প্রভৃতি শ্রুতি এ বিষয়ে প্রমাণ, ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন —"নৃসিংহোত্তর তাপনীয়োপনিষদে" ইত্যাদি। অথর্ব্ববেদবিদ্ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক প্রথমে [ব্রহ্ম এব ইদম্ সর্ব্বম্ সচ্চিদানন্দরূপম্ (? সচ্চিদানন্দমাত্রম্)--পূর্ব্বে উল্লিখিত--নৃসিং উ, ৭]— এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপতা উক্ত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। ৬২

'আদি' (?) শব্দদ্বারা অভিপ্রেত অন্য শ্রুতি বচন দেখাইতেছেন :—

(খ) ব্রহ্মের উক্ত স্বরূপতা-বিষয়ে অন্য শ্রুতিপ্রমাণ।

সদ্রূপমারুণিঃ প্রাহ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম বহ্বৃচঃ।
সনৎকুমার আনন্দমেবমন্যত্র গম্যতাম্॥ ৬৩

অন্বয়—আরুণিঃ সদ্রূপম্, বহ্বৃচঃ প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম, সনৎকুমারঃ আনন্দম্ প্রাহ, এবম্ অন্যত্র গম্যতাম্।

অনুবাদ—অরুণপুত্র উদ্দালক, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সৎস্বরূপ বলিয়াছেন; ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণগণ ঐতরেয়োপনিষদে ব্রহ্মকে প্রজ্ঞানরূপ বলিয়াছেন; সনৎকুমার ছান্দোগ্যোপনিষদে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়াছেন। অন্যত্র অর্থাৎ তৈত্তিরীয়াদি উপনিষদেও ব্রহ্মকে আনন্দরূপ ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, বুঝিয়া লইতে হইবে।

টীকা—অরুণের পুত্র উদ্দালক ছান্দোগ্য শ্রুতিতে [সৎ এব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ—৬।২।১]—অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সদ্রূপই ছিল—ইত্যাদি বচনদ্বারা ব্রহ্মকে সদ্রূপ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, আর বহ্বৃচগণ অর্থাৎ ঋগ্বেদশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণ ঐতরেয়োপনিষদে [প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম—ঐতরেয়োপনিষৎ ৫।৩]—প্রজ্ঞানই সমস্ত লোকের লয় স্থান প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম এইরূপে ব্রহ্মের প্রজ্ঞানরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে (পূর্ব্বে পঞ্চদশীর একাদশ প্রকরণে উদ্ধৃত) ছান্দোগ্য শ্রুতিবচনেও সনৎকুমারনামক গুরু, নারদনামক শিষ্যকে বিশেষরূপে, [সুখম্ তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্—৭।২২।১]—সুখই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিতব্য এইরূপে—আরম্ভ করিয়া, [যঃ বৈ ভূমা তৎসুখম্—৭।২৩।১]—যাহা ভূমা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ তাহাই সুখ, (অল্পে—পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে সুখ নাই)—এইরূপে 'ভূমন্' শব্দবাচ্য ব্রহ্মের আনন্দরূপতা বর্ণিত হইয়াছে। এই ন্যায়টি অন্য উপনিষদেও অতিদেশ করিতেছেন—প্রযোজ্য বলিয়া দেখাইতেছেন— "অন্যত্র অর্থাৎ তৈত্তিরীয়াদি উপনিষদেও" ইত্যাদি। "অন্যত্র"—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে [আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ—৩.৬]—বরুণের পুত্র ভৃগু ব্রহ্মের আনন্দরূপতা বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন।

এইরূপ অন্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মের আনন্দরূপতা কথিত হইয়াছে, দেখিয়া লইতে হইবে—ইহাই অভিপ্রায়। ৬৩

ব্রহ্মের স্বরূপ সচ্চিদানন্দবিষয়ক শ্রুতির ন্যায় জগতের স্বরূপ নামরূপবিষয়ক শ্রুতি দেখাইতেছেন :—

(ঘ) জগতের স্বরূপ নাম-রূপ বিষয়ক শ্রুতি।

বিচিন্ত্য সর্বরূপাণি কৃত্বা নামানি তিষ্ঠতি।
অহং ব্যাকরবাণীমে নামরূপে ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৬৪

অন্বয়—"সর্ব্বরূপাণি বিচিন্ত্য নামানি কৃত্বা তিষ্ঠতি"। "অহম্ ইমে নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি শ্রুতেঃ।

অনুবাদ—'পরমেশ্বর দেবমনুষ্যাদি সকল প্রকার আকার চিন্তা করিয়া তাহাদের নামকরণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। এই অর্থের এবং 'আমি (জগতের) এই নামরূপ প্রকটিত করিব', এই অর্থের শ্রুতিবচন রহিয়াছে।

টীকা—তৈত্তিরীয় পুরুষসূক্তে (১২।১) আছে—[সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ নামানি কৃত্বা অভিবদন্ যদাস্তে।]—যে ধীর অর্থাৎ বিরাট পুরুষ, দেবমনুষ্যাদি সমস্ত শরীর বিশেষ বিশেষভাবে নিষ্পাদন করিয়া—এইটি দেব, এইটি মনুষ্য, এইটি পশু, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন নামদ্বারা তাহাদিগকে লইয়া ব্যবহার করিতেছেন (এইরূপ সর্বগুণোৎকর্ষবান্ আদিত্যবৎ প্রকাশমান বিরাট পুরুষকে আমি (মন্ত্রদ্রষ্টা) ধ্যানদ্বারা সর্বদা অনুভব করি—সায়ন ভাষ্যানুবাদ)। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।৩।২) আছে—[সা ইয়ম্ দেবতা ঐক্ষত হন্ত অহম্ ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি]—সেই এই সৎস্বরূপ দেবতা আলোচনা করিয়াছিলেন যে, 'বেশ, আমি এই জীবাত্মরূপে উক্ত তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই ভূতত্রয়াত্মক দেবতার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (-বোধক শব্দ ও বিশেষ-বিশেষ আকৃতি) ব্যক্ত করিব।' [বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (১।৪।৭) এই মর্মের বচন আছে] এইরূপে যে জগতের সৃজন করিতে হইবে সেই জগতে স্থিত নাম ও রূপ শ্রুতি দেখাইতেছেন, ইহাই অর্থ। ৬৪

সেই নামরূপবিষয়ে অন্য শ্রুতিবচন উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ঙ) উক্ত অর্থে অন্যশ্রুতি-বচন এবং জগত অব্যাকৃত শব্দের অর্থ।

অব্যাকৃতং পুরা সৃষ্টের্ঊর্দ্ধং ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা।
অচিন্ত্যশক্তির্মায়ৈষা ব্রহ্মণ্যব্যাকৃতাভিধা ॥ ৬৫

অন্বয়—সৃষ্টেঃ পুরা অব্যাকৃতম্ ঊর্দ্ধম্ দ্বিধা ব্যাক্রিয়তে, ব্রহ্মণি অচিন্ত্যশক্তিঃ মায়া এষা অব্যাকৃতাভিধা।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ অপ্রকট ছিল, পরে ইহা নাম ও রূপ এই দুই প্রকারে প্রকটিত হইয়াছে। ব্রহ্মে যে মায়ারূপ অচিন্ত্যশক্তি আছে, তাহারই নাম অব্যাকৃত।

টীকা—উৎপাদিত জগৎ যে নামরূপাত্মক তাহা [তৎ হ ইদম্ তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ তৎ নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়ত, অসৌনামা অয়ম্ ইদম্ রূপম্ (ইতি এবম্) ব্যাক্রিয়ত (স্বয়ম্ এব ব্যাকৃতম্—ব্যবহারযোগ্যম্ বভূব)—বৃহদা উ, ১।৪।৭]—সেই এই দৃশ্যমান্ জগৎ তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, অব্যাকৃত—নাম ও রূপাকারে অনভিব্যক্ত ছিল, অর্থাৎ বীজভাবে বর্ত্তমান ছিল। সেই জগৎ নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল, দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নাম ও শ্বেতপীতাদি রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল—এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচনে প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। "সৃষ্টেঃ পুরা"—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ, "অব্যাকৃতম্"—অব্যক্তনামরূপাত্মক ছিল; "ঊর্দ্ধম্"—সৃষ্টিকালে, দ্বিধা—অর্থাৎ বাচ্যবাচকভাবে, "ব্যাক্রিয়তে"—ব্যক্তীকৃত অর্থাৎ প্রকটিত হইল। ইহা শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের অর্থ। এক্ষণে—[তৎ হ ইদম্ তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ]—সেই এই দৃশ্যমান জগৎ তৎকালে অব্যাকৃত ছিল,—এস্থলে এই 'অব্যাকৃত' শব্দের অর্থ বলিতেছেন— "ব্রহ্মে যে অচিন্ত্য মায়ারূপী শক্তি আছে," ইত্যাদি। "এষা অব্যাকৃতাভিধা"—এই বাক্যে ইহাই অব্যাকৃত শব্দদ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। ৬৫

'এই জগৎ নামরূপদ্বারা প্রকাশিত হইল'—ইহার অর্থ বলিতেছেন :—

(ঙ) 'সেই জগৎ নাম-রূপাকারে প্রকটিত হইল' ইহার অর্থ।

অবিক্রিয়ব্রহ্মনিষ্ঠা বিকারংযাত্যনেকধা।
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ॥ ৬৬

অন্বয়—অবিক্রিয়ব্রহ্মনিষ্ঠা অনেকধা বিকারম্ যাতি; মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্ (বিদ্যাৎ)।

অনুবাদ—নির্ব্বিকার পরব্রহ্মে বিদ্যমান সেই মায়াশক্তি নানা প্রকারে বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মায়াকেই 'প্রকৃতি' বলিয়া জানিবে এবং মায়াশ্রয়ক মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। (শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।১০)

টীকা—নির্ব্বিকার ব্রহ্মে বিদ্যমানা যে মায়া, তিনি "অনেকধা"—ভূতভৌতিক প্রপঞ্চরূপে অনেক প্রকারে "বিকারম্ যাতি"—পরিণাম প্রাপ্ত হ'ন। মায়া ব্রহ্মে বিদ্যমান—এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্বচন প্রমাণ বলিতেছেন—"মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া" ইত্যাদি। "মায়াম্" —'যাতি ইতি যা' (গতা); মীয়তে যা 'সা 'মা' (প্রমা) যথার্থ জ্ঞান, মায়াৎ গতা মায়া; যিনি পরমার্থ দৃষ্টিতে প্রমা হন না, তাঁহাকে, "প্রকৃতিম্"—যাহার দ্বারা "প্রকৃত" হয় তাহাই 'প্রকৃতি'—উপাদান কারণ; "বিদ্যাৎ"—জানিবে। "মায়িনম্"—যিনি মায়ার আশ্রয়রূপে মায়াযুক্ত, তাঁহাকে "মহেশ্বরম্"—মায়ানিয়ামক বলিয়া জানিবে। 'জানিবে'—এই শব্দের অনুবৃত্তি চলিতেছে। "মায়ার" সহিত এবং "মায়ীর" সহিত এই উভয় স্থলে যে "তু" (কিন্তু) শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা মায়া এবং মায়ী এই উভয়ের পরস্পর বিলক্ষণতা জানাইবার জন্য। ৬৬

এক্ষনে মায়োপহিত ব্রহ্মের প্রথম কার্য্যের বর্ণনা করিতেছেন :—

(চ) মায়োপহিত ব্রহ্মের প্রথম কার্য্য আকাশের, কারণ হইতে প্রাপ্ত তিনটি ও নিজের একটি রূপ।

আদ্যো বিকার আকাশঃ সোঽস্তি ভাত্যপি চ প্রিয়ঃ।
অবকাশস্তস্যরূপং তন্মিথ্যা ন তু তত্রয়ম্ ॥ ৬৭

অন্বয়—আদ্যঃ বিকারঃ আকাশঃ, সঃ অস্তি, ভাতি অপি চ প্রিয়ঃ ; তস্য রূপম্ অবকাশঃ ; তৎ মিথ্যা ; ত্র্যম্ তু ন।

অনুবাদ—মায়োপহিত ব্রহ্মের প্রথম বিকার অর্থাৎ কার্য্য আকাশ ; সেই আকাশ অস্তি, ভাতি, প্রিয়—(অর্থাৎ তাহার সত্তা, প্রকাশমানতা, ও প্রিয়তা আছে)। অবকাশ সেই আকাশের নিজ রূপ ; সেই রূপটী অর্থাৎ অবকাশ মিথ্যা। আর সত্তা প্রভৃতি তিনটি রূপ মিথ্যা নহে, কিন্তু বাস্তব।

টীকা—সেই আকাশের কারণ যে ব্রহ্ম, তাহা হইতে প্রাপ্ত তিনটি রূপ বলিতেছেন—"সেই আকাশ অস্তি ভাতি"—ইত্যাদি অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপ। সেই আকাশের প্রাতিস্বিক অর্থাৎ স্বকীয় রূপ বলিতেছেন—"অবকাশ সেই আকাশের নিজরূপ"। সেই আকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কারণ ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত তিন রূপ হইতে বিলক্ষণতা বর্ণন করিতেছেন :—"সেই অবকাশ মিথ্যা" ইত্যাদি। সৎ (সত্তা) প্রভৃতি তিনটি বাস্তব। ৬৭

সেই আকাশের চতুর্থ রূপ যে অবকাশ, তাহার মিথ্যাত্ববিষয়ে হেতু বলিতেছেন :—

(ছ) আকাশের চতুর্থরূপ অবকাশ যে মিথ্যা তাহার কারণ।

ন ব্যক্তেঃ পূর্ব্বমস্ত্যেব ন পশ্চাচ্চাপি নাশতঃ।
আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা ॥ ৬৮

অন্বয়—ব্যক্তেঃ পূর্ব্বম্ ন অস্তি এব চ পশ্চাৎ অপি নাশতঃ ন। আদৌ চ অন্তে যৎ ন অস্তি তৎ বর্ত্তমানে অপি তথা। (মাণ্ডুক্যকারিকা)

অনুবাদ—(আকাশের) প্রকটতাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে অবকাশরূপতা থাকে না ; আর পরেও বিনাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহা থাকে না ; সুতরাং অবকাশ মিথ্যা। যে বস্তু আদিতে ও অন্তে থাকে না, তাহা বর্ত্তমানেও তদ্রূপ অর্থাৎ অস্তিত্বহীন।

টীকা—ভাল, উৎপত্তি ও বিনাশ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তীকালে প্রতীয়মান আকাশ কি প্রকারে মিথ্যা হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—"যে বস্তু আদিতে ও অন্তে" ইত্যাদি। যেমন রজ্জুতে সর্প ও তাহার জ্ঞান আদিতে ও অন্তে অবিদ্যমান। এইহেতু মধ্যে প্রতীত হইলেও অবিদ্যমান। সেই প্রকার সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং নাশের পরে অবিদ্যমান যে অবকাশ তাহা মধ্যে প্রতীত হইলেও অবিদ্যমানই বুঝিতে হইবে। ৬৮

এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যকে (গীতা ২।২৮) প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(জ) এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য প্রমাণ।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেবেত্যাহ কৃষ্ণোঽর্জ্জুনং প্রতি ॥ ৬৯

অন্বয়—ভারত, অব্যক্তাদীনি ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্তনিধনানি ভূতানি এব ইতি কৃষ্ণঃ অর্জ্জুনম্ প্রতি আহ।

অনুবাদ—ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন—হে ভরতবংশধর অর্জ্জুন, আকাশাদি ভূত অথবা অণ্ডজ জরায়ুজাদিভূত আদিতে অর্থাৎ

উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত থাকে; অন্তে, অর্থাৎ নিধনকালে অব্যক্তেই প্রবেশ করে, কেবল মধ্যে প্রকটভাব প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন।

টীকা- গীতাব্যাখ্যাবসরে মধুসূদন স্বামী—"অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ। ভূতসঙ্ঘঃ"……(প্রাণিশরীরসমূহ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়—কেহ দেখিতে পায় না, আবার কোথায় চলিয়া যায় তাহাও দেখিতে পায় না) এই পুরাণবচনটি উদ্ধৃত করিয়া; গীতাশ্লোকের তাৎপর্য্য বলিতেছেন—প্রাণিশরীরসমূহের উদ্দেশে শোক করা উচিত নহে, এই বলিয়া বলিতেছেন 'অথবা আকাশাদি মহাভূতের উদ্দেশে এই শ্লোকের যোজনা করিতে হইবে'। ৬৯

অবকাশে যে সৎপ্রভৃতি তিনটি রূপ আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অনুভবই প্রমাণ:—

(খ) সৎ-প্রভৃতি অবকাশের তিনটি রূপ-বিষয়ে অনুভবপ্রমাণ; অবকাশ বিনাও উক্ত তিনের অনুভব।

মৃদ্বত্তে সচ্চিদানন্দা অনুগচ্ছন্তি সর্ব্বদা।
নিরাকাশে সদাদীনামনুভূতির্নিজাত্মনি ॥ ৭০

অন্বয়—মৃদ্বৎ তে সচ্চিদানন্দাঃ সর্ব্বদা অনুগচ্ছন্তি; নিরাকাশে নিজাত্মনি সদাদীনাম্ অনুভূতিঃ।

অনুবাদ—(ঘটাদিতে অন্বিত) মৃত্তিকার ন্যায়, সৎ-চিৎ-আনন্দ সর্ব্বদা অন্বিত থাকে এবং আকাশশূন্য নিজ আত্মাতে সৎ প্রভৃতি অনুভূত হয়।

টীকা—"মৃদ্বৎ"—মৃত্তিকার ন্যায়, এই পদটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য; ঘটাদি বস্তুতে যেমন তিন কালেই মৃত্তিকার অনুবৃত্তি আছে, অর্থাৎ মৃত্তিকা অনুস্যূত থাকে, সেই প্রকার আকাশেও সৎ প্রভৃতি তিনটি রূপ অনুগত আছে, ইহাই অর্থ। ভাল, অবকাশকে ছাড়িয়া দিলে সৎ প্রভৃতি তিনটি রূপ, কি প্রকারে অনুভবের বিষয় হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"আকাশশূন্য নিজ আত্মাতে সৎ প্রভৃতি" ইত্যাদি। ৭০

পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত অনুভব স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিতেছেন:—

(গ) অবকাশ বিনাও সচ্চিদানন্দানুভবের উপপাদন; তদ্বিষয়ে শঙ্কার সমাধান।

অবকাশে বিস্মৃতেঽথ তত্র কিংভাতি তে বদ।
শূন্যমেবেতি চেদস্তু নাম তাদৃগ্বিভাতি হি ॥ ৭১

অন্বয়—অবকাশে বিস্মৃতে অথ তত্র তে কিম্ ভাতি বদ; শূন্যম্ এব ইতি চেৎ, অস্তু নাম; তাদৃক্ বিভাতি হি।

অনুবাদ—(সিদ্ধান্তীর প্রশ্ন) হে বাদিন, তুমি অবকাশকে বিস্মৃত হইলে, সে অবস্থায় তোমার নিকট কি প্রতিভাত হয় বল। যদি বল শূন্যই প্রতিভাত হয়, তবে বলি তাহাই হউক; সেই শূন্য রূপেও ত' কোন একটা বস্তুর প্রকাশ (অর্থাৎ অনুভব সর্ব্বজনবিদিত এবং তোমাকে স্বীকার করিতে) হইতেছে।

টীকা—সিদ্ধান্তী পূর্ব্ববাদীর প্রশ্নের অনুবাদ করিতেছেন—"যদি বল শূন্যই প্রতিভাত হয়" ইত্যাদি। সিদ্ধান্তী তাহার অঙ্গীকার করিয়া পরিহার করিতেছেন,—"তবে বলি তাহাই হউক" অর্থাৎ তাহা শব্দতঃ 'শূন্য' হউক—তাহাকে শূন্য বলিতে চাও বল, তাহার অর্থ কিন্তু 'অবকাশাভাব' এই বিশেষণদ্বারা সূচিত বিশেষ্য অর্থাৎ সেই বিশেষণের আধাররূপে প্রতীয়মান কোনও বস্তু আছে, ইহা অঙ্গীকার করিতেই হয়; ইহাই বলিতেছেন—"সেই শূন্য রূপেও ত' কোন একটা বস্তুর" ইত্যাদি। এস্থলে 'হি' শব্দ লোকপ্রসিদ্ধি বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। ৭১

ভাল, এইরূপ যেন হইল, অর্থাৎ অবকাশকে বিস্মৃত হইলে, কোনও একটা বস্তু অবশিষ্ট থাকিয়া যায় ইহা যেন মানিলাম, কিন্তু তদ্দ্বারা আলোচ্য বিষয়ে অর্থাৎ অবকাশরহিত সচ্চিদানন্দের অনুভববিষয়ে কি পাওয়া গেল? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে বিশেষ্য-রূপে অর্থাৎ অবকাশের অভাবরূপ বিশেষণের আশ্রয়রূপে প্রতীয়মান বস্তুর স্বরূপ অর্থাৎ তদ্রূপ একটি বস্তু আছে, ইহা স্বীকার করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে:—

(ট) প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণন; তাহা সদ্রূপ ও নিজসুখস্বরূপ।

তাদৃক্ত্বাদেব তৎ সত্ত্বমৌদাসীন্যেন তৎসুখম্।
আনুকূল্যপ্রাতিকূল্যহীনং যত্তন্নিজং সুখম্ ॥ ৭২

অন্বয়—তাদৃক্ত্বাৎ এব তৎসত্ত্বম্; ঔদাসীন্যেন তৎ সুখম্; আনুকূল্যপ্রাতিকূল্যহীনম্ যৎ তৎ নিজম্ সুখম্।

অনুবাদ—সেইরূপ বলিয়া অর্থাৎ বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া তাহার সত্তা বা সদ্রূপতা আছে; তাহার উদাসীনতা হেতু তাহা সুখস্বরূপ; যাহা অনুকূলতা-প্রতিকূলতারহিত, তাহাই নিজসুখ।

টীকা—সেই বস্তুর সুখস্বরূপতার বর্ণন করিতেছেন—"তাহার উদাসীনতা হেতু" ইত্যাদি। উদাসীনতার বিষয় হয় বলিয়া, সেই বস্তু সুখস্বরূপ, ইহাই অর্থ। ভাল, অনুকূলতারহিত হইলে সেই বস্তু কি প্রকারে সুখস্বরূপ হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"যাহা অনুকূলতা-প্রতিকূলতারহিত" ইত্যাদি। ৭২

সেই নিজসুখ উপপাদন করিতেছেন:—

(ঠ) পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত নিজ সুখের উপপাদন; দুঃখের আত্মরূপতা নাই।

আনুকূল্যে হর্ষধীঃ স্যাৎপ্রাতিকূল্যে তু দুঃখধীঃ।
দ্বয়াভাবে নিজানন্দো নিজদুঃখং ন তু ক্বচিৎ ॥ ৭৩

অন্বয়—আনুকূল্যে হর্ষধীঃ, প্রাতিকূল্যে তু দুঃখধীঃ, দ্বয়াভাবে নিজানন্দঃ স্যাৎ। নিজ-দুঃখম্ তু ক্বচিৎ ন।

অনুবাদ—বিষয়ের অনুকূলতায় হর্ষবুদ্ধি হয়, প্রতিকূলতায় দুঃখবুদ্ধি হয়; আর যাহা অনুকূলতা-প্রতিকূলতা উভয় রহিত, তাহা নিজানন্দ। নিজ দুঃখ কোথাও নাই অর্থাৎ দুঃখের আত্মরূপতা কুত্রাপি দেখা যায় না।

টীকা—ভাল, নিজানন্দের ন্যায় নিজদুঃখ কেন হইবে না? ইহার উত্তর—দুঃখবিষয়ে

কোথাও নিজরূপতা সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ দুঃখ কখন আত্মস্বরূপ হইতে পারে না বলিয়া; এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। ইহাই বলিতেছেন— 'নিজ দুঃখ কোথাও নাই" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—'সুখ এই' এইরূপ জ্ঞান বিনা সুখের সত্তা নাই, কখন হইতেও পারে না; এইহেতু জ্ঞানরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন সুখের স্বরূপ দৃষ্ট হয় না বলিয়া লৌকিক সুখও আত্মস্বরূপই; বিষয়-দ্বারা যে ভান হয়, তাহা বৃত্তিরূপ উপাধিকৃত। এইরূপ দুঃখ আত্মস্বরূপ নহে, কেন না, দুঃখের আত্মস্বরূপতা বিষয়ে কোনও প্রত্যক্ষাদিরূপ প্রমাণ দেখা যায় না। (ভাবার্থ এই—আনুকূল্য-প্রাতিকূল্যরহিত যে নিজানন্দরূপ সুখ, তাহা বৃত্তিনিরপেক্ষ হইয়া (অথবা অবিদ্যাবৃত্তিবিশেষ দ্বারা) প্রতিভাত হইতে পারে কিন্তু প্রাতিকূল্যজনিত দুঃখ, বৃত্তিসাপেক্ষ হইয়াই অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপেই প্রতিভাত হয়, বৃত্তিনিরপেক্ষ হইয়া পারে না; সেইহেতু দুঃখ আত্মস্বরূপ-ভূত নহে।) কোনও ব্যক্তি আমি দুঃখস্বরূপ এইপ্রকার অনুভব করে না; আর সুখ যে আত্ম-স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ তদ্বিষয়ে [বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম—তৈঃ, উঃ]—বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতিবচনরূপ অনেক উৎকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আত্মা বা নিজে যে পরম প্রেমের আস্পদ বা বিষয়, তাহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ; তাহা আত্মার সুখরূপতা বিনা সম্ভব নহে; এইহেতু আত্মা সুখরূপই বটে; আর 'আমার সুখ হউক', এই প্রকারে সুখ যে বিষয়রূপে প্রতীত হয় তাহা ভ্রান্তিসিদ্ধ, কেননা, যে ব্যক্তি অজ্ঞ সে শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ সুখের আত্মরূপতা না জানিয়া সুখের ও আত্মার অর্থাৎ চিদংশের প্রতিবিম্বধারিকা বৃত্তিদ্বারা এই সুখ ও আত্মার সম্বন্ধ পাইয়া সুখকে আত্মার মমতার বিষয় মানিয়া সন্তোষ লাভ করে। সুখের ন্যায় এই প্রকারে দুঃখের আত্মস্বরূপতা সিদ্ধ হয় না বলিয়া 'নিজদুঃখ' (দুঃখের আত্মরূপতা) কোথাও অর্থাৎ লোকব্যবহারে বা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। ৭৩

ভাল, নিজানন্দ যেহেতু সদা আনন্দস্বরূপ, সেইহেতু হর্ষের সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকা চাই এবং শোকের বিদ্যমানতা কখনই উচিত নহে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, নিজানন্দ নিত্য হইলেও, সেই নিজানন্দের গ্রাহক মন ক্ষণিক বলিয়া সেই মনঃকৃত হর্ষ-শোকও ক্ষণিক :—

(ড) ক্ষণিক হর্ষশোক মানসিক মাত্র।

নিজানন্দে স্থিরে হর্ষশোকয়োর্ব্যত্যয়ঃ ক্ষণাৎ।
মনসঃ ক্ষণিকত্বেন তয়োর্মানসতেষ্যতাম্॥ ৭৪

অন্বয় – নিজানন্দে স্থিরে হর্ষশোকয়োঃ ক্ষণাৎ ব্যত্যয়ঃ; মনসঃ ক্ষণিকত্বেন তয়োঃ মানসতা ইষ্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—নিজানন্দ (আত্মানন্দ) স্থিরভাবে বিদ্যমান থাকিতেও ক্ষণকাল মধ্যে হর্ষ ও শোকের যে ব্যত্যয় বা বিপরীত পরিণতি হয়, তাহার কারণ এই যে মন ক্ষণিক, সেইহেতু হর্ষশোককে কেবল মনোজনিত বলিয়া মানিতে হইবে। ৭৪

৭৩ শ্লোকে বর্ণিত নিজাত্মরূপ দৃষ্টান্তে সিদ্ধ অর্থ, দার্ষ্টান্তিক আকাশে যোজনা করিতেছেন :—

(৮) দৃষ্টান্তসিদ্ধ অর্থের দার্ষ্টান্তে যোজনা। অবকাশ লইয়া উপপাদিতত্ত্ব বায়ু হইতে দেহ পর্য্যন্তে অঙ্গীকার্য্য।

আকাশেঽপ্যেবমানন্দঃ সত্ত্বাভানে তু সম্মতে।
বায়্বাদি দেহপর্য্যন্তং বস্তুষ্বেবং বিভাব্যতাম্ ॥ ৭৫

অন্বয়—এবম্ আকাশে অপি আনন্দঃ ; সত্তাভানে তু সম্মতে। এবম্ বায়্বাদি দেহপর্য্যন্তম্ বস্তুষু বিভাব্যতাম্।

অনুবাদ—এই প্রকারে অর্থাৎ নিজাত্মবিষয়ে যে প্রকারে সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা সিদ্ধ হইল, সেই প্রকারে আকাশেও সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা মানা হয় ; এই প্রকারেই বায়ু প্রভৃতি হইতে স্থূল দেহ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুতে বিচার করিয়া লইতে হইবে।

টীকা—"এবম্"—এইরূপে অর্থাৎ নিজাত্মবিষয়ে কথিত প্রকারে সত্তা ও ভান, ৭১ ও ৭২ শ্লোকে তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ ; এইহেতু তাহা এস্থলে উপপাদন যোগ্য নহে ; ইহাই অর্থ। আকাশবিষয়ে ৭১ শ্লোকে প্রতিপাদিত যে অর্থ তাহা বায়ু প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া শরীর পর্য্যন্ত বস্তুতে মানিয়া লইতে হইবে—ইহাই বলিতেছেন—"এই প্রকারেই বায়ু প্রভৃতি হইতে" ইত্যাদি। ৭৫

তন্মধ্যে বায়ু প্রভৃতির অসাধারণ অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্মসমূহ দুইটি শ্লোকে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(৭) বায়ু প্রভৃতির অসাধারণ ধর্ম।

গতিস্পর্শৌ বায়ুরূপং বহ্নের্দাহপ্রকাশনে।
জলস্য দ্রবতা ভূমেঃ কাঠিন্যং চেতি নির্ণয়ঃ ॥ ৭৬

অন্বয়—গতিস্পর্শৌ বায়ুরূপম্, বহ্নেঃ দাহপ্রকাশনে, জলস্য দ্রবতা, ভূমেঃ কাঠিন্যম্ চ ইতি নির্ণয়ঃ।

অনুবাদ ও টীকা—গতি ও স্পর্শ বায়ুর রূপ বা আকার ; দাহ ও প্রকাশ অগ্নির রূপ ; দ্রবত্ব জলের রূপ ; কাঠিন্য ভূমির রূপ ; ভূতসকলের অসাধারণ রূপ শাস্ত্রে এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। ৭৬

অসাধারণ আকার ওষধ্যন্নবপুষ্যপি।
এবং বিভাব্যং মনসা তত্তদ্রূপং যথোচিতম্ ॥ ৭৭

অন্বয়—ওষধ্যন্নবপুষি অপি অসাধারণঃ আকারঃ। এবম্ তত্তদ্রূপম্ যথোচিতম্ মনসা বিভাব্যম্।

অনুবাদ ও টীকা—ওষধি অন্ন স্থূল শরীর প্রভৃতিতে অসাধারণ আকার অর্থাৎ নাম ও নিজ নিজ ধর্ম্ম আছে। এই প্রকারে সেই সেই বস্তুর রূপের অর্থাৎ অসাধারণ আকারের যথাযোগ্য মনদ্বারা চিন্তা করিতে হইবে। ৭৭

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ঙ) ফলিতার্থ, সচ্চিদানন্দ সকল বস্তুতেই অনুস্যূত

অনেকধা বিভিন্নেষু নামরূপেষু চৈকধা।
তিষ্ঠন্তি সচ্চিদানন্দা বিসম্বাদো ন কস্যচিৎ ॥ ৭৮

অন্বয়—অনেকধা বিভিন্নেষু নামরূপেষু চ একধা সচ্চিদানন্দাঃ তিষ্ঠন্তি; কস্যচিৎ বিসম্বাদঃ ন।

অনুবাদ—বহুপ্রকারে বিভিন্ন সেই নামরূপে একই অভিন্নভাবে সচ্চিদানন্দ অবস্থিত রহিয়াছেন। এবিষয়ে কাহারও বিবাদ অর্থাৎ কোনও মতভেদ নাই।

টীকা—ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপের মধ্যে ব্যবহারকালে অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপে তুল্যভাবে ভাসমান সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যে সামান্য স্বরূপ তদ্বিষয়ে কোনও আস্তিক বা নাস্তিক বাদীর বা শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকের কোনও বিবাদ (মতভেদ) নাই, কেননা, তাহারা ব্রহ্মের সেই সামান্য স্বরূপ অঙ্গীকার না করিলে—ঘট আছে, ঘট প্রকাশ পাইতেছে, ঘট প্রিয়, ইত্যাদি প্রকারে নাম রূপের ব্যবহার অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। ঘট জলধারণের উপযোগী এইহেতু প্রিয় (আনন্দ); সর্প সিংহাদিও সর্পিণী সিংহিনীর প্রিয়। ৭৮

৩। ফলসহিত নামরূপাত্মক জগতের উপেক্ষা।

তাহা হইলে প্রতীত নামরূপের কি দশা হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, কল্পিতত্বই নামরূপে প্রকৃত অবস্থা :—

(ক) নামরূপ কল্পিত (মিথ্যা) তদ্বিষয়ে হেতু ও দৃষ্টান্ত।

নিস্তত্ত্বে নামরূপে দ্বে জন্মনাশযুতে চ তে।
বুদ্ধ্যা ব্রহ্মণি বীক্ষস্ব সমুদ্রে বুদ্বুদাদিবৎ ॥ ৭৯

অন্বয়—নামরূপে দ্বে নিস্তত্ত্বে, চ তে জন্মনাশযুতে, সমুদ্রে বুদ্বুদাদিবৎ বুদ্ধ্যা ব্রহ্মণি বিক্ষস্ব।

অনুবাদ—নামরূপ উভয়ই কল্পিত, কেননা, তাহাদের জন্ম আছে, নাশ আছে; এইহেতু তদুভয়কে বুদ্বুদফেনাদির ন্যায় বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্রহ্মে কল্পিত বা মিথ্যা আরোপিত বলিয়া অবধারণ কর।

টীকা—"বুদ্বুদাদিবৎ"—এস্থলে আদি শব্দদ্বারা ফেন তরঙ্গ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। যেমন বুদ্বুদ প্রভৃতি সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে অভিন্ন নহে, ভিন্নাভিন্ন উভয় রূপও নহে, এইহেতু অনির্ব্বচনীয় বলিয়া ও উৎপত্তিনাশযুক্ত বলিয়া সমুদ্রে কল্পিত; সেই প্রকার নামরূপও অনির্ব্বচনীয় বলিয়া এবং উৎপত্তিনাশযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মে কল্পিত। ইহাও ঘটে পূর্ব্বসাধিত বিবর্ত্তত্ব বুঝাইবার অভিপ্রায়ে কথিত। ৭৯

সেই নামরূপের কল্পিতত্ব দ্বারা কি সিদ্ধ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) ব্রহ্মজ্ঞান হইলে নামরূপে অবজ্ঞা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

সচ্চিদানন্দরূপেঽস্মিন্ পূর্ণে ব্রহ্মণি বীক্ষিতে।
স্বয়মেবাবজানন্তি নামরূপে শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৮০

অন্বয়—সচ্চিদানন্দরূপে অস্মিন্ পূর্ণে ব্রহ্মণি বীক্ষিতে নামরূপে শনৈঃ শনৈঃ স্বয়ম্ এব অবজানন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—সচ্চিদানন্দস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে মুমুক্ষু অল্পে অল্পে নামরূপকে অবজ্ঞা অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ৮০

ব্রহ্মজ্ঞানের দৃঢ়তা দ্বৈতের অবজ্ঞাদ্বারাই সাধিত হয় বলিয়া, শ্রবণাদির ন্যায়, মিথ্যা বলিয়া দ্বৈতের অনাদরও জিজ্ঞাসুর পক্ষে কর্তব্য, ইহাই বলিতেছেন :—

(গ) ব্রহ্মজ্ঞানের দৃঢ় সাধনের জন্য যেরূপ শ্রবণাদি কর্তব্য, সেই-প্রকার নামরূপদ্বৈতেরও অবজ্ঞা কর্তব্য।

যাবদ্‌যাবদবজ্ঞা স্যাত্তাবত্তাবদীক্ষণম্।
যাবদ্যাবদ্বীক্ষ্যতে তত্তাবত্তাবদুভে ত্যজেৎ ॥ ৮১

অন্বয়—যাবৎ যাবৎ অবজ্ঞা স্যাৎ, তাবৎ তাবৎ তদীক্ষণম্। যাবৎ যাবৎ তৎ বীক্ষ্যতে, তাবৎ তাবৎ উভে ত্যজেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যে যে পরিমাণে নামরূপাত্মক দ্বৈতের অবজ্ঞা জন্মে, সেই সেই পরিমাণে ব্রহ্ম দর্শন হয়, এবং যে যে পরিমাণে ব্রহ্মদর্শন হয় সেই সেই পরিমাণে নামরূপ, এই উভয়ের ত্যাগ হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন ও দ্বৈতাবজ্ঞা পরস্পর পরস্পরের হেতু। ৮১

নামরূপাবজ্ঞা ও ব্রহ্মদর্শন এই উভয়ের অভ্যাসের ফল বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) দ্বৈতাবজ্ঞা ও ব্রহ্মদর্শনাভ্যাসের ফল জীবন্মুক্তি।

তদভ্যাসেন বিদ্যায়াম্ সুস্থিতায়ামযং পুমান্।
জীবন্নেব ভবেন্মুক্তো বপুরস্তু যথা তথা ॥ ৮২

অন্বয়—তদভ্যাসেন বিদ্যায়াম্ সুস্থিতায়াম্ অয়ম্ পুমান্ জীবন্ এব মুক্তঃ ভবেৎ, বপুঃ যথা তথা অস্তু।

অনুবাদ ও টীকা—তদুভয়ের অভ্যাসদ্বারা বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান সম্যক্ প্রকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে অর্থাৎ বিপরীত ভাবনার সংস্কাররূপ প্রতিবন্ধ নিবারিত হইলে এই মানব জীবদ্দশাতেই মুক্ত হয়, শরীর যে অবস্থায় থাকুক না কেন তাহাতে তাহার জীবন্মুক্তির বাধা হয় না; কেন না, সেই অবস্থা প্রারব্ধাধীন। ৮২

এক্ষণে ব্রহ্মাভ্যাসের স্বরূপ বলিতেছেন :—(বাশিষ্ঠ রামায়ণ উৎপত্তি প্রকরণ ২২।২৪) :—

(ঙ) ব্রহ্মাভ্যাসের স্বরূপ।

তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বং চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৮৩

[এই শ্লোকের অন্বয় অনুবাদ ও টীকা, তৃপ্তিদীপ নামক সপ্তমাধ্যায়ের ১০৬ শ্লোকে ২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকটি "জীবন্মুক্তিবিবেকে"র বাসনাক্ষয়প্রকরণে বিদ্যারণ্যস্বামীকর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে, ঐ গ্রন্থের সংস্কৃত বঙ্গানুবাদে ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

ভাল, অনাদি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে দ্বৈতের অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে, কোনও এক সময়ে কিছুকালের জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা কি প্রকারে তাহার নিবৃত্তি হইবে ? এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া (পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্রের সমাধিপাদের ১৪ সূত্রপদানুসারে) বলিতেছেন যে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তরভাবে অর্থাৎ অবিচ্ছেদে আদরপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত অভ্যাসদ্বারা, অনাদিকালেরও দ্বৈতপ্রপঞ্চ নিবৃত্ত হইয়া যায় :—

(চ) দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছেদে আদরপূর্ব্বক অভ্যাসদ্বারাই অনাদি দ্বৈতবাসনার নিবৃত্তি সম্ভব।

বাসনানেককালীনা দীর্ঘকালং নিরন্তরম্।
সাদরং চাভ্যস্যমানে সর্ব্বথৈব নিবর্ত্ততে॥ ৮৪

অন্বয়—অনেককালীনা বাসনা দীর্ঘকালম্ নিরন্তরম্ চ সাদরম্ অভ্যস্যমানে সর্ব্বথা এব নিবর্ত্ততে।

অনুবাদ—(জগৎপ্রপঞ্চরূপ) দ্বৈতের বাসনা বা সংস্কার অনাদি কালের হইলেও দীর্ঘকালব্যাপী বিচ্ছেদবিহীন আদরপূর্ব্বক ব্রহ্মাভ্যাসের অনুষ্ঠানদ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায়।

টীকা—যেমন পর্ব্বতগুহাস্থিত অনাদিকালের অন্ধকার কোনও কালে কেহ দীপ আনিলে নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই প্রকার অনাদি কালের দ্বৈতভ্রম দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অর্থাৎ দুই এক বৎসর ধরিয়া অবিচ্ছেদে—কোন দিন বাদ না দিয়া বা কোনও ব্যবহারে লিপ্ত না হইয়া—আদরপূর্ব্বক (৮৩ শ্লোকে বর্ণিত) জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা নিবৃত্ত হয়। ৮৪

মায়াদ্বারা একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা সম্ভব।
জগতে অনুস্যূত ব্রহ্মের নির্জগত্তা।

১। মায়াদ্বারা একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা সম্ভব।

ভাল, ব্রহ্ম ত' একই : তাঁহার অনেকাকারবিশিষ্ট জগতের হেতু হওয়া ত' সম্ভব নহে ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন,—ব্রহ্ম একই হইলেও মায়াসম্বলিত ব্রহ্মের অনেকাকারবিশিষ্ট জগতের হেতুতা সম্ভব :—

(ক) একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা দৃষ্টান্ত দ্বারা উপপাদন।

মৃচ্ছক্তিবদ্‌ব্রহ্মশক্তিরনেকাননৃতান্ সৃজেৎ।
যদ্বা জীবগতা নিদ্রা স্বপ্নশ্চাত্র নিদর্শনম্॥ ৮৫

অন্বয়—মৃচ্ছক্তিবৎ ব্রহ্মশক্তিঃ অনেকান্ অনৃতান্ সৃজেৎ ; যদ্বা অত্র জীবগতা নিদ্রা চ স্বপ্নঃ নিদর্শনম্।

অনুবাদ—মৃত্তিকার শক্তির ন্যায় ব্রহ্মের শক্তি, মায়া অনেক অনৃত বস্তু

সৃজন করেন অথবা জীবগণের নিদ্রা ও স্বপ্ন (যথাক্রমে) এই মায়া ও মায়াকার্য্যের দৃষ্টান্ত।

টীকা—"অনৃতান্"—অনেক মিথ্যা মায়াকার্য্য। ভাল, মৃত্তিকার শক্তি মৃত্তিকার সহিত সমসত্তাবিশিষ্ট বলিয়া অনেক কার্য্যের হেতু হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি মিথ্যা বলিয়া, সেই শক্তির অনেক কার্য্যহেতুতা অঙ্গীকার করিলে, এই মৃত্তিকা শক্তির দৃষ্টান্ত বিষম হইয়া পড়ে অর্থাৎ দার্ষ্টান্তানুসারী হয় না। এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে বলিয়া অন্য দৃষ্টান্তরূপ পক্ষ বলিতেছেন :—"অথবা জীবগণের নিদ্রা ও স্বপ্ন" ইত্যাদি। ৫১ শ্লোকের টীকা প্রদর্শিত প্রকারে মৃত্তিকোপহিত চৈতন্যই ঘটের বিবর্ত্তোপাদান ; তাহা পারমার্থিক সত্তাবিশিষ্ট, আর ঘটরূপে পরিণাম প্রাপ্ত মৃত্তিকার শক্তি ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট। এইহেতু উপাদানের সহিত সমান সত্তাবিশিষ্ট নহে। এই কারণে এই দৃষ্টান্ত বিষম নহে। তথাপি যিনি এই সিদ্ধান্ত জানেন না, সেই স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তিরই এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। ৮৫

উক্ত দৃষ্টান্তকে পরিস্ফুট করিতেছেন :—

(খ) দৃষ্টান্ত স্পষ্টীকরণ, দার্ষ্টান্ত বর্ণন।

নিদ্রাশক্তির্যথা জীবে দুর্ঘটস্বপ্নকারিণী।
ব্রহ্মণ্যেষা স্থিতা মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী॥ ৮৬

অন্বয়—যথা জীবে নিদ্রাশক্তিঃ দুর্ঘটস্বপ্নকারিণী ব্রহ্মণি স্থিতা এষা মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন জীবনিষ্ঠা নিদ্রাশক্তি দুর্ঘট স্বপ্ন সঙ্ঘটন করে, সেইরূপ ব্রহ্মে স্থিত এই মায়াশক্তি জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশ সংঘটন করিতে পারে। ৮৬

নিদ্রাশক্তির দুর্ঘটঘটনকারিতা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) নিদ্রাশক্তির দুর্ঘট-ঘটনকারিতা।

স্বপ্নেবিয়দ্গতিং পশ্যেৎ স্বমূর্দ্ধচ্ছেদনং যথা।
মুহূর্ত্তে বৎসরৌঘঞ্চ মৃতপুত্রাদিকং পুনঃ॥ ৮৭

অন্বয়—যথা স্বপ্নে বিয়দ্গতিম্ স্বমূর্দ্ধচ্ছেদনম্ চ মুহূর্ত্তে বৎসরৌঘম্, মৃতপুত্রাদিকম্ পুনঃ পশ্যেৎ।

অনুবাদ ও টীকা- যেমন স্বপ্নে লোকে আপনার আকাশগমন অনুভব করিয়া থাকে, নিজের ছিন্নমস্তক দেখে, মুহূর্তকালমধ্যে কয়েকটি সম্বৎসর অতিক্রম করে, মৃতপুত্রাদির দর্শনলাভ করে। ৮৭

স্বপ্নের সেই দুর্ঘটঘটনকারিতার হেতু দেখাইতেছেন :—

(ঘ) স্বপ্নে দুর্ঘটঘটন-কারিতার হেতু।

ইদং যুক্তমিদং নেতি ব্যবস্থা তত্র দুর্লভা।
যথাযথেক্ষ্যতে যদ্যত্তত্তদ্যুক্তং তথা তথা। ৮৮

অন্বয়—ইদম্ যুক্তম্ ইদম্ ন ইতি ব্যবস্থা তত্র দুর্লভ। যৎ যৎ যথা যথা ঈক্ষ্যতে তৎ তৎ যুক্তম্ তথা তথা (গৃহ্যতে)।

অনুবাদ ও টীকা—ইহা সম্ভব, ইহা অসম্ভব এইরূপ ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য যেমন তৎকালে পাওয়া যায় না, যে যে বস্তু যে যে প্রকারে দৃষ্ট হয়, সেই সেই বস্তু সেই সেই প্রকারেই সত্য বলিয়া গৃহিত হয়। ৮৮

কৈমুতিক ন্যায়ে উক্ত অর্থের স্পষ্টীকরণ করিতেছেন :—

(ঙ) কৈমুতিক ন্যায়ে উক্ত অর্থের স্পষ্টীকরণ।

ঈদৃশো মহিমা দৃষ্টো নিদ্রাশক্তের্যদা তদা।
মায়াশক্তেরচিন্ত্যোঽয়ং মহিমেতি কিমদ্ভুতম্ ॥ ৮৯

অন্বয়—যদা নিদ্রাশক্তেঃ ঈদৃশঃ মহিমা দৃষ্টঃ তদা মায়াশক্তেঃ অয়ম্ অচিন্ত্যঃ মহিমা ইতি কিম্ অদ্ভুতম্ ?

অনুবাদ ও টীকা—যখন জীবের নিদ্রাশক্তির এইরূপ মহিমা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন পরব্রহ্মের মায়াশক্তির এই অচিন্ত্য মহিমা থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিছুই আশ্চর্য্য নাই। ৮৯

ব্রহ্মাশ্রিত মায়াশক্তি প্রযত্নরহিত অর্থাৎ ক্রিয়াহীন, তথাপি সেই মায়াশক্তি জগতের কারণ ; এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(চ) ব্রহ্মাশ্রিত মায়াশক্তির জগৎকারণতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

শয়ানে পুরুষে নিদ্রা স্বপ্নং বহুবিধং সৃজেৎ
ব্রহ্মণ্যেবং নির্বিকারে বিকারান্ কল্পয়ত্যসৌ ॥ ৯০

অন্বয়—শয়ানে পুরুষে নিদ্রা বহুবিধম্ স্বপ্নম্ সৃজেৎ, এবম্ নির্বিকারে ব্রহ্মণি অসৌ বিকারান্ কল্পয়তি।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন নিদ্রাগত জীব নিদ্রিতাবস্থায় বহু প্রকার স্বপ্নের সৃষ্টি করে, সেইরূপ নির্বিকার নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্মে এই মায়া অনেক প্রকারের বিকার বা কার্য্য কল্পনা করিয়া থাকেন। ৯০

মায়াদ্বারা সৃষ্ট পদার্থসমূহ দেখাইতেছেন :—

(ছ) জড় চেতন ভেদসহিত মায়ারচিত পদার্থ।

খানিলাগ্নিজলোর্ব্ব্যণ্ডলোকপ্রাণিশিলাদিকাঃ।
বিকারাঃ প্রাণিধীষ্বন্তশ্চিচ্ছায়া প্রতিবিম্বিতা ॥ ৯১

অন্বয়—খানিলাগ্নিজলোর্ব্ব্যণ্ডলোকপ্রাণিশিলাদিকাঃ বিকারাঃ ; প্রাণিধীষু অন্তঃ চিচ্ছায়া প্রতিবিম্বিতা।

অনুবাদ—আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দ্দশ লোক প্রাণী অর্থাৎ জঙ্গম জীব এবং শিলা প্রভৃতি স্থাবর—ইহারা মায়ার কার্য্যরূপ বিকার। তন্মধ্যে প্রাণিগণের বুদ্ধিতেই চৈতন্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়।

টীকা—ভাল, সমস্ত চরাচর দেহ তুল্যরূপে পঞ্চভূতবিকার হইলেও, কি কারণে কয়েক প্রকার শরীর চেতন ও অপর কয়েক প্রকার শরীর জড় ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"তন্মধ্যে প্রাণিগণের বুদ্ধিতে" ইত্যাদি। প্রাণিশরীর সমূহের মধ্যে যে অন্তঃকরণ থাকে তাহাতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া তাহারা চেতন, আর অন্যত্র অর্থাৎ অপ্রাণিগণে সেইরূপ হয় না বলিয়া তাহারা জড়, ইহাই অর্থ। এস্থলে সূচিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এইরূপে বুঝিতে হইবে :—মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ মহেশ্বর হইতে প্রথমে অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয় ; তাহা হইতে ষোড়শকল অর্থাৎ দশেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ ও মনের সমষ্টিরূপ সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি হয়। সমষ্টিরূপ সূক্ষ্ম শরীরের অভিমানী হইলে, মহেশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। সেই হিরণ্যগর্ভ জলপ্রধান পঞ্চস্থূলভূত রচনা করিয়া তাহাতে আপন বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীর্য্য উপাসকদিগের কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম ও উপাসনার সূক্ষ্মপরিণামরূপ উপাদানে রচিত। সেই বীর্য্য জলপ্রধান পঞ্চভূতের উপর পড়িয়া দধিখণ্ডের মত থাকে। পরে কালক্রমে ঘন ও কঠিনরূপ ধারণ করে। তাহাই কঠিন "পৃথিবী" হয় ; তাহা হইতে বিনির্গত সার পদার্থ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডগোলকরূপে পরিণত হয়। তাহা কুক্কুটাণ্ডের আকৃতি ধারণ করে, তাহাতে সপ্তলোক অবস্থিত হয়। তাহা শুষ্ক অলাবুফলের ন্যায় বায়ুদ্বারা তাড়িত হইতে থাকে। পরে সেই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মার সম্বৎসরকালে স্ফোটিত হয়। তাহার ভিতর হইতে সপ্তলোকরূপ শরীরধারী বিরাটপুরুষ প্রকাশ পান। (পুরাণমুখে এইরূপ বার্ত্তা শুনা যায়)। ৯১

২। জড়চৈতন্যরূপ জগতে অনুস্যূত ব্রহ্ম, বস্তুতঃ জগৎপ্রপঞ্চ নাই এবং তাহার ফলও নাই।

ভাল, জড় ও চৈতন্যের যে ভেদ তাহা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকৃত কেন নহে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম জড় ও চেতন সকলেরই উপাদান বলিয়া সর্ব্বত্র সমান ; এইহেতু উক্ত শঙ্কা উঠিতে পারে না :—

(ক) জড়চৈতন্যের বিভাগ ব্রহ্মরচিত নহে।

চেতনাচেতনেষ্বেষু সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
সমানং ব্রহ্ম ভিদ্যেতে নামরূপে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯২

অন্বয়—এষু চেতনাচেতনেষু সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ব্রহ্ম সমানম্। নামরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভিদ্যেতে।

অনুবাদ—এই চেতন অচেতন সকল বস্তুতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান, নামরূপ কেবল পৃথক্ পৃথক্ বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন।

টীকা—যেমন একই রজ্জুতে দশটি পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভ্রান্তি হইতে পারে, কাহারও সর্পভ্রম, কাহারও জলধারা ভ্রম, কাহারও ভূমির ফাটল ভ্রম, কাহারও দাঁড়ের মূত্ররেখা ভ্রম ইত্যাদি। সেই সেই স্থলে সর্পাদি কল্পিত বিশেষ বিশেষ অংশ পরস্পর ব্যভিচারী বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ; আর 'এই-একটা-কিছু'-রূপ সামান্যাংশ অব্যভিচারী বলিয়া সকল ভ্রান্তিতে সমান।

সেই প্রকার কল্পিত বিশেষাংশ যে নামরূপ তাহা পরস্পর পরস্পর ব্যভিচারী হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন; আর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সামান্যরূপ যে ব্রহ্ম তিনি অব্যভিচারী বলিয়া সর্ব্বত্র সমান। ১২

জড় চেতনে ব্রহ্মের সাধারণতায় অর্থাৎ সমানতার হেতু বলিতেছেন:—

(খ) জড় ও চেতন উভয়ত্র ব্রহ্ম সাধারণ, তাহার হেতু।

ব্রহ্মণ্যেতে নামরূপে পটে চিত্রমিবস্থিতে।
উপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দধীর্ভবেৎ ॥ ১৩

অন্বয়—পটে চিত্রম্ ইব ব্রহ্মণি এতে নামরূপে স্থিতে; নামরূপে দ্বে উপেক্ষ্য সচ্চিদানন্দধীঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—পটে চিত্র যেমন কল্পিত হইয়া অবস্থিত, ব্রহ্মে নামরূপ সেই প্রকার কল্পিত হইয়া অবস্থিত। নামরূপ এই উভয়কে উপেক্ষা করিলে অর্থাৎ তাহাদের মিথ্যাত্বহেতু তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রতীতি হয়।

টীকা—ব্রহ্ম সর্ব্বকল্পনার আধার বলিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বগত, ইহাই অর্থ। সেই সর্ব্বগত ব্রহ্মকে কি প্রকারে জানা যায়? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, বলিয়া তদুত্তরে, কল্পিত নামরূপের ত্যাগ হইলে অধিষ্ঠান ব্রহ্মকে জানা যায় ইহাই বলিতেছেন—"নামর এই উভয়কে উপেক্ষা করিলে" ইত্যাদি। ১৩

উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন:—

(গ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত।

জলস্থেঽধোমুখে স্বস্থ দেহে দৃষ্টেঽপ্যুপেক্ষ্য তম্।
তীরস্থ এব দেহে স্বে তাৎপর্য্যং স্যাদ্যথা তথা ॥১৪

অন্বয়—জলস্থে অধোমুখে স্বস্থ দেহে দৃষ্টে অপি তম্ উপেক্ষ্য তীরস্থে স্বে দেহে এব তাৎপর্য্যম্ যথা স্যাৎ, তথা।

অনুবাদ—জলে প্রতিবিম্বিত স্বদেহকে অধোমুখ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলেও লোকে যেমন সেই জলপ্রতিবিম্বিত দেহকে উপেক্ষা করিয়া তীরস্থিত (উর্দ্ধ-শিরস্ক) দেহেই তাৎপর্য গ্রহণ করে—সত্য দেহ বলিয়া মানে, সেই প্রকার।

টীকা—জলে, "অধোমুখে স্বস্থ দেহে দৃষ্টে অপি"—নিজের দেহ অধোমুখভাবে পরিদৃষ্ট হইলেও, সেই জলগত দেহবিষয়ে আদর করা অর্থাৎ সত্য বলিয়া গ্রহণ ত্যাগ করিয়া, "তীরস্থে স্বদেহে"—তীরে দণ্ডায়মান তদ্বিপরীত অর্থাৎ উর্দ্ধমুখবিশিষ্ট নিজদেহকে লোকে যেমন 'আমার' বলিয়া মনে করে, সেই প্রকার নামরূপ পরিদৃষ্ট হইতে থাকিলেও, তাহাতে সত্যতাবুদ্ধিরূপ আদর পরিত্যাগ করিয়া (তদাধার) সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে 'আমি' বুদ্ধি করিতে হয়, ইহাই অর্থ। ১৪

একণে (ক্ষণিকতা হেতু উপেক্ষ্য বলিয়া) সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ অপর এক দৃষ্টান্ত দিতেছেন:—

(ঘ) সর্বজন বিদিত অপর দৃষ্টান্ত।

সহস্রশো মনোরাজ্যে বর্ত্তমানে সদৈব তৎ।
সর্বৈরুপেক্ষ্যতে যদ্বদুপেক্ষা নামরূপয়োঃ ॥ ৯৫

অন্বয়—যদ্বৎ সহস্রশঃ মনোরাজ্যে বর্ত্তমানে, তৎ সর্বৈঃ সদা এব উপেক্ষ্যতে, (তদ্বৎ) নামরূপয়োঃ উপেক্ষা।

অনুবাদ—যেমন হাজার হাজার মনোরাজ্য বা কল্পনারচিত বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও, লোকে তৎসমুদয়কে সর্ব্বদাই উপেক্ষা করিয়া থাকে, নামরূপকেও সেইরূপে উপেক্ষা করিতে হয়।

টীকা—এস্থলে উপেক্ষা শব্দের পর "কর্ত্তব্য" বা করিতে হয়—এইরূপ শব্দ যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ৯৫

প্রপঞ্চের বিচিত্রতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ঙ) প্রপঞ্চের বিচিত্রতা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত।

ক্ষণে ক্ষণে মনোরাজ্যং ভবত্যেবান্যথান্যথা।
গতং গতং পুনর্নাস্তি ব্যবহারো বহিস্তথা ॥ ৯৬

অন্বয়—ক্ষণে ক্ষণে অন্যথা অন্যথা মনোরাজ্যম্ ভবতি এব, গতম্ গতম্ পুনঃ ন অস্তি তথা বহিঃ ব্যবহারঃ।

অনুবাদ—মনোরাজ্য প্রতিক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়া অর্থাৎ নূতন নূতন আকারে উত্থিত হয়, আর যে সকল মনোরাজ্য চলিয়া যায় তাহারা আর ফিরে না ; বাহ্য ব্যবহারকেও সেইরূপ বুঝিবে।

টীকা—দৃষ্টান্ত বর্ণন করিয়া দার্ষ্টান্তিকের বর্ণনা করিতেছেন—"বাহ্য ব্যবহারকেও" ইত্যাদি। ৯৬

এক্ষণে পূর্ব্ব গত দৃষ্টান্তসূচিত দার্ষ্টান্তের বর্ণন করিতেছেন :—

(চ) সিদ্ধান্ত বিবৃতি।

ন বাল্যং যৌবনে লব্ধম্ যৌবনং স্থাবিরে তথা।
মৃতঃ পিতা পুনর্নাস্তি নায়াত্যেব গতং দিনম্ ॥ ৯৭

অন্বয়—বাল্যম্ যৌবনে ন লব্ধম্ (ভবতি) ; তথা যৌবনম্ স্থাবিরে (ন লব্ধম্ ভবতি) ; মৃতঃ পিতা পুনঃ ন অস্তি ; গতম্ দিনম্ ন আয়াতি এব।

অনুবাদ ও টীকা—বাল্যাবস্থাকে যৌবনে পাওয়া যায় না ; সেই প্রকার যৌবনকেও বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়া যায় না ; মৃত পিতা আর ফিরিয়া আসেন না এবং যে দিন চলিয়া গিয়াছে তাহা আর ফিরে না। ৯৭

দ্বৈত প্রপঞ্চের অস্থিরতা বর্ণনের উপসংহার করিতেছেন :—

(ছ) জগতের ক্ষণভঙ্গুরতার বর্ণনোপসংহার : সাধনে ক্ষণিকতার প্রয়োজন।

মনোরাজ্যাৎ বিশেষঃ কঃ ক্ষণধ্বংসিনি লৌকিকে।
অতোঽস্মিন্ ভাসমানেঽপি তৎসত্যত্বধিয়ং ত্যজেৎ ॥ ৯৮

অন্বয়—ক্ষণধ্বংসিনি লৌকিকে মনোরাজ্যাৎ কঃ বিশেষঃ ? অতঃ অস্মিন্ ভাসমানে অপি তৎসত্যত্বধিয়ম্ ত্যজেৎ।

অনুবাদ—ক্ষণমাত্রে বিনাশশীল যে লৌকিক বাহ্য ব্যবহার, মনোরাজ্য হইতে তাহার প্রভেদ কোথায় ? (কোথাও নাই) এইহেতু এই জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীত হইতে থাকিলেও, ইহাতে সত্যতাবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হয়।

টীকা—জগতের ক্ষণিকত্ব সাধনে প্রয়োজন বলিতেছেন :—"এইহেতু এই জগৎ প্রপঞ্চ" ইত্যাদি। ৯৮

ভাল, লৌকিক বাহ্য ব্যবহারে উপেক্ষা জন্মিলে তাহাতে লাভ কি ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, তাহাতে ব্রহ্মে বুদ্ধির স্থিরতা লাভ হয় :—

(জ) লৌকিক ব্যবহারের উপেক্ষায় ব্রহ্মবুদ্ধির স্থিরতা লাভ। এইরূপ অবস্থাতেও জ্ঞানী ব্যবহার সম্ভব।

উপেক্ষিতে লৌকিকে ধীর্নির্বিঘ্না ব্রহ্মচিন্তনে।
নটবৎ কৃত্রিমাস্থায়াং নির্বহত্যেব লৌকিকম্ ॥ ৯৯

অন্বয়—লৌকিকে উপেক্ষিতে ধীঃ ব্রহ্মচিন্তনে নির্বিঘ্না (ভবতি), নটবৎ কৃত্রিমাস্থায়াম্ লৌকিকম্ নির্বহতি এব।

অনুবাদ—লৌকিক ব্যবহার উপেক্ষিত হইলে, পরব্রহ্মচিন্তায় বুদ্ধি বিঘ্ন-শূন্য অর্থাৎ স্থির হয়—এই লাভ ; তখন জ্ঞানী নটের ন্যায় কৃত্রিমাস্থায় অর্থাৎ কল্পিত সত্য বুদ্ধিতে লৌকিক ব্যবহার নির্ব্বাহ করেন।

টীকা—ভাল, জগৎপ্রপঞ্চে জ্ঞানীর উপেক্ষা জন্মিলে জ্ঞানীর ব্যবহার কি প্রকারে চলিবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"তখন জ্ঞানী" ইত্যাদি। "নটবৎ"—ছদ্মবেশধারীর ন্যায়, "কৃত্রিমা-স্থায়াম্"—কল্পিত সত্যতাবুদ্ধি লইয়া লৌকিক ব্যবহার নির্ব্বাহ করেন। যেমন নটজীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধরিয়া বালকগণকে ভয় দেখায়, কিন্তু কোনও বালককে ধরিয়া ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা তাহার নাই ; কিম্বা স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া যখন সে বলে—'আমি হইতেছি নারী,' তখন তাহার পতিসংগ্রহের ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু কেবল বাহ্যতঃ স্ত্রীব্যবহার প্রদর্শন করে, সেইরূপ জ্ঞানী দেহেন্দ্রিয়মনদ্বারা, আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি জানিতেছি, আমি জানি না—ইত্যাদি রূপ আধ্যাসিক ব্যবহার বাহ্যতঃই করিতে থাকেন ; কিন্তু অন্তরে আপনাকে অসঙ্গ নির্ব্বিকার কর্তৃত্বাদিধর্ম্মরহিত, প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মরূপ বলিয়া মানেন ; এইহেতু ব্যবহারকালেও জ্ঞানী নির্ব্বিকার থাকেন। ৯৯

ভাল, 'জ্ঞানীর ব্যবহার সম্ভব' মানিলে জ্ঞানীর বিকারিত্ব আসিয়া পড়িবে—এইরূপ

আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, জ্ঞানীর বুদ্ধি যখন ব্যবহারব্যাপৃতা হয়, তখন সেই বুদ্ধির সাক্ষী নির্ব্বিকার থাকেন ; ইহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(ঝ) জ্ঞানীর ব্যবহারকালে সাক্ষী আত্মা নির্ব্বিকার থাকেন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

প্রবহত্যপি নীরেঽধঃ স্থিরা প্রৌঢ়শিলা যথা।
নামরূপান্যথাত্বেঽপি কূটস্থং ব্রহ্ম নান্যথা॥ ১০০

অন্বয়—নীরে প্রবহতি অপি অধঃ প্রৌঢ়শিলা যথা স্থিরা, নামরূপান্যথাত্বে অপি কূটস্থম্ ব্রহ্ম অন্যথা ন।

অনুবাদ—যেমন জলস্রোত প্রবল বেগে বহিয়া যাইতে থাকিলেও তাহার নিম্নে অবস্থিত বিশাল শিলাখণ্ড নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে ; সেই প্রকার নামরূপের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকিলেও কূটস্থের অর্থাৎ নির্ব্বিকার ব্রহ্মের অন্যথাভাব হয় না।

টীকা—উপরে জলস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিলেও তন্নিম্নে অবস্থিত বিশাল শিলাখণ্ড যেরূপ নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে, এই প্রকার বুদ্ধি ব্যবহাররত হইলেও ব্রহ্মাত্মস্বরূপ জ্ঞানী ব্যবহাররত হন না ; ইহাই অর্থ। ১০০

ভাল, অখণ্ড ব্রহ্মে, সেই ব্রহ্ম হইতে বিপরীত স্বভাব জগতের যে ভান হয়, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে ? এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, যেমন নিশ্ছিদ্র দর্পণে সাবকাশ বা সচ্ছিদ্র বস্তুর ভান হয়, সেই প্রকার অখণ্ড ব্রহ্মে ব্রহ্মবিলক্ষণ জগতের ভান হয় :—

(ঞ) অখণ্ড ব্রহ্মে যে ব্রহ্মবিলক্ষণ জগতের ভান হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

নিশ্ছিদ্রে দর্পণে ভাতি বস্তুগর্ভং বৃহদ্বিয়ৎ।
সচ্চিদ্ঘনে তথা নানা জগদ্গর্ভমিদং বিয়ৎ॥ ১০১

অন্বয়—নিশ্ছিদ্রে দর্পণে বস্তুগর্ভম্ বৃহৎ বিয়ৎ ভাতি, তথা সচ্চিদ্ঘনে নানাজগদ্গর্ভম্ ইদম্ বিয়ৎ (ভাতি)।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন অবকাশরহিত বা নিশ্ছিদ্র দর্পণে, ঘটাদি রূপ বস্তুকে গর্ভে লইয়া বৃহৎ আকাশ প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার সচ্চিদ্ঘন ব্রহ্মে পৃথিবী প্রভৃতি অনেক জগৎকে গর্ভে লইয়া এই আকাশ প্রকাশিত হইতেছে। ১০১

ভাল, অদৃষ্ট ব্রহ্মে কি প্রকারে জগতের প্রতীতি হইতে পারে ? এই আশঙ্কার উত্তরে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন—সচ্চিদানন্দের প্রতীতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়াই জগতের প্রতীতি হয় :—

(ট) অদৃষ্ট ব্রহ্মে দৃশ্য জগৎ কি প্রকারে প্রতীত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত।

অদৃষ্ট্বা দর্পণং নৈব তদন্তস্থে ক্ষণং তথা।
অমত্বা সচ্চিদানন্দং নামরূপমতিঃ কুতঃ॥ ১০২

অন্বয়—দর্পণম্ অদৃষ্ট্বা তদন্তস্থে ক্ষণম্ ন এব, তথা সচ্চিদানন্দম্ অমত্বা নামরূপমতিঃ কুতঃ (ভবেৎ) ?

অনুবাদ ও টীকা—যেমন দর্পণকে না দেখিলে দর্পণগত (দর্পণে প্রতিবিম্বিত) বস্তুর দর্শন হয় না, ঠিক সেইরূপেই সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মের মনন না হইলে—সম্বন্ধাধাররূপে গৃহীত না হইলে—নামরূপের বুদ্ধি বা ধারণা কি প্রকারে হইতে পারে ? কোন প্রকারেই হইতে পারে না। কেননা, অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞান না হইলে, অধ্যস্তের বিশেষজ্ঞান সম্ভব হয় না। ১০২

ভাল, (ব্রহ্মোপলব্ধির সহিত) নামরূপেরও প্রতীতি হইতে থাকিলে, নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের প্রতীতি বা উপলব্ধি কি প্রকারে হইবে ? এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় বলিতেছেন :—

(১) নামরূপ প্রতীতি-গোচর থাকিতেও নির্বিষয় ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়।

প্রথমং সচ্চিদানন্দে ভাসমানেঽথ তাবতা।
বুদ্ধিং নিযম্য নৈবোর্দ্ধ্বং ধারয়েন্নামরূপয়োঃ। ১০৩

অন্বয়—প্রথমম্ সচ্চিদানন্দে ভাসমানে অথ তাবতা বুদ্ধিম্ নিযম্য ঊর্দ্ধম্ নামরূপয়োঃ ন এব ধারয়েৎ।

অনুবাদ—প্রথমে সচ্চিদানন্দ বুদ্ধিতে ভাসমান হইলে অনন্তর তাহাতেই বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া অর্থাৎ তাহাকেই গ্রহণ করিয়া তাহার পর নামরূপে বুদ্ধির ধারণা করিতে নাই।

টীকা—"সচ্চিদানন্দে"—সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মে, কল্পিত যে নামরূপময় প্রপঞ্চ, তাহাকে কেবল সচ্চিদানন্দ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া, নামরূপে বুদ্ধির ধারণা করিতে নাই। যেমন ময়দানব-রচিত সভামণ্ডলের পুরোবর্ত্তী দেওয়ালে সংলগ্ন দর্পণে (প্রতিবিম্বিত) সভামণ্ডল দেখিয়া দুর্য্যোধন তাহাতে সত্যতাবুদ্ধি করিয়া প্রবেশ করিতে যাইলে, তাহাতে মাথা ঠুকিয়া, 'এইটি দর্পণ' এইরূপে সেই প্রতিবিম্বাধিষ্ঠানের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা দর্পণনিষ্ঠ অবিদ্যার আবরণকারিণী শক্তির নাশ হইলে, প্রতিবিম্বে তাঁহার সত্যতাবুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু দর্পণ ও বিম্বগৃহের সন্নিধিরূপ প্রতিবন্ধ বাধিত হইয়াও বিক্ষেপহেতু—শক্তির বিদ্যমানতা হেতু, প্রতীত হইতে লাগিল। সেই স্থলে যেমন দুর্য্যোধন প্রতীয়মান প্রতিবিম্বকে অনাদর করিয়া দর্পণের ধারণা করিতে লাগিলেন সেইরূপ প্রতীয়মান নামরূপকে অনাদর করিয়া সচ্চিদানন্দমাত্রে বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন করিতে হয়। ১০৩

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

এবঞ্চ নির্জগদ্ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
অদ্বৈতানন্দ এতস্মিন্ বিশ্রাম্যন্তু জনাশ্চিরম্॥ ১০৪

অন্বয়—এবম্ চ নির্জগৎ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ (ভবতি); এতস্মিন্ অদ্বৈতানন্দে জনাঃ চিরম্ বিশ্রাম্যন্তু।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে, নির্জগৎ পরব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। এই অদ্বৈতানন্দে জিজ্ঞাসুগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া বিশ্রাম করিতে থাকুন।১০৪

এক্ষণে অদ্বৈতানন্দনামক ত্রয়োদশ প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন :—

(ড) এই প্রকরণপ্রতিপাদিত অর্থের উপসংহার।

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে তৃতীয়োঽধ্যায় ঈরিতঃ।
অদ্বৈতানন্দ এব স্যাজ্জগন্মিথ্যাত্বচিন্তয়া॥ ১০৫

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ঈরিতঃ, জগন্মিথ্যাত্বচিন্তয়া অদ্বৈতানন্দঃ এব স্যাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থে এই তৃতীয়াধ্যায় বর্ণিত হইল। জগতের মিথ্যাত্বচিন্তা করিতে থাকিলে অদ্বৈতানন্দই উপলব্ধ হইয়া থাকে। ১০৫

ইতি সটীক অদ্বৈতানন্দনামক ত্রয়োদশ প্রকরণ ও তাহার ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

——:*:——

পঞ্চদশী

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—'ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ'

শ্রীগণেশায় নমঃ।

নত্বাশ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনিশ্বরৌ।
ব্রহ্মানন্দাভিধেগ্রন্থে বিদ্যানন্দো বিবিচ্যতে ॥

সন্ন্যাসিগণের গুরু শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই মুনিদ্বয়কে প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মানন্দ-নামক গ্রন্থে বিদ্যানন্দনামক চতুর্থাধ্যায়ের বিচার করা যাইতেছে।

বিদ্যানন্দের স্বরূপ। তদ্দারা নিবর্ত্তনীয় দুঃখের বিভাগ।

১। বিদ্যানন্দের স্বরূপ ও তাহার অবান্তর ভেদ।

এক্ষণে একাদশ অধ্যায় হইতে এপর্য্যন্ত বর্ণিত অর্থের সহিত এই চতুর্দ্দশ প্রকরণ বর্ণিত অর্থের সম্বন্ধ বলিতেছেন :—

(ক) পূর্ব্বোত্তর গ্রন্থের সম্বন্ধ বর্ণন।

যোগেনাত্মবিবেকেন দ্বৈতমিথ্যাত্বচিন্তয়া।
ব্রহ্মানন্দং পশ্যতোহথ বিদ্যানন্দো নিরূপ্যতে ॥১

অন্বয়—যোগেন আত্মবিবেকেন দ্বৈতমিথ্যাত্বচিন্তয়া ব্রহ্মানন্দম্ পশ্যতঃ অথ বিদ্যানন্দঃ নিরূপ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যোগ, আত্মবিচার এবং দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বচিন্তন দ্বারা যিনি বিদ্যানন্দ সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহার যে বিদ্যানন্দের অনুভব হয়, তাহাই এই প্রকরণে নিরূপিত হইতেছে। ১

বিদ্যানন্দের স্বরূপ বলিতেছেন :—

(খ) বিদ্যানন্দের স্বরূপ ও তাহার চারিটি অবান্তর ভেদ।

বিষয়ানন্দবদ্বিদ্যানন্দো ধীবৃত্তিরূপকঃ।
দুঃখাভাবাদিরূপেণ প্রোক্ত এষ চতুর্বিধঃ ॥ ২

অন্বয়—বিষয়ানন্দবৎ বিদ্যানন্দঃ ধীবৃত্তিরূপকঃ ; দুঃখাভাবাদিরূপেণ এষঃ চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তঃ।

অনুবাদ—বিষয়ানন্দের ন্যায় বিদ্যানন্দও বুদ্ধিবৃত্তিরূপ ; এই বিদ্যানন্দের দুঃখাভাব প্রভৃতি চারিটি অবান্তর ভেদ থাকায়, ইহা চারি প্রকারের বলিয়া বর্ণিত হয়।

টীকা—যদ্যপি পূর্ব্বে 'ব্রহ্মানন্দগত যোগানন্দ' প্রকরণে, অর্থাৎ একাদশাধ্যায়ের ৮১ শ্লোকে, বর্ণিত প্রকারে, ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ ভেদে আনন্দ এই তিন প্রকার বলিয়া এবং এই তিন আনন্দ ভিন্ন অন্য আনন্দ নাই—এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং সেইস্থলে বিদ্যানন্দকে বুদ্ধিবৃত্তিরূপ বলিয়া বিষয়ানন্দেরই মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে তথাপি বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যানন্দ উক্ত তিনপ্রকার আনন্দ হইতে ভিন্ন, চতুর্থ প্রকারের এক বিলক্ষণ আনন্দ, কেননা, বিষয়ানন্দের অনুভব পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পর্য্যন্ত জন্তুগণ অনেক জন্ম ধরিয়া করিয়াছে এবং সেই প্রকার সুষুপ্তিগত ব্রহ্মানন্দের এবং তূষ্ণীংস্থিতিগত বাসনানন্দের অনুভবও অনেক জন্মগত সুষুপ্তিতে ও তূষ্ণীংস্থিতিতে করিয়াছে কিন্তু ব্রহ্মানন্দের অনুভব পূর্ব্বে কোনও কালে করে নাই কিন্তু তাহা প্রথমে এই জ্ঞানিশরীরেই করে। এইহেতু সেই বিদ্যানন্দ বিলক্ষণ প্রকারের আনন্দ—নিরাবরণ, পরিপূর্ণ এবং সবৃত্তিকা যে আনন্দ তাহাকেই বিলক্ষণানন্দ বলা যায়; বিদ্যানন্দ তদ্রূপই। সেই বিলক্ষণানন্দের উক্ত লক্ষণের পদকৃতি পরীক্ষা এইরূপে হইবে:—পূর্ব্বে অজ্ঞান কালে অনেক দেহ পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে বিস্তর বিষয়ানন্দানুভবও হইয়াছিল কিন্তু স্বরূপানন্দের অনুভব কখনও হয় নাই; কেননা, তৎকালে মূলাজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধ ছিল। আর পরে বিদেহমোক্ষেও সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তিপূর্ব্বক নিরাবরণ পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপে অবস্থিতি হইবে বটে, কিন্তু অন্তি ব্যবহারের হেতু যে বৃত্তি তাহা থাকিবে না বলিয়া জীবন্মুক্তির বিলক্ষণানন্দের অনুভব হইবে না; এইহেতু জ্ঞানযুক্ত দেহেই জীবন্মুক্তির বিলক্ষণানন্দরূপ বিদ্যানন্দের অনুভব সম্ভবপর হয়। সেইহেতু সুখাভিলাষী বিদ্বান্‌কর্ত্তৃক বিষয়ানন্দ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিচারদ্বারা পূর্ব্বোক্ত আনন্দের অনুভব অবশ্য কর্ত্তব্য। যদ্যপি সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় সেই আনন্দ বিদ্যমান, তথাপি তাহা নিরাবরণ পরিপূর্ণ সবৃত্তিক নহে, সেইহেতু তাহা বিলক্ষণ সুখের হেতু নহে। যে আনন্দ নিরাবরণ পরিপূর্ণ ও সবৃত্তিক, তাহাই বিলক্ষণানন্দ। এই লক্ষণের পদকৃতি এইরূপ—সুষুপ্তিতে যে আনন্দ তাহা আবরণ সহিত; বিষয়ে যে আনন্দ তাহা নিরাবরণ বটে, কিন্তু বিষয়ের প্রাপ্তিক্ষণে যখন বৃত্তি অন্তর্মুখী হয় তখনই তাহাতে স্বরূপানন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে, ক্ষণান্তরে পড়ে না। এইহেতু তাহা পরিপূর্ণ নহে, কিন্তু একদেশবৃত্তি বলিয়া পরিচ্ছিন্ন। সেইপ্রকার পূর্ণানন্দ অজ্ঞানীরও স্বরূপ, তথাপি তাহা নিরাবরণ ও অভিমুখবৃত্তিসহিত নহে। আবার বিদেহমুক্তিতে যে নিরাবরণ পূর্ণানন্দ, তাহা সবৃত্তিক নহে, কিন্তু অবৃত্তিক। এইহেতু 'নিরাবরণ পরিপূর্ণ ও সবৃত্তিক আনন্দকে বিলক্ষণানন্দ বলে'—এইরূপ লক্ষণ করিলে তাহাতে অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষের আশঙ্কা নাই। ২

বিদ্যানন্দ যে চারিপ্রকারের, তাহাই দেখাইতেছেন:—

(গ) বিদ্যানন্দের অন্তর্গত চারিটি অবান্তর ভেদের স্বরূপ।

দুঃখাভাবশ্চ কামাপ্তিঃ কৃতকৃত্যোঽহমিত্যসৌ।
প্রাপ্তপ্রাপ্যোঽহমিত্যেব চাতুর্ব্বিধ্যমুদাহৃতম্॥ ৩

অন্বয়—দুঃখাভাবঃ চ কামাপ্তিঃ 'অহম্ কৃতকৃত্যঃ' ইতি অসৌ 'অহম্ প্রাপ্তপ্রাপ্যঃ' ইতি এব চাতুর্ব্বিধ্যম্ উদাহৃতম্।

অনুবাদ—(১) দুঃখের অভাব (২) কামাপ্তি, অর্থাৎ সর্ব্বভোগপ্রাপ্তিরূপ পূর্ণকামতা, (৩) কৃতকৃত্যতা অর্থাৎ 'আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি' এই আকারের অনুভব (৪) প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যতা- যাহা কিছু লাভ করিবার ছিল সকলই পাইয়াছি এইরূপ অনুভব—বিদ্যানন্দের এই চারিপ্রকার ভেদ কথিত হয়।

টীকা—বিদ্যারণ্যস্বামী—"জীবন্মুক্তিবিবেকের" স্বরূপসিদ্ধিপ্রয়োজননামক চতুর্থ প্রকরণে (সংস্কৃত অনুবাদ পৃঃ ৩৬৮) দুঃখনাশকে জীবন্মুক্তির চতুর্থ প্রয়োজন ও সুখাবির্ভাবকে জীবন্মুক্তির পঞ্চম প্রয়োজন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং কামাপ্তি, কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যতাকে সুখাবির্ভাবের তিনটি অবান্তরভেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন* । ৩

২। বিদ্যাদ্বারা নিবর্ত্তনীয় দুঃখের স্বরূপ ; আত্মার ভেদ।

এক্ষণে যে দুঃখের নিবৃত্তি করিতে হইবে, তাহারই বিভাগ করিতেছেন :—

(ক) নিবর্ত্তনীয় দুঃখের বিভাগ; বিদ্যাদ্বারা ঐহিক দুঃখনিবৃত্তি, তদ্বিষয়ে বৃহদারণ্যকবচনসম্মতি।

ঐহিকং চামুষ্মিকং চেত্যেবং দুঃখং দ্বিধেরিতম্।
নিবৃত্তিমৈহিকস্যাহ বৃহদারণ্যকবচঃ ॥ ৪

অন্বয়—ঐহিকম্ চ আমুষ্মিকম্ চ ইতি এবম্ দুঃখম্ দ্বিধা ঈরিতম্। ঐহিকস্য নিবৃত্তিম্ বৃহদারণ্যকম্ বচঃ আহ।

অনুবাদ ও টীকা—ঐহিক ও আমুষ্মিক ভেদে দুঃখ দুইপ্রকার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ঐহিক দুঃখের নিবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তির উপায় বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন উপদেশ করিয়াছেন। ৪

তৃপ্তিদীপনামক সপ্তমাধ্যায়ে যে বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাই পাঠ করিতেছেন :—

(খ) উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন পাঠ।

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ ॥ ৫

অন্বয় অনুবাদ—তৃপ্তিদীপের প্রথম শ্লোকে ১৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এই মন্ত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ জীবন্মুক্তি বিবেকের সংস্কৃত অনুবাদের ৩৪ পৃষ্ঠায় পাদ-টীকায় দ্রষ্টব্য। ৫

আত্মার শোকসম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য আত্মার ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন :—

* সেই প্রসঙ্গে তিনি আলোচ্য পঞ্চদশীর এই চতুর্দ্দশাধ্যায়কে, 'ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থের চতুর্থাধ্যায় বলিয়া বর্ণন করায়, পঞ্চদশীর শেষের চারিটি অধ্যায় ব্রহ্মানন্দ নামক একখানি পৃথক গ্রন্থ বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

(৫ আত্মার শোক সম্বন্ধ প্রদর্শনার্থ, আত্মার ভেদ কথন। আত্মার জীবত্বের কারণ।

জীবাত্মা পরমাত্মা চেত্যাত্মা দ্বিবিধ ঈরিতঃ।
চিত্তাদাত্ম্যাৎ ত্রিভির্দেহৈর্জীবঃ সন্ ভোক্তৃতাং ব্রজেৎ ॥ ৬

অন্বয়—জীবাত্মা পরমাত্মা চ ইতি আত্মা দ্বিবিধঃ ঈরিতঃ ; ত্রিভিঃ দেহৈঃ চিৎতাদাত্ম্যাৎ জীবঃ সন্ ভোক্তৃতাম্ ব্রজেৎ।

অনুবাদ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই প্রকার আত্মা (বেদান্তে) উক্ত হইয়াছে। চিৎ বা ব্রহ্মচৈতন্যই স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন শরীরের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ জীব হইয়া ভোক্তৃতা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ ভোক্তা হইয়াছেন।

টীকা—আত্মার জীবত্বের কারণ বলিতেছেন—"চিৎ বা ব্রহ্মচৈতন্য" ইত্যাদি। চৈতন্যের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণরূপ তিন শরীরের সহিত তাদাত্ম্য ভ্রম হইলে চৈতন্যের ভোক্তৃত্ব জন্মে ; তখন তাঁহাকে ভোক্তা জীব বলা হয়। ৬

অধুনা পরমাত্মার স্বরূপ বলিতেছেন :—

(৭) পরমাত্মার স্বরূপ, ভোগ্যরূপতা প্রাপ্তি-প্রকার ; ভোক্তৃত্বাদির তিরোভাবের কারণ।

পরাত্মা সচ্চিদানন্দস্তাদাত্ম্যং নামরূপয়োঃ।
গত্বা ভোগ্যত্বমাপন্নস্তদ্বিবেকে তু নোভয়ম্ ॥ ৭

অন্বয়—পরাত্মা সচ্চিদানন্দঃ ; নামরূপয়োঃ তাদাত্ম্যম্ গত্বা ভোগ্যত্বম্ আপন্নঃ ; তদ্বিবেকে তু উভয়ম্ ন।

অনুবাদ—পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সেই পরমাত্মা নাম ও রূপের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া ভোগ্যরূপ হইয়াছেন। তাহা হইতে আপনার পার্থক্যজ্ঞান করিতে পারিলে ভোক্তৃত্ব ও ভোগ্যত্ব এই দুই-ই থাকে না।

টীকা—সেই পরমাত্মা কি প্রকারে ভোগ্যরূপতা প্রাপ্ত হইলেন—তাহাই বলিতেছেন, "সেই পরমাত্মা নাম ও রূপের সহিত" ইত্যাদি। নামরূপ কল্পনার অধিষ্ঠান হইয়া—"তৎ তাদাত্ম্যম্ প্রাপ্য"—সেই নামরূপের সহিত একতাভ্রম প্রাপ্ত হইয়া,—"ভোগ্যত্বম্ আপন্নঃ"—ভোগ্যরূপতা প্রাপ্ত হন।. ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্বের অভাবের কারণ বলিতেছেন, "তাহা হইতে পার্থক্যজ্ঞান করিতে পারিলে" ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই তিন শরীর এবং জগৎ হইতে ভেদজ্ঞান সিদ্ধ করিলে পর ভোক্তৃরূপতা ও ভোগ্যরূপতা এই দুইই থাকে না, ইহাই অর্থ। ৭

সপ্তম শ্লোকোক্ত অর্থই পাঁচটি শ্লোকে সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

(৮) পূর্বশ্লোকোক্ত অর্থের বিস্তার।

ভোগ্যমিচ্ছন্ ভোক্তুরর্থে শরীরমনুসঞ্চরেৎ।
জ্বরাস্ত্রিষু শরীরেষু স্থিতা ন ত্বাত্মনো জ্বরাঃ ॥ ৮

অন্বয়—ভোক্তুঃ অর্থে ভোগ্যম্ ইচ্ছন্ শরীরম্ অনুসঞ্জ্বরেৎ; জ্বরাঃ ত্রিষু শরীরেষু স্থিতাঃ, আত্মনঃ তু জ্বরাঃ ন।

অনুবাদ ও টীকা—ভোক্তার জন্য ভোগ্যবস্তু কামনা করিয়া অর্থাৎ বিষয় ইচ্ছা করিয়া জীব শরীরের অনুবৃত্ত হইয়া জ্বরভোগ করে; সেই জ্বর তিন শরীরেই অবস্থিত; আত্মার জ্বর নাই অর্থাৎ কোন জ্বরই আত্মাকে বিষয় করিতে পারে না। ৮

কোন্ শরীরে কোন্ প্রকার জ্বর হয়? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া স্থূল শরীরে বিদ্যমান জ্বরসমূহ দেখাইতেছেন:—

(চ) তিন শরীরগত জ্বরের বিভাগ।

ব্যাধয়ো ধাতুবৈষম্যে স্থূলদেহে স্থিতা জ্বরাঃ।
কামক্রোধাদয়ঃ সূক্ষ্মে দ্বয়োর্বীজং তু কারণে॥ ৯

অন্বয়—ধাতুবৈষম্যে ব্যাধয়ঃ স্থূলদেহে স্থিতাঃ জ্বরাঃ; কামক্রোধাদয়ঃ সূক্ষ্মে, দ্বয়োঃ বীজম্ তু কারণে।

অনুবাদ—বায়ু-পিত্ত-কফরূপ ধাতুর বিষমতা ঘটিলে যে রোগ হয়, তাহাই স্থূল দেহে অবস্থিত জ্বর। কামক্রোধাদি, সূক্ষ্ম শরীরাবস্থিত জ্বর। স্থূল দেহগত ও সূক্ষ্ম দেহগত উভয় প্রকার জ্বরের যে বীজ বা সংস্কার তাহাই কারণ দেহগত জ্বর।

টীকা—লিঙ্গ দেহগত ও কারণ দেহগত জ্বরের বর্ণন করিতেছেন:—"কাম ক্রোধাদি" ইত্যাদি। ৯

দুঃখনিবৃত্তি ও সর্ব্বকামাবাপ্তি—এই দুইটি বিদ্যানন্দের অবান্তর ভেদ।

১। দুঃখাভাব।

এক্ষণে পঞ্চম শ্লোকে উদাহৃত শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য কথনকে উপলক্ষ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অর্থকে অর্থাৎ আত্মানন্দকে ও অদ্বৈতানন্দকে পরিস্ফুট করিতেছেন:—

(ক) পূর্ব্ববর্ণিতের স্পষ্টীকরণ।

অদ্বৈতানন্দমার্গেন পরাত্মনি বিবেচিতে।
অপশ্যন্ বাস্তবং ভোগ্যং কিং নামেচ্ছেৎ পরাত্মবিৎ

অন্বয়—অদ্বৈতানন্দমার্গেণ পরাত্মনি বিবেচিতে ভোগ্যম্ বাস্তবম্ অপশ্যন্ পরাত্মবিৎ কিম্ নাম ইচ্ছেৎ?

অনুবাদ—বর্ণিত অদ্বৈতমার্গে পরমাত্মার বিচার করিলে পর পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ ভোগ্য জগতের বাস্তবতা দেখিতে পান না। তখন তাহাতে কোন্ ভোগ্য বিষয়ের ইচ্ছা সম্ভব হয়?

টীকা—অদ্বৈতানন্দনামক তৃতীয়াধ্যায়োক্ত প্রকারে মায়ার কার্য্য নামরূপ হইতে সচ্চিদানন্দরূপ "পরমাত্মনি"—পরমাত্মাকে পৃথক করিয়া জানিবার পর, সমস্ত প্রপঞ্চই মিথ্যা, এইরূপ জানিয়া তত্ত্বজ্ঞ আবার কোন্ ভোগ্যের ইচ্ছা করিবেন, বল। কোন ভোগেরই ইচ্ছা করেন না।

জ্ঞানীর ভোগ্য বিষয় থাকে না বলিয়া ভোগ্যের ইচ্ছার অভাব হয়, ইহা তৃপ্তিদীপ প্রকরণে ১৩৭ হইতে ১৯১ শ্লোকে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। ১০

সেই অদ্বৈতানন্দ নামক তৃতীয় অধ্যায়ের পূর্ববর্ত্তী আত্মানন্দনামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত প্রকারে জীবাত্মার স্বরূপ অসঙ্গ কূটস্থ চৈতন্যরূপ বলিয়া নিশ্চিত হইলে পর কামনাকারী থাকে না বলিয়া জরাদির সহিত সম্বন্ধই ঘটে না—এই কথাই বলিতেছেন :—

(খ) জ্ঞানীর জরাদি সম্বন্ধ নাই।

আত্মানন্দোক্তরীত্যাস্মিন্ জীবাত্মন্যবধারিতে।
ভোক্তা নৈবাস্তি কোঽপ্যত্র শরীরে তু জ্বরঃ কুতঃ ॥১১

অন্বয়—আত্মানন্দোক্তরীত্যা অস্মিন্ জীবাত্মনি অবধারিতে অত্র শরীরে কঃ অপি ভোক্তা ন এব অস্তি ; তু জ্বর কুতঃ ?

অনুবাদ—আত্মানন্দনামক দ্বাদশ প্রকরণোক্ত প্রকারে এই জীবাত্মা নির্ণীত হইলে অর্থাৎ ইহার স্বরূপ অবধারিত হইলে এই শরীরে কোনও ভোক্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সেইহেতু শরীরানুরাক্তপ্রযুক্ত জ্বর কি প্রকারে হইতে পারে ?

টীকা—তৃপ্তিদীপনামক সপ্তমাধ্যায়ের ১০২—২২২ পর্য্যন্ত শ্লোকসমূহে ভোক্তার অভাব সবিশেষ নিরূপিত হইয়াছে। ১১

একণে পরলোক সম্বন্ধীয় জ্বরের অর্থাৎ তাপের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) পারলৌকিক জ্বরের স্বরূপ; যোগানন্দে এই পারলৌকিক জ্বরাভাব বর্ণিত।

পুণ্যপাপদ্বয়ে চিন্তা দুঃখমামুষ্মিকং ভবেৎ।
প্রথমাধ্যায় এবোক্তং চিন্তা নৈনং তপেদিতি ॥ ১২

অন্বয়—পুণ্যপাপদ্বয়ে চিন্তা আমুষ্মিকম্ দুঃখম্ ভবেৎ। প্রথমাধ্যায়ে এব "এনম্ চিন্তা ন তপেৎ" ইতি উক্তম্।

অনুবাদ ও টীকা—পুণ্য ও পাপ এই উভয় বিষয়েই যে চিন্তা তাহার নাম আমুষ্মিক বা পারলৌকিক দুঃখ। 'ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে (পঞ্চদশীর একাদশাধ্যায়ে) উক্ত চিন্তা জ্ঞানীকে সন্তাপিত করে না—এই প্রকারে ৫ হইতে ৯ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ১২

ভাল, জ্ঞানীর প্রারব্ধকর্ম্মবিষয়ক চিন্তা নাই হউক, কিন্তু আগামী বা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বিষয়িণী চিন্তা ত' আসিবেই—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া [যথা পুষ্করপলাশে আপঃ ন শ্লিষ্যন্তে এবম্ এবম্বিদি পাপম্ কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে ইতি—ছান্দোগ্য উ, ৪।১৪।৩]—'পদ্মপত্র যেমন জলের সহিত সংশ্লিষ্ট (সম্মিলিত) হয় না তেমনি এই প্রকার জ্ঞানবান লোকেও পাপকর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না,'—এই শ্রুতিবচনদ্বারা জ্ঞানীর আগামিকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধাভাব নিশ্চয় করা হইয়াছে বলিয়া, সেই আগামিকর্ম্মবিষয়িণী চিন্তাও উঠেনা—ইহাই বলিতেছেন :—

(ঘ) জ্ঞানীর আগামী কর্ম্মবিষয়িনী চিন্তার অভাব।

যথা পুষ্করপর্ণেঽস্মিন্নপামশ্লেষণং তথা।
বেদনাদূর্দ্ধমাগামিকর্ম্মণোঽশ্লেষণং বুধে॥ ১৩

অন্বয়—যথা অস্মিন্ পুষ্করপর্ণে অপাম্ অশ্লেষণম্ তথা বেদনাৎ ঊর্দ্ধম্ বুধে আগামি-কর্ম্মণঃ অশ্লেষণম্।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন এই অর্থাৎ সর্ব্বজনবিদিত পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, সেই প্রকার জ্ঞানলাভের পর তত্ত্বজ্ঞে আগামিকর্ম্মের সংস্পর্শ হয় না। ১৩

[তৎ যথা ইষীকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতম্ প্রদূয়েত, এবম্ হ অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে—ছান্দোগ্য- উ, ৫।২৪।৩]—ইষীকার তূল—কুশকাশশরের মধ্যগত দণ্ডের অগ্রভাগস্থ তূলাসদৃশ কেশর—যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায়, এই প্রকার এই জ্ঞানীর সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়—এই শ্রুতিপ্রদত্ত উপমাবচনের সাহায্য লইয়া দেখাইতেছেন যে সঞ্চিত কর্ম্মবিষয়িণী চিন্তাও জ্ঞানীর নাই :—

(ঙ) জ্ঞানীর সঞ্চিত কর্ম্ম বিষয়িনী চিন্তাও নাই।

ইষীকাতৃণতূলস্য বহ্নিদাহঃ ক্ষণাদ্যথা।
তথা সঞ্চিতকর্ম্মাস্য দগ্ধং ভবতি বেদনাৎ॥ ১৪

অন্বয়—যথা ইষীকাতৃণতূলস্য ক্ষণাৎ বহ্নিদাহঃ তথা অস্য সঞ্চিতকর্ম্ম বেদনাৎ দগ্ধম্ ভবতি।

অনুবাদ—যেমন ইষীকাতৃণতূলা নিমেষমধ্যে দগ্ধ হইয়া যায়, সেইপ্রকার জ্ঞানীর সঞ্চিত কর্ম্মসকল তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে ফলদানে অসমর্থ হইয়া যায়।

টীকা—মনুষ্যকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক কর্ম্ম তিনভাগে বিভক্ত—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ। ক্রিয়মাণকে আগামীও বলে। তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে, যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া ফলদানের জন্য কালপ্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে সঞ্চিত বলে; আর পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত যে সমস্ত কর্ম্মের ফলে বর্ত্তমান দেহ আরব্ধ হইয়াছে এবং ক্রমাগত ফলদান করিতেছে, তাহাদিগকে প্রারব্ধ বলে। আর যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম বর্ত্তমান দেহে উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদিগকে ক্রিয়মাণ বলে। জ্ঞানোদয় হইলে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, প্রারব্ধ কর্ম্মসকল বর্ত্তমান দেহে ভোগদ্বারা বিনষ্ট হয়। ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন বেগনিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, প্রারব্ধ কর্ম্মও তেমনি ভোগসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ফলিতে থাকে। (তূণীরে সঞ্চিত বাণ যেমন নিক্ষেপের অপেক্ষায় থাকে, সঞ্চিত কর্ম্মও তেমনি ফলদানের অপেক্ষায় থাকে। ধনুতে যোজিত বাণ ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অনুরূপ।) ১৪

দ্বাদশ শ্লোকে জ্ঞানীর যে কর্ম্মাভাব উক্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বচন (গীতা ৪।৩৭ এবং ১৮।১৭) প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(চ) উক্ত অর্থে শ্রীকৃষ্ণ-বচন প্রমাণ।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ১৫

অন্বয়—অর্জ্জুন, যথা সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, যেমন সম্যক্ প্রজ্জ্বালিত অগ্নি ইন্ধনসমূহকে ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকার জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে।

টীকা—শ্রীভগবান যে "সর্ব্বকর্ম্মাণি" এইরূপে সমস্ত কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন তদ্দ্বারা অনেক আচার্য্য কেবল সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মকেই বুঝেন। আবার কোন কোন আচার্য্য সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ এই তিন প্রকার কর্ম্মকেই বুঝেন; আর জ্ঞানোৎপত্তির পর জ্ঞানীর যে দেহাদি জগতের প্রতীতি হয়, তাহা ঈশ্বরের অবতার শরীরের ন্যায়, নিজ প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনাই, অন্য সজ্জন দুর্জ্জন পুরুষের শুভাশুভ [illegible] বশতঃই হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মনিবৃত্তিকালেই জ্ঞানীর দেহাদি প্রতীতির অভাব ঘটে; তখন অন্যের দৃষ্টিতে জ্ঞানী বিদেহমুক্ত হইলেন এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানীর নিজদৃষ্টিতে জ্ঞানী জ্ঞানসমকালেই জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্ত হন। এই পক্ষে জীবন্মুক্তির ও বিদেহমুক্তির ভেদ নাই। ("জীবন্মুক্তি বিবেক" : সংস্কৃত অনুবাদের ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কিন্তু বিদ্যারণ্যস্বামী উভয়ের ভেদ — [বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে— কঠ উ, ৫।১] এই শ্রুতিবচন দিয়া সিদ্ধ করিয়াছেন)। ১৫

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৬

অন্বয়—যস্য অহংকৃতঃ ভাবঃ ন, যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে, সঃ ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি ন হন্তি, ন নিবধ্যতে।

অনুবাদ—যে ব্যক্তির 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ প্রত্যয় নাই, এবং যাঁহার বুদ্ধি শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফলে যথাক্রমে আসক্ত ও লিপ্ত অথবা সংশয়যুক্ত হয় না, তিনি এই চরাচর সমস্ত লোককে হত্যা করিলেও বস্তুতঃ হত্যা করেন না এবং তাহার ফল নরকদুঃখের দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হন না।

টীকা—গীতার এই শ্লোকটি জীবন্মুক্তিবিবেকের প্রথম প্রকরণের অন্তর্গত বিদ্বৎসন্ন্যাস বিচারে এবং বাশিষ্ঠ রামায়ণোক্ত জীবন্মুক্তির বিচারে (সংস্কৃত অনুবাদের ২১ ও ৩৮ পৃষ্ঠায়) স্বয়ং বিদ্যারণ্য স্বামিকর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেস্থলে বুদ্ধিলেপ হর্ষবিষাদজনিত বলিয়া এবং সংশয়জনিত বলিয়া এই উভয় রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই—যদ্যপি লৌকিক দৃষ্টিতে, তিনি হত্যা করিতেছেন এইরূপ দেখা যায় বটে, তথাপি পারমার্থিক দৃষ্টিতে সেই অক-র্ত্তাত্মদর্শী হত্যা করেন না এবং সেই হননক্রিয়াদ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হন না। আচার্য্যপাদ এই

শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন "অবিক্রিয় আত্মার অন্য কিছুর বা কাহারও সহিত সম্মেলন হয় না ; এইহেতু অন্য কিছুর বা কাহার সহিত সম্মিলিত হইলেও কর্ত্তা হন না ; আর কেবলতা আত্মার স্বভাব।" যাহা হউক অর্জ্জুনাদি রাজকৃত রহিংসাকে লক্ষ্য করিয়াই এই হিংসাভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। অন্যকৃত পরহিংসাকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলা হয় নাই। ১৬

এই অর্থাৎ ত্রয়োদশ শ্লোকোক্ত অর্থে—[সঃ যঃ মাং বিজানীয়াৎ ন অস্য কেন চ কর্ম্মণা লোকঃ মীয়তে, ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া ন, অস্য পাপম্ চন চকৃষঃ (কনুপ্রত্যয়ান্তঃ) মুখাৎ নীলম্ বা—কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ ৩।১]–যিনি আমাকে জানেন তাঁহার লোক বা গন্তব্যস্থান কোন কর্ম্মদ্বারাই মিত হয় না অর্থাৎ তাঁহার মুক্তির ব্যাঘাত হয় না—মাতৃবধ দ্বারাও নহে, পিতৃবধদ্বারাও নহে, চৌর্য্যাচরণ দ্বারাও নহে, গর্ভপাতন দ্বারাও নহে, পাপ করিলেও ইঁহার পাপ হয় না, তাঁহার মুখ নীলও হয় না। (বিদ্যারণ্য স্বামী অনুভূতিপ্রকাশে ৮।১৮–১৯ শ্লোকে ইহার অর্থ লিখিতেছেন :—বাচা বা মনসা মাতৃবধাদীন্ কুরুতে যদি। তথাপি জ্ঞানিনো মোক্ষো ন হেতৈর্বিনিবার্য্যতে॥ পাপং কৃতবতোঽপ্যস্য মুখে হর্ষক্ষয়ো ন হি। ন মুক্তির্নশ্যতী-ত্যেবং শাস্ত্রৈরস্য বিনিশ্চয়াৎ॥—জ্ঞানী বচনদ্বারা অথবা সঙ্কল্পদ্বারা মাতৃবধ প্রভৃতি পাপ যদি করেন তাহা হইলেও তাঁহার মোক্ষ এই সকল কর্ম্মদ্বারা বিনিবারিত বা নিরুদ্ধ হয় না। ইনি পাপ করিলেও, ইঁহার মুখে হর্ষক্ষয় হয় না ; তাঁহার মুক্তি যে বিনষ্ট হয় না, তাহা শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে।)—এই কৌষীতকী শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(জ) জ্ঞানীর আগামী কর্ম্মফলবিঘ্নিনী চিন্তাভাব সম্বন্ধে কৌষীতকী শ্রুতি-বাক্যের অর্থতঃ পাঠ।

মাতাপিত্রোর্বধঃ স্তেয়ং ভ্রূণহত্যান্যদীদৃশম্।
ন মুক্তিং নাশয়েৎপাপং মুখকান্তির্ন নশ্যতি॥ ১৭

অন্বয়—মাতাপিত্রোঃ বধঃ স্তেয়ম্ ভ্রূণহত্যা অন্যৎ ঈদৃশম্ পাপম্ মুক্তিম্ ন নাশয়েৎ ; মুখকান্তিঃ ন নশ্যতি।

অনুবাদ—মাতৃবধ পিতৃবধ চৌর্য্যাচরণ ভ্রূণহত্যা অথবা এইরূপ অন্য কোনও পাপ তাঁহার মুক্তিকে বিনাশ করিতে পারে না ; তাঁহার মুখের কান্তিও বিনষ্ট হয় না।

টীকা—শ্রুতিবচনের অন্তর্গত 'চন'—ইহা একটি পদ, 'নীলম্'—নীলকান্তিবিশিষ্ট। ১৭

২। সর্ব্বকামপ্রাপ্তি।

তৃতীয় শ্লোকে বিত্তানন্দের যে চারিটি প্রকার কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের বর্ণনা সমাপ্ত হইল ; এক্ষণে দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা করিতেছেন :—

(ক) সর্ব্বকাম প্রাপ্তির বর্ণন।

দুঃখাভাববদেবাস্য সর্ব্বকামাপ্তিরীরিতা।
সর্ব্বান্ কামানসাবাপ্ত্বা হ্যমৃতোঽভবদিত্যতঃ॥ ১৮

অন্বয়—অস্য দুঃখাভাববৎ এব সর্ব্বকামাপ্তিঃ ঈরিতা "অসৌ সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা হি অমৃতঃ অভবৎ" ইতি শ্রুতঃ।

অনুবাদ—জ্ঞানী ব্যক্তির এই (অর্থাৎ দশম শ্লোক হইতে বর্ণিত) দুঃখাভাবের ন্যায় সর্ব্বকামপ্রাপ্তিও ঐতরেয় শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, যথা—"তিনি সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হন।"

টীকা—"ঈরিতা"-কথিত হইয়াছে, ঐতরেয় শ্রুতিকর্ত্তৃক। এই সর্ব্বকামপ্রাপ্তি বিষয়ে [সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ—ঐত উ, ৫।৪]-সেই বামদেব ঋষি এই প্রকারে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বর্ত্তমান দেহনাশের পর ঊর্দ্ধলোকে উৎক্রমণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্রকাশ পরমাত্মভাবে অবস্থান করতঃ সর্ব্বকাম লাভ করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণকাম হইয়া অমৃত (মরণরহিত—বিমুক্ত) হইয়াছিলেন—ঐতরেয়োপনিষদের (৫।৪) মন্ত্র অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন—"সর্ব্বান্ কামান্"—"তিনি সমস্ত কাম্য বস্তু" ইত্যাদি। ১৮

[জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভিঃ বা যানৈঃ বা 'জ্ঞাতিভিঃ বা অজ্ঞাতিভিঃ বা বয়স্যৈঃ বা' ন উপজনম্ স্মরন্ ইদম্ শরীরম্ ইতি* - ছান্দোগ্য উ. ৮।১২।৩]—তিনি পুরুষ বা পুরুষোত্তম স্বরূপাপন্ন সেই সম্প্রসাদ পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া ভোজন করিতে করিতে ক্রীড়া করিতে করিতে ব্রহ্মলোকাদিগত সঙ্কল্পিত মনোময় স্ত্রীদিগের সহিত অথবা অশ্বাদিযানের সহিত অথবা বন্ধুগণের সহিত (মনে মনে) আমোদ উপভোগ করিতে করিতে আত্মসন্নিহিত এই শরীরকে স্মরণ না করিয়া অবস্থান করেন—এই ছান্দোগ্য শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(৫) উক্ত সর্ব্বকামাপ্তি-রূপ অর্থে ছান্দোগ্য শ্রুতিবচনের অর্থতঃ পাঠ।

জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রতিংপ্রাপ্তঃ স্ত্রীভির্যানৈস্তথেতরৈঃ।
শরীরং ন স্মরেৎপ্রাণঃ কর্ম্মণা জীবয়েদমুম্॥ ১৯

অন্বয়—জক্ষন্ ক্রীড়ন্ স্ত্রীভিঃ যানৈঃ তথা ইতরৈঃ রতিম্ প্রাপ্তঃ শরীরম্ ন স্মরেৎ, প্রাণঃ কর্ম্মণা অমুম্ জীবয়েৎ।

অনুবাদ—জ্ঞানী, ভোজন করিতে করিতে ক্রীড়া করিতে করিতে নারীগণ লইয়া অথবা অশ্বাদি যান লইয়া অথবা অপরের সহিত আমোদ উপভোগ করিতে করিতে নিজ শরীরকে স্মরণ করেন না; প্রাণই প্রারব্ধকর্ম্মযোগে তাঁহাকে জীবিত রাখে।

টীকা—'জক্ষন্' পাঠ ব্যাকরণদুষ্ট। বিদ্যারণ্যমুনি স্বয়ং এই অর্থ স্বরচিত "অনুভূতি প্রকাশ" গ্রন্থে প্রজাপতিবিদ্যা নামক পঞ্চমাধ্যায়ে ৬৮ হইতে ৭৫ শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। সেই সে বচনও চিত্রদীপের ২৭৫ শ্লোকের টীকায় (প্রথম খণ্ডের ১৬৬ পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত হইয়াছে। তথায় তাহাদের অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯

সেই সর্ব্বকামপ্রাপ্তি বিষয়েই তৈত্তিরীয় শ্রুতিবাক্য [সঃ অশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ—

* [illegible] টীকায় উদ্ধৃত ছান্দোগ্য উ. ৮।১২।৩ এর পাঠ। [illegible] অথবা দুইটী [illegible] পাঠ [illegible] পাঠ "জ্ঞাতিভিঃ" ইত্যাদি স্থলে [illegible] ইত্যাদি।

তৈত্তিরীয় উ ২।১।১]—সেই বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে নিহিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও বিপশ্চিৎ (সর্ব্বজ্ঞ) ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত কাম্যবিষয় যুগপৎ ভোগ করেন অর্থাৎ বিমল জ্ঞানে অধিকৃত করেন—অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন:—

(গ) উক্ত অর্থেই তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচনের অর্থতঃ পাঠ।

সর্ব্বান্ কামান্ সহাপ্নোতি নান্যবজ্জন্মকর্ম্মভিঃ।
বর্ত্তন্তে শ্রোত্রিয়ে ভোগা যুগপৎ ক্রমবর্জ্জিতাঃ ॥২০

অন্বয়—'সর্ব্বান্ কামান্ সহ আপ্নোতি'। শ্রোত্রিয়ে অন্যবৎ জন্মকর্ম্মভিঃ ভোগাঃ ন বর্ত্তন্তে যুগপৎ ক্রমবর্জ্জিতাঃ।

অনুবাদ- জ্ঞানী সমস্ত কাম্যবস্তুই এককালে উপভোগ করেন। শ্রোত্রিয়ে (জ্ঞানীতে) অন্যের অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তির ন্যায় জন্ম ও কর্ম্মদ্বারা উপভোগ হয় না কিন্তু কর্ম্মভোগসকল ক্রমবর্জ্জিত হইয়া একই কালে জ্ঞানীতে উপস্থিত হয়।

টীকা—ভাল, জ্ঞানীর কর্ম্মফলভোগরূপ সমস্ত কামপ্রাপ্তি মানিলে, জন্মান্তরপ্রাপ্তিও মানিতে হয়—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"শ্রোত্রিয়ে (জ্ঞানীতে) অন্যের" ইত্যাদি। জ্ঞান দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায় এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া এবং আগামী কর্ম্মের ফলের অস্পর্শ ঘটে বলিয়া জ্ঞানীর অজ্ঞজনের ন্যায় জন্ম হয় না—ইহাই অর্থ। ২০

এক্ষণে উক্ত অর্থে তৈত্তিরীয় শ্রুতির ও বৃহদারণ্যক শ্রুতির বচনদ্বয় সংক্ষেপে অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

[যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ আশিষ্ঠঃ দ্রঢ়িষ্ঠঃ বলিষ্ঠঃ ; তস্য ইয়ম্ পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ সঃ একঃ মানুষঃ আনন্দঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।৮।১]—যদি কোন যুবা—সাধুযুবা অধীত বেদবেদাঙ্গ, ক্ষিপ্রকারী অথবা যথাক্রমে মাতাপিতা ও আচার্য্য কর্ত্তৃক শিক্ষিত, অতিশয় দৃঢ়, অতিশয় বলবান—এইরূপ আভ্যন্তর সাধনসম্পত্তিসম্পন্ন হয়, এবং সপ্তসমুদ্রান্ত সুমেরুমধ্যকা ধনপূর্ণা পৃথিবী যদি তাঁহার বশে থাকে—অর্থাৎ এইরূপ বাহ্যসম্পত্তিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার চিত্তপ্রসাদ সমস্ত মানুষানন্দের সমষ্টিরূপ—ইহাই উক্ত তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতে পাঠ করিতেছেন: —

(ঘ) উক্ত অর্থে তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচনদ্বয়ের সংক্ষেপে অর্থতঃ পাঠ।

যুবা রূপী চ বিদ্যাবান্ নীরোগো দৃঢ়চিত্তবান্।
সৈন্যোপেতঃ সর্ব্বপৃথ্বীং বিত্তপূর্ণাং প্রপালয়ন্ ॥২১

অন্বয়—যুবা রূপী চ বিদ্যাবান্ নীরোগঃ দৃঢ়চিত্তবান্ সৈন্যোপেতঃ বিত্তপূর্ণাম্ সর্ব্বপৃথ্বীম্ প্রপালয়ন্ –

অনুবাদ ও টীকা—যৌবনসম্পন্ন রূপবান্ বিদ্যাবান্ নীরোগ দৃঢ়চিত্তযুক্ত, সৈন্যসমন্বিত ধনপরিপূর্ণ সমস্ত পৃথিবীর পালনকর্ত্তা—'যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, সেই আনন্দ ব্রহ্মবিৎ প্রাপ্ত হন'—এইরূপে পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত এই শ্লোকটি অন্বিত।

(এই অন্বয় সূচনা করিবার জন্য ২২ শ্লোকের পাতনিকায় টীকাকার জ্ঞানীতে কি প্রকারে সমস্ত আনন্দ সম্ভব—এইরূপ প্রশ্ন উঠাইয়াছেন।) ২১

ভাল, সার্ব্বভৌম অর্থাৎ রাজচক্রবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সমষ্টিসূক্ষ্ম-দেহাভিমানী পর্য্যন্ত জীবে অবস্থিত যে আনন্দ - সেই সমস্ত আনন্দ কি প্রকারে জ্ঞানীতে সম্ভব হয়? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া উক্ত অর্থে—[সর্ব্বৈঃ মানুষ্যকৈঃ ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ— বৃহদা উ, ৪৷৩৷৩৩]—সকল আনন্দই জ্ঞানিদ্বারা প্রাপ্ত ব্রহ্মানন্দের অংশ অর্থাৎ আভাসরূপ বলিয়া সকল আনন্দ জ্ঞানীতে সম্ভব এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ঙ) সার্ব্বভৌমাদির আনন্দ ব্রহ্মবিদে ৷ ।

সর্ব্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নস্তৃপ্তভূমিপঃ।
যমানন্দমবাপ্নোতি ব্রহ্মবিচ্চ সমশ্নুতে ॥ ২২

অন্বয়—সর্ব্বৈঃ মানুষ্যকৈঃ ভোগৈঃ সম্পন্নঃ তৃপ্তভূমিপঃ যম্ আনন্দম্ অবাপ্নোতি তম্ চ ব্রহ্মবিৎ সমশ্নুতে।

অনুবাদ—সর্ব্বমানুষানন্দের সমষ্টিরূপ আনন্দপ্রদ ভোগসম্পন্ন, তৃপ্ত সার্ব্বভৌম রাজা যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, সেই আনন্দকেও ব্রহ্মবিৎ পাইয়া থাকেন।

টীকা—"সেই আনন্দকেও"—এই 'ও' শব্দদ্বারা গন্ধর্ব্বদিগের আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মার আনন্দ পর্য্যন্ত অপর আনন্দকে বুঝিতে হইবে। এইহেতু রাজার আনন্দের ন্যায় অন্য আনন্দও জ্ঞানী পাইয়া থাকেন—ইহাই এস্থলে সংক্ষেপে সূচনা করিয়া অগ্রে ২৩ হইতে ৩১ শ্লোকে তাহার সবিস্তর বর্ণন করিবেন। ২২

ভাল, রাজচক্রবর্ত্তীর ও জ্ঞানীর বিষয়গ্রহণ ত' তুল্যরূপ নহে। তাহা হইলে আনন্দের প্রাপ্তি কি প্রকারে তুল্যরূপ হইবে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, নিরপেক্ষতা বা ইচ্ছাভাব উভয়ত্র তুল্যরূপ বলিয়া তৃপ্তি বা আনন্দপ্রাপ্তিও তুল্যরূপ :—

(চ) সার্ব্বভৌমের (রাজচক্রবর্ত্তীর) তৃপ্তি ও জ্ঞানীর তৃপ্তি তুল্যরূপ; তাহার হেতু।

মর্ত্ত্যভোগে দ্বয়োর্নাস্তি কামস্তৃপ্তিরতঃ সমা।
ভোগান্নিষ্কামতৈকস্য পরস্যাপি বিবেকতঃ ॥ ২৩

অন্বয়—দ্বয়োঃ মর্ত্ত্যভোগে কামঃ ন অস্তি, অতঃ তৃপ্তিঃ সমা। একস্য ভোগাৎ নিষ্কামতা পরস্য অপি বিবেকতঃ।

অনুবাদ—রাজচক্রবর্ত্তী ও বিবেকী উভয়েরই লৌকিক ভোগে স্পৃহা নাই; এইহেতু তৃপ্তি বা আনন্দভোগ উভয়েরই সমান। তন্মধ্যে একজনের অর্থাৎ ভূপতির ভোগজনিত স্পৃহাভাব এবং অপরের অর্থাৎ জ্ঞানীর বিচারজনিত স্পৃহাভাব। এইহেতু ইচ্ছানিবৃত্তিজনিত তৃপ্তি তুল্যরূপ।

টীকা—তৃপ্তির তুল্যরূপ হইবার হেতু বলিতেছেন :—"তন্মধ্যে একজনের" ইত্যাদি। ২৩

জ্ঞানীর যে বিচারজনিত স্পৃহাভাবের কথা বলা হইল তাহার বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) বিচারজনিত স্পৃহাভাবের সবিস্তর বর্ণন। তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

শ্রোত্রিয়ত্বাদ্বেদশাস্ত্রৈর্ভোগদোষানবেক্ষতে।
রাজা বৃহদ্রথো দোষাংস্তান্ গাথাভিরুদাহরৎ ॥ ২৪

অন্বয় শ্রোত্রিয়ত্বাৎ বেদশাস্ত্রৈঃ ভোগদোষান্ অবেক্ষতে। বৃহদ্রথঃ রাজা তান্ দোষান্ গাথাভিঃ উদাহরৎ।

অনুবাদ—জ্ঞানী শ্রোত্রিয় অর্থাৎ শ্রুতিতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বেদশাস্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে ভোগ্যবস্তুতে দোষদর্শন করেন। বৃহদ্রথ রাজা সেই সকল বিষয়গত দোষ কয়েকটি গাথায় বর্ণন করিয়াছেন।

টীকা—বিষয়গত দোষসমূহ (বেদের) কোন্ শাখায় কোন্ বক্তার দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—মৈত্রায়ণীয় নামক শাখায় (১-৩-৪) কয়েকটি গাথায় অর্থাৎ সুভাষিত বলিয়া সকলেরই নিকট শ্রেয়রূপে আদরণীয় শব্দনিচয়ে সেই বিষয়গত দোষসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন : ইহাই বলিতেছেন—'বৃহদ্রথ রাজা' ইত্যাদি। [রাজা ইমাম্ গাথাম্ জগৌ—ভগবন্ অস্থিচর্ম্মস্নায়ুমজ্জমাংসশুক্রশোণিতশ্লেষ্মাশ্রুদূষিতে বিণ্মূত্রবাতপিত্তকফসংঘাতে দুর্গন্ধে নিঃসারে অস্মিন্ শরীরে কিম্ কামোপভোগৈঃ। কামক্রোধলোভমোহভয়বিষাদেৰ্ষ্যেষ্টবিয়োগানিষ্টসংযোগক্ষুৎপিপাসাজরামৃত্যুরোগশোকাদ্যৈঃ অভিহতে অস্মিন্ শরীরে কিম্ কামোপভোগৈঃ। মৈত্রায়ণী উ, ১।৩ (সন্ধিবিচ্ছেদে গাথাভঙ্গ)]—হে ভগবন্ অস্থি-চর্ম্ম-শিরা-মজ্জা-মাংস-শুক্র-শোনিত-শ্লেষ্মা-অশ্রু দ্বারা ক্লিন্ন, বিষ্ঠা, মূত্র, বায়ু পিত্ত ও কফের সমষ্টিভূত দুর্গন্ধ নিঃসার এই অপবিত্র ও অনিত্য (স্থূল) শরীরে (স্রক্ চন্দনাদি দেবভোগ্য পবিত্র) কাম্য বস্তুর উপভোগের প্রয়োজন কি? কেননা, অপবিত্র বস্তুর সংসর্গে তাহাও অপবিত্র হইয়া যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, বিষাদ, ঈর্ষ্যা, ইষ্টবিয়োগ, অনিষ্টসংযোগ, ক্ষুধা, পিপাসা, জরা-মৃত্যু-রোগ-শোক প্রভৃতি দ্বারা অভিহত (আক্রান্ত ও অভিভূত) এই সূক্ষ্ম শরীরে কাম্যবস্তুর উপভোগের প্রয়োজন কি? কেননা, রজস্তমোগুণদ্বারা অভিভূত সূক্ষ্মশরীরে সত্ত্বাবির্ভাবরূপ সুখ ক্ষণিক। [সর্ব্বম্ চ ইদম্ ক্ষয়িষ্ণু পশ্যামঃ যথা ইমে দংশমশকাদয়ঃ তৃণবনস্পতয়ঃ অদ্ভুতপ্রধ্বংসিনঃ। মৈত্রায়ণী উ, ৪]—পরিদৃশ্যমান (ভোগ্য) এই জগৎকেও ক্ষয়িষ্ণু দেখিতেছি : যেমনি এই দুঃখভোগপ্রদ দংশমশক, তেমনি এই সুখভোগপ্রদ তৃণগুল্মবনস্পতি সকল ইহাদের বিশেষ বিশেষ আবির্ভাবক ঋতুর তিরোভাবে ইহাদের তিরোভাব। [অথ কিম্ এতৈঃ বা, পরে অন্যে মহাধনুর্দ্ধরাঃ চক্রবর্ত্তিনঃ কেচিৎ সুদ্যুম্ন-ভূরিদ্যুম্ন-ইন্দ্রদ্যুম্ন-কুবলয়াশ্ব-যৌবনাশ্ব-বধ্র্যশ্ব-অশ্বপতি-শশবিন্দু-হরিশ্চন্দ্র-অম্বরীষ-ননক্তু-সর্য্যাতি-যযাতি-অনরণ্য-অক্ষসেনাদয়ঃ। অথ মরুত্তভরতপ্রভৃতয়ঃ রাজানঃ মিষতঃ বন্ধুবর্গস্য মহতীম্ শ্রিয়ম্ ত্যক্ত্বা অস্মাৎ লোকাৎ অমুম্ লোকম্ প্রযাতাঃ ইতি।—মৈত্রায়ণী উ, ৪]—অথবা ইহাদের কথায় প্রয়োজন কি? আরও কত বড় বড় মহাধনুর্দ্ধর কেহ কেহ চক্রবর্ত্তী—যেমন সুদ্যুম্ন, ভূরিদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্ন, কুবলয়াশ্ব, যৌবনাশ্ব, বধ্র্যশ্ব, অশ্বপতি-শশবিন্দু-হরিশ্চন্দ্র-

অম্বরীষ-ননকুৎ-সর্য্যাতি-যযাতি-অনরণ্য-অক্ষসেন প্রভৃতি তিরোহিত হইলেন আবার মরুত্ত ভরত প্রভৃতি যাহারা রাজা ছিলেন, তাঁহারা বন্ধুবর্গের নয়ন সমক্ষে, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া মহারাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে বা স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন। [অথ কিম্ এতৈঃ বা পরে অন্যে গন্ধর্ব্ব-অসুর-যক্ষ-রাক্ষসভূতগণপিশাচ-উরগগ্রহাদীনাম্ নিরোধম্ পশ্যামঃ। ঐ, ৪]—অথবা ইহাদের কথা ছাড়িয়া দাও, আরও কত বড় গন্ধর্ব্ব অসুর যক্ষ রাক্ষস ভূতগণ পিশাচ উরগ গ্রহ প্রভৃতিরও প্রলয় দেখিতেছি। [অথ কিম্ এতৈঃ বা অন্যানাম্ শোষণম্ মহার্ণবানাম্ শিখরিণাম্ প্রপতনম্ ধ্রুবস্য প্রচলনম্ ব্রশ্চ বাতরজ্জূনাম্ নিমজ্জনম্ পৃথিব্যাঃ স্থানাৎ অপসরণম্ সুরাণাম্ ইতি এতদ্বিধে অস্মিন্ সংসারে কিম্ কামোপভোগৈঃ। ঐ, ৪]—অথবা ইহাদিগেরও কথা ছাড়িয়া দাও, অন্যের অবস্থা দেখ, মহার্ণবও শুকাইয়া যায়, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতেরও পতন হয় ধ্রুবও স্বস্থানচ্যুত হয়, বাতরজ্জুগণও অর্থাৎ শিশুমারচক্র বন্ধন বাতময় রজ্জুসমূহও ছিন্ন হইয়া যায়, পৃথিবীও একার্ণবে ডুবিয়া যায়, দেবতাগণও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হন। অতএব এই প্রকার সংসারে কাম্য বস্তুর উপভোগে কি চিরন্তনী তৃপ্তি আসিতে পারে? ২৪

(জ) বিবেকীর কামনার উদয় হয় না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

দেহদোষাংশ্চিত্তদোষান্ ভোগ্যদোষাননেকশঃ।
শুনা বান্তে পায়সেনো কামস্তদ্বদ্বিবেকিনঃ॥ ২৫

অন্বয়—(এবম্ বৃহদ্রথঃ) দেহদোষান্ চিত্তদোষান্ অনেকশঃ ভোগ্যদোষান্ উদাহরৎ। শুনা বান্তে পায়সে কামঃ নো, তদ্বৎ বিবেকিনঃ।

অনুবাদ—এইরূপে সেই রাজা বৃহদ্রথ দেহদোষ, চিত্তদোষ এবং অনেক প্রকার বিষয়দোষ বর্ণনা করিয়াছেন। কুকুর পায়স (ভোজন করিয়া) বমন করিলে তাহাতে অর্থাৎ তাহা ভোজন করিতে যেমন কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ বিবেকী ব্যক্তিরও বিষয়ভোগে প্রবৃত্তি হয় না।

টীকা—বিবেকীর যে ভোগপ্রবৃত্তির উদয় হয় না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—"কুকুর"—ইত্যাদি। ২৫

সার্ব্বভৌম হইতে শ্রোত্রিয়ের অর্থাৎ জ্ঞানীর যে উৎকর্ষ তাহা বর্ণন করিতেছেন :—

(ঝ) সার্ব্বভৌম হইতে জ্ঞানীর উৎকর্ষ।

নিষ্কামত্বে সমেঽপ্যত্র রাজ্ঞঃ সাধনসঞ্চয়ে।
দুঃখমাসীদ্ভাবিনাশাদিতি ভীরনুবর্ত্ততে॥ ২৬
নোভয়ং শ্রোত্রিয়স্যাত স্তদানন্দোঽধিকোঽন্যতঃ।

অন্বয়—নিষ্কামত্বে সমে অপি অত্র রাজ্ঞঃ সাধনসঞ্চয়ে দুঃখম্ আসীৎ ইতি ভাবিনাশাৎ ভীঃ অনুবর্ত্ততে। শ্রোত্রিয়স্য উভয়ম্, ন অতঃ তদানন্দঃ অন্যতঃ অধিকঃ।

অনুবাদ—সার্ব্বভৌম রাজা ও জ্ঞানী উভয়ের নিষ্কামতা সমান হইলেও এই নিষ্কামতার্জ্জনের পূর্ব্বে রাজাকে ভোগসাধন সঞ্চয়ের জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয় এবং সেইহেতু ভবিষ্যতে পাছে সেই সাধনসমূহ বিনষ্ট হয়, সেইজন্য ভ[illegible] থাকিয়া যায়। জ্ঞানীর কিন্তু উক্ত উভয় প্রকার দোষই নাই; এইহেতু জ্ঞানীর আনন্দ সার্ব্বভৌমের আনন্দাপেক্ষা অধিক।

টীকা—রাজার সার্ব্বভৌমতা অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বরতা জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞরূপ অথবা যুদ্ধরূপ সাধনসাধ্য এবং পরে তাহার নাশের ভয়ও আছে; এইহেতু দুইটি দোষাক্রান্ত, এইরূপে ন্যূন। জ্ঞানীতে কিন্তু তদুভয়ের কোনটিই নাই; এইহেতু জ্ঞানীর উৎকর্ষ। ২৬

[illegible]নীর অন্য প্রকার উৎকর্ষের বর্ণনা করিতেছেন :—

(ঞ) সার্ব্বভৌম হইতে জ্ঞানীর আরও উৎকর্ষ।

গন্ধর্ব্বানন্দ আশাস্তি রাজ্ঞো নাস্তি বিবেকিনঃ ॥ ২৭

অন্বয়—রাজ্ঞঃ গন্ধর্ব্বানন্দে আশা অস্তি বিবেকিনঃ ন অস্তি।

অনুবাদ—রাজা গন্ধর্ব্বানন্দের আশা পোষণ করেন, বিবেকী কিন্তু সেইরূপ কোন আশা পোষণ করেন না। এইহেতু জ্ঞানীর অন্য প্রকার উৎকর্ষ।

[টীকা—ভাগবতে (১১।৮।৪৪) আছে—"আশা হি পরমং দুঃখং বৈরাগ্যং পরমং সুখম্। যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥" আশাই পরম দুঃখ, আশারাহিত্যই পরম সুখ: যেমন উপপতির আগমনের আশা পরিত্যাগ করিলে পর জাগরণ ক্লেশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বেশ্যা পিঙ্গলা সুখে ঘুমাইতে পারিয়াছিল। ২৭]

গন্ধর্ব্বানন্দ যে দুইপ্রকার তাহা দেখাইবার জন্য এখানে দুই শ্লোকদ্বারা গন্ধর্ব্বের প্রকারভেদ দেখাইতেছেন :—

(ট) গন্ধর্ব্বানন্দের প্রকার ভেদ।

অস্মিন্ কল্পে মনুষ্যঃ সন্ পুণ্যপাকবিশেষতঃ।
গন্ধর্ব্বত্বং সমাপন্নো মর্ত্ত্যগন্ধর্ব্ব উচ্যতে ॥ ২৮
পূর্ব্বকল্পে কৃতাৎ পুণ্যাৎ কল্পাদাবেব চেদ্ভবেৎ।
গন্ধর্ব্বত্বং তাদৃশোঽত্র দেবগন্ধর্ব্ব উচ্যতে ॥ ২৯

অন্বয়—অস্মিন্ কল্পে মনুষ্যঃ সন্ পুণ্যপাকবিশেষতঃ গন্ধর্ব্বত্বম্ সমাপন্নঃ মর্ত্ত্যগন্ধর্ব্বঃ উচ্যতে। পূর্ব্বকল্পে কৃতাৎ পুণ্যাৎ কল্পাদৌ এব গন্ধর্ব্বত্বম্ ভবেৎ চেৎ, তাদৃশঃ অত্র দেবগন্ধর্ব্বঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—বর্ত্তমান কল্পে যিনি মনুষ্য থাকিয়া পুণ্যের ফলবিশেষদ্বারা গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছেন তিনি মনুষ্যগন্ধর্ব্ব, আর পূর্ব্বকল্পে অনুষ্ঠিত পুণ্যের ফলে যিনি

বর্ত্তমান কল্পের আদিতে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ গন্ধর্ব্বকে শাস্ত্রে দেব-গন্ধর্ব্ব বলা হইয়াছে।

টীকা—'মনুষ্যানন্দাপেক্ষা মনুষ্যগন্ধর্ব্বানন্দ শতগুণ'—সুরেশ্বরাচার্য্য এই প্রসঙ্গে মনুষ্যগন্ধর্ব্বের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন—"সুগন্ধিনঃ কামরূপা অন্তর্ধানাদিশক্তয়ঃ। নৃত্যগীতাদিকুশলা গন্ধর্ব্বাঃ স্যুর্লৌকিকাঃ।" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যবার্ত্তিক ৫০২) যাঁহাদের দেহ সুগন্ধসম্পন্ন, যাঁহারা ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারেন, অন্তর্ধানাদি শক্তি ধারণ করেন এবং নৃত্যগীতাদিকুশল তাঁহাদিগকে মনুষ্যগন্ধর্ব্ব বলে। ২৮—২৯

চিরলোকবাসী পিতৃগণের আনন্দ বুঝাইবার জন্য চিরলোকবাসী পিতৃগণের বর্ণনা করিতেছেন :—

(ঠ) পিতৃলোক ও দেবতাদিগের মধ্যে ভেদ

অগ্নিষ্বাত্তাদয়ো লোকে পিতরশ্চিরবাসিনঃ।
কল্পাদাবেব দেবত্বং গতা আজানদেবতাঃ॥ ৩০

অন্বয়—লোকে চিরবাসিনঃ অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ পিতরঃ কল্পাদৌ এব দেবত্বম্ গতাঃ আজানদেবতাঃ।

অনুবাদ—আপনাদের লোকে অর্থাৎ পিতৃলোকে চিরকাল ধরিয়া যাঁহারা নিবাস করেন, সেই অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতিকে পিতৃগণ বলে। কল্পের আদিতে যাঁহারা দেবত্বলাভ করিয়াছেন অর্থাৎ দেবতা হইয়া আসিয়াছেন তাঁহারা আজানদেবতা।

টীকা—যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—"বসুরুদ্রাদিতিসুতাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধদেবতাঃ। প্রীণয়ন্তে মনুষ্যাণাং পিতৄন্ শ্রাদ্ধেন তর্পিতাঃ"॥ (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১।২৬৮)—বসু রুদ্র আদিত্য, ইঁহারাই শ্রাদ্ধদেবতা পিতৃগণ। শ্রাদ্ধদ্বারা ইঁহারা তর্পিত হইলে ইঁহারা মনুষ্যগণের পিতৃদিগকে তৃপ্ত করিয়া থাকেন। দেবতাদিগের আনন্দ তিনপ্রকার, তাহা বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেবতার বর্ণন করিতেছেন :—"কল্পের আদিতে" ইত্যাদি। সুরেশ্বরাচার্য্য বলেন (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্বার্ত্তিক ৫১৬)—"আজানো দেবলোকঃ স্যাৎ তজ্জা আজানজাঃ সুরাঃ। স্মার্তকর্ম্মকৃতস্তত্র জায়ন্তে দেবভূমিষু॥"—আজান শব্দের অর্থ দেবলোক; সেইস্থানে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা আজানজ বলিয়া স্বীকৃত হন। যাঁহারা স্মার্তকর্ম্ম করেন অর্থাৎ বাপী কূপ তড়াগাদি নির্ম্মাণরূপ সৎকার্য্য করেন, তাঁহারা দেবভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৩০

অস্মিন্ কল্পেঽশ্বমেধাদি কর্ম্ম কৃত্বা মহৎপদম্।
অবাপ্যাজানদেবৈর্যাঃ পূজ্যাস্তাঃ কর্ম্মদেবতাঃ॥ ৩১

অন্বয়—অস্মিন্ কল্পে অশ্বমেধাদি কর্ম্ম কৃত্বা মহৎ পদম্ অবাপ্য যাঃ আজানদেবৈঃ পূজ্যাঃ তাঃ কর্ম্মদেবতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—এই বর্ত্তমান কল্পে অশ্বমেধাদি কর্ম্ম করিয়া যাঁহারা মহৎ পদ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যযুক্ত স্থান লাভ করিয়া আজান দেবগণের পূজা—সেবার যোগ্য হইয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্মদেবতা। ৩১

যমাগ্নিমুখ্যাঃ দেবাঃ স্যু র্জ্ঞাতাবিন্দ্রবৃহস্পতী।
প্রজাপতি র্বিরাট্ প্রোক্তো ব্রহ্মাসূত্রাত্মনামকঃ॥ ৩২

অন্বয়—যমাগ্নিমুখ্যাঃ দেবাঃ স্যুঃ, ইন্দ্রবৃহস্পতী জ্ঞাতৌ; প্রজাপতিঃ বিরাট্ প্রোক্তঃ; ব্রহ্মসূত্রাত্মনামকঃ।

অনুবাদ—যম অগ্নি প্রভৃতি মুখ্যদেব। ইন্দ্র (দেবরাজ) ও বৃহস্পতি (দেবগুরু)—ইহারা দুই জ্ঞাত অর্থাৎ প্রখ্যাত। প্রজাপতি বিরাট্ নামে কথিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা সূত্রাত্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হন।

[টীকা—যমাগ্নিমুখ্যাঃ দেবাঃ—ইহার অর্থ তিন প্রকার হইতে পারে, যথা (১) যম-অগ্নি প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যে দেবগণ তাঁহারাই "মুখ্যদেব," অথবা (২) যম অগ্নি এবং তদুপলক্ষিত বায়ু সূর্য্য, চন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি যে প্রধান দেবগণ তাহারাই "মুখ্যদেব"। (৩) অথবা "ধরো ধ্রুবস্তথা সোম আপশ্চৈবানিলোঽনলঃ। প্রত্যুষশ্চ প্রভাতশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (মিতাক্ষরা ২।১০২) এই অষ্টবসু, এবং—'ব্রাহ্মণাংশে' উল্লিখিত "ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য্য এব চ। ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ। একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে।"—এই দ্বাদশ আদিত্য যাঁহারা প্রলয় কালে যুগপৎ উত্থিত হইবেন, এবং একাদশ রুদ্র, যথা—অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর—এই একত্রিশ "মুখ্যদেব" নামে অভিহিত।] ৩২

সার্ব্বভৌমাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেই জ্ঞানী অপেক্ষা ন্যূন, ইহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন:—

(ঙ) সার্ব্বভৌম রাজা হইতে সূত্রাত্মা পর্য্যন্ত সকলেই শ্রোত্রিয়াপেক্ষা নিকৃষ্ট।

সার্ব্বভৌমাদিসূত্রান্তা উত্তরোত্তরকামিনঃ।
অবাঙ্মনসগম্যোঽয়মাত্মানন্দস্ততঃ পরম্॥ ৩৩

অন্বয়—সার্ব্বভৌমাদিসূত্রান্তাঃ উত্তরোত্তরকামিনঃ; অবাঙ্মনসগম্যঃ অয়ম্ আত্মানন্দঃ ততঃ পরম্।

অনুবাদ—সার্ব্বভৌম অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীপতি হইতে সূত্রাত্মা পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর অধিক আনন্দের প্রার্থী কিন্তু বাক্য ও মনের অগোচর এই আত্মানন্দ তৎসমুদয় হইতে শ্রেষ্ঠ।

টীকা—সার্ব্বভৌমাদি হইতে সূত্রাত্মা পর্য্যন্ত সকলের আনন্দ হইতে অধিক আনন্দের বর্ণনা করিতেছেন, "কিন্তু বাক্য ও মনের অগোচর" ইত্যাদি। যেহেতু এই আত্মানন্দ বাণী ও মনের অগোচর, এইহেতু ইহা উক্ত সকল আনন্দাপেক্ষা অধিক; ইহাই অর্থ। ৩৩

সার্ব্বভৌমাদি সকলের আনন্দ শ্রোত্রিয়ে বিদ্যমান, কেননা, শ্রোত্রিয় সেই সকল আনন্দেই নিস্পৃহ। এক্ষণে ইহাই বলিতেছেন:—

(চ) সার্ব্বভৌমাদির আনন্দ জ্ঞানীতে বিদ্যমান, তাহার হেতু।

তৈস্তৈঃ কাম্যেষু সর্ব্বেষু সুখেষু শ্রোত্রিয়ো যতঃ।
নিস্পৃহস্তেন সর্ব্বেষামানন্দাঃ সন্তি তস্য তে॥ ৩৪

অন্বয়—তৈঃ তৈঃ কাম্যেষু সর্ব্বেষু সুখেষু শ্রোত্রিয়ঃ যতঃ নিস্পৃহঃ তেন সর্ব্বেষাম্ তে আনন্দাঃ তস্য সন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—সেই সেই সার্ব্বভৌম গন্ধর্ব্বাদির কাম্য সকল প্রকার সুখে শ্রোত্রিয় নিস্পৃহ বলিয়া, রাজা প্রভৃতি সকলেরই উক্ত সকল প্রকার আনন্দ শ্রোত্রিয়ে বিদ্যমান অর্থাৎ জ্ঞানীর অনুভবগোচর। ৩৪

অষ্টাদশ শ্লোকে যে সর্ব্বকামাপ্তিরূপ অর্থ উপপাদিত হইয়াছে, তাহারই উপসংহার করিতেছেন:—

(ছ) উপপাদিত অর্থের উপসংহার; সর্ব্বকামাপ্তির প্রকারান্তর।

সর্ব্বকামাপ্তিরেষোক্তা যদ্বা সাক্ষিচিদাত্মনা।
স্বদেহবৎসর্ব্বদেহেষ্বপি ভোগানবেক্ষতে॥ ৩৫

অন্বয়—এষা সর্ব্বকামাপ্তিঃ উক্তা; যদ্বা সাক্ষিচিদাত্মনা স্বদেহবৎ সর্ব্বদেহেষু অপি ভোগান্ অবেক্ষতে।

অনুবাদ—এইরূপে সর্ব্বকামাপ্তি বর্ণিত হয়; অথবা সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপে জ্ঞানী আপনার এই অর্থাৎ লিঙ্গদেহ সম্বন্ধীয় দেহের ন্যায়, সমস্ত দেহেই ভোগসমূহকে অবেক্ষণ করেন—অনুভব করেন অর্থাৎ জ্ঞাতস্বরূপে ও অজ্ঞাতস্বরূপে সমস্তই সাক্ষিভাস্য এই সিদ্ধান্তানুসারে অজ্ঞাতস্বরূপে ভোগসমূহের অনুসন্ধান করেন।

টীকা—সর্ব্বকামাপ্তি বিষয়ে অন্য পক্ষের বর্ণনা করিতেছেন—"অথবা সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপে" ইত্যাদি। জ্ঞানী যেমন আপন দেহে আনন্দাকার বৃত্তির সাক্ষী হইয়া আনন্দী হন, সেই প্রকার সার্ব্বভৌমাদি দেহসমূহের আনন্দাকার বৃত্তির সাক্ষী হইয়া আনন্দী হন, এই অর্থ। ৩৫

(শঙ্কা) তবে, ৩৫ শ্লোকোক্ত প্রকারে অজ্ঞানীরও সর্ব্বানন্দ প্রাপ্তি হইবে, কেননা, সেও স্বরূপতঃ সাক্ষিচৈতন্যরূপ। (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; কেননা, 'সকল দেহে সুখবৃত্তির সাক্ষী হইতেছি আমি'—এই প্রকার জ্ঞান তাহার নাই; সেইহেতু তাহার সর্ব্বানন্দ প্রাপ্তি হইবে, এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন:—

(জ) অজ্ঞানীর ৩৫ শ্লোকোক্ত প্রকারে সর্ব্বানন্দ প্রাপ্তি নাই; সর্ব্বানন্দ প্রাপ্তি বিষয়ে তৈত্তিরীয় শ্রুতির প্রমাণ।

অজ্ঞস্যাপ্যেতদস্ত্যেব ন তু তৃপ্তিরবোধতঃ।
যো বেদ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামানিত্যব্রবীচ্ছ্রুতিঃ॥

অন্বয়—অজ্ঞস্য অপি এতৎ অস্তি এব (ইতি চেৎ) অবোধতঃ তৃপ্তিঃ তু ন। যঃ বেদ সঃ সর্ব্বান্ কামান্ অশ্নুতে ইতি শ্রুতিঃ অব্রবীৎ।

অনুবাদ—অজ্ঞানীও এই সাক্ষিরূপ বলিয়া তাহারও ত' সর্ব্বানন্দ প্রাপ্তি আছেই'—যদি এইরূপ বল তবে বলি, তাহার নিজ সাক্ষিরূপতার জ্ঞান না থাকায় তাহার তৃপ্তি ত' নাই। (তৈত্তিরীয়) শ্রুতি বলিয়াছেন, যিনি (এই পঞ্চকোশরূপ গুহাস্থিত পরমাত্মাকে) জানেন, তিনি সকল প্রকার কাম্যবস্তু লাভ করিয়া থাকেন।

টীকা—শ্রুতিবচনটি এই [যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্ পরমে ব্যোমন্ সঃ অশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ইতি—তৈত্তিরীয় উ, ২।১]—সেই বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে অবস্থিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি নিজেও বিপশ্চিৎ—সর্ব্বজ্ঞ: তিনি ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত কাম্য বিষয় উপভোগ করেন, অর্থাৎ বিমলজ্ঞানে অধিকৃত করেন, এইরূপ অর্থের অনুসরণে, অন্বয় করিতে হইবে। ৩৬

একণে সর্ব্বকামাপ্তির তৃতীয় প্রকার বলিতেছেন :—

(গ) সর্ব্বকামাপ্তির তৃতীয় প্রকার।

যদ্বা সর্ব্বাত্মতাং স্বস্য সাম্না গায়তি সর্ব্বদা।
অহমন্নং তথান্নাদশ্চেতি সাম হ্যধীয়তে ॥ ৩৭

অন্বয়—যদ্বা স্বস্য সর্ব্বাত্মতাম্ সাম্না (ব্রহ্মস্বরূপেণ) সর্ব্বদা গায়তি—অহম্ অন্নম্ তথা চ অন্নাদঃ ইতি সাম হি অধীয়তে।

অনুবাদ—অথবা জ্ঞানী নিজের সর্ব্বাত্মতা, "সাম্না"—ব্রহ্মস্বরূপে অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মরূপতা খ্যাপন করিয়া সর্ব্বদা গান করেন—"অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নাদঃ অহম্ অন্নাদঃ"—আমি সর্ব্বভোগ্যরূপ অন্ন এবং সর্ব্বভোক্তৃরূপ অন্নাদ—এইরূপে 'সাম' অর্থাৎ সমরূপ ব্রহ্মই অধীত অর্থাৎ গীত হইয়া থাকেন।

টীকা—[ইমান্ লোকান্ কামান্নী কামরূপী অনুসঞ্চরন্ এতৎ সাম গায়ন্ আস্তে—তৈত্তিরীয় উ, ৩।১০।৬—৭ *] (যিনি জীবাত্মার ও পরমাত্মার অভেদ জানেন তিনি) 'কামান্নী'—অভিলাষানুরূপ অন্ন লাভ করিয়া, কামরূপী—অভিলাষানুরূপ রূপধারী হইয়া এই শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ভূরাদিলোক সকলকে আত্মরূপে অনুভব করিয়া, এই আলোচ্য সামকে—সম বলিয়া সমস্ত বস্তু হইতে অভিন্নরূপ ব্রহ্মকে, গান করিয়া অর্থাৎ লোকানুগ্রহ করিবার জন্য আপনার কৃতার্থতা

* এই মন্ত্রটি কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদের অন্তর্গত। ইহা যে সামবেদের অন্তর্গত নহে তাহা বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার—"এতৎ সাম গায়ন্ আস্তে"—ইহার ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—সমত্বাৎ ব্রহ্মৈব সাম সর্ব্বানন্যরূপং (সর্ব্বাভিন্নরূপম্) গায়ন্ শব্দয়ন্ আত্মৈকত্বং প্রখ্যাপয়ন্ লোকানুগ্রহার্থং তদ্বিজ্ঞানফলং চ অতীব কৃতার্থত্বং গায়ন্ আস্তে তিষ্ঠতি"। টীকাকার রামকৃষ্ণ শ্রুতিবচনটি বিকৃত ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি "কামান্নী কামরূপী" স্থলে "কামাভিজ্ঞানরূপী" পাঠ করিয়াছেন Col Jacob এই লেখোক্ত পাঠ পান নাই। মূলের ভাষানুবাদকগণও মন্ত্রের প্রকৃতপাঠ না দেখিয়া "সাম্না"—'সামবেদের মন্ত্রদ্বারা' এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন এবং গ্রন্থকার স্বয়ং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার প্রণিধান না করিয়া উক্তরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন।

প্রখ্যাপিত করিয়া অবস্থান করেন। (সেই ব্রহ্ম প্রখ্যাপন গান কিরূপ ? তাহা দেখাইতেছেন :— [হা ৩ বু হা ৩ বু হা ৩ বু অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নাদঃ অহম্ অন্নাদঃ অহম্ অন্নাদঃ—ঐ]—(অদ্বৈত আত্মা ও নিরঞ্জন আমিই) ভোগ্যরূপ অন্ন,—আমিই ভোক্তৃরূপ অন্নাদ, কি মহান্ আশ্চর্য্য—(আশ্চর্য্য বুঝাইবার জন্য ত্রিরাবৃত্তি)। ৩৭

বিদ্যানন্দের অবান্তরভেদ—(৩) কৃতকৃত্যতা, ও (৪) প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যতা

১। কৃতকৃত্যতা।

অতীত গ্রন্থে অর্থাৎ ৩ শ্লোক হইতে ৩৭ শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থদ্বারা নির্ণীত অর্থ সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) এযাবৎ উপপাদিত অর্থের সংক্ষেপে বর্ণন ও উত্তর গ্রন্থে প্রতিপাদিত অর্থের বর্ণন।

দুঃখাভাবশ্চ কামাপ্তিরুভে হ্যেবং নিরূপিতে।
কৃতকৃত্যত্বমন্যচ্চ প্রাপ্তপ্রাপ্যত্বমীক্ষতাম্॥ ৩৮

অন্বয়—এবম্ দুঃখাভাবঃ চ কামাপ্তিঃ উভে হি নিরূপিতে ; চ অন্যৎ কৃতকৃত্যত্বম্ প্রাপ্তপ্রাপ্যত্বম্ ঈক্ষতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—এইরূপে অর্থাৎ তৃতীয় হইতে সপ্তত্রিংশৎ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত প্রকারে, সর্ব্বদুঃখাভাব ও সর্ব্বকামপ্রাপ্তি এই দুইটি নিরূপিত হইল। আর অবশিষ্ট কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা এই দুইটি (তৃপ্তিদীপনামক সপ্তমাধ্যায়ে) দেখিয়া লইতে হইবে। ৩৮

(খ) কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা বিষয়ে বক্তব্য তৃপ্তিদীপে উক্ত হওয়ায় উদাহৃত হইল।

উভয়ং তৃপ্তিদীপে হি সম্যগস্মাভিরীরিতম্।
ত এবাত্রানুসন্ধেয়াঃ শ্লোকা বুদ্ধিবিশুদ্ধয়ে॥ ৩৯

অন্বয়—উভয়ম্ হি তৃপ্তিদীপে অস্মাভিঃ সম্যক্ ঈরিতম্। তে এব শ্লোকাঃ অত্র বুদ্ধিবিশুদ্ধয়ে অনুসন্ধেয়াঃ।

অনুবাদ ও টীকা—এই দুইটি বিষয় আমরা তৃপ্তিদীপে সম্যক্ প্রকারে বর্ণন করিয়াছি। তৃপ্তিদীপগত সেই শ্লোকসমূহ এই প্রসঙ্গে বুদ্ধি বিশুদ্ধির জন্য অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ৩৯

(গ) পূর্ব্ব কর্ত্তব্যের উল্লেখপূর্ব্বক কার্য্যের সমাপ্তি।

ঐহিকামুষ্মিকব্রাতসিদ্ধ্যৈ মুক্তেশ্চ সিদ্ধয়ে।
বহুকৃত্যং পুরাস্যাভূত্তৎসর্ব্বমধুনা কৃতম্॥ ৪০

অন্বয়—অস্য পুরা ঐহিকামুষ্মিকব্রাতসিদ্ধ্যৈ চ মুক্তেঃ সিদ্ধয়ে বহুকৃত্যম্ অভূৎ। তৎ সর্ব্বম্ অধুনা কৃতম্।

অনুবাদ ও টীকা—পূর্ব্বে অজ্ঞানদশায় এই জ্ঞানীর ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসমূহের সিদ্ধির জন্য এবং মুক্তির সিদ্ধির জন্য অনেক কর্ত্তব্য ছিল। এক্ষণে এই জ্ঞানদশায় সেই সমস্তই নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে (তৃপ্তিদীপ, সপ্তমাধ্যায় ২৫৩ শ্লোকের অনুবাদ ও টীকা দ্রষ্টব্য)। ৪০

ঘ) বর্ত্তমান কৃতকৃত্যতা ও পূর্ব্বের কর্ত্তব্য প্রাচুর্য্য স্মরণ করিয়া জ্ঞানীর তৃপ্তি।

তদেতৎ কৃতকৃত্যত্বং প্রতিযোগিপুরঃসরম্।
অনুসন্দধদেবায়মেবং তৃপ্যতি নিত্যশঃ॥ ৪১

অন্বয়—অয়ম্ তৎ এতৎ কৃতকৃত্যত্বম্ প্রতিযোগিপুরঃসরম্ অনুসন্দধৎ এব, এবম্ নিত্যশঃ তৃপ্যতি।

অনুবাদ ও টীকা—এই জ্ঞানী সেই (পূর্ব্বে সংক্ষেপে উক্ত) এই (এক্ষণে সবিশেষ বর্ণনীয়) কর্ত্তব্যাভাব, পূর্ব্বের কর্ত্তব্য প্রাচুর্য্যের সহিত স্মরণ করেন এবং এইরূপে সর্ব্বদা তৃপ্তিলাভ করেন। ৪১

(ঙ) জ্ঞানী ঐহিক কর্ত্তব্যাভাব।

দুঃখিনোঽজ্ঞাঃ সংসরন্তু কামং পুত্রাদ্যপেক্ষয়া।
পরমানন্দপূর্ণোঽহং সংসরামি কিমিচ্ছয়া॥ ৪২

অন্বয়—দুঃখিনঃ অজ্ঞাঃ কামম্ পুত্রাদ্যপেক্ষয়া, সংসরন্তু; পরমানন্দপূর্ণঃ অহম্ কিমিচ্ছয়া সংসরামি?

অনুবাদ ও টীকা—দুঃখী অজ্ঞানিগণ যথেচ্ছ পুত্রাদি কামনা করিয়া জন্ম-মৃত্যুপ্রদ ব্যবহারে লিপ্ত থাকুক, কিন্তু পরমানন্দপূর্ণ আমি কিসের ইচ্ছায় এই জন্মমৃত্যুপ্রদ ব্যবহারে লিপ্ত হইব? ৪২

(চ) জ্ঞানীর পারলৌকিক কর্ত্তব্যাভাব।

অনুতিষ্ঠন্তু কর্ম্মাণি পরলোকযিযাসবঃ।
সর্ব্বলোকাত্মকঃ কস্মাদনুতিষ্ঠামি কিং কথম্॥ ৪৩

অন্বয়—পরলোকযিযাসবঃ কর্ম্মাণি অনুতিষ্ঠন্তু, সর্ব্বলোকাত্মকঃ (অহম্) কস্মাৎ কিম্ কথম্ অনুতিষ্ঠামি?

অনুবাদ ও টীকা—পরলোক গমনেচ্ছু লোকে কর্ম্মানুষ্ঠান করুক; আমি স্বয়ং সর্ব্বলোকস্বরূপ হইয়া কি কারণে, কোন্ কর্ম্ম, কি প্রকারে অনুষ্ঠান করিব? ৪৩

(ছ) জ্ঞানীর লোকানুগ্রহ বিশেষ কর্ত্তব্যাভাব।

ব্যাচক্ষতাং তে শাস্ত্রাণি বেদানধ্যাপয়ন্তু বা।
যেঽত্রাধিকারিণো মে তু নাধিকারোঽক্রিয়ত্বতঃ॥৪৪

অন্বয়—যে অত্র অধিকারিণঃ তে শাস্ত্রাণি ব্যাচক্ষতাম্ বা বেদান্ অধ্যাপয়ন্তু ; মে তু অক্রিয়ত্বতঃ অধিকারঃ ন।

অনুবাদ ও টীকা—যে সকল আচার্য্য লোকপ্রবর্ত্তনে অধিকারী তাঁহারা শাস্ত্র ব্যাখ্যান করুন বা বেদের অধ্যাপনা করুন। আমি যেহেতু ক্রিয়াহীন, সেইহেতু লোকপ্রবর্ত্তনায় আমার অধিকার নাই। ৪৪

(ঙ) জ্ঞানীর দেহ-নির্ব্বাহক ভিক্ষাদি-কর্ম্মের স্বরূপতঃ অভাব। লোকের কল্পনায় জ্ঞানীর ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

নিদ্রাভিক্ষে স্নানশৌচে নেচ্ছামি ন করোমি চ।
দ্রষ্টারশ্চেৎ কল্পয়ন্তি কিং মে স্যাদন্যকল্পনাৎ ॥ ৪৫

অন্বয়—নিদ্রাভিক্ষে স্নানশৌচে ন ইচ্ছামি ন চ করোমি ; দ্রষ্টারঃ চেৎ (তৎ তৎ) কল্পয়ন্তি, অন্যকল্পনাৎ মে কিম্ স্যাৎ ?

অনুবাদ ও টীকা—চিদাত্মস্বরূপ আমার স্বরূপতঃ নিদ্রা ভিক্ষা স্নান শৌচ প্রভৃতি ক্রিয়ায় ইচ্ছা নাই। লোকে যদি সেই সকল কর্ম্ম দেখিয়া, আমাতে কল্পনা করে, তাহাতে আমার কি হানি হইতে পারে ? ৪৫

(চ) লোককৃত এরূপ কল্পনা ব্যর্থ ; দৃষ্টান্ত।

গুঞ্জাপুঞ্জাদি দহ্যেত নান্যারোপিতবহ্নিনা।
নান্যারোপিতসংসারধর্ম্মানেবমহং ভজে ॥ ৪৬

অন্বয়—গুঞ্জাপুঞ্জাদি অন্যারোপিতবহ্নিনা ন দহ্যেত ; এবম্ অন্যারোপিতসংসারধর্ম্মান্ অহম্ ন ভজে।

অনুবাদ ও টীকা—শীত নিবারণের জন্য বানরাদি (অগ্নিভ্রমে) গুঞ্জাফল স্তূপ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নিত্ব আরোপ করিলেও, তাহা দগ্ধ হইয়া যায় না। সেই প্রকার অজ্ঞলোকে আমাতে সংসার ধর্ম্মের আরোপ করিলেও আমি তাহা পাইয়া সংসারধর্ম্মবান্ হইয়া যাই না। ৪৬

(ছ) জ্ঞানীর শ্রবণ এবং মননেও কর্ত্তব্যাভাব।

শৃণ্বন্ত্বজ্ঞাততত্ত্বাস্তে জানন্ কস্মাৎ শৃণোম্যহম্ ॥
মন্যন্তাং সংশয়াপন্না ন মন্যেঽহমসংশয়ঃ ॥ ৪৭

অন্বয়—অজ্ঞাততত্ত্বাঃ তে শৃণ্বন্তু ; অহম্ জানন্ কস্মাৎ শৃণোমি ? সংশয়াপন্নাঃ মন্যন্তাম্ ; অহম্ অসংশয়ঃ ন মন্যে।

অনুবাদ ও টীকা—যাহারা তত্ত্বজ্ঞানলাভ করে নাই তাহারাই শ্রবণ করুক। আমি তত্ত্ব জানিয়া কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য শ্রবণ করিব ? যাহারা সংশয়াপন্ন তাহারাই মনন করুক। আমি সংশয় পরিশূন্য হইয়াছি বলিয়া মনন করি না। ৪৭

(ট) জ্ঞানীর নিদিধ্যাসনেও কর্ত্তব্যাভাব। কারণ জ্ঞানী বিপর্য্যয়-জ্ঞানপরিশূন্য।

বিপর্য্যস্তো নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যানমবিপর্য্যয়াৎ।
দেহাত্মত্ববিপর্য্যাসং ন কদাচিদ্ভজাম্যহম্॥ ৪৮

অন্বয়—বিপর্য্যস্তঃ নিদিধ্যাসেৎ অহম্ দেহাত্মত্ব বিপর্য্যাসম্ কদাচিৎ ন ভজামি; অবিপর্য্যয়াৎ কিম্ ধ্যানম্?

অনুবাদ ও টীকা—যে ব্যক্তি বিপর্য্যয় (বিপরীত জ্ঞান) যুক্ত সেই নিদিধ্যাসন করুক। দেহে আত্মতাজ্ঞানরূপ বিপর্য্যয় জ্ঞান আমার কখনই নাই। যখন আমার বিপর্য্যয় জ্ঞানই নাই তখন কোন্ ধ্যান আমার কর্ত্তব্য? কোন ধ্যানই নহে। ৪৮

(ঠ) 'আমি মনুষ্য ইত্যাদিরূপ ব্যবহার বিপর্য্যয় জ্ঞানজনিত না হইলেও, চিরাভ্যস্তবাসনা-জনিত হইতে পারে।

অহং মনুষ্য ইত্যাদিব্যবহারো বিনাপ্যমুম্।
বিপর্য্যাসং চিরাভ্যস্তবাসনাতোঽবকল্পতে॥ ৪৯

অন্বয়—অহম্ মনুষ্যঃ ইত্যাদিব্যবহারঃ অমুম্ বিপর্য্যাসম্ বিনা অপি চিরাভ্যস্তবাসনাতঃ অবকল্পতে।

অনুবাদ ও টীকা—'আমি হইতেছি মনুষ্য'—ইত্যাদিরূপ ব্যবহার এই বিপর্য্যয় জ্ঞান বিনাও অনাদিকালের অভ্যাসবশতঃ সংস্কাররূপ বাসনা হইতে জন্মিতে পারে। ৪৯

(ড) ব্যবহার প্রারব্ধজনিত বলিয়া তাহার নিবৃত্তির জন্য ধ্যান নিষ্ফল।

প্রারব্ধকর্ম্মণি ক্ষীণে ব্যবহারো নিবর্ত্ততে।
কর্ম্মাক্ষয়ে ত্বসৌ নৈব শাম্যেদ্ধ্যানসহস্রতঃ॥ ৫০

অন্বয়—প্রারব্ধকর্ম্মণি ক্ষীণে ব্যবহারঃ নিবর্ত্ততে। কর্ম্মাক্ষয়ে তু অসৌ ধ্যানসহস্রতঃ ন এব শাম্যেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই ব্যবহারের নিবৃত্তি হইবে। আর কর্ম্মের নাশ না হইলে, এই ব্যবহার হাজার ধ্যান করিলেও নিবৃত্ত হইবে না। ৫০

(ঢ) ব্যবহারের হ্রাস সাধনের জন্য ধ্যান শ্রেয়ঃ হইলেও, ব্যবহার জ্ঞানীর অবাধক বলিয়া জ্ঞানীর ধ্যানে কর্ত্তব্যতাভাব।

বিরলত্বং ব্যবহৃতেরিষ্টং চেদ্ধ্যানমস্তু তে।
অবাধিকাং ব্যবহৃতিং পশ্যন্ ধ্যায়াম্যহং কুতঃ॥৫১

অন্বয়—ব্যবহৃতেঃ বিরলত্বম্ ইষ্টম্ চেৎ তে ধ্যানম্ অস্তু অহম্ ব্যবহৃতিম্ অবাধিকাম্ পশ্যন্ কুতঃ ধ্যায়ামি ?

অনুবাদ ও টীকা—জীবন্মুক্তির বিলক্ষণ সুখের জন্য যদি ব্যবহারের হ্রাস সাধন তোমার বাঞ্ছিত হয়, তাহা হইলে ধ্যানানুষ্ঠান হউক। আমি কিন্তু ব্যবহারকে আত্মজ্ঞান ও মোক্ষের অবাধক দেখিয়া কেন ধ্যানে প্রবৃত্ত হইব ? ৫১

(ঘ) সমাধির অনাবশ্যকতা, কেননা সমাধি ও বিক্ষেপ উভয়ই মনোধর্ম।

বিক্ষেপো নাস্তি যস্মান্মে ন সমাধিস্ততো মম।
বিক্ষেপো বা সমাধির্বা মনসঃ স্যাদ্বিকারিণঃ ॥ ৫২

অন্বয়—যস্মাৎ মে বিক্ষেপঃ ন অস্তি, ততঃ মম সমাধিঃ ন। বিক্ষেপঃ বা সমাধিঃ বা বিকারিণঃ মনসঃ স্যাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যেহেতু আমার বিক্ষেপ নাই, সেইহেতু আমার সমাধিও (বা তাহার আবশ্যকতাও) নাই। চঞ্চলতারূপ বিক্ষেপ এবং একাগ্রতারূপ সমাধি এই দুইটিই বিকারী মনের ধর্ম। ৫২

(ঙ) অনুভবের জন্যও জ্ঞানীর সমাধি কর্তব্য নাই। কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা স্মরণ করিয়াই জ্ঞানীর স্বরূপ নিশ্চয় হয়।

নিত্যানুভবরূপস্য কো মে বানুভবঃ পৃথক্।
কৃতং কৃত্যং প্রাপনীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৩

অন্বয়—(এইটি সপ্তমাধ্যায় বা তৃপ্তিদীপের ২৬৬ শ্লোকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে) নিত্যানুভবরূপস্য মে কঃ বা পৃথক্ অনুভবঃ ? "কৃত্যম্ কৃতম্", "প্রাপনীয়ম্ প্রাপ্তম্" ইতি এব নিশ্চয়ঃ।

অনুবাদ ও টীকা—নিত্যানুভবরূপ আমার আবার কোন্ পৃথক বা সম্পাদনীয় অনুভবের অপেক্ষা আছে। কোনও অনুভবের অপেক্ষা নাই। যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা সম্পাদিত হইয়াছে; যাহা প্রাপনীয় ছিল তাহা প্রাপ্ত বা অধিগত হইয়াছে, ইহাই আমার নিশ্চয়। ৫৩

(চ) প্রারব্ধপ্রাপ্ত উদ্ভাবন ব্যবহার জ্ঞানীর অহিতকারক নহে।

ব্যবহারো লৌকিকো বা শাস্ত্রীয়ো বান্যথাপি বা।
মমাকর্ত্তুরলেপস্য যথারব্ধং প্রবর্ত্ততাম্ ॥ ৫৪

অন্বয়—লৌকিকঃ বা শাস্ত্রীয়ঃ বা অন্যথা অপি বা ব্যবহারঃ অকর্ত্তুঃ অলেপস্য মম যথারব্ধম্ প্রবর্ত্ততাম্।

অনুবাদ ও টীকা—আমি অকর্ত্তা এবং নির্লেপ অর্থাৎ অভোক্তা। লৌকিক

বা শাস্ত্রীয় অথবা তদুভয়ভিন্ন ব্যবহার প্রারব্ধবশে আমায় ঘটুক না কেন, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই। ৫৪

(ঘ) লোকানুগ্রহ কামনায় জ্ঞানী শাস্ত্রীয় মার্গে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার ক্ষতি নাই।

অথবা কৃতকৃত্যোঽপি লোকানুগ্রহকাম্যয়া।
শাস্ত্রীয়েণৈব মার্গেণ বর্ত্তেঽহং মম কা ক্ষতিঃ॥ ৫৫

অন্বয়—অথবা অহম্ কৃতকৃত্যঃ অপি লোকানুগ্রহকাম্যয়া শাস্ত্রীয়েণ মার্গেণ এব বর্ত্তে, মম কা ক্ষতিঃ?

অনুবাদ ও টীকা—অথবা 'আমি কৃতকৃত্য হইয়াও লোকানুগ্রহকামনায় শাস্ত্রীয় পথেই প্রবৃত্ত আছি। তাহাতেই বা আমার ক্ষতি কি? কোনও ক্ষতি নাই। ৫৫

(ঙ) উত্তম শাস্ত্রীয় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেও জ্ঞানী নিরভিমান থাকেন।

দেবার্চ্চনস্নানশৌচভিক্ষাদৌ বর্ত্ততাং বপুঃ।
তারং জপতু বাক্ তদ্বৎ পঠত্বাম্নায়মস্তকম্॥ ৫৬

অন্বয়—দেবার্চ্চন স্নানশৌচভিক্ষাদৌ বপুঃ বর্ত্ততাম্। বাক্ তারম্ জপতু, তদ্বৎ আম্নায়-মস্তকম্ পঠতু।

অনুবাদ ও টীকা—অথবা দেবার্চ্চন স্নান শৌচ ও ভিক্ষাদিতে শরীর প্রবৃত্ত থাকুক অথবা বাগিন্দ্রিয় প্রণব জপ করুক বা বেদান্তশাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হউক। ৫৬

বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্।
সাক্ষ্যহং কিঞ্চিদপ্যত্র ন কুর্ব্বে নাপি কারয়ে॥ ৫৭

অন্বয়—ধীঃ বিষ্ণুম্ ধ্যায়তু যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্ সাক্ষী অহম্ অত্র কিঞ্চিৎ অপি ন কুর্ব্বে ন অপি কারয়ে।

অনুবাদ ও টীকা—বুদ্ধি বিষ্ণুধ্যান করুক অথবা ব্রহ্মানন্দে বিলীন থাকুক, সাক্ষিস্বরূপ আমি এ বিষয়ে কিছুই করি না অথবা কাহাকেও করাই না। ৫৭

২। প্রাপ্তপ্রাপ্যতা।

(ক) পূর্ব্বাপর স্মরণ করিয়া জ্ঞানীর তৃপ্তি।

কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া পুনঃ।
তৃপ্যন্নেবং স্বমনসা মন্যতেঽসৌ নিরন্তরম্। ৫৮

অন্বয়—অসৌ কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ পুনঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া তৃপ্যন্ স্বমনসা নিরন্তরম্ এবম্ মন্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—এই জ্ঞানী কৃতকৃত্যতায় তৃপ্ত হইয়া, আবার প্রাপ্ত-প্রাপ্যতায় তৃপ্ত হইয়া নিরন্তর আপনার মনে এইরূপ চিন্তা করিতে থাকেন। ৫৮

(খ) জ্ঞান ও জ্ঞানফলরূপ আনন্দ প্রাপ্তি দ্বারা জ্ঞানীর তৃপ্তি।

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং নিত্যং স্বাত্মানমঞ্জসা বেদ্মি।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্টম্ ॥ ৫৯

অন্বয়—নিত্যম্ স্বাত্মানম্ অঞ্জসা বেদ্মি ; অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ; মে ব্রহ্মানন্দঃ স্পষ্টম্ বিভাতি। অহম্ ধন্যঃ ; অহম্ ধন্যঃ ॥

অনুবাদ ও টীকা—আমি আপনার আত্মাকে নিত্য সাক্ষাদ্ভাবে অনুভব করিতেছি ; এই হেতু আমি ধন্য ; আমি ধন্য ; এবং যেহেতু ব্রহ্মানন্দ আমার নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে এইহেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য। ৫৯

(গ) দুঃখ নিবৃত্তি হেতু জ্ঞানীর তৃপ্তি।

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষেঽদ্য।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং স্বস্যাজ্ঞানং পলায়িতং ক্বাপি ॥

অন্বয়—অদ্য সাংসারিকম্ দুঃখম্ ন বীক্ষে অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ; স্বস্য অজ্ঞানম্ ক্ব অপি পলায়িতম্। অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যেহেতু এক্ষণে সাংসারিক দুঃখ আর দেখিতেছি না, এইহেতু আমি ধন্য (কৃতার্থ)। যেহেতু আত্মবিষয়ক অজ্ঞান কোথায় পলাইয়া গিয়াছে, এইহেতু আমি ধন্য।

(ঘ) কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা বশতঃ জ্ঞানীর তৃপ্তি।

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং কর্ত্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং প্রাপ্তব্যং সর্ব্বমদ্য সম্পন্নম্ ॥৬১

অন্বয়—মে কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যম্ ন বিদ্যতে ; অহম্ ধন্যঃ, অহম্ ধন্যঃ। অদ্য প্রাপ্তব্যম্ সর্ব্বম্ সম্পন্নম্। অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যেহেতু আমার কোন কর্ত্তব্যই নাই, এইহেতু আমি ধন্য ; যেহেতু যাহা কিছু প্রাপ্তব্য ছিল, সমস্তই পাইয়াছি, এইহেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য। ৬১

(ঙ) জ্ঞানীর নিরুপম তৃপ্তি এবং [illegible] তৃপ্তি

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং তৃপ্তের্মে কোপমা ভবেল্লোকে॥
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ধন্যো ধন্যঃ পুনঃ পুনর্ধন্যঃ ॥

অন্বয়—অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ মে তৃপ্তেঃ লোকে কা উপমা ভবেৎ ? অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ধন্যঃ ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ ধন্যঃ।

অনুবাদ ও টীকা—আমি ধন্য, আমি ধন্য ; সংসারে আমার তৃপ্তির উপমা কি হইতে পারে ? এরূপ কিছুই নাই। আমি ধন্য, আমি ধন্য, ধন্য ধন্য বার বার ধন্য। ৬২

(চ) এই (শ্লোক চতুষ্টয়োক্ত) ফলের উৎপাদক পুণ্য ও তৎসম্পাদক আপনাকে স্মরণ করিয়া জ্ঞানীর তৃপ্তি।

অহো পুণ্যমহো পুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ম্।
অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তে রহো বয়মহোবয়ম্॥ ৬৩

অন্বয়—পুণ্যম্ অহো পুণ্যম্ অহো, দৃঢ়ম্ ফলিতম্ ফলিতম্ অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তেঃ বয়ম্ অহো বয়ম্ অহো।

অনুবাদ ও টীকা—আমার পুণ্য কি বিস্ময়কর, কি বিস্ময়কর—যে পুণ্যের অবিনশ্বর ফল ফলিয়াছে ; ফল ফলিয়াছে ; এই পুণ্যার্জ্জনকারী আমি কি বিস্ময়কর ! আমি কি বিস্ময়কর ! ৬৩

(ছ) শাস্ত্র গুরু জ্ঞান ও সুখ স্মরণ করিয়া জ্ঞানীর হর্ষ।

অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রমহো গুরুরহো গুরুঃ।
অহো জ্ঞানমহো জ্ঞানমহো সুখমহো সুখম্॥ ৬৪

অন্বয়—শাস্ত্রম্ অহো, শাস্ত্রম্ অহো ; গুরুঃ অহো, গুরুঃ অহো ; জ্ঞানম্ অহো, জ্ঞানম্ অহো ; সুখম্ অহো, সুখম্ অহো।

অনুবাদ ও টীকা—(বেদান্ত) শাস্ত্র কি বিস্ময়কর ; কি বিস্ময়কর ; গুরুর কি বিস্ময়কর প্রভাব ; কি বিস্ময়কর প্রভাব ; জ্ঞানের মহিমা কি বিস্ময়কর, কি বিস্ময়কর ; অহো আনন্দ, অহো আনন্দ ! ৬৪

(জ) অধ্যায়ের উপসংহার।

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে চতুর্থোঽধ্যায় ঈরিতঃ।
বিদ্যানন্দস্তদুৎপত্তিপর্য্যন্তোঽভ্যাস ইষ্যতাম্॥ ৬৫

এই বিদ্যানন্দ প্রকরণের অর্থ সমাপ্ত করিতেছেন :—

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে বিদ্যানন্দঃ চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ ঈরিতঃ। তদুৎপত্তিপর্য্যন্তঃ অভ্যাসঃ ইষ্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—অধ্যায়পঞ্চকাত্মক এই ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থে বিদ্যানন্দ নামক চতুর্থ অধ্যায় কথিত হইল। যে পর্য্যন্ত না সেই বিদ্যানন্দ উৎপন্ন হয়, সেই পর্য্যন্ত শ্রবণ-মননাদিরূপ অভ্যাস করিতে হইবে—ইহাই অঙ্গীকৃত হইল।

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ নামক চতুর্থাধ্যায় বা
পঞ্চদশীর চতুর্দ্দশাধ্যায় সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

পঞ্চম অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ

শ্রীগণেশায় নমঃ।

এই প্রকরণের নাম বিষয়ানন্দ। বিষয়লাভাদি বশতঃ বৃত্তিসকল অন্তর্মুখ হইলে, সেই বৃত্তিসমূহে যে বিম্বরূপ ব্রহ্মানন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাকেই বিষয়ানন্দ বলে। তাহাকে ব্রহ্মানন্দের অংশ বা লেশানন্দ বলিয়াও বর্ণনা করা হয়। এই প্রকরণ প্রধানতঃ সেই বিষয়ানন্দের প্রতিপাদক বলিয়া ইহাকে 'বিষয়ানন্দ' এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন।

১। ব্রহ্মজ্ঞানে বিষয়ানন্দ নিরূপণের উপকারিতা। বিষয়ানন্দের উপাধিভূত বৃত্তিসমূহের বিভাগ।

পঞ্চমাধ্যায়ে প্রতিপাদ্য অর্থের বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) ব্রহ্মানন্দের অংশরূপ ও তাহার জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ বিষয়ানন্দের নিরূপণপ্রতিজ্ঞা। তাহা যে ব্রহ্মানন্দের অংশ তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

অথাত্র বিষয়ানন্দো ব্রহ্মানন্দাংশরূপভাক্।
নিরূপ্যতে দ্বারভূতস্তদংশত্বং শ্রুতির্জগৌ ॥ ১

অন্বয়—অথ অত্র ব্রহ্মানন্দাংশরূপভাক্ দ্বারভূতঃ বিষয়ানন্দঃ নিরূপ্যতে; শ্রুতিঃ তদংশত্বম্ জগৌ।

অনুবাদ—অনন্তর এই পঞ্চদশ প্রকরণে ব্রহ্মানন্দের অংশরূপ বিষয়ানন্দের নিরূপণ করা হইতেছে; কেননা সেই বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দ জ্ঞানের সাধনস্বরূপ; তাহা যে, ব্রহ্মানন্দের অংশ তাহা শ্রুতি বর্ণন করিয়াছেন।

টীকা—(শঙ্কা) ভাল, বিষয়ানন্দ সর্ব্বলোকবিদিত বা লোকব্যবহারলভ্য বলিয়া মোক্ষশাস্ত্রে তাহার নিরূপণ যুক্তিযুক্ত নহে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে বিষয়ানন্দ লোকপ্রসিদ্ধ হইলেও তাহা ব্রহ্মানন্দের একাংশরূপ বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে তাহার উপযোগিতা; তাহার নিরূপণ অযুক্ত নহে। সেই ব্রহ্মানন্দ কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন "দ্বারভূতঃ"—ব্রহ্মানন্দের জ্ঞানের সাধনস্বরূপ অর্থাৎ যেমন দর্পণে প্রতীয়মান মুখপ্রতিবিম্ব, বিদ্যমান মুখরূপ বিম্বকে যথাযথরূপে জানিবার দ্বারস্বরূপ সাধন, সেইরূপ বৃত্তিসমূহে প্রতীয়মান

ব্রহ্মানন্দ প্রতিবিম্বস্বরূপ যে বিষয়ানন্দ, তাহা বিদ্যমান ব্রহ্মানন্দকে[illegible] অর্থাৎ 'সচ্চিদানন্দ-রূপে আ[illegible]র দ্বাররূপ সাধন। এইহেতু এই বিষয়ানন্দের নিরূপণ করা হইতেছে। ১

সেই শ্রুতির আক্ষরিক পাঠ—[এষঃ অস্য পরমঃ আনন্দঃ, এতস্য এব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রাম্ উপজীবন্তি—বৃহদা উ. ৪।৩।৩২]—ইহাই ইহার সর্বোত্তম আনন্দ। অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্‌ভাবে প্রকটিত প্রাণিগণ এই পরমানন্দেরই অংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাই অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন।

(খ) উক্ত শ্রুতির অর্থতঃ পাঠ।

এষোঽস্য পরমানন্দো যোঽখণ্ডৈকরসাত্মকঃ।
অন্যানি ভূতান্যেতস্য মাত্রামেবোপভুঞ্জতে ॥ ২

অন্বয়—যঃ অখণ্ডৈকরসাত্মকঃ এষঃ অস্য পরমানন্দঃ; অন্যানি ভূতানি এতস্য মাত্রাম্ এব উপভুঞ্জতে।

অনুবাদ ও টীকা—যাহা অখণ্ড একরসস্বরূপ ইহাই (তাহাই ?) এই ব্রহ্মের স্বরূপভূত পরমানন্দ। অন্য অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ পৃথগ্‌ভাবে [illegible]ত প্রাণিগণ এই ব্রহ্মানন্দেরই মাত্রা বা লেশ অনুভব করিয়া থাকে ? ২

এক্ষণে বিষয়ানন্দ যে ব্রহ্মান[illegible] লেশ, তাহা দেখাইবার জন্য সেই বিষয়ানন্দের উপাধি অন্তঃকরণ বৃত্তিসমূহের বিভাগ করিতেছেন :—

(গ) অন্তঃকরণ বৃত্তিসমূহ শান্ত[illegible] ভেদে ত্রিবিধ। শান্ত নামক সাত্ত্বিক বৃত্তিসমূহের বর্ণন।

শান্তা ঘোরাস্তথা মূঢ়া মনসো বৃত্তয়স্ত্রিধা।
বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্যমিত্যাদ্যাঃ শান্তবৃত্তয়ঃ ॥ ৩

অন্বয়—শান্তাঃ ঘোরাঃ তথা মূঢ়াঃ মনসঃ বৃত্তয়ঃ ত্রিধা। বৈরাগ্যম্ ক্ষান্তিঃ ঔদার্যম্ ইত্যাদ্যাঃ শান্তবৃত্তয়ঃ।

অনুবাদ—মনের বৃত্তিসমূহ শান্ত, ঘোর ও মূঢ় ভেদে অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। বৈরাগ্য, ক্ষান্তি—বিচার বলে দুঃখসহিষ্ণুতা, ঔদার্য ইত্যাদি বৃত্তিকে শান্তবৃত্তি বলে।

টীকা—সেই শান্তাদি ত্রিবিধ বৃত্তি যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন। বৈরাগ্য, ক্ষান্তি ইত্যাদি। এই 'ইত্যাদি' শব্দদ্বারা গীতোক্ত "অদ্বেষ্টৃত্ব", "অমানিত্ব" "অভয়" ইত্যাদি সূচিত হইতেছে। শান্তবৃত্তিসমূহ দ্বিতীয় প্রকরণ 'পঞ্চভূতবিবেকে'র [illegible] শ্লোকে দর্শিত হইয়াছে এবং 'হস্তলিখিত গ্রন্থাবলী'—জীবন্মুক্তিবিবেকের ১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, তাহা দ্রষ্টব্য। ৩

(ঘ) ঘোর বা রাজসী ও মূঢ় বা তামসী বৃত্তির বর্ণন।

তৃষ্ণা স্নেহো রাগলোভাবিত্যাদ্যা ঘোরবৃত্তয়ঃ।
সম্মোহো ভয়মিত্যাদ্যাঃ কথিতা মূঢ়বৃত্তয়ঃ ॥ ৪

অন্বয়—তৃষ্ণা স্নেহঃ রাগলোভৌ, ইত্যাদ্যাঃ ঘোরবৃত্তয়ঃ, সম্মোহঃ ভয়ম্ ইত্যাদ্যাঃ মূঢ়বৃত্তয়ঃ কথিতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—তৃষ্ণা বা বিষয়াভিলাষ, স্নেহ বা চেতনবিষয়ক প্রেম, রাগ বা দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্যসংকারসেবিত সেই চেতনবিষয়ক প্রেম, লোভ বা বিত্তলালসতা, ইত্যাদি অর্থাৎ দম্ভ-দর্পাদি—'ঘোর'বৃত্তি এবং সম্মোহ, ভয় ইত্যাদি অর্থাৎ আলস্য প্রভৃতি মূঢ়বৃত্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। [ঘোর ও মূঢ়বৃত্তি-সমূহ—(ভূতবিবেকে ১৪শ ও ১৫শ শ্লোকে লক্ষিত)—ও তাহাদের বিভাগ জীবন্মুক্তিবিবেকের উক্ত স্থলে দ্রষ্টব্য।] ৪

২। সকল বৃত্তিতেই চিদংশের ভান, এবং কোন কোন বৃত্তিতে আনন্দের ভান, প্রতিবিম্বস্বরূপ হয়।

তৃতীয় শ্লোক হইতে উদাহরণ দ্বারা যে বিবিধ প্রকার বৃত্তি বর্ণিত হইল, সেই সকল বৃত্তিতেই ব্রহ্মের চৈতন্যরূপতা প্রতিবিম্বিত হয়, ইহাই বলিতেছেন :—

(ক) সকল বৃত্তিতে চিদংশের ভান হয় এবং শান্তবৃত্তিসমূহে আনন্দের ভান হয়।

বৃত্তিষ্বেতাসু সর্ব্বাসু ব্রহ্মণশ্চিৎস্বভাবতা।
প্রতিবিম্বতি শান্তাসু সুখঞ্চ প্রতিবিম্বতি ॥ ৫

অন্বয়—এতাসু সর্ব্বাসু বৃত্তিষু ব্রহ্মণঃ চিৎস্বভাবতা প্রতিবিম্বতি; শান্তাসু সুখম্ চ প্রতিবিম্বতি।

অনুবাদ—এই সকল বৃত্তিতেই ব্রহ্মের চিদ্রূপতা প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে; আর শান্তবৃত্তিসমূহে ব্রহ্মের আনন্দরূপতা বা সুখরূপতাও প্রতিবিম্বিত হয়।

টীকা—শান্ত নামক সাত্ত্বিক বৃত্তিসমূহে অন্যান্য বৃত্তি হইতে বিলক্ষণতা বর্ণন করিতেছেন—"আর শান্তবৃত্তিসমূহে" ইত্যাদি। মূলে "সুখং চ" এই যে "চ" (ও) শব্দের প্রয়োগ তাহা অকথিত অংশের সংযোজন জন্য; এইহেতু শান্তবৃত্তিসমূহে সুখ ও চৈতন্য এই উভয়ই প্রতিবিম্বিত হয়। ৫

পঞ্চম শ্লোকোক্ত অর্থের সমর্থক [তদেতৎ ঋষিঃ পশ্যন্ অবোচৎ—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়—বৃহদা উ, ২।৫ :—মন্ত্ররূপী ঋষি ইহা দর্শন করিয়া বলিলেন—পরমেশ্বর প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছিলেন; জগতে আপনার রূপ প্রকাশনার্থ তাঁহার সেই সমস্ত রূপ প্রকটিত হইয়াছিল] এই শ্রুতিবচন, এবং ["অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১৮)—যেহেতু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য সেই হেতু শাস্ত্রে জলসূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে, "জলসূর্য্য"—জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব; সূর্য্য এক কিন্তু বিভিন্নাধারস্থ জলরূপ উপাধির দ্বারা তাহার বহুত্ব-ভ্রম হয়। অদ্বয় ব্রহ্মেরও জীব বুদ্ধ্যাদিরূপ উপাধি বশতঃ বহুত্ব-ভ্রম উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা নিশ্চিত হয়।] এই ব্রহ্মসূত্রাংশের অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(খ) উক্ত অর্থের সমর্থিকা শ্রুতির অর্থতঃ পাঠ এবং ব্রহ্মসূত্রের একাংশ পাঠ।

রূপং রূপং বভূবাসৌ প্রতিরূপ ইতি শ্রুতিঃ।
উপমা সূর্য্যকেত্যাদি সূত্রয়ামাস সূত্রকৃৎ ॥ ৬

অন্বয়—অসৌ রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপঃ বভূব ইতি শ্রুতিঃ 'উপমা সূর্যক' ইত্যাদি সূত্রকৃৎ সূত্রয়ামাস।'

অনুবাদ—এই পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহের অনুসরণে তত্তদ্দেহে প্রতিবিম্বরূপ হইলেন—শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন। ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান্ ব্যাস সূত্র করিয়াছেন—'এই হেতু শাস্ত্রে জলসূর্য্যাদির উপমা বা দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে।'

টীকা—এই ব্রহ্মসূত্রের পূর্বভাগ "অতএব চ।" আচার্য্য পীতাম্বর এই সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ—'যেহেতু জীব নিরংশ ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না, এই কারণে জীব জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির সহিত উপমিত হইতে পারে।'—এই ব্যাখ্যা কিন্তু ভাষ্যানুমোদিত নহে। ভাষ্যের অনুবাদ এই—'যেহেতু আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, নির্বিশেষ, বাক্যমনের অগোচর এবং 'ইহা নহে, ইহা নহে' বলিয়া যাবতীয় অনাত্মবস্তুর প্রতিষেধ দ্বারা উপদেশ্য।" সেই তাঁহার উপাধিজনিত অ-পারমার্থিক বা মিথ্যা বিশেষবত্তা (বিশেষযুক্ততা) দেখাইবার জন্য মোক্ষশাস্ত্রে জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে, যথা—"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্‌ উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষেবমজোঽয়মাত্মা"—"যেমন এই জ্যোতির্ময় সূর্য্য এক অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন আধারস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেক হইয়া যান, সেইরূপ এই জন্মাদিরহিত স্বপ্রকাশ আত্মা এক হইলেও মায়ারূপ উপাধি দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে বা দেহে অনুগত হইয়া বহুর ন্যায় হইতেছেন।" ইহার পর ভাষ্যকার ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ হইতে দ্বাদশ মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বিদ্যারণ্য স্বামী কর্তৃক এই অধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৬

স্বরূপতঃ এক বা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাধিসম্বন্ধবশতঃ নানাত্ব বিষয়ে শ্রুতিবচন পাঠ করিতেছেন :—

(গ) স্বরূপতঃ এক হইয়াও উপাধিবশতঃ নানা হইতে পারে, এই অর্থের শ্রুতিবচন পাঠ।

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ ৭

অন্বয়—একঃ এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ; জলচন্দ্রবৎ একধা চ বহুধা এব দৃশ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—ভূতাত্মা অর্থাৎ সর্বভূতের নিজরূপ ব্রহ্ম একমাত্র বা অদ্বিতীয় হইয়াও সকল প্রাণিশরীরে অবস্থিত রহিয়াছেন। চন্দ্র যেমন এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন আধারস্থিত জলে অনেক হইয়া প্রতিবিম্বিত হন, সেইরূপ ব্রহ্ম এক হইয়াও জীবরূপে বহু প্রকারের বলিয়াই দৃষ্ট হন। ৭

ভাল, নিরবয়ব বা বিভাগরহিত ব্রহ্মের কোথাও অর্থাৎ রাজস তামস বৃত্তিতে কেবল চৈতন্যের ভান অন্যত্র অর্থাৎ সাত্ত্বিক বৃত্তিতে চৈতন্য ও আনন্দ উভয়েরই ভান হয়, এইরূপ বিভাগকরণ যুক্তিযুক্ত নহে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া চন্দ্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিহার করিতেছেন :—

(খ) বৃত্তিসমূহের ভেদ বশতঃ ব্রহ্মের দ্বিরূপতা ; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

জলে প্রবিষ্টশ্চন্দ্রোঽয়মস্পষ্টঃ কলুষে জলে।
বিস্পষ্টো নির্ম্মলে তদ্বদ্দ্বেধা ব্রহ্মাপি বৃত্তিষু॥ ৮

অন্বয়—জলে প্রবিষ্টঃ অয়ম্ চন্দ্রঃ কলুষে জলে অস্পষ্টঃ নির্ম্মলে বিস্পষ্টঃ তদ্বৎ ব্রহ্ম অপি বৃত্তিষু দ্বেধা।

অনুবাদ—যেমন জলে প্রবিষ্ট অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত এই চন্দ্র, জল মলিন হইলে অস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হন এবং জল নির্ম্মল হইলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হন, সেই প্রকার ব্রহ্মও বৃত্তিসমূহে দুই প্রকারে প্রতীয়মান হন।

টীকা—দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত অর্থ দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন—"সেই প্রকার" ইত্যাদি। ৮

উক্ত অষ্টম শ্লোকোক্ত অর্থ যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন :—

(ঙ) যুক্তি দ্বারা উক্ত অর্থের প্রতিপাদন।

ঘোরমূঢ়াসু মালিন্যাৎ সুখাংশশ্চ তিরোহিতঃ।
ঈষন্নৈর্ম্মল্যতস্তত্র চিদংশপ্রতিবিম্বনম্॥ ৯

অন্বয়—ঘোরমূঢ়াসু মালিন্যাৎ সুখাংশঃ চ তিরোহিতঃ; ঈষন্নৈর্ম্মল্যতঃ তত্র চিদংশ-প্রতিবিম্বনম্।

অনুবাদ ও টীকা—ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিসমূহে মলিনতা হেতু ব্রহ্মের আনন্দাংশ তিরোহিত হয় এবং ঈষন্নির্ম্মলতা হেতু সেই ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিসমূহে চিদংশ প্রতিবিম্বিত হয়। ৯

ভাল, উক্ত দৃষ্টান্তে চন্দ্রের উপাধিরূপ জল দুই প্রকার বলিয়া, আংশিক ভান উপপন্ন হয় বটে, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে উপাধিভূত অন্তঃকরণ এক বলিয়া একাংশের ভান ত' যুক্তিযুক্ত হয় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া অন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(চ) অষ্টম শ্লোকোক্ত অর্থে অন্য দৃষ্টান্ত।

যদ্বাপি নির্ম্মলে নীরে বহ্নেরৌষ্ণ্যস্য সংক্রমঃ।
ন প্রকাশস্য তদ্বৎ স্যাচ্চিন্মাত্রোদ্ভূতিরেব চ॥ ১০

অন্বয়—যদ্বা নির্ম্মলে নীরে অপি বহ্নেঃ ঔষ্ণ্যস্য সংক্রমঃ প্রকাশস্য ন, তদ্বৎ চিন্মাত্রোদ্ভূতিঃ এব চ স্যাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—অথবা যেমন নির্ম্মল জলেও (প্রক্ষিপ্ত) বহ্নির কেবল উষ্ণতাই সংক্রামিত হয়, প্রকাশ সংক্রামিত হয় না, সেই প্রকার ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিসমূহে কেবল চিদংশেরই আবির্ভাব বা ভান হয়, আনন্দাংশের ভান হয় না। ১০

(ছ) শান্তবৃত্তি সমূহে চৈতন্য ও আনন্দ উভয়েরই প্রতীতি হয় ; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

কাষ্ঠে ত্বৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ দ্বাবুদ্ভবং গচ্ছতো যথা।
শান্তাসু সুখচৈতন্যে তথৈবোদ্ভূতিমাপ্নুতঃ॥ ১১

অন্বয়—কাষ্ঠে তু যথা ঔষ্ণ্যপ্রকাশৌ যৌ উদ্ভবম্ গচ্ছতঃ, তথা এব শান্তাসু সুখচৈতন্যে উদ্ভূতিম্ আপ্নুতঃ।

অনুবাদ ও টীকা—কিন্তু কাষ্ঠে যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ উভয়ই আবির্ভাব প্রাপ্ত হয় সেই প্রকার শান্তবৃত্তিসমূহে আনন্দ ও চৈতন্য উভয়ই আবির্ভাব প্রাপ্ত হয়। ১১

ভাল, দৃষ্টান্তে, জল ও কাষ্ঠ উভয়ই তুল্যরূপে ভৌতিক বা জড়; তন্মধ্যে জলে অগ্নির আংশিক প্রবেশ হয়, কাষ্ঠে পূর্ণ প্রবেশ হয়; আবার দার্ষ্টান্তে, ঘোর-মূঢ়বৃত্তি ও শান্তবৃত্তি উভয়ই তুল্যরূপে বৃত্তি; তন্মধ্যে ঘোর-মূঢ়বৃত্তিতে ব্রহ্মের আংশিক প্রবেশ, শান্তবৃত্তিতে পূর্ণ প্রবেশ—এইরূপ ব্যবস্থা কি প্রকারে করিতে পারেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ক) উক্ত ব্যবস্থার বা নিয়ম স্থাপনের কারণ; আর নিজ অনুভূতিই নিয়ামক প্রমাণ।

বস্তুস্বভাবমাশ্রিত্য ব্যবস্থা তূভয়োঃ সমা।
অনুভূত্যনুসারেণ কল্প্যতে হি নিয়ামকম্॥ ১২

অন্বয় :—বস্তুস্বভাবম্ আশ্রিত্য তু উভয়োঃ ব্যবস্থা সমা; অনুভূত্যনুসারেণ হি নিয়ামকম্ কল্প্যতে।

অনুবাদ—দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্ত উভয় স্থলেই জল কাষ্ঠাদিরূপ এবং ঘোর-শান্তাদি-বৃত্তিরূপ বস্তুর স্বভাব ধরিয়া তুল্যরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। নিজ অনুভূতি অনুসারেই সেই সেই ব্যবস্থার নিয়ামক* প্রমাণ কল্পিত হয়।

টীকা—সেই তুল্যরূপ ব্যবস্থার নিয়ামক প্রমাণ কি হইবে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"নিজ অনুভূতি অনুসারেই" ইত্যাদি। ১২

৩। শান্ত এবং ঘোর মূঢ় বৃত্তিসমূহে যথাক্রমে সুখ ও দুঃখের অনুভব; তদনুসারে ব্রহ্মের সৎ-চিৎ-আনন্দ রূপ তিন অংশের ব্যবস্থাপূর্ব্বক বর্ণন।

এক্ষণে উক্ত অনুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) উক্ত অনুভূতির মধ্যে, শান্ত বৃত্তিতে কোথাও কোন সুখের আতিশয্য।

ন ঘোরাসু ন মূঢ়াসু সুখানুভব ঈক্ষ্যতে।
শান্তাস্বপি ক্বচিৎ কশ্চিৎ সুখাতিশয় ঈক্ষ্যতাম্॥১৩

* দৃষ্টান্তে নিয়ামক হইতেছে—বস্তুস্বভাব যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়। দার্ষ্টান্তে নিয়ামক হইতেছে অনুভূতির অন্যথা অনুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণ অর্থাৎ শান্তবৃত্তিসমূহে ব্রহ্মের পূর্ণতর প্রকাশ বিনা সুখানুভূতি অনুপপন্ন হয়। স্বভাব বলে যেমন কাষ্ঠে যে ঔষ্ণ্যপ্রকাশের আবির্ভাব তাহা অন্যথা উপপন্ন হইতে পারে। এইরূপে অনুভবানুসারে প্রমাণ কল্পনা আচার্য্য পীতাম্বর "তূভয়োঃ" স্থলে "ভূতয়োঃ" পাঠ ধরিয়াছেন। তিনি বোধহয় "ভূতয়োঃ" দ্বারা জল ও কাষ্ঠরূপ ভূত বা ভূতভূত কার্য্যদ্বয় বুঝিয়াছেন অথবা জল কাষ্ঠাদি উপাদান ভূতভূত এবং শান্তাদি বৃত্তির উপাদান ভূতভূত এই দুই ভূত বুঝাইতে চাহেন; যাহা হউক সমগ্র শ্লোকে "উভয়োঃ" পাঠই অধিকতর সমীচীন।

অন্বয়—ন ঘোরাসু ন মূঢ়াসু সুখানুভবঃ ঈক্ষ্যতে। শান্তাসু অপি কচিৎ কশ্চিৎ সুখাতিশয়ঃ ঈক্ষ্যতাম্।

অনুবাদ—ঘোরবৃত্তিসমূহে এবং মূঢ়বৃত্তিসমূহে সুখানুভব দেখিতে পাওয়া যায় না। শান্তবৃত্তিসমূহেও কোথাও (কোন বৃত্তিতে) কোথাও সুখের আধিক্য কোথাও ন্যূনতা এইরূপ জানিতে হইবে।

টীকা—শান্ত বৃত্তিসমূহেও যে আনন্দানুভব হয়, তাহা কোন স্থলে ইষ্ট বস্তুর স্মরণে বা দর্শনে বা লাভসম্ভাবনায় অল্পসুখ, কোথাও বা তাহার লাভে 'মোদ' বা অধিক সুখ, কোথাও বা তাহার ভোগে 'প্রমোদ' বা অধিকতর সুখ এইরূপে সুখের তারতম্যের ভান হয়, ইহাই অর্থ।'] ১৩

চতুর্থ শ্লোকে ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিতে যে সুখাভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকেই দৃষ্টান্ত দ্বারা আকার দিয়া দেখাইতেছেন :—

যে ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে সুখের অভাব এবং দুঃখাদির সদ্ভাব।

গৃহক্ষেত্রাদিবিষয়ে যদা কামো ভবেত্তদা।
রাজসস্যাস্য কামস্য ঘোরত্বাত্তত্র নো সুখম্ ॥ ১৪

অন্বয়—গৃহক্ষেত্রাদিবিষয়ে যদা কামঃ ভবেৎ তদা রাজসস্য অস্য কামস্য ঘোরত্বাৎ তত্র সুখম্ নো।

অনুবাদ ও টীকা—গৃহক্ষেত্রাদিবিষয়ে যখন ইচ্ছা জন্মে, তখন রজোগুণের কার্য্য এই কাম ঘোরবৃত্তি বলিয়া তাহাতে সুখানুভব হয় না। ১৪

সিধ্যেন্ন বেত্যস্তি দুঃখমসিদ্ধৌ তদ্বিবর্দ্ধতে।
প্রতিবন্ধে ভবেৎ ক্রোধো দ্বেষো বা প্রতিকূলতঃ ॥১৫

অন্বয়—সিধ্যেৎ বা ন ইতি দুঃখম্ অস্তি, অসিদ্ধৌ তৎ বিবর্দ্ধতে, প্রতিবন্ধে ক্রোধঃ ভবেৎ বা প্রতিকূলতঃ দ্বেষঃ।

অনুবাদ ও টীকা—এই বিষয়জনিত সুখ সিদ্ধ হইবে কি না, এইরূপ সংশয় হইলে দুঃখ উপস্থিত হয়; অসিদ্ধ হইলে, সেই দুঃখ বৃদ্ধি পায়; তাহাতে প্রতিবন্ধ বা নিষেধ ঘটিলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় কিম্বা সুখ-প্রতিকূল দুঃখের প্রতি দ্বেষ উৎপন্ন হয়।

টীকা—সুখাভাব বিষয়ে অন্য কারণ বলিতেছেন—সেই সুখ প্রতিবন্ধ মধ্যে সুখ প্রতিকূল যে দুঃখ তাহা থাকিয়া যাইলে দ্বেষ উৎপন্ন হয়, ইহাই অর্থ। ১৫

সুখপ্রতিবন্ধ নিবারণের উপায় অসাধ্য হইলে যে বিষাদ বা খেদ জন্মে, তাহা তামসবৃত্তি বলিয়া তাহাতে সুখ নাই, ইহাই বলিতেছেন :—

অশক্যশ্চেৎ প্রতীকারো বিষাদঃ স্যাৎ স তামসঃ।
ক্রোধাদিষু মহদ্দুঃখং সুখশঙ্কাপি দূরতঃ॥ ১৬

অন্বয়—প্রতীকারঃ অশক্যঃ চেৎ, বিষাদঃ স্যাৎ সঃ তামসঃ। ক্রোধাদিষু মহৎ দুঃখম্ সুখশঙ্কা অপি দূরতঃ (তিষ্ঠতি)।

অনুবাদ—প্রতিবন্ধের প্রতিকার বা নিবৃত্তির উপায় যখন অসাধ্য হয় তখন বিষাদ জন্মে; তাহা ত তমোগুণের কার্য্য; ক্রোধাদিতে দুঃখ অত্যন্ত, সুখের সম্ভাবনাও সুদূর।

টীকা—শ্লোকের শেষাৰ্দ্ধ অর্থ স্পষ্ট। ১৬

(গ) শান্তবৃত্তিসমূহে সুখের তারতম্য।

কাম্যলাভে হর্ষবৃত্তিঃ শান্তা তত্র মহৎ সুখম্।
ভোগে মহত্তরং লাভপ্রসক্তাবীষদেব হি॥ ১৭

অন্বয় কাম্যলাভে শান্তা হর্ষবৃত্তিঃ তত্র মহৎ সুখম্; ভোগে মহত্তরম্; লাভপ্রসক্তৌ ঈষৎ এব।

অনুবাদ ও টীকা—বাঞ্ছিত বস্তুর লাভ হইলে হর্ষরূপ শান্তবৃত্তি হয়, তাহাতে মহৎ সুখ জন্মে; তাহার ভোগে সুখ মহত্তর; তাহার লাভ সম্ভাবনায় সুখ অল্প। ১৭

(ঘ) সুখমাত্রই ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব। অন্তর্মুখ শান্তবৃত্তিসমূহে সেই প্রতিবিম্ব প্রসিদ্ধ।

মহত্তমং বিরক্তৌ তু বিদ্যানন্দে তদীরিতম্।
এবং ক্ষান্তৌ তথৌদার্য্যে ক্রোধলোভনিবারণাৎ

অন্বয়—বিরক্তৌ তু মহত্তমম্, তৎ বিদ্যানন্দে ঈরিতম্ এবম্ ক্ষান্তৌ তথা ঔদার্য্যে ক্রোধলোভনিবারণাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলে যে মহত্তম সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা বিদ্যানন্দ নামক চতুর্দ্দশ প্রকরণে ২১ হইতে ৩৫ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকার ক্রোধ ও লোভের অভাব হেতু ক্ষান্তি ও ঔদার্য্যে মহত্তম সুখ হয়। ১৮

যদ্যৎ সুখং ভবেত্তত্তদ্ব্রহ্মৈব প্রতিবিম্বনাৎ।
বৃত্তিষ্বন্তর্মুখাস্বস্য নির্বিঘ্নং প্রতিবিম্বনম্॥ ১৯

অন্বয়—যৎ যৎ সুখম্ তৎ তৎ ব্রহ্ম এব, প্রতিবিম্বনাৎ ভবেৎ। অন্তর্মুখাসু বৃত্তিষু অস্য নির্বিঘ্নম্ প্রতিবিম্বনম্।

অনুবাদ—যাহা যাহা সুখ অর্থাৎ সুখ যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন,

তাহা ব্রহ্ম, কেননা তাহা (বৃত্তিতে) ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্বন। বৃত্তিসকল অন্তর্মুখ হইলে এই ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের প্রতিবিম্ব বিম্বশূন্য স্পষ্ট হয়।

টীকা—এই প্রকারে (বৃত্তিতে) ব্রহ্মপ্রতিবিম্বই যে সুখ, ইহা ক্ষমা প্রভৃতি অন্তর্মুখ বৃত্তিসমূহে প্রসিদ্ধ, ইহাই বলিতেছেন—"বৃত্তিসকল অন্তর্মুখ হইলে" ইত্যাদি। ১৯

এক্ষণে সর্বত্র ব্রহ্মের স্বরূপের অনুভব দেখাইবার জন্য, ব্রহ্মের স্বরূপ স্মরণ করিতেছেন :—

(ঙ) ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের স্মরণ ; তন্মধ্যে শিলাদি জড়ে কেবল সৎ-রূপেরই সিদ্ধি।

সত্তা চিতিঃ সুখং চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ।
মৃচ্ছিলাদিষু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতরদ্বয়ম্॥ ২০

অন্বয়—সত্তা চিতিঃ সুখম্ চ ইতি ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ ব্রহ্মণঃ। মৃচ্ছিলাদিষু সত্তা এব ব্যজ্যতে, ইতরৎ দ্বয়ম্ ন।

অনুবাদ ও টীকা—সত্তা, চৈতন্য ও সুখ—এই তিনটি ব্রহ্মের স্বভাব। তন্মধ্যে মৃত্তিকা প্রস্তর প্রভৃতি জড়ে সত্তাই ব্যক্ত ; অপর দুইটি অর্থাৎ চৈতন্য ও আনন্দ ব্যক্ত নহে। ২০

(চ) ঘোর ও মূঢ়রূপ বুদ্ধি-বৃত্তিতে সৎ চিৎ উভয়ের এবং শান্তবৃত্তিতে তিনেরই আবির্ভাব—এইরূপে সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের বর্ণন

সত্তা চিতির্দ্বয়ং ব্যক্তং ধীবৃত্ত্যোর্ঘোরমূঢ়য়োঃ।
শান্তবৃত্তৌ ত্রয়ং ব্যক্তং মিশ্রং ব্রহ্মেত্থমীরিতম্॥২১

অন্বয়—ঘোরমূঢ়য়োঃ ধীবৃত্ত্যোঃ সত্তা চিতিঃ দ্বয়ম্ ব্যক্তম্ শান্তবৃত্তৌ ত্রয়ম্ ব্যক্তম্, ইত্থম্ মিশ্রম্ ব্রহ্ম ঈরিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—ঘোর মূঢ়রূপ বুদ্ধিসমূহে সত্তা ও চৈতন্য এই দুইটিরই আবির্ভাব এবং শান্তবৃত্তিসমূহে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ এই তিনেরই আবির্ভাব। এই প্রকারে মিশ্র অর্থাৎ বৃত্ত্যাদি প্রপঞ্চ সহিত ব্রহ্ম কথিত হইল।

টীকা—সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের বর্ণন হইল, ইহাই বলিতেছেন "এই প্রকারে" ইত্যাদি। ২১

নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের জ্ঞানের উপায়—মায়াকে পৃথক্ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যারূপ ব্রহ্মের ধ্যান।

১। নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের বর্ণন ; মায়াস্বরূপের বিভাগ।

ভাল, অমিশ্র ব্রহ্মকে কি উপায়ে জানা যাইবে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) অমিশ্র ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়,—জ্ঞান ও যোগের বর্ণন।

অমিশ্রং জ্ঞানযোগাভ্যাং তৌ চ পূর্ব্বমুদীরিতৌ।
আদ্যেঽধ্যায়ে যোগচিন্তা জ্ঞানমধ্যায়য়োর্দ্বয়োঃ॥২২

অন্বয়—অমিশ্রম্ জ্ঞানযোগাভ্যাম্ তৌ চ পূর্ব্বম্ উদীরিতৌ। আদ্যে অধ্যায়ে যোগচিন্তা, দ্বয়োঃ অধ্যায়য়োঃ জ্ঞানম্।

অনুবাদ—অমিশ্র ব্রহ্মকে জ্ঞান ও যোগ দ্বারা জানিতে হয়; সেই দুই উপায় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। যোগানন্দ নামক প্রথমাধ্যায়ে যোগের বিচার করা হইয়াছে; এবং আত্মানন্দ নামক ও অদ্বৈতানন্দ নামক পরবর্ত্তী দুই অধ্যায়ে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে।

টীকা— জ্ঞান ও যোগ পূর্ব্বে কোথায় কথিত হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যোগানন্দ নামক প্রথমাধ্যায়ে" ইত্যাদি। তাহার পরবর্ত্তী দুই অধ্যায়ে জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন—"এবং আত্মানন্দ নামক" ইত্যাদি। ২২

ভাল, সৎ চিৎ আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝা গেল। মায়ার রূপ কি প্রকার? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) মায়ার স্বরূপ, তাহাতে অসত্তা ও জড়তার সমাবেশ।

অসত্তাজাড্যদুঃখে দ্বে মায়ারূপং ত্রয়ং ত্বিদম্।
অসত্তা নরশৃঙ্গাদৌ জাড্যং কাষ্ঠশিলাদিষু॥ ২৩

অন্বয়—অসত্তাজাড্যদুঃখে দ্বে ইদম্ ত্রয়ম্ তু মায়ারূপম্ নরশৃঙ্গাদৌ অসত্তা, কাষ্ঠশিলাদিষু জাড্যম্।

অনুবাদ ও টীকা—অসত্তা এবং জড়তা ও দুঃখ এই দুইটি, মোট তিনটি মায়ার রূপ। তন্মধ্যে অসত্তা মনুষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতিতে উপলব্ধ হয়, জড়তা কাষ্ঠ-শিলা প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয় বস্তুতে (এইরূপে বিচার পূর্ব্বক) বুঝিতে হইবে। ২৩

দুঃখ কোথায় আছে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) মায়ায় দুঃখের সমাবেশ; মায়ার অনুভব করিয়া শান্তাদি বৃত্তিতে মিশ্রব্রহ্মের অনুভবের উপায়।

ঘোরমূঢ়ধিয়োর্দুঃখমেবং মায়া বিজৃম্ভিতা।
শান্তাদিবুদ্ধিবৃত্ত্যৈক্যান্মিশ্রং ব্রহ্মেতি কীর্ত্তিতম্॥২৪

অন্বয়—ঘোরমূঢ়ধিয়োঃ দুঃখম্, এবম্ মায়া বিজৃম্ভিতা, শান্তাদিবুদ্ধিবৃত্ত্যৈক্যাৎ "মিশ্রম্ ব্রহ্ম" ইতি কীর্ত্তিতম্।

অনুবাদ—ঘোর ও মূঢ়বুদ্ধিতে দুঃখ, এইরূপে মায়ার প্রকাশ। শান্তাদি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত অভেদবশতঃ (ব্রহ্মকে এস্থলে) মিশ্র ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

টীকা—এই প্রকারে মায়া সর্ব্বত্র প্রকাশিত ইহাই বলিতেছেন। শান্তাদি বৃত্তিসমূহে ব্রহ্মের মিশ্র বা সপ্রপঞ্চতা যাহা পূর্ব্বে ২১ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে তাহার কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—"শান্তাদি বুদ্ধির সহিত" ইত্যাদি। ২৪

২। ব্রহ্ম ধ্যান—সবৃত্তিক তিন প্রকার, অবৃত্তিক এক প্রকার।

এই ২৩ শ্লোকে যাহা বলা হইল তাহা বলিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—ব্রহ্মধ্যানই তাহার প্রয়োজন :—

(ক) ২৩ শ্লোকে মায়া-স্বরূপাদি বর্ণনের প্রয়োজন—ব্রহ্মধ্যান ; তাহার প্রকার।

এবং স্থিতেঽত্র যো ব্রহ্ম ধ্যাতুমিচ্ছেৎ পুমানসৌ।
নৃশৃঙ্গাদিমুপেক্ষেত শিষ্টং ধ্যায়েদ্যথাযথম্ ॥ ২৫

অন্বয়—এবম্ স্থিতে অত্র যঃ ব্রহ্ম ধ্যাতুম্ ইচ্ছেৎ অসৌ পুমান্ নৃশৃঙ্গাদিম্ উপেক্ষেত ; শিষ্টম্ যথাযথম্ ধ্যায়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—ব্রহ্ম ও মায়ার স্বরূপ যখন এইরূপ অবধারিত হইল, তখন এ বিষয়ে যে অধিকারী মন্দবুদ্ধি, অথচ ব্রহ্মধ্যান করিতে ইচ্ছু, তিনি একান্ত অসৎ মনুষ্য-শৃঙ্গ প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ বিস্মৃত হইয়া, অন্যত্র (সৎ) ব্রহ্মের যথাযোগ্য ধ্যান করিবেন—নিরন্তর চিন্তা করিবেন। ২৫

'অন্যত্র ধ্যান করিবেন' এইরূপ যে বলা হইল, তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই—কোথায় কি প্রকারে ধ্যান করিতে হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—

শিলাদৌ নামরূপে দ্বে ত্যক্ত্বা সন্মাত্রচিন্তনম্।
ত্যক্ত্বা দুঃখং ঘোরমূঢ়ধিয়োঃ সচ্চিদ্বিচিন্তনম্ ২৬

অন্বয়—শিলাদৌ নামরূপে দ্বে ত্যক্ত্বা সন্মাত্রচিন্তনম্। ঘোরমূঢ়ধিয়োঃ দুঃখম্ ত্যক্ত্বা সচ্চিদ্বিচিন্তনম্।

অনুবাদ ও টীকা—শিলা প্রভৃতিতে নামরূপ এই উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া 'সৎ'মাত্রেরই চিন্তা করিতে হয় এবং ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সত্তা ও চৈতন্যের চিন্তা করিতে হয়। ২৬

সাত্ত্বিক বৃত্তিসমূহে সৎ চিৎ আনন্দ এই তিনেরই ধ্যান করা উচিত, ইহাই বলিতেছেন :—

শান্তাসু সচ্চিদানন্দাংস্ত্রীনপ্যেবং বিচিন্তয়েৎ।
কনিষ্ঠমধ্যমোৎকৃষ্টাস্তিস্রশ্চিন্তাঃ ক্রমাদিমাঃ ॥ ২৭

অন্বয়—এবম্ শান্তাসু সচ্চিদানন্দান্ ত্রীন্ অপি বিচিন্তয়েৎ ; ইমাঃ তিস্রঃ চিন্তাঃ ক্রমাৎ কনিষ্ঠমধ্যমোৎকৃষ্টাঃ।

অনুবাদ—এইরূপে শান্তবৃত্তিসমূহে সৎ চিৎ ও আনন্দ এই তিনেরই চিন্তা করিতে হয়। এই (পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত) তিন প্রকার ধ্যান যথাক্রমে কনিষ্ঠ মধ্যম ও উত্তম।

টীকা—এই তিন প্রকার ধ্যান কি তুল্যরূপ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, "এই তিন প্রকার ধ্যান যথাক্রমে" ইত্যাদি। ২৭

এক্ষণে যে ব্যক্তি নির্গুণ ধ্যানের অধিকারী নহেন, তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য—তাঁহার মিশ্র ব্রহ্মধ্যানে অধিকার আছে—এই অভিপ্রায় লইয়া বলিতেছেন :—

(খ) নির্গুণ ব্রহ্মধ্যানে অনধিকারীই ২৩ শ্লোকোক্ত ধ্যানে অধিকারী।

মন্দস্য ব্যবহারেঽপি মিশ্রব্রহ্মণি চিন্তনম্।
উৎকৃষ্টং বক্তুমেবাত্র বিষয়ানন্দ ঈরিতঃ॥ ২৮

অন্বয়—মন্দস্য ব্যবহারে অপি মিশ্রব্রহ্মণি চিন্তনম্ উৎকৃষ্টম্ বক্তুম্ এব অত্র বিষয়ানন্দঃ ঈরিতঃ।

অনুবাদ—স্থূলবুদ্ধি পুরুষের ব্যবহারে ও মিশ্রব্রহ্মবিষয়ক চিন্তন উৎকৃষ্ট, ইহা বলিবার জন্য এই প্রকরণে 'বিষয়ানন্দ' কথিত হইল।

টীকা—তাৎপর্য্য এই যে—যে মন্দবুদ্ধি অধিকারীর বিচারবলে বৃত্তিপ্রভৃতি প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে জানিবার শক্তি নাই, তিনি বৃত্তি প্রভৃতি প্রপঞ্চরূপ ব্যবহারেও যথাক্রমে সৎ চিৎ আনন্দের চিন্তা করিয়া পরে সেই অভ্যাসবলে সর্ব্বত্র সচ্চিদানন্দকে জানিতে পারিবেন, এই হেতু এই প্রকরণে 'বিষয়ানন্দ' বর্ণিত হইল। ২৮

এই প্রকারে সবৃত্তিক তিন প্রকার ধ্যান বর্ণন করিয়া অবৃত্তিক ধ্যান বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) অবৃত্তিক ধ্যান,—তাহা ২৩ শ্লোকোক্ত তিন প্রকার ধ্যানের অপেক্ষায় চতুর্থ।

ঔদাসীন্যে তু ধীবৃত্তেঃ শৈথিল্যাদুত্তমোত্তমম্।
চিন্তনং বাসনানন্দে ধ্যানমুক্তং চতুর্বিধম্॥ ২৯

অন্বয়—ঔদাসীন্যে তু ধীবৃত্তেঃ শৈথিল্যাৎ বাসনানন্দে চিন্তনম্ উত্তমোত্তমম্। চতুর্ব্বিধম্ ধ্যানম্ উক্তম্।

অনুবাদ—উক্ত মিশ্র ধ্যান দ্বারা ঔদাসীন্য জন্মিলে, বুদ্ধিবৃত্তির শিথিলতা বশতঃ বাসনানন্দ বিষয়ক ধ্যান জন্মে, তাহা উত্তমোত্তম অর্থাৎ তিন প্রকার ধ্যান অপেক্ষাও অধিক। এইরূপে চারিপ্রকার ধ্যান কথিত হইল।

টীকা—২৩ শ্লোকোক্ত অর্থের উপসংহার করিতেছেন—"এইরূপ চারিপ্রকার" ইত্যাদি। ২৯

ভাল, উক্ত চারি প্রকার ধ্যান (পাতঞ্জলোক্ত) ধ্যানের অবান্তর ভেদ নহে—ইহা ব্রহ্মবিদ্যা।

ভাল, ইহা কি "ধ্যানের" অবান্তর ভেদ ? না, এইরূপ নহে, ইহাই বলিতেছেন :—

(ক) উক্ত ধ্যান যোগশাস্ত্রোক্ত ধ্যানের অবান্তর ভেদ নহে, তাহা ব্রহ্মবিদ্যা; তাহার উৎপত্তি-প্রকার।

ন ধ্যানং জ্ঞানযোগাভ্যাং ব্রহ্মবিদ্যৈব সা খলু।
ধ্যানেনৈকাগ্র্যমাপন্নে চিত্তে বিদ্যা স্থিরীভবেৎ॥৩০

অন্বয়—জ্ঞানযোগাভ্যাম্ ধ্যানম্ ন, সা খলু ব্রহ্মবিদ্যা এব। ধ্যানেন ঐকাগ্র্যম্ আপন্নে চিত্তে বিদ্যা স্থিরীভবেৎ।

অনুবাদ—এই ধ্যানে জ্ঞান ও যোগ উভয়ই থাকায়, ইহা ধ্যান নহে, ইহা নিশ্চিতই ব্রহ্মবিদ্যা। ধ্যান দ্বারা একাগ্রতাপ্রাপ্ত চিত্তে সেই সেই বিদ্যা স্থির অর্থাৎ সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত হয়—অজ্ঞানাদি বাধদক্ষা হয়।

টীকা—তাহা যদি ধ্যান না হইল, তবে তাহা কি? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—ইহা নিশ্চিতই ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ধ্যানদ্বারা একাগ্রতাপ্রাপ্ত" ইত্যাদি। ৩০

এই ধ্যানরূপী বিদ্যা যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহার হেতু :—

(খ) এই ধ্যান যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহার হেতু।

বিদ্যায়াং সচ্চিদানন্দা অখণ্ডৈকরসাত্মতাম্।
প্রাপ্য ভান্তি ন ভেদেন ভেদকোপাধিবর্জ্জনাৎ ॥৩১

অন্বয়—বিদ্যায়াম্ সচ্চিদানন্দাঃ অখণ্ডৈকরসাত্মতাম্ প্রাপ্য ভান্তি, ভেদেন ন; ভেদকোপাধিবর্জ্জনাৎ।

অনুবাদ—এই বিদ্যায় (জ্ঞানে) সৎ-চিৎ-আনন্দ যাহারা ব্রহ্মস্বভাব, তাহারা অখণ্ড একরসরূপতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রকাশ পায় না; কেননা, ভেদোৎপাদক উপাধিসমূহ তিরোহিত হইয়া যায়।

টীকা—তাৎপর্য্য এই—প্রথম ধ্যানকালে সৎ চিৎ আনন্দ—যাহারা ব্রহ্মের স্বভাব তাহারা উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। পরে ধ্যানাভ্যাস বশতঃ একাগ্রতাপ্রাপ্ত চিত্তে বিচার দ্বারা উপাধিসমূহ নিবারিত হইলে সৎ চিৎ ও আনন্দ অখণ্ড একরস হইয়া প্রকাশ পায়: এই হেতু ইহা ব্রহ্মবিদ্যাই, ধ্যান অর্থাৎ উপাসনা নহে; ইহাই অর্থ। ৩১

পূর্ব শ্লোকে যে বলা হইল, ভেদোৎপাদক উপাধিসমূহ তিরোহিত হইয়া যায়; তন্মধ্যে সেই ভেদোৎপাদক উপাধি কি কি তাহাই বলিতেছেন :—

(গ) ব্রহ্মাংশের ভেদক উপাধি হইতেছে বৃত্তি।

শান্তা ঘোরাঃ শিলাদ্যাশ্চ ভেদকোপাধয়ো মতাঃ।
যোগাদ্বিবেকতো বৈষামুপাধীনামপকৃতিঃ ॥ ৩২

অন্বয়—শান্তাঃ ঘোরাঃ চ শিলাদ্যাঃ ভেদকোপাধয়ঃ মতাঃ। যোগাৎ বা বিবেকতঃ এষাম্ উপাধীনাম্ অপকৃতিঃ।

অনুবাদ—শান্তবৃত্তি, ঘোরবৃত্তি ও বাহ্যবিষয় শিলাদি ইহাদিগকে ভেদক উপাধি বলা হয়। যোগদ্বারা অথবা বিবেক দ্বারা এই সব উপাধি দূরীভূত হয়।

টীকা—এই সকল উপাধির নিবারণের উপায় কি? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—চিত্তের একাগ্রতারূপ যোগ দ্বারা বা বিচার দ্বারা এই উপাধিসমূহ নিবারিত হইয়া থাকে। ৩২

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(খ) ফলিতার্থ।

নিরুপাধিব্রহ্মতত্ত্বে ভাসমানে স্বয়ম্প্রভে।
অদ্বৈতে ত্রিপুটী নাস্তি ভূমানন্দোঽত উচ্যতে॥৩৩

অন্বয়—স্বয়ংপ্রভে অদ্বৈতে নিরুপাধিব্রহ্মতত্ত্বে ভাসমানে ত্রিপুটী ন অস্তি, অতঃ ভূমানন্দঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—স্বয়ংপ্রকাশ নিরুপাধিক অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব অবভাসিত হইলে, তাহাতে আর ত্রিপুটী থাকে না ; এই হেতু তাহাকে ভূমানন্দ বলা হয়।

টীকা—ত্রিপুটীর ভান হয় না বলিয়া অর্থাৎ তাহাতে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী অনুভূত হয় না বলিয়া ইহাকে ভূমানন্দ অর্থাৎ দেশ কাল বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ-রহিত বলা হয়, ইহাই অর্থ। ৩৩

একণে গ্রন্থের উপসংহার করিতেছেন :—

(গ) গ্রন্থসমাপ্তি।

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে পঞ্চমোঽধ্যায় ঈরিতঃ।
বিষয়ানন্দ এতেন দ্বারেণান্তঃ প্রবিশ্যতাম্॥ ৩৪

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ঈরিতঃ বিষয়ানন্দঃ, এতেন দ্বারেণ অন্তঃ প্রবিশ্যতাম্।

অনুবাদ—অধ্যায় পঞ্চকাত্মক ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থে বিষয়ানন্দ নামক এই পঞ্চম অধ্যায় কথিত হইল। এই বিষয়ানন্দরূপ দ্বারের সাহায্যে ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ কর।

টীকা—এই শ্লোক স্পষ্টার্থ বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ৩৪

(ঘ) গ্রন্থাবসানে আশীর্বাদাত্মক মঙ্গলাচরণ।

প্রীয়াদ্ধরিহরোঽনেন ব্রহ্মানন্দেন সর্ব্বদা।
পায়াচ্চ প্রাণিনঃ সর্ব্বান্ স্বাশ্রিতান্ শুদ্ধমানসান্॥৩৫

অন্বয়—অনেন ব্রহ্মানন্দেন হরিহরঃ সর্ব্বদা প্রীয়াৎ চ স্বাশ্রিতান্ শুদ্ধমানসান্ সর্ব্বান্ প্রাণিনঃ পায়াৎ।

অনুবাদ ও টীকা—আমাদের এই ব্রহ্মানন্দ নিরূপণ [illegible] দ্বারা [illegible] হরিহর নিত্য প্রসন্ন থাকুন এবং আপনার আশ্রিত শুদ্ধচিত্ত প্রাণিগণকে জন্ম-জরামরণাদি দুঃখরূপ সংসার হইতে রক্ষা করুন। ৩৫

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশীর পঞ্চদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

পঞ্চদশী সমাপ্ত।

ওঁতৎসৎ।

পরিশিষ্ট ঘ

(সপ্তমাধ্যায়ের পঞ্চমশ্লোকের সহিত পাঠ)

ভ্রম বা অধ্যাসের স্বরূপ নিরূপণ।

যে জ্ঞান সংশয় নহে অর্থাৎ 'সংশয়' হইতে ভিন্ন, তাহার নাম নিশ্চয়। (সংশয়ের স্বরূপ ও ভেদ অগ্রে ১১।৭ টীকায় দ্রষ্টব্য)। শুক্তির শুক্তিত্বরূপে যথার্থজ্ঞান এবং শুক্তির রজতত্বরূপে ভ্রমজ্ঞান, উভয়ই সংশয় হইতে ভিন্ন জ্ঞান বলিয়া—'নিশ্চয়'রূপ।

ভ্রমের লক্ষণ—'স্বাভাবাধিকরণাবভাস'—অর্থাৎ যাহাতে যে বস্তু নাই তাহাতে সেই বস্তুর অবভাসকে 'ভ্রম' বলে, যেমন শুক্তিতে রজত ভ্রমের স্থলে, "স্ব" শব্দের অর্থ রজত ও রজতের জ্ঞান, তাহার "অভাব" অর্থে শুক্তিতে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক ভাবে যে রজতের অভাব তাহার "অধিকরণ" অর্থাৎ অধিষ্ঠান শুক্তি বা শুক্তি-বিশিষ্ট চৈতন্য বা শুক্তিদ্বারা উপহিত চৈতন্য বা ইদমাকার (এই একটা কিছু এই আকারের) বৃত্তি দ্বারা উপহিত চৈতন্য; "অবভাস" অর্থে রজত ও তাহার জ্ঞান, তাহাকেই ভ্রম (বা অধ্যাস) বলা হয়। অথবা অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন সত্তা বিশিষ্ট (সত্তা অগ্রে ব্যাখ্যাত হইতেছে) অবভাসকে ভ্রম ও অধ্যাস বলে। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অর্থাৎ কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ব্যুৎপত্তি করিলে 'অধ্যাস' পদের এবং অবভাস পদের বাচ্যার্থ বিষয় (বা অর্থ) ও জ্ঞান উভয়ই; তদনুসারে অধ্যাস প্রধানতঃ দুই প্রকারের—অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাস। তন্মধ্যে অর্থাধ্যাস অনেক প্রকারের; যথা (ক) কেবল সম্বন্ধ মাত্রের অধ্যাস—যে স্থলে অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস হয়, সে স্থলে কেবল সম্বন্ধাধ্যাস; যেমন 'আমি বুঝিতেছি'—এস্থলে বুদ্ধিরূপ অনাত্মায় আত্মার সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ মাত্র অধ্যস্ত হইয়াছে; আত্মার সচ্চিদানন্দরূপতা অধ্যস্ত হয় নাই।

(খ) সম্বন্ধ বিশিষ্ট সম্বন্ধীর অধ্যাস—যে স্থলে আত্মায় অনাত্মার সম্বন্ধ ও স্বরূপ উভয়ই অধ্যস্ত হয়, সেই স্থলে সম্বন্ধবিশিষ্ট সম্বন্ধীর অধ্যাস—"আমি মরিলাম কেননা আমার ধেনুটী মরিয়াছে।" এস্থলে আত্মার অনাত্মা ধেনুর সম্বন্ধ ও স্বরূপ উভয়ই অধ্যস্ত হইয়াছে।

(গ) কেবল ধর্ম্মের অধ্যাস—আমি গৌর আমি অন্ধ,—এস্থলে দেহধর্ম্ম গৌরত্ব, নেত্রেন্দ্রিয়ের অপটুতা আত্মায় অধ্যস্ত হইয়াছে; সমগ্র দেহ বা সমস্ত ইন্দ্রিয় অধ্যস্ত হয় নাই।

(ঘ) ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর অধ্যাস—আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এই স্থলে আত্মায় কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বরূপ অন্তঃকরণ ধর্ম্মের ও অন্তঃকরণের এই উভয়েরই অধ্যাস।

(ঙ) অন্যোন্যাধ্যাস—"তপ্তায়ঃপিণ্ডে" লৌহ ও অগ্নির ন্যায় আত্মায় অনাত্মার (যেমন দেহের) এবং অনাত্মায় (যেমন দেহে) আত্মার অধ্যাস।

(চ) অন্যতরাধ্যাস—ইহা দুই প্রকারের হইয়া থাকে:—(১) আত্মায় অনাত্মার অধ্যাস, (২) অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস। অনাত্মায় আত্মার স্বরূপের অধ্যাস হয় না। কিন্তু আত্মায় অনাত্মার স্বরূপের অধ্যাস হয়। ইহাই অন্যতরাধ্যাস। দুইয়ের মধ্যে একের অধ্যাস হইলে অন্যতরাধ্যাস হয়। এইরূপে অর্থাধ্যাস অনেক প্রকারের হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত অধ্যাস লক্ষণ উক্ত সকল স্থলেই থাটে, কোনও ব্যভিচার হয় না।* অদ্বৈত বেদান্ত সিদ্ধান্তে সকল অধ্যাসের অধিষ্ঠান—চৈতন্য। যেস্থলে রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি হয়; সেস্থলে "এই-একটা-কিছু" আকারের বৃত্তি দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতে অভিন্ন 'রজ্জ্ববচ্ছিন্ন' চৈতন্যই † সর্পের অধিষ্ঠান; রজ্জু অধিষ্ঠান নহে। কেননা সর্পের ন্যায় রজ্জুও কল্পিত, এবং কল্পিত বস্তু অন্য কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান হইতে পারে না। রজ্জুবিশিষ্ট চৈতন্যকে যদি অধিষ্ঠান বলিয়া মানা যায় তাহা হইলে রজ্জু ও চৈতন্য উভয়কেই অধিষ্ঠান বলিয়া মানিতে হয়। আর রজ্জু নিজেই কল্পিত বলিয়া রজ্জুভাগের অধিষ্ঠানতা বাধিত। এই হেতু রজ্জুপহিত চৈতন্যকেই অধিষ্ঠান বলিয়া মানিতে হয়। সেই প্রকার সর্পজ্ঞানেও অধিষ্ঠান সাক্ষিচৈতন্য।

চৈতন্যের সত্তা পারমার্থিক সত্তাই বটে, কিন্তু কাহারও মতে উপাধি রজ্জু ব্যাবহারিক বলিয়া, রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্যের সত্তাকে ব্যাবহারিক সত্তা বলাই সঙ্গত।

রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্যে চৈতন্যের সত্তা পারমার্থিক হইবে না ব্যাবহারিক [illegible]

* উক্ত দৃষ্টান্তসকল অসঙ্কীর্ণ নহে। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে একই দৃষ্টান্তে দুই তিন প্রকারের অধ্যাস পরিলক্ষিত হয়। পরে দেখান যাইবে।

† অবচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ (প্রধানতঃ) অর্থাৎ উপলক্ষণের কথা না বলিলে বিশেষণ অথবা উপাধি দ্বারা বিশেষ-করণ। কিন্তু এস্থলে "রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্য"—পদে রজ্জুকে চৈতন্যের বিশেষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে না অর্থাৎ রজ্জুকে চৈতন্যের স্বরূপে প্রবিষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে না। রজ্জু বিশিষ্ট চৈতন্য নহে। রজ্জু চৈতন্যের উপাধি, অর্থাৎ চৈতন্যের স্বরূপে অপ্রবিষ্ট। চৈতন্য রজ্জুপহিত। [illegible] বুঝিতে হয়। [illegible]

সর্পের এবং সর্পজ্ঞানের সত্তা। প্রাতিভাসিক সত্তা বলিয়া অধিষ্ঠানের সত্তা হইতে তাহাদের বিষম সত্তা। এই হেতু তাহারা উভয়েই 'অধ্যাস'।

সত্তা তিন প্রকারেরই হইয়া থাকে; যথা প্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক। ব্রহ্মজ্ঞান বিনা যে পদার্থের বাধ (অপরোক্ষ মিথ্যাত্ব নিশ্চয়) হয় না, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই বাধ হয়, সেই পদার্থের সত্তাকে ব্যাবহারিক সত্তা বলে। ঈশ্বর সৃষ্টিতেই সেই ব্যাবহারিক সত্তা; কেননা দেহেন্দ্রিয়াদি প্রপঞ্চ যাহা ঈশ্বর সৃষ্টি, ব্রহ্মজ্ঞান বিনা তাহার বাধ হয় না; ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই তাহার বাধ হয়। ঈশ্বর সৃষ্টির পদার্থের ব্রহ্মজ্ঞান বিনা নাশ হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বিনা তাহার বাধ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথমাবস্থায় কাহারও ঈশ্বর সৃষ্টির পদার্থের সেই বাধ বা মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয় না, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের পরেই হইয়া থাকে। সেই হেতু মূলাবিদ্যার কার্য্য যে জাগ্রদবস্থার পদার্থরূপ ঈশ্বর সৃষ্টি তাহারই ব্যাবহারিক সত্তা। জন্ম-মরণ বন্ধমোক্ষ প্রভৃতি ব্যবহারসাধিকা যে সত্তা বা অবস্থিতি তাহার নাম ব্যাবহারিক সত্তা।

ব্রহ্মজ্ঞান বিনাই যাহার বাধ হয়, সেই পদার্থের সত্তাকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলে। যেমন ব্রহ্মজ্ঞান বিনাই শুক্তি, রজ্জু ও মরুভূমির জ্ঞান দ্বারা যথাক্রমে রৌপ্য, সর্প ও জলের বাধ হয়, সেই হেতু রৌপ্যাদিত্রয়ের প্রাতিভাসিক সত্তা অর্থাৎ যে সত্তা প্রতিভাস বা প্রতীতিমাত্র (ব্যাবহারিক বা জাগ্রদবস্থার অজ্ঞাননিষ্ঠ নহে); রৌপ্যাদি তুলা অবিদ্যার কার্য্য, অর্থাৎ যে অবিদ্যা ঘটাদি জড় পদার্থোপহিত চৈতন্যকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে তাহারই ফল। এই হেতু তাহাদের সত্তা প্রতীতি মাত্র। তাহাদের সত্তাকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলে।

আর কালত্রয়ে যাহার বাধ হয় না, তাহার সত্তাকে পারমার্থিক সত্তা বলে। চৈতন্যের বাধ কোন কালেই হয় না। এই হেতু চৈতন্যের সত্তা পারমার্থিক সত্তা। শুক্তির ব্যাবহারিক সত্তা এবং তাহাতে আরোপিত রজতের প্রাতিভাসিক সত্তা পরস্পর বিষম সত্তা। ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা এবং তাহাতে আরোপিত জগতের ব্যাবহারিক সত্তা পরস্পর বিষম সত্তা। এই প্রকারে সকল অধ্যাসেই আরোপিত পদার্থ হইতে অধিষ্ঠানের বিষম সত্তা।

যে পদার্থে আধারতা প্রতীত হয় তাহাকেই অধিষ্ঠান বলে। এই আধারতা পারমার্থিক হইতে পারে অথবা আরোপিত হইতে পারে। সেই আধারতা পারমার্থিকই হইবে, এইরূপ আগ্রহ বা নির্ব্বন্ধ নাই, কেননা আত্মার যেরূপ অনাত্মায় অধ্যাস হয়—সেইরূপ আত্মাতেও আত্মার অধ্যাস হইয়া থাকে। আর

অনাত্মায় পারমার্থিক ভাবে আত্মার আধারতা নাই, কিন্তু আরোপিত আধারতাই আছে। এই হেতু এই প্রসঙ্গে আধারতাকেই অধিষ্ঠান বলা হয়।

যদ্যপি অনাত্মাকে আত্মার অধিষ্ঠান বলিলে, আত্মাও আরোপিত বলিয়া কল্পিত হইয়া পড়েন, তথাপি ভাষ্যকার শারীরক ভাষ্যের প্রারম্ভে "তমেবমবিদ্যাখ্যমাত্মানোরিতরেতরাধ্যাসম পুরস্কৃত" এইরূপে আত্মা ও অনাত্মার অন্যোন্যাধ্যাসের কথা বলিয়াছেন। এই হেতু অনাত্মায় আত্মার অধ্যাসের নিষেধ করা চলে না। পরস্পর অধ্যাসকে অন্যোন্যাধ্যাস বলে, এই হেতু অনাত্মায় আত্মাধ্যাস মানিলে, উক্ত শঙ্কার সমাধান অনিবার্য্যরূপে আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেই সমাধান এই প্রকার হইবে:—অধ্যাস দুই প্রকারেই হইতে পারে। প্রথম—স্বরূপাধ্যাস, দ্বিতীয়—সংসর্গাধ্যাস। যে পদার্থের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়ভাবে উৎপন্ন হয় তাহাকে স্বরূপাধ্যাস বলে। যেমন শুক্তিতে রজতের স্বরূপাধ্যাস হয়, আত্মায় অহঙ্কারাদি অনাত্মার স্বরূপাধ্যাস হয়। আবার যে যে পদার্থে স্বরূপ প্রথম হইতে ব্যাবহারিক বা পারমার্থিক বলিয়া সিদ্ধ তাহাদের মধ্যে যদি অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধকে ও সম্বন্ধের জ্ঞানকে সংসর্গাধ্যাস বলা হয়। যেমন মুখের সহিত দর্পণের কোন সম্বন্ধ নাই; আর দুই পদার্থ ই ব্যাবহারিক; সেস্থলে দর্পণে মুখের সম্বন্ধ প্রতীত হয়, এই হেতু অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে অনেক স্থলে ব্যাবহারিক সম্বন্ধীর মধ্যে, যে সম্বন্ধ ও সম্বন্ধের জ্ঞান অনির্ব্বচনীয়ভাবে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে সংসর্গাধ্যাস বলে। সেই প্রকারে চৈতন্যের অহঙ্কারে অধ্যাস হয় না; চৈতন্য পারমার্থিক বলিয়া—তাহার সম্বন্ধেরই অহঙ্কারের অধ্যাস হয়। আত্মতা চৈতন্যে বিদ্যমান আর প্রতীত হয় অহঙ্কারে। এই হেতু আত্মার তাদাত্ম্য চৈতন্যেই আছে আর প্রতীত হয় অহঙ্কারে। এই হেতু আত্মচৈতন্যের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অহঙ্কারে অনির্ব্বচনীয়। অথবা আত্মত্ব ও তাদাত্ম্যের অহঙ্কারে অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ। এই হেতু চৈতন্য কল্পিত নহেন, কিন্তু চৈতন্যের অহঙ্কারে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অথবা আত্মচৈতন্যের [illegible] সম্বন্ধ কল্পিত।

এই প্রকারে যে স্থলে পারমার্থিক পদার্থের অভাব সত্ত্বেও, তাহার প্রতীতি যাহাতে হয় তাহাতে পারমার্থিক পদার্থের ব্যাবহারিক পদার্থে অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ উৎপন্ন হয় এবং তাহার অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানও উৎপন্ন হয়। আর ব্যাবহারিক পদার্থের অভাব সত্ত্বেও যেস্থলে প্রতীতি হয়, সেস্থলে অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধই উৎপন্ন হয় এবং সম্বন্ধীর অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানও উৎপন্ন হয়। আর কোনও স্থলে

সম্বন্ধমাত্র ও সম্বন্ধের অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সকল প্রকার অধিষ্ঠান হইতেই অধ্যস্তের বিষম সত্তা ; এবং সেই সত্তা অনির্ব্বচনীয় সত্তা।

যে স্থলে আত্মার অনাত্মায় অধ্যাস হয়, সেস্থলেও অধিষ্ঠান অনাত্মা ব্যাবহারিক, আর আত্মা অধ্যস্ত হয় না। কিন্তু আত্মার সম্বন্ধ অনাত্মায় অধ্যস্ত হয়। এই হেতু তাহা অনির্ব্বচনীয়। অনির্ব্বচনীয় শব্দের অর্থ—যাহা সৎ এবং অসৎ হইতে বিলক্ষণ।

এই প্রসঙ্গে চারিটি শঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে ; প্রথম শঙ্কা :—সাক্ষীকে যে স্বপ্নপ্রপঞ্চের অধির্ব্বান বলা হয়, তাহা অসম্ভব ; কেননা, অধিষ্ঠানে যাহা আরোপিত হয়, তাহা সেই অধিষ্ঠানের সহিত সম্বন্ধ হইয়া প্রতীত হয় ; যেমন শুক্তিতে যখন রজত আরোপিত হয় তখন 'ইহা রজত' এই প্রকারে শুক্তির "ইহা" রূপতার সহিত সম্বন্ধ হইয়া প্রতীত হয়। আত্মার যখন কর্ত্তৃত্বাদি আরোপিত হয় তখন 'আমি কর্ত্তা' এই প্রকারে সম্বন্ধ হইয়া প্রতীত হয়, সেই প্রকারে স্বপ্নের গজাদি যখন সাক্ষীতে (আত্মায় বা আমাতে) আরোপিত হয় তখন 'আমি গজ' বা 'আমাতে গজ' এই প্রকার সাক্ষীর সহিত সম্বন্ধ হইয়া গজাদির প্রতীত হওয়া চাই। দ্বিতীয় শঙ্কা—'শুক্তিতে রজতাভাব ব্যাবহারিক এবং পারমার্থিক'—ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব ; কেননা, অদ্বৈতবাদে একমাত্র চৈতন্যই পারমার্থিক। তাহা হইতে যাহা ভিন্ন তাহাকে যদি পারমার্থিক বলিয়া মানা যায় তাহা হইলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয় ; কেননা পারমার্থিক রজত নাই ; সেই হেতু 'পারমার্থিক রজতের অভাব আছে বলিলে', তাহার কথন সম্ভব হইতে পারে বটে কিন্তু 'পারমার্থিক অভাব আছে' এইরূপ কথন সম্ভব নহে। তৃতীয় শঙ্কা—শুক্তিতে অনির্ব্বচনীয় রজত 'উৎপন্ন' হয় বলা হইয়াছে ; তাহা হইলে তাহার নাশ আছে বলিতে হয়। কিন্তু এরূপ কথন সম্ভব নহে ; কেননা, রজতের উৎপত্তি-নাশ হয় বলিলে, সেই উৎপত্তি-নাশের, ঘটের উৎপত্তি-নাশের ন্যায় প্রতীত হওয়া চাই অর্থাৎ যখন ঘট উৎপন্ন হয় তখন 'ঘট উৎপন্ন হইতেছে'—এই প্রকারে ঘটের উৎপত্তি প্রতীত হয় এবং যখন ঘটের নাশ হয়, তখন 'ঘটের নাশ হইল' এই প্রকারে ঘটের নাশ প্রতীত হয়—সেই প্রকার যখন শুক্তিতে রজতের উৎপত্তি হয় তখন 'রজতের উৎপত্তি হইল' এই প্রকারে উৎপত্তি প্রতীত হওয়া চাই এবং জ্ঞান দ্বারা যখন রজতের নাশ হয় তখন 'রজতের শুক্তিদেশে নাশ হইল', এই প্রকারে রজতে নাশ প্রতীত হওয়া চাই, আর শুক্তিদেশে কেবল রজতই প্রতীত হয়, তাহার উৎপত্তি-নাশ প্রতীত হয় না। এই কারণে নৈয়ায়িক বৈশেষিকের অন্যথাখ্যাতি*,

* নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ যাহা বলেন তাহা মূলতঃ এই — রজতাদি দেশে আছে ;

শূন্যবাদীর অসৎখ্যাতি, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর আত্মখ্যাতি, সাংখ্য ও প্রভাকরের অখ্যাতি, এই সকল মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়ভাবে রজতের উৎপত্তি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

চতুর্থ শঙ্কা এই—পূর্ব্বে যে উক্ত হইয়াছে সৎ-অসৎ হইতে বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় রজতাদির উৎপত্তি হয়, তাহা একেবারে অসঙ্গত ; কেননা, যাহা 'সৎ' হইতে বিলক্ষণ, তাহা 'অসৎ' হইবে, যাহা 'অসৎ' হইতে বিলক্ষণ তাহা 'সৎ' হইবে। সৎ হইতে বিলক্ষণ অথচ অসৎ নহে, একথা বিরুদ্ধ, এবং অসৎ হইতে বিলক্ষণ অথচ সৎ নহে—একথাও বিরুদ্ধ।

নেত্রদোষ বশতঃ তাহাই ভীতি প্রভৃতি অন্তরালবর্ত্তী বস্তুর সহিত সম্মুখস্থ রজ্জু প্রভৃতিতে প্রতীত হয়। "সুস্থ নেত্র দ্বারা যাহা সম্ভব নহে, দোষযুক্ত নেত্র দ্বারা তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অর্থাৎ সুস্থনেত্র কি প্রকারে অন্যদেশস্থিত বস্তুকে ভীতি প্রভৃতির সহিত সম্মুখে উপস্থাপিত করে?—এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা হয়—কোন কোন রোগে যেমন ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেইরূপ তিমিরাদি দোষ বশতঃ চক্ষুর সামর্থ্য বাড়িয়া যায়। এই মতের নাম 'অন্যথাখ্যাতি'—অর্থাৎ একদেশে স্থিত বস্তুর অন্য দেশে প্রতীতির নাম **অন্যথাখ্যাতি**। নব্য নৈয়ায়িক চিন্তামণিকার, এই মতে দোষ দিয়া কহেন—তাহা হইলে বল্মীকাদিরও রজ্জুদেশে প্রতীতি হওয়া উচিত। তাঁহার মতে দোষযুক্ত নেত্রদ্বারা রজ্জুরই সর্পরূপে প্রতীতি হয়। এক বস্তুর অন্যরূপে প্রতীতির নাম (যথা রজ্জুর সর্পরূপে প্রতীতির নাম) **অন্যথাখ্যাতি**। নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে রজ্জুত্ব ধর্ম্মের সহিত নেত্রের সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধ। দোষ হেতু রজ্জুত্ব প্রকাশ পায় না, সর্পত্বই পায়। পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের উদ্বুদ্ধ সংস্কার সহকারী হয়।

শূন্যবাদী বলেন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়—তাহা রজ্জুতে নাই বা অন্য কোথাও নাই। সেই সর্প একান্ত অসত্য বলিয়া শূন্যবাদীর এই মতকে **অসৎখ্যাতি** বলে। আর এক শ্রেণীর শূন্যবাদী বলেন—রজ্জুতে অসৎ সর্পের সম্বন্ধেরই প্রতীতি হয়।

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বলেন—সেই সর্প রজ্জু দেশে নাই এবং বুদ্ধির বাহিরে অন্যত্রও নাই। ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপ বুদ্ধি অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মা যাহা প্রতিক্ষণ উৎপত্তি-বিনাশবিশিষ্ট, সকল পদার্থের আকার ধারণ করে, তাহাই সর্পরূপে প্রতীত হয়। এই হেতু ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর এই মতকে **আত্মখ্যাতি** বলে। "আত্মখ্যাতি" পদের অর্থ—আত্মার অর্থাৎ বুদ্ধিরই সর্পরূপে ভান।

সাংখ্য ও প্রভাকর—অসৎখ্যাতি-বাদে দোষ দিয়া বলেন, "একান্ত অসত্যের" প্রতীতি হইলে, বন্ধ্যাপুত্র ও শশশৃঙ্গেরও প্রতীতি হওয়া চাই। আত্মখ্যাতি-বাদে দোষ দিয়া বলেন, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর মতে আত্মা প্রতিক্ষণ উৎপত্তিবিনাশশীল বলিয়া সর্পের অধিককাল ধরিয়া স্থির প্রতীতি হইত না। অন্যথাখ্যাতি মতে দোষ দিয়া তাঁহারা বলেন যে, তাহাতে চিন্তামণিকার প্রদত্ত দোষ ত আছেই অধিকন্তু অন্য দোষ এই—যেমন জ্ঞেয়ের অনুসারেই জ্ঞান হয়, ইহাই নিয়ম, তখন

এই চারিটি শঙ্কার সমাধান এইরূপ হইবে:—প্রথম শঙ্কার সমাধান—যদি সাক্ষী আত্মায় স্বপ্নাধ্যাস হইত তাহা হইলে 'আমি গজ' 'আমাতে গজ'—এইরূপ প্রতীতি হইত, ইহার উত্তর এই—পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কার হইতেই অধ্যাস হয়। পূর্ব্বানুভব যে প্রকার হইবে, সংস্কারও সেই প্রকার হইবে এবং সংস্কারের সমান অধ্যাস হইবে।

উপাদানকারণ অবিদ্যা সকল অধ্যাসেই সমান কিন্তু নিমিত্তকারণ—পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কার তাহা প্রতি অধ্যাসে বিলক্ষণ। অনুভবজনিত সংস্কার যে প্রকার হয়, অবিদ্যার পরিণামও তদনুরূপ হয়। যে পদার্থের অহমাকারে অনুভবজনিত সংস্কার অবিদ্যার সহিত মিলিত হইবে, সেই পদার্থের অহমাকারে অবিদ্যা পরিণামরূপ অধ্যাস হইবে। যে পদার্থের সমাকারে অনুভবজনিত সংস্কার অবিদ্যার সহিত মিলিত হইবে, সেই পদার্থের সমাকারে অবিদ্যা পরিণামরূপ অধ্যাস হইবে। যে পদার্থের ইদমাকারে অনুভবজনিত সংস্কার অবিদ্যার সহিত মিলিত হইবে, সেই পদার্থের ইদমাকারে অবিদ্যাপরিণামরূপ অধ্যাস হইবে। স্বপ্নের গজাদির পূর্ব্বানুভব ইদমাকারেই হইয়াছে, অহমাকারে হয় নাই। এই হেতু গজাদিবিষয়ক অনুভবজনিত সংস্কারও ইদমাকারেই হয়। এই হেতু 'এই গজ' এই আকারেই প্রতীতি হয়। 'গজ আমাতে' বা 'আমিই গজ' এইরূপ প্রতীত হয় না।

অনুমান দ্বারা সংস্কারের নিরূপণ হইতে পারে। যে সংস্কার ফলের অনুকূল অর্থাৎ যে সংস্কার দ্বারা উক্ত ফল সম্ভব তাহারই অনুমিতি হয়।

চিন্তামণিমতে জ্ঞেয় রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান অত্যন্ত অসঙ্গত। তাঁহাদের মতে রজ্জুর নেত্রবৃত্তির সহিত সম্বন্ধ হইলে রজ্জুর "ইদং"রূপে সামান্য জ্ঞান ও সর্পের স্মৃতি, অর্থাৎ সামান্য প্রত্যক্ষজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞান এই দুইটি মিলিয়া "এইটি সর্প" এইরূপ ভ্রম হয়। প্রমাতায় ভয় দোষ এবং প্রমাণে তিমিরাদি দোষ বশতঃ উক্ত দুইটি পৃথগ্‌জ্ঞানের বিবেক হয় না। সেই অবিবেকের নাম ভ্রম। তাঁহাদের এই মতের নাম অখ্যাতি বা বিবেকাভাব। অদ্বৈতসিদ্ধান্তী—(অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিবাদী) বলেন—

অন্তঃকরণবৃত্তি নেত্রদ্বারা বহির্গত হইয়া আলোকের সাহায্যে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; তদ্দ্বারা আবরণ ভঙ্গ হইলে বিষয়ের প্রতীতি হয়। বৃত্তি যদি তিমিরাদি দোষ বশতঃ বিষয়াকার প্রাপ্ত না হয় তবে আবরণ ভঙ্গ হয় না। তখন রজ্জুচৈতন্যে অবস্থিত অবিদ্যার ক্ষোভ উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা অবিদ্যার সর্পাকার পরিণাম হয়। সেই সর্পজ্ঞান রজ্জুজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া 'সৎ' নহে, এবং বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় অপ্রতীত নহে বলিয়া 'অসৎ' নহে, এই হেতু অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ বাধ যোগ্য স্বরূপবান্;

সংস্কারের উৎপাদক পূর্ব্বানুভবও অধ্যাসরূপ হইতে পারে এবং তাহার উৎপাদক সংস্কারও ইদমাকারেই হইতে পারে। সেই অধ্যাসপ্রবাহ অনাদি। এই হেতু প্রথমানুভবের ইদমাকারতার হেতু কি? এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কেননা, অনাদি পক্ষে কোন অনুভবই প্রথম নহে। সকল অনুভবই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুভবের পরবর্ত্তী।

দ্বিতীয় শঙ্কার তাৎপর্য্য এই—অভাবকে পারমার্থিক মানিলে, অর্থাৎ অভাবরূপ দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকার করিলে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি। ইহার সমাধান এই:—অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সকল পদার্থই কল্পিত। তাহাদের অভাব পারমার্থিক, তাহা ব্রহ্মরূপই। ইহা ভাষ্যকারসম্মত। তাঁহার মতে কল্পিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানরূপই; যেমন মোক্ষ অর্থাৎ সংসারের নিবৃত্তি বা অভাব ব্রহ্মরূপই। এই কারণে অদ্বৈতের হানি হয় না।

তৃতীয় শঙ্কা এই:—শুক্তিতে যদি রজতের 'উৎপত্তি' মানা যায় তাহা হইলে, উৎপত্তি প্রতীত হইয়া চাই, ইহার সমাধান এইরূপ—শুক্তিতে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে রজত অধ্যস্ত আর শুক্তির ইদন্তা বা 'একটা কিছু'রূপতা সম্বন্ধ রজতে অধ্যস্ত। (তাহা না হইলে মিথ্যা রজত সত্তা লাভ করিতে পারে না)। এই হেতু 'ইহা রজত' এই প্রকারে রজত প্রতীত হয়। যেমন শুক্তির 'ইদন্তার' সম্বন্ধ রজতে অধ্যস্ত হয়, সেই প্রকার শুক্তিতে যে প্রাক্‌সিদ্ধত্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান, তাহার সম্বন্ধের অধ্যাসও রজতে হইয়া থাকে। রজত প্রতীতি কালের পূর্ব্বে সিদ্ধকে 'প্রাক্‌সিদ্ধ' বলা হইতেছে; রজত প্রতীতি কালের পূর্ব্বে সিদ্ধ হইতেছে শুক্তি; এই প্রকারে শুক্তিতে প্রাক্‌সিদ্ধত্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান। সেই প্রাক্‌সিদ্ধত্ব ধর্ম্মের সম্বন্ধের অধ্যাসও রজতে হয় বলিয়া 'এক্ষণে রজত' এইরূপ প্রতীতি হয় না; 'প্রাক্‌সিদ্ধ বা প্রাগ্‌জাত রজত দেখিতেছি' এই প্রতীতিই হইয়া থাকে। এই প্রতীতির বিষয় যে প্রাগ্‌জাতত্ব, তাহা রজতে নাই কিন্তু রজতে 'ইদানীং জাতত্ব' আছে, আর প্রাগ্‌জাতত্ব রজতে প্রতীত হইতেছে।

শুক্তিতে প্রাগ্‌জাতত্ব বিদ্যমান থাকিতে রজতে অনির্ব্বচনীয় প্রাগ্‌জাতত্ব উৎপন্ন হইল এইরূপ মানিলে গৌরবদোষ হইবে। আবার শুক্তির প্রাগ্‌জাতত্ব রজতে প্রতীত হয় এইরূপ মানিলে, অন্যথাখ্যাতি মানিতেই হইবে আর এই সকল স্থলে অন্যথাখ্যাতি মানাই হইয়াছে, তথাপি শুক্তির প্রাক্‌সিদ্ধত্ব ধর্ম্মের অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ রজতে উৎপন্ন হয়, এই পক্ষই সমীচীন।

এই প্রকারে শুক্তির প্রাক্‌সিদ্ধত্বের সম্বন্ধের প্রতীতি হইতে রজতের

উৎপত্তির প্রতীতির প্রতিবন্ধ ঘটে, কেননা প্রাক্‌সিদ্ধতা ও বর্ত্তমান উৎপত্তি পরস্পর বিরুদ্ধ। যেস্থলে প্রাক্‌সিদ্ধতা বিদ্যমান সেস্থলে অতীত উৎপত্তিই হইয়া থাকে। যেস্থলে বর্ত্তমান উৎপত্তি সেস্থলে প্রাক্‌সিদ্ধতা হয় না।

এই প্রকারে শুক্তিবৃত্তির অর্থাৎ শুক্তির অস্তিত্বের প্রাক্‌সিদ্ধত্বের সম্বন্ধের প্রতীতি বশতঃ উৎপত্তি প্রতীতির প্রতিবন্ধ ঘটে বলিয়া, রজতের উৎপত্তি হইলেও সেই উৎপত্তির প্রতীতি হয় না।

অবশিষ্ট আপত্তি রহিল—রজতের নাশ হইলেও সেই নাশের প্রতীতি হওয়া চাই। তাহার সমাধান এইরূপে হইবে—যখন অধিষ্ঠানের (শুক্তির) জ্ঞান হয় তখন রজতের নাশ হয়, আর সেই অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইতেই রজতের বাধনিশ্চয় হয়। শুক্তিতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালেই রজত নাই, এইরূপ নিশ্চয়কে বাধ বলা হইতেছে। এইরূপ নিশ্চয় নাশপ্রতীতির বিরোধী—কেননা, যে প্রতিযোগী নাশে কারণ হয়, বাধে সেই প্রতিযোগীর সর্ব্বদাই অভাব প্রতীত হয় (রজত, রজত নাশের প্রতিযোগী, বাধে সেই প্রতিযোগী রজতের সর্ব্বদাই অভাব প্রতীত হয়)। যে বস্তুর 'সর্ব্বদাই অভাব' এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহার নাশ-বুদ্ধি সম্ভব হয় না। অথবা যেমন মুদগরাদি দ্বারা ঘটাদির চূর্ণীভাবরূপ নাশ হয়, কল্পিত বস্তুর সেইরূপ নাশ হয় না। কিন্তু অধিষ্ঠানের ভোগ দ্বারাই অজ্ঞানরূপ উপাদান সহিত কল্পিতের নিবৃত্তি হয়। অধিষ্ঠান মাত্রের অবশেষই অজ্ঞানসহিত কল্পিতের নিবৃত্তি। সেই অধিষ্ঠান হইতেছে—শুক্তি। শুক্তির অবশেষরূপই যে রজতের নাশ ইহা অনুভবসিদ্ধ। এই হেতু রজতের নাশের প্রতীতি হয় না—এইরূপ কথন অবিমৃশ্যকারিতার নিদর্শন।

চতুর্থ শঙ্কা এই ;—'সৎ অসৎ হইতে বিলক্ষণ'—এইরূপ উক্তি বিরুদ্ধ বচন। তাহার সমাধান এইরূপ হইবে :—যদি, সদ্বিলক্ষণ শব্দের অর্থ 'স্বরূপ রহিত' হইত, এবং অসদ্বিলক্ষণ শব্দের অর্থ 'বিদ্যমানস্বরূপ' হইত, তাহা হইলে বিরোধের সম্ভাবনা হইত ; কেননা, একই পদার্থে স্বরূপরাহিত্য ও স্বরূপসাহিত্য হইতে পারে না। সেই হেতু সদসদ্বিলক্ষণ শব্দের অর্থ উক্তরূপ নহে, কিন্তু কালত্রয়ে যাহার বাধ হয় না তাহাকেই 'সৎ' বলা হয়। যাহার বাধ হয় তাহাকে 'সদ্বিলক্ষণ' বলা হয়। যাহা শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদির স্বরূপহীন তাহাকে অসৎ বলা হয়। তাহা হইতে বিলক্ষণ স্বরূপবান্‌ই হইতে পারে। এই হেতু 'সদসদ্বিলক্ষণ' শব্দের অর্থ বাধযোগ্য স্বরূপবান্। 'স্বরূপবান্' এই মাত্রই অসদ্বিলক্ষণ শব্দের অর্থ। এই প্রকারে যে স্থলে ভ্রমজ্ঞান হয় সেই স্থলে অনির্ব্বচনীয় পদার্থ

সকলেরই উৎপত্তি হয়। কোথাও সম্বন্ধীর উৎপত্তি হয়, যেমন শুক্তিতে রজতের উৎপত্তি হয় ও রজতে শুক্তিবৃত্তি-তাদাত্ম্যের সম্বন্ধের উৎপত্তি হয়, এবং শুক্তিবৃত্ত-তাদাত্ম্যের রজতে অন্যথাখ্যাতি নহে, সেই প্রকার শুক্তিতে যে প্রাক্‌সিদ্ধ ধর্ম্ম আছে তাহার অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধের রজতে উৎপত্তি হয়, তাহারও অন্যথাখ্যাতি নহে। এই প্রকারে, ইহা অন্যোন্যাধ্যাসেরও উদাহরণ, সম্বন্ধাধ্যাসেরও উদাহরণ, সম্বন্ধী অধ্যাসেরও উদাহরণ। অনির্ব্বচনীয় বস্তুর প্রতীতিকে জ্ঞানাধ্যাস বলে এবং জ্ঞানের অনির্ব্বচনীয় বিষয়কে অর্থাধ্যাস বলে। এই হেতু জ্ঞানাধ্যাস অর্থাধ্যাসেরও এই উদাহরণ ; আর রজতত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট রজতের শুক্তিতে অধ্যাস হয় ; এই হেতু ধর্ম্মী অধ্যাসেরও এই উদাহরণ।

যে স্থলে অন্যোন্যাধ্যাস হয়, সে স্থলে উভয়ের পরস্পর স্বরূপতঃ অধ্যাস হয় না। কিন্তু আরোপিতের স্বরূপতঃ অধ্যাস হয় আর সত্য বস্তুর ধর্ম্ম অথবা সম্বন্ধ অধ্যস্ত হয়। সম্বন্ধাধ্যাসও দুই প্রকারের হইয়া থাকে। কোথাও ধর্ম্মের সম্বন্ধের অধ্যাস হইয়া থাকে, যেমন উক্ত উদাহরণে শুক্তিবৃত্তি ইদন্তারূপ ধর্ম্মের সম্বন্ধের রজতে অধ্যাস হয় ; আর "রক্তপট" (লালবস্ত্র) এই স্থলে কুসুমফুলনিষ্ঠ ধর্ম্মের সম্বন্ধের পটে অধ্যাস হয় ; আর দর্পণে মুখের সম্বন্ধের অধ্যাস হয়।

আবার অন্তঃকরণের আত্মায় স্বরূপতঃ অধ্যাস হয়, আর অন্তঃকরণে আত্মার স্বরূপতঃ অধ্যাস হয় না কিন্তু আত্মসম্বন্ধের অধ্যাস হয় বলিয়া আত্মার সংসর্গাধ্যাস। আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ, অন্তঃকরণ নহে। আর জ্ঞানের সম্বন্ধ অন্তঃকরণে প্রতীত হয় ; এই হেতু আত্মার সম্বন্ধের অন্তঃকরণে অধ্যাস হয়। সেই প্রকার 'ঘট প্রকাশিত হইতেছে' 'পট প্রকাশিত হইতেছে',—এই প্রকারে স্ফুরণ-সম্বন্ধ সকল পদার্থেই প্রতীত হয়। ইহাই নিখিল পদার্থে আত্মসম্বন্ধের অধ্যাস।

আত্মায় অন্ধত্বাদি ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম প্রতীত হয় ; এই হেতু অন্ধত্বাদি ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মের আত্মায় অধ্যাস হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকলের আত্মায় তাদাত্ম্যাধ্যাস হয় না ; কেননা, 'আমি অন্ধ' এইরূপ প্রতীতিই হইয়া থাকে, 'আমি চক্ষু' এইরূপ [illegible] হয় না। এই হেতু চক্ষুর ধর্ম্ম—অন্ধত্বের, আত্মায় অধ্যাস হয়, চক্ষুর অধ্যাস হয় না,

যদ্যপি চক্ষু প্রভৃতি নিখিল প্রপঞ্চের অধ্যাস আত্মায় হয়, তথাপি ব্রহ্ম চৈতন্যে সমগ্র প্রপঞ্চের অধ্যাস হয়। যাহা 'ত্বম্' পদের অর্থ (জীবাত্মা) তাহাতে নিখিল প্রপঞ্চের অধ্যাস হয় না। অবিদ্যার এইরূপ অদ্ভুত মহিমা। একই পদার্থের একধর্ম্মবিশিষ্টতার অধ্যাস হয়, অপর ধর্ম্মবিশিষ্টতার অধ্যাস হয় না,—

যেমন ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট শরীরের আত্মায় তাদাত্ম্যাধ্যাস হয় কিন্তু শরীরত্ববিশিষ্ট শরীরের অধ্যাস হয় না। এই কারণে বিচারশীল ব্যক্তিও 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি মনুষ্য', এইরূপ বাক্য ব্যবহার করে—কিন্তু 'শরীর আমি' এইরূপ বাক্য ব্যবহার বিবেকী করেন না। এই হেতু অবিদ্যার অদ্ভুত মহিমা বশতঃ ইন্দ্রিয়ের অধ্যাস বিনাই আত্মায় অন্ধত্বাদি ধর্ম্মের অধ্যাস সম্ভব হয়। ইহাই ধর্ম্মাধ্যাসের উদাহরণ।

এই হেতু সকল ভ্রমেই 'স্বাভাবাধিকরণাবভাস ভ্রম' এবং 'অধিষ্ঠান হইতে বিষমসত্তাবিশিষ্ট অবভাস ভ্রম' ভ্রমের পূর্ব্বোক্ত দুইটি লক্ষণই খাটে কিন্তু পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে ভ্রম দুই প্রকার। (যেস্থলে রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদি প্রত্যক্ষ হয় এবং 'এই সর্প দেখিতেছি' এইরূপ প্রত্যক্ষের জ্ঞান হয়, সেই স্থলে ভ্রম অপরোক্ষ। আর যেস্থলে সর্পাদি অনুমান ও শব্দপ্রমাণাদি দ্বারা সিদ্ধ হয়, প্রত্যক্ষগোচর হয় না, সেস্থলে ভ্রম পরোক্ষ)। পূর্ব্বে রজ্জু সর্পাদি যে সকল ভ্রমের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলি অপরোক্ষ ভ্রমের দৃষ্টান্ত। আর যে স্থলে, দুষ্ট অনুমানবশতঃ অর্থাৎ বহ্নি প্রভৃতি শূন্যদেশে রন্ধনশালাত্ব প্রভৃতি রূপ হেতু দ্বারা বহ্নি প্রভৃতির (ভ্রান্ত) অনুমিতি জ্ঞান হয়, কিম্বা দুষ্ট শব্দ প্রমাণ দ্বারা অর্থাৎ প্রতারক বাক্যবলে 'বিল্ববৃক্ষের অভ্যন্তরে বহ্নি আছে' এইরূপ ভ্রমজ্ঞান হয়, সে স্থলে ভ্রম পরোক্ষ। সেই সকল স্থলে নৈয়ায়িক প্রভৃতি "অন্যথাখ্যাতি" দ্বারা পরোক্ষ ভ্রমের কারণ নির্দ্দেশ করেন। অদ্বৈতবাদী তাহাদিগের ব্যাখ্যা বা নির্দ্দেশ হইতে পৃথক্ কিছু বলিবার আগ্রহ করেন না। কেননা, তাঁহার অধ্যাস লক্ষণ, পরোক্ষ ভ্রম বিষয়েও অতিব্যাপ্তি দোষদুষ্ট হয় না। তিনি অপরোক্ষ অধ্যাস বিষয়েই তাঁহার পারিভাষিক অধ্যাসের বিলক্ষণতা মানেন; কেননা আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি অনর্থের ভ্রম, অপরোক্ষ। তাহা যে স্বরূপতঃ জ্ঞান দ্বারা দূরীকরণযোগ্য, ইহাই বুঝাইবার জন্য তাঁহার অধ্যাসের নিরূপণ। এই হেতু অপরোক্ষ ভ্রমের দৃষ্টান্ততা দেখাইয়া তাহারই অধ্যাসতা প্রতিপাদন জন্য তাঁহার আগ্রহ। পরোক্ষ ভ্রম বিষয়ে শাস্ত্রান্তর হইতে বিলক্ষণ কিছু বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, আর অপরোক্ষ ভ্রম বিষয়ে প্রদর্শিত প্রকারে অধ্যাসলক্ষণের সমন্বয় হয়।

এ বিষয়ে অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিই অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত। তাহা এইরূপে প্রতিপাদিত হয়—যে স্থলে রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদির ভ্রম হয়, সে স্থলে প্রথম ক্ষণে সর্পাদির সংস্কার সহিত পুরুষের তিমিরাদি দোষযুক্ত নেত্রের রজ্জু প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ ঘটে; তখন রজ্জু প্রভৃতির বিশেষ ধর্ম্ম রজ্জুত্ব প্রভৃতি অপ্রকাশ থাকে অর্থাৎ রজ্জুতে যে শণ পাট প্রভৃতি রূপ অবয়ব আছে তাহা প্রকাশিত হয় না। তাহার

পর দ্বিতীয় ক্ষণে রজ্জুর যে সামান্য ধর্ম—ইদন্তা বা একটা-কিছু-রূপতা, তাহাই প্রকাশিত হয়। সেই ইদন্তার অর্থ বর্ত্তমান কাল ও পুরোবর্ত্তী দেশের সহিত সম্বন্ধ। তাহাকে 'সামান্যাংশ' বা 'আধার'ও বলা হয়। আর শণরূপ ত্রিবলয়াকার রজ্জুত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট যে রজ্জু তাহাকে বিশেষাংশ বলা হয়। তাহাকে অধিষ্ঠানও বলে। সেই অধিষ্ঠানের সামান্য জ্ঞানও (জাতিত্বের জ্ঞানও) অধ্যাসের হেতু। সেই সামান্য জ্ঞান দোষযুক্ত নেত্ররূপ প্রমাণ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই হেতু তাহা প্রমা। এই হেতু নেত্র দ্বারা অন্তঃকরণ রজ্জুকে প্রাপ্ত হইয়া ইদমাকার (এই একটা-কিছুর আকার)-রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর তৃতীয় ক্ষণে দোষজনিত ইদমাকার বৃত্তি দ্বারা উপহিত চৈতন্য যে অবিদ্যা অবস্থিত, তাহাতে ক্ষোভ হয় অর্থাৎ অবিদ্যারূপ উপাদান কার্য্যাভিমুখ হয়। আর চতুর্থক্ষণে সেই অবিদ্যার তমোগুণ-রূপ অংশ এবং সত্ত্বগুণরূপ অংশ এই দুইটি সর্পাদি বিষয়াকার ও জ্ঞানাকার পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সেই সর্পাদি ও তাহার জ্ঞান অবিদ্যার পরিণাম আর চৈতন্যের বিবর্ত্ত। এই হেতু একই সর্পাদি ও জ্ঞানরূপ ধর্ম্মীতে দুই ধর্ম্ম থাকে। যেমন একই পুরুষরূপ ধর্ম্মীতে নিজ পিতার অপেক্ষায় পুত্রত্ব ও পিতামহের অপেক্ষায় পৌত্রত্ব এই দুই ধর্ম্ম থাকে, সেইরূপ এস্থলে সর্প হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশাদি সকল প্রপঞ্চে বিকারী অবিদ্যার অপেক্ষায় পরিণামিত্ব এবং রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা উপহিত বা মায়োপহিত চৈতন্যরূপ অধিষ্ঠানের অপেক্ষায়, বিবর্ত্তত্ব এই দুই ধর্ম্ম থাকে।

উপাদানের সহিত সমান সত্তাবিশিষ্ট এবং অন্য প্রকার স্বরূপ হইলে তাহাকে পরিণাম বলে। যেমন দধিকে, আপন উপাদান দুগ্ধের সহিত সমান সত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট, কিন্তু দুগ্ধের মিষ্টতাস্বরূপ হইতে ভিন্ন স্বরূপ অর্থাৎ অম্লতাস্বরূপ বলিয়া অন্যথাস্বরূপ হওয়ায়, দুগ্ধের পরিণাম বলে, সেইরূপ উক্ত প্রপঞ্চকেও অবিদ্যার সহিত সমান সত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রাতিভাসিক বা ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট কিন্তু অবিদ্যার স্বরূপ স্বভাবতা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ সরূপস্বভাবতা হেতু অন্যথাস্বরূপ হওয়ায়, অবিদ্যার পরিণাম বলে।

অধিষ্ঠান হইতে বিষমসত্তাবিশিষ্ট অন্য প্রকার স্বরূপ হইলে তাহাকে বিবর্ত্ত বলে। যেমন রজ্জূপহিত চৈতন্য ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট এবং মায়োপহিত চৈতন্য পারমার্থিক সত্তাবিশিষ্ট। সর্পাদি প্রপঞ্চ, রজ্জূপহিত চৈতন্য হইতে বিষম (বিলক্ষণ) অর্থাৎ প্রাতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট এবং মায়োপহিত চৈতন্য হইতে বিষম (বিলক্ষণ) অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট, হওয়ায় আর সংসার দশায়

অবাধিত উক্ত উভয় প্রকার চৈতন্য দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া ভিন্ন স্বরূপ হওয়ায় চৈতন্যের বিবর্ত্ত।

—— এই প্রকারে সর্প, দণ্ড, মালা, বলীবর্দ্দ মূত্রধারা, ভূতলের ফোটন ইত্যাদি প্রকারের নানা পদার্থের মধ্যে যে যে পদার্থের সংস্কারযুক্ত পুরুষের দোষযুক্ত নেত্রের, রজ্জুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া ইদমাকারের বৃত্তি হইবে তাহারই বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যস্থিত অবিদ্যার সেই সেই পদার্থরূপ এবং তাহার জ্ঞানরূপ পরিণাম যুগপৎ উৎপন্ন হইবে। যে স্থলে এক রজ্জুতেই উক্ত সর্পাদির মধ্যে একই পদার্থের সংস্কারযুক্ত দশজন পুরুষের দোষযুক্ত নেত্রের উক্ত রজ্জুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া ইদমাকার বৃত্তি হইবে, সেই স্থলে সকলেরই বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যে স্থিত অবিদ্যার সেই সেই পদার্থরূপ এবং সেই সেই পদার্থের জ্ঞানরূপ পরিণাম যুগপৎ হইবে এবং যে স্থলে একই রজ্জুতে দশজনের দোষযুক্ত নেত্রের রজ্জুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া সর্প দণ্ড মালা ইত্যাদির এক এক ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভ্রম হইবে, সেই স্থলে, যাহার বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যে যে বিষয় উৎপন্ন হইবে তাহা তাহারই প্রতীত হইবে, অন্যের নহে।

এই প্রকারে উক্তরূপ যে ভ্রমজ্ঞান তাহা ইন্দ্রিয়জনিত নহে কিন্তু অবিদ্যারই বৃত্তিরূপ। কিন্তু বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যে অবস্থিত অবিদ্যার যে পরিণাম ভ্রম সেই (পরিণাম) ইদমাকার বৃত্তি নেত্র দ্বারা রজ্জু প্রভৃতি বিষয়ের সম্বন্ধ হইতেই হয়। এই হেতু ভ্রমজ্ঞান ইন্দ্রিয়জনিত বলিয়া প্রতীত হওয়ায়, নৈয়ায়িকগণ এই ভ্রমজ্ঞানকে ইন্দ্রিয়জনিত মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আর কয়েকজন বৈদান্তিকও ইহা অঙ্গীকার করেন কিন্তু তাঁহাদের ঐরূপ কথন যুক্তি ও অনুভবের বিরুদ্ধ, এইহেতু সমীচীন নহে।

এই প্রকারে বেদান্ত সিদ্ধান্তে গ্রহণীয় অনির্ব্বচনীয় খ্যাতির বিচার সংক্ষেপে উক্ত হইল।

———

পঞ্চদশী

পরিশিষ্ট ও

(সপ্তমাধ্যায় তৃপ্তিদীপ ১০১ শ্লোকের সহিত পাঠ)

শ্রুতি ষড়্‌লিঙ্গ।

প্রথমাধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকে যে 'শ্রবণে'র লক্ষণ করা হইয়াছে, সেই শ্রবণ জীবব্রহ্মের অভেদরূপ মহাবাক্য তাৎপর্য্যের অবধারণ। সেই শ্রবণ অঙ্গী। তাহার অঙ্গরূপ অপর এক প্রকার শ্রবণ আছে। তাহার ফল, শ্রুতি ষড়্‌লিঙ্গের সাহায্যে, অদ্বৈতব্রহ্মেই শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্যাবধারণ। এই ৭।১০১ শ্লোকে, সেই দ্বিতীয় প্রকার শ্রবণই অভিপ্রেত। সেই শ্রুতি ষড়্‌লিঙ্গ কি কি? লিঙ্গ বলিতে বুঝিতে হইবে—ব্যাপ্তিবলে যাহা যাহার বোধক তাহা তাহার লিঙ্গ; যেমন পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান স্থলে, ধূম বহ্নির লিঙ্গ। সেইরূপ যে সকল লিঙ্গ দেখিয়া বৈদিক বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য জ্ঞান হয় তাহারা শ্রুতিতাৎপর্য্য লিঙ্গ। তাহারা সংখ্যায় ছয়টি। বেদান্তসারে ৯৭—১০৩ কণ্ডিকায় সেই ছয়টি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে:—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

এই ছয়টি লিঙ্গের জ্ঞানকাণ্ডরূপ উপনিষৎ ভিন্ন কর্ম্মকাণ্ড বোধক বেদবাক্য-সমূহের তাৎপর্য্য নির্ণয়েও উপযোগিতা আছে। তাহা জৈমিনিকৃত দ্বাদশাধ্যায়িরূপ পূর্ব্বমীমাংসায় স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবোধক বেদবাক্যসমূহরূপ উপনিষদ্‌গণের অদ্বৈতব্রহ্মে তাৎপর্য্য নির্ণয়ে এই ছয়টি লিঙ্গের উপযোগিতা ভাষ্য-কার ভগবৎপূজ্যপাদ ব্যাখ্যানাবসরে ভাষ্যে নানা স্থানে প্রদর্শন করিয়াছেন। আনন্দ-গিরি [illegible] নামক গ্রন্থে এই ছয়টি লিঙ্গের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। [illegible] উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের তাৎপর্য্য নির্ণয়রূপ উদাহরণ লইয়া এই ছয়টি লিঙ্গের অর্থ ও প্রয়োগ বেদান্তসারে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। [ম০ রা০ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "অনুভূতি প্রকাশের" শ্বেতকেতু বিদ্যাপ্রকাশ নামক তৃতীয়াধ্যায়ে সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকের যে অনুবাদ প্রদত্ত হইবে তাহার সাহায্যে এই ষড়্‌লিঙ্গের উপ-যোগিতা সবিশেষ বোধগম্য হইবে]। (১) সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকে, সেই প্রকরণ প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ বস্তু, "সৎ এব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম এব

অদ্বিতীয়ম্"—(২য় খণ্ড, ১)—হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল—এই উপক্রমে, জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। আবার উপসংহারে (৯ম খণ্ডের চতুর্থ মন্ত্রে এবং ১০ম হইতে ১৬শ খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে)—"ঐতদাত্ম্যম্ ইদম্ সর্ব্বম্"—এই সমস্ত জগৎ তদাত্মক অর্থাৎ সেই সদ্রূপ আত্মস্বরূপ—এই বাক্যদ্বারা সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাই উপক্রমোপসংহারের একতারূপ প্রথম লিঙ্গ। যেমন নহবতের সানাই-বাদক সীবাড়ী সুরে বাদ্য আরম্ভ করে, মধ্যে মূর্চ্ছনাদি দ্বারা বিবিধ আলাপ করিয়া পরিশেষে সেই সুরেই উপসংহার করে এবং তদ্দ্বারা সেই সুরেই বাদনের তাৎপর্য্য জানায়; সেইরূপ। উদাহৃত স্থলে উপক্রমোপসংহারের অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উল্লেখের মধ্যে সৃষ্টি প্রভৃতি প্রতিপাদিত হইলেও সেই উপক্রমোপসংহারের এক-রূপতার বলে অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই সেই সৃষ্টি প্রতিপাদনের তাৎপর্য্য—ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে।

(২) প্রকরণ প্রতিপাদ্য বস্তুর সেই প্রকরণ মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদনের নাম অভ্যাস। যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে নবম খণ্ডের চতুর্থ মন্ত্রে এবং দশম হইতে ষোড়শ খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে,—"তৎ ত্বম্ অসি"—তুমি হইতেছ তাহাই, এই বাক্য দ্বারা নয়বার অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাই অভ্যাস নামক দ্বিতীয় লিঙ্গ। যেমন ভিক্ষুক বা পণ্যবিক্রেতা, একই কথা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বার বার উল্লেখ করিয়া, সেই কথার তাৎপর্য্যে ভিক্ষালাভ বা পণ্য বিক্রয়ে নিজ প্রয়োজন বুঝায় সেই প্রকার শ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি দ্বারা নয়বার অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মবোধনে নিজ তাৎপর্য্য জানাইতেছেন।

(৩) প্রকরণ প্রতিপাদ্য বস্তু সেই শাস্ত্র ভিন্ন অন্য প্রমাণের অবিষয় হইলে অর্থাৎ অন্য প্রমাণ দ্বারা অজ্ঞেয় হইলে, সেই প্রমাণান্তরাজ্ঞেয়ত্বকে অপূর্ব্বতা নামক তৃতীয় লিঙ্গ বলে। যেমন সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম উপনিষদ্ভিন্ন অন্য প্রমাণের অবিষয় রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, (অথবা যেমন বৃহদারণ্য-কোপনিষদের ৩।৯।২৬ মন্ত্রে) তম্ তু ঔপনিষদম্ পুরুষম্ পৃচ্ছামি—'(হে শাকল্য) আমি তোমাকে সেই একমাত্র উপনিষদ্বিজ্ঞেয় (অশনাদি বর্জ্জিত) পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি'—এই শ্রুতিবচন দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপনিষদ্রূপ শব্দ-প্রমাণ ভিন্ন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়তারূপ অলৌকিকতা কথিত হইয়াছে, অথবা ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া আপনার ব্যবহার বিষয়ে অন্য প্রমাণের অপেক্ষা

রাখেন না। যেমন কোন পণ্যবিক্রেতা পণ্যবিশেষের অপূর্ব্বতা বা অন্যত্র অলভ্যতা বর্ণন করিলে, গ্রাহক দ্বারা তাহার ক্রয়করণেই তাহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় সেইরূপ শ্রুতিবাক্য যে অর্থের অপূর্ব্বতা বর্ণন করেন সেই অর্থেই তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হয়।

(৪) যে প্রকরণে যাহা প্রতিপাদ্য, সেই প্রকরণে তাহার বা তদনুষ্ঠানের শ্রূয়মাণ প্রয়োজনকে ফল নামক চতুর্থ লিঙ্গ বলে। যেমন সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকের চতুর্দ্দশ খণ্ডের দ্বিতীয় মন্ত্রে "আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদ" "তস্য তাবৎ এব চিরম্ যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে"—আচার্য্যবান্ বা সদ্‌গুরুসম্পন্ন লোকে জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন ; তাঁহার মোক্ষলাভ করিতে সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় ; তাহার পর দেহপাতের সঙ্গেই তিনি বিমুক্ত হইয়া যান—এই বাক্যদ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানের ফলে জন্মাদিরূপ অনর্থ-নিবৃত্তি এবং কৈবল্যপ্রাপ্তিরূপ ফল কথিত হইয়াছে। যেমন বিবিধ প্রকার অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্যবর্ণন প্রসঙ্গে তাহাদের নিজ নিজ ফলশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সেই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করানই সেই সেই ফলশ্রুতির তাৎপর্য্য। এইরূপ উপনিষদেও সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জানিবার ফল বর্ণিত হইয়াছে ; সেই ব্রহ্মের জ্ঞানলাভেই তাহার তাৎপর্য্য।

(৫) শীঘ্র প্রবৃত্তির জন্য যে স্তুতি প্রভৃতির দ্বারা বিহিতার্থে প্রশংসা অথবা শীঘ্র নিবৃত্তির জন্য নিষিদ্ধার্থের নিন্দা তাহাই অর্থবাদ নামক পঞ্চম লিঙ্গ। যেমন সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডের প্রথম মন্ত্রে—"উত তম্ আদেশম্ অপ্রাক্ষঃ যেন অশ্রুতম্ শ্রুতম্ ভবতি, অমতম্ মতম্ অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতম্"—(গুরুমুখ হইতে) যে উপদেশটি (অর্থাৎ ব্রহ্মোপদেশ) শুনিয়া মনন করিলে এবং যাহার তাৎপর্য্য অনুভব করিলে অপর যাহা কিছু অর্থাৎ কার্য্যরূপ জগদ্বিষয়ক অশ্রুত থাকে, তাহা শুনা কথার মত হইয়া যায়,—অচিন্তিত সকল বস্তুই চিন্তিতের মত হইয়া যায় এবং যাহা কিছু অবিজ্ঞাত ছিল, তাহা বিজ্ঞাত হইয়া যায়—সেই উপদেশটি তুমি আচার্য্যের নিকট চাহিয়াছিলে ?—এই বাক্য দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানের স্তুতি করা হইয়াছে। ইহাই অর্থবাদরূপ পঞ্চম লিঙ্গ। যেমন কেহ অন্য পুরুষের নিকট অপর তৃতীয় পুরুষের প্রশংসা করিলে, সেই তৃতীয় পুরুষে গুরুমিত্রাদি ভাব স্থাপনেই তাহার তাৎপর্য্য নির্ণয় হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানের স্তুতিকারক শ্রুতিবাক্যের অদ্বিতীয় ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হয়।

(৬) প্রকরণ প্রতিপাদিত অর্থের সিদ্ধির জন্য দৃষ্টান্তাদিরূপ অনুকূল যুক্তির

নাম উপপত্তি, তাহাই ষষ্ঠ লিঙ্গ ; যেমন সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকের—যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভনম্ বিকারঃ নামধেয়ম্ মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্—(ঘটাদির কারণরূপ) একটি মাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হওয়া যায় অর্থাৎ বুঝা যায় যে মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ, বিকার অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্যরূপ পদার্থ কেবল শব্দময় (শব্দ হইতে উৎপন্ন) নাম মাত্র,—এইরূপ আরও সুবর্ণাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা কার্য্যরূপ জগতের কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই অভেদ প্রতিপাদক দৃষ্টান্ত এস্থলে উপপত্তিরূপ ষষ্ঠ লিঙ্গ। যেমন লোকে যে অর্থের সিদ্ধির জন্য দৃষ্টান্তাদি যুক্তি প্রদর্শন করে সেই অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদনই তাহার তাৎপর্য্য, সেইরূপ উপনিষৎ-সমূহে অদ্বৈত ব্রহ্মপ্রতিপাদনের অনুকূল যে দৃষ্টান্তাদি কথিত হইয়াছে, অদ্বৈত-ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই তাহাদের তাৎপর্য্য।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের তাৎপর্য্য নির্ণয়।

এই প্রকারে শ্রুতি ষড়্‌লিঙ্গের উদাহরণ ছান্দোগ্যের ষষ্ঠাধ্যায় অবলম্বন করিয়া বেদান্তসারে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ষড়্‌লিঙ্গরূপ যুক্তির প্রয়োগে অদ্বৈত-ব্রহ্মে যে সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। "বিদ্বন্মনো-রঞ্জিনী"কার বৃহদারণ্যকোপনিষদের তাৎপর্য্য এইরূপে নির্ণয় করিয়া দেখাইয়াছেন :—

প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের সপ্তম কণ্ডিকায় আছে—আত্মা ইতি এব উপাসীত ; অত্র হি এতে সর্ব্বে একম্ ভবন্তি—আত্মা বলিয়াই অর্থাৎ প্রাণাদিরূপ উপাধিকৃত ভেদ পরিত্যাগ করিয়াই তাঁহার উপাসনা করিবে। ইহাতেই (এই আত্মাতেই) উক্ত ঔপাধিক গুণসমূহ একীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে—ইহা হইল উপক্রম আর পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের প্রথম কণ্ডিকায় "পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদম্ পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায় পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে।"—"অদঃ"—ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণস্বরূপ ব্রহ্ম পূর্ণ, এবং "ইদম্"—কার্য্যাত্মক ব্রহ্মও পূর্ণ। পূর্ণ জগৎ কার্য্যই পূর্ণ কারণ হইতে অভিব্যক্ত হয়। অবশেষে এই পূর্ণের পূর্ণত্ব লইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণস্বরূপ এই কার্য্যজগৎ তাহাতে বিলীন হইলে পর সেই পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ তাহার কোনও প্রকার বিকৃতি ঘটে না—ইহা হইল উপসংহার। আবার তৃতীয়াধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণের ২৬ কণ্ডিকায় এবং চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের চতুর্থ কণ্ডিকায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণের ২২ কণ্ডিকায়, পঞ্চম ব্রাহ্মণের ১৫ কণ্ডিকায় উল্লিখিত হইয়াছে—সঃ এষঃ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যঃ নহি গৃহ্যতে, অশীর্য্যঃ নহি শীর্য্যতে,

অসঙ্গঃ নহি সজ্যতে, অসিতঃ ন ব্যথতে ন রিষ্যতি—প্রাণাদি সমস্ত জগৎ যাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত মধুকাণ্ডে 'নেতি' 'নেতি' বলিয়া যাহার উল্লেখ রহিয়াছে সেই এই আত্মা অগৃহ্য—অগ্রাহ্য ; অতএব কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করা যায় না, অশীর্য্য—শীর্ণ হইবার অযোগ্য, এই কারণে শীর্ণ হয় না, অসঙ্গ—নির্লেপ, এইজন্য কোথাও আসক্ত হন না ; নিরবয়ব বলিয়া অসিত—আবদ্ধ ; এই হেতু কিছু দ্বারা ব্যথিত (আবদ্ধ) হন না, এবং কোনও প্রকারে হিংসিত হন না।—ইহাই অভ্যাস নামক দ্বিতীয় লিঙ্গ। আবার তৃতীয়াধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণের ২৬ কণ্ডিকায় আছে "তন্ তু ঔপনিষদম্ পৃচ্ছামি"—আমি তোমার নিকট সেই উপনিষদ্ অর্থাৎ একমাত্র উপনিষদেই যাহার তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, সেই পুরুষের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি। ইহার দ্বারা অপূর্ব্বতা রূপ তৃতীয় লিঙ্গ সূচিত হইয়াছে। আবার চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের চতুর্থ কণ্ডিকায় আছে—অভয়ম্ বৈ জনক প্রাপ্তঃ অসি ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে জনক! তুমি অভয় (জন্মমরণাদি ভয় নিবারণ ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হইয়াছ। চতুর্থ ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ কণ্ডিকায় আছে "ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি"—(যিনি আপ্তকাম, তাঁহার প্রাণসমূহ উৎক্রমণ করে না, পরন্তু) তিনি ব্রহ্মস্বরূপই বটে, এইজন্য শেষে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন—ইত্যাদি ফলরূপ চতুর্থ লিঙ্গ। আবার প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের দশম কণ্ডিকায় আছে—তৎ যঃ যঃ দেবানাম্ প্রত্যবুধ্যত সঃ এব তদভবৎ তথা ঋষীণাম্ তথা মনুষ্যাণাম্—দেব ঋষি ও মনুষ্যগণ মধ্যে যিনি যিনি ব্রহ্মকে বুঝিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন—ইত্যাদি অর্থবাদ নামক পঞ্চম লিঙ্গ। আবার দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের সপ্তম কণ্ডিকায় আছে—সঃ যথা দুন্দুভেঃ হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায়, দুন্দুভেঃ তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ—যেমন দুন্দুভি বাদ্য বাজাইলে, বাহিরের অন্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না অর্থাৎ পৃথক্ বলিয়া ধরা যায় না, পরন্তু দুন্দুভির কিম্বা দুন্দুভি শব্দের গ্রহণে অন্য শব্দও গৃহীত হইয়া থাকে অর্থাৎ অপর যে শব্দ তৎকালে থাকে তৎসমস্তই দুন্দুভিশব্দের সহিত মিলিত থাকিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিগোচর হয় তদ্রূপ। ইহা হইল উপপত্তি নামক ষষ্ঠ লিঙ্গ।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের তাৎপর্য্য নির্ণয়।

উক্ত উপনিষদের ব্রহ্মবল্লীর প্রথমানুবাকের প্রথম মন্ত্রের "ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্"—যিনি পরব্রহ্ম অবগত হন তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন—ইহা হইল উপক্রম ; ভৃগুবল্লীর ষষ্ঠানুবাকের প্রথম মন্ত্রের "আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ"—

'মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বররূপ আনন্দকে কারণরূপে লক্ষিত বিশুদ্ধ আনন্দরূপ ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন'—ইহা হইল উপসংহার। আবার ব্রহ্মবল্লীর অষ্টমানুবাকের দ্বাদশমন্ত্রে আছে, (ভৃগুবল্লীর দশমানুবাকের ষষ্ঠ মন্ত্রেও আছে) যঃ চ অয়ম্ পুরুষে যঃ চ অয়ম্ আদিত্যে সঃ একঃ—গুহানিহিত বলিয়া বর্ণিত এই অপরোক্ষ প্রত্যগাত্মা যাহা ব্যষ্ট্যুপাধিপুরুষে বিদ্যমান তাহা, এবং যাহা বিদ্বৎপ্রত্যক্ষ লৌকিকানন্দের চরম সীমা বলিয়া মীমাংসিত মায়াবচ্ছিন্ন পরমানন্দাত্মা আদিত্যে অর্থাৎ সূত্রাত্মায় সমষ্টি লিঙ্গোপাধিতে বিদ্যমান এই দুইটি ভিন্ন প্রদেশস্থ ঘটাকাশ ও মঠাকাশে অবকাশ রূপে যেমন এক, সেইরূপ এক এবং বস্তুতঃ ভেদরহিত,—ইহা অভ্যাস নামক দ্বিতীয় লিঙ্গ। আবার ব্রহ্মবল্লীর প্রথমানুবাকের প্রথম মন্ত্রে আছে—যঃ বেদ নিহিতম্ গুহায়াম্ পরমে ব্যোমন্ সঃ অশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ—হৃদয়াকাশস্থিত বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে নিহিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত কাম্য বিষয় যুগপৎ ভোগ করেন ;—ইহার দ্বারা অপূর্ব্বভাজন তৃতীয় লিঙ্গ সূচিত হইয়াছে। আবার ব্রহ্মানন্দবল্লীর সপ্তমানুবাকের প্রথম মন্ত্রে আছে—অভয়ম্ প্রতিষ্ঠাম্ বিন্দতে, অথ সঃ অভয়ংগতো ভবতি—যেহেতু এই সাধক বিদ্যাবস্থায় এই ব্রহ্মে ভয়শূন্য হইয়া প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আত্মভাব লাভ করেন, তদনন্তর (সেই হেতু) তিনি তখন ব্রহ্মবিজ্ঞ হইয়া অভয়ংগত বা ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হন—ইহা হইল ফলশ্রুতিরূপ চতুর্থ লিঙ্গ। আবার ব্রহ্মবল্লীর ষষ্ঠানুবাকের প্রথম মন্ত্রে আছে—সঃ অকাময়ত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়—সেই পরমাত্মা কামনা করিলেন কি প্রকারে আমি বহু হই। ইহা হইল অর্থবাদ নামক পঞ্চম লিঙ্গ। আবার ব্রহ্মবল্লীর ষষ্ঠানুবাকে আছে—অসন্ এব স ভবতি অসৎ ব্রহ্ম ইতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্ম ইতি চেৎ বেদ, সন্তম্ এনম্ ততঃ বিদুঃ॥ সর্ব্বব্যবহারের অতীত বলিয়া, যদি কেহ 'ব্রহ্ম নাই' এইরূপ মনে করে, সেই ব্যক্তি তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা 'অসৎ' অর্থাৎ পুরুষার্থ শূন্য হইয়া যায়, অথবা সে অশ্রদ্ধাহেতু নাস্তিক। সর্ব্ব দ্বৈতের অধিষ্ঠান বলিয়া সর্ব্বজগৎকর্ত্তা সর্ব্বলয়াধার ব্রহ্ম আছেন, যদি কেহ এইরূপ ব্রহ্মকে জানেন, ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপ পরমার্থ সদাত্মভাবাপন্ন বলিয়া জানেন—এই বচনটি এবং ব্রহ্মবল্লীর সপ্তমানুবাকের প্রথম মন্ত্র—কঃ হি এব অন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যৎ এষঃ আকাশঃ আনন্দঃ ন স্যাৎ—যদি আকাশে পরম ব্যোমরূপ গুহায় নিহিত আনন্দ না থাকিত, তাহা হইলে (সংসারে) কে-ই বা অপান চেষ্টা করিত (নিঃশ্বাস ফেলিত) কে-ই বা প্রাণ চেষ্টা করিত (উচ্ছ্বাস লইত) ? ইত্যাদি উপপত্তিরূপ ষষ্ঠ লিঙ্গ।

মুণ্ডকোপনিষদের তাৎপর্য্য নির্ণয়।

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম মন্ত্রের—"অথ পরা যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে"—যে পরবিদ্যা দ্বারা অক্ষরব্রহ্মকে লাভ করা যায় ইত্যাদি উপক্রম এবং দ্বিতীয় মুণ্ডকের একাদশ মন্ত্রে আছে:—ব্রহ্ম এব ইদম্ অমৃতম্ পুরস্তাৎ—অগ্রে বিদ্যমান এই বস্তুজাত অবিনাশিরূপ ব্রহ্মস্বরূপ ইত্যাদি উপসংহার। প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের ত্রয়োদশ মন্ত্রে—যেন অক্ষরম্ পুরুষম্ বেদ সত্যং প্রোবাচ তাম্ তত্ত্বতঃ ব্রহ্মবিদ্যাম্—যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ অদ্রেশ্যাদি বিশেষণযুক্ত ব্রহ্মরূপ পুরুষকে—পূর্ণ সত্যকে—ত্রিকালারাধ্যস্বরূপ পুরুষকে শিষ্য জানিতে পারে; দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় মন্ত্রে তৎ এতৎ অক্ষরম্ ব্রহ্ম স প্রাণঃ—তোমার দৃষ্ট এই সর্ব্বাধারভূত ক্ষরণরহিত ব্রহ্ম প্রাণাদিরূপ; এবং তত্রত্য পঞ্চম মন্ত্রে "তম্ এব একম্ জানথ আত্মানম্" হে শিষ্যগণ, সেই আধারভূত এক সজাত্যাদি ভেদরহিত প্রত্যক্স্বরূপ আত্মাকে জান ইত্যাদি অভ্যাস নামক দ্বিতীয় লিঙ্গ। আবার তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের অষ্টম মন্ত্রে আছে—ন চক্ষুষা গৃহ্যতে ন অপি বাচা—আত্মস্বরূপকে চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করিতে পারা যায় না—এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া—"বেদান্তবিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ" ইত্যাদি 'মহাবাক্যজনিত বিজ্ঞানের অর্থরূপ পরমাত্মাকে যাঁহারা সংশয় বিপর্য্যয় রহিত হইয়া জানিয়াছেন তাঁহারা লিঙ্গশরীর ভঙ্গরূপ চরম মরণ সময়ে উপাধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইত্যাদি অর্থের তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ মন্ত্র পর্য্যন্ত মন্ত্রসকল অপূর্ব্বতাসূচক তৃতীয় লিঙ্গ। আবার তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্র—তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমম্ সাম্যম্ উপৈতি—সেই জ্ঞান কালে আত্মজ্ঞানী শুভাশুভ কর্ম্ম, মূল সহিত বিসর্জ্জন দিয়া অবিদ্যা ক্লেশরহিত হইয়া নিরতিশয় নামরূপ রহিত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন; সেই মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের নবমমন্ত্র সঃ যঃ হ বৈ তৎ পরমম্ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্ম এব ভবতি—যে কেহ নিঃসন্দেহ হইয়া সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান—ইত্যাদি ফলশ্রুতি ফলনামক চতুর্থ লিঙ্গ। আবার দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের প্রথম মন্ত্রের—"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ ভবন্তি সরূপাঃ তথা অক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চ এব অপি যন্তি—যেমন সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র তুল্য জ্যোতিঃস্বরূপ বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়, সেই প্রকার হে প্রিয়দর্শন অক্ষর অর্থাৎ মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে নানা জীব উৎপত্তি লাভ করে—ইহাই হইল অর্থবাদ নামক পঞ্চম লিঙ্গ। আবার প্রথম

মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে আছে—কস্মিন্ নু ভগবঃ বিজ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদম্ বিজ্ঞাতম্ ভবতি—হে ভগবন্! কোন্ বস্তুটিকে বিশেষরূপে জানিলে এই কার্য্যজাত সমস্তই বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানহেতু বিজ্ঞানপ্রদ যে একটি বস্তু তাহাই আমাকে বলুন—এস্থলে এই এক বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞারূপাদি উপপত্তিনামক ষষ্ঠ লিঙ্গ।

ঐতরেয়াদি উপনিষদে এবং বেদের অন্যান্য শাখায় এইরূপে উপক্রমাদি বুঝিয়া লইতে হইবে।

পঞ্চদশী

পরিশিষ্ট চ

[সপ্তম অধ্যায় (২২৩ পৃঃ) ১০২ শ্লোকের সহিত পঠিতব্য]

অদ্বৈত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচয়।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত মতবাদের প্রধান পরিপোষক বলিয়া খ্যাত। তাঁহার সময় হইতেই অদ্বৈতবাদের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার পূর্ব্বেও বহু আচার্য্য এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। টঙ্ক, দ্রমিড় প্রভৃতির নামোল্লেখ তাঁহার ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদেরই মতবাদের পরিপুষ্টি করিয়াছেন এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ মতবাদ দ্বারা অদ্বৈতবাদ আক্রান্ত হইলে তিনি বহু গ্রন্থ, টীকা, ভাষ্যাদি রচনা করিয়া তৎসমুদয় বিরুদ্ধ মতের নিঃশেষে খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরবর্ত্তী কালেও বৌদ্ধ, জৈন, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, নৈয়ায়িক প্রভৃতি বিরুদ্ধ-মতবাদী বহু প্রথিতযশা মনীষী কর্ত্তৃক বার বার অদ্বৈতবাদ আক্রান্ত হইলে তৎ-সমুদয়ের খণ্ডনার্থে পুনঃ পুনঃ বিশিষ্ট বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী আচার্য্যবৃন্দের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহাদের রচিত অসংখ্য গ্রন্থ, টীকা, ভাষ্যাদিতে অদ্বৈত সাহিত্য

বিস্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। আধুনিক কালেও বহু বিজ্ঞ লেখকের অতি উচ্চ শ্রেণীর বিস্তর অদ্বৈত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ও আধুনিক সমুদয় গ্রন্থের ও গ্রন্থকর্তাদের নাম উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। নিম্নে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় প্রধান প্রধান আচার্য্যের নাম ও গ্রন্থাদির নাম উল্লেখ করা হইল।

১। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস—মহাভারত, পুরাণ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি প্রণেতা। *

২। শুকদেব (ব্যাসদেবের পুত্র) শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বিবৃত করিয়াছেন বলিয়া কথিত হন।

৩। গৌড়পাদাচার্য্য, শুকদেবের শিষ্য, মাণ্ডূক্যকারিকা, সাংখ্যকারিকা ভাষ্য, শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

৪। গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দপাদ।

৫। গোবিন্দপাদ শিষ্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য, অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থাদি রচনা করিয়া ইহার ধারাবাহিকরূপে বিস্তারের মূল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ঈশাদি দশোপনিষদ্ভাষ্য, গীতাভাষ্য, গৌড়পাদ কারিকাভাষ্য, উপদেশসাহস্রী, বিবেকচূড়ামণি, অপরোক্ষানুভূতি, শারীরকভাষ্য, আত্মবোধ প্রভৃতি ইহার অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

৬। শঙ্করশিষ্য পদ্মপাদাচার্য্য—বিজয়াভিদণ্ডিনী, পঞ্চপাদিকা প্রভৃতি ইহার গ্রন্থ।

৭। শঙ্করশিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য-কৃত নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, স্বারাজ্যসিদ্ধি, বৃহদারণ্যক ভাষ্য বার্ত্তিক প্রভৃতি।

৮। সুরেশ্বরাচার্য্য শিষ্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির সংক্ষেপ শারীরক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

৯। সুরেশ্বরশিষ্য বোধঘনাচার্য্য কৃত তত্ত্বসিদ্ধি।

১০। বাচস্পতি মিশ্র (ত্রিলোচন শিষ্য)—ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্য টীকা-ভামতী প্রভৃতি প্রণেতা।

১১। প্রকাশাত্ম যতি (অনন্তানুভব শিষ্য)—পঞ্চপাদিকা বিবরণ গ্রন্থ প্রণেতা।

১২। শ্রীহর্ষাচার্য্যকৃত খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য প্রভৃতি গ্রন্থ।

১৩। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র যতি—প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি।

---

* বেদান্তদর্শন, উত্তর-মীমাংসা, শারীরক সূত্র, ব্যাসসূত্র প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রের নামান্তর।

১৪। চিদ্বিলাস বা অদ্বৈতানন্দ—শাঙ্করভাষ্য টীকা ব্রহ্মবিদ্যাভরণ।

১৫। অখণ্ডানন্দ সন্ন্যাসী কৃত বিবরণতত্ত্বদীপন।

১৬। আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর (অভয়ানন্দ শিষ্য)—খণ্ডনখণ্ডখাদ্য টীকা, পঞ্চপাদিকা টীকা, বিবরণ টীকা প্রভৃতি।

১৭। জ্ঞানোত্তমাচার্য্য বা গৌড়েশ্বরাচার্য্য—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি টীকা প্রভৃতি।

১৮। জ্ঞানোত্তমের শিষ্য চিৎসুখাচার্য্যকৃত বিবরণ-তাৎপর্য্যদীপিকা, প্রত্যক্‌তত্ত্বদীপিকা বা চিৎসুখী প্রভৃতি।

১৯। শঙ্করানন্দকৃত সূত্রবৃত্তি, আত্মপুরাণ প্রভৃতি।

২০। ভারতীতীর্থ—বেদান্তদর্শনের অধিকরণ মালা প্রভৃতি।

২১। সায়নাচার্য্য—চতুর্ব্বেদভাষ্য, সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ ইত্যাদি।

২২। বিদ্যারণ্য—পঞ্চদশী, বিবরণপ্রমেয় সংগ্রহ প্রভৃতি।

২৩। শ্রীধরস্বামী—গীতা ও ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকা...র।

২৪। আনন্দগিরি স্বামীর—আনন্দগিরা নামক বহু টীকা আছে।

২৫। নৃসিংহাশ্রমকৃত—পঞ্চপাদিকা টীকা।

২৬। অমলানন্দস্বামী কৃত—কল্পতরু, শাস্ত্রদর্পণ প্রভৃতি।

২৭। অপ্পয্য দীক্ষিত—কল্পতরু পরিমল, সিদ্ধান্তলেশ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচয়িতা।

২৮। রামাশ্রমকৃত—রত্নপ্রমাণক প্রভৃতি।

২৯। মধুসূদন স্বামী—অদ্বৈতসিদ্ধি, গীতার টীকা প্রভৃতি।

৩০। নারায়ণ ভট্টকৃত সূত্রবৃত্তি।

৩১। ভৈরবদত্ত পণ্ডিত—ব্রহ্মসূত্র তাৎপর্য্য।

৩২। রামানন্দ সরস্বতী কৃত—বিবরণোপন্যাস, ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী প্রভৃতি।

৩৩। গঙ্গাধরস্বামী কৃত—স্বারাজ্যসিদ্ধি।

৩৪। রঘুনাথ শাস্ত্রী—শঙ্করপাদভূষণ টীকা।

৩৫। অনুপনারায়ণ কৃত—সমঞ্জসা।

৩৬। অন্নম্ভট্ট কৃত—মিতাক্ষরা।

৩৭। জ্ঞানেন্দ্রস্বামী কৃত—ব্রহ্মসূত্রার্থ প্রকাশিকা।

৩৮। নাগেশ কৃত—ব্রহ্মসূত্রেন্দুশেখর।

৩৯। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী কৃত—বেদান্তসূত্রমুক্তাবলি।

৪০। ভবদেব কৃত—সূত্রবৃত্তি।

৪১। রঙ্গনাথ কৃত—বিদ্বজ্জনমনোহরা।

৪২। স্বয়ং প্রকাশানন্দকৃত—বেদান্তবচন ভূষণ।

৪৩। জগন্নাথ যতি কৃত—ভাষ্যদীপিকা।

এতদ্ব্যতীত নীলকণ্ঠ সূরি, নরহরি, ধনপতি সূরি প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতদের অতি উপাদেয় বহু গ্রন্থ ও টীকা প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান সময়েও অনেক বিশিষ্ট বৈদান্তিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু গ্রন্থ, নিবন্ধ, টীকা ও ভাষ্যাদি রচনা করিয়া অদ্বৈত সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছেন।

—:০:—

পঞ্চদশী

পরিশিষ্ট ছ

জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা ও তজ্জনিত কর্ত্তব্য নিঃশেষতা বিষয়ক নিশ্চয়—
'বোধসারে' (পৃঃ ৫৭৬) 'জ্ঞানিগজগর্জ্জন' নামক প্রবন্ধের
৩৫ শ্লোকে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

৭।২৬৬ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ :—

(জ্ঞেয়রূপ বিষয় এবং তদুপাদান অজ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে বলিয়া) বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সর্ব্বত্র স্ফুরণ হইতেছে। (সেইরূপ স্ফুরণ বশতঃ আপনাকে, আরোপিত জীব ঈশ্বর ও জগতের অধিষ্ঠানরূপে অনুভব করিতেছি এবং অনারোপিত স্বরূপ আত্মায়) করস্থিত বদরী ফলের ন্যায় সাক্ষাদ্ভাবে অনন্ত সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ অনুভূত হওয়ায় আমার কিছুই কর্ত্তব্য অবশিষ্ট নাই—(আমি "প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য" হইয়াছি, জীবন্মুক্তি বিবেকের বঙ্গানুবাদের ৩৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। যেহেতু বিষয়সমূহের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হওয়ায় আমার চিত্ত হইতে বাসনার চিহ্নসকল বিধৌত হইয়া গিয়াছে (আমার বাসনাক্ষয় সাধনের প্রয়োজন নাই, জী, বি, ৩০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। চিত্ত নষ্ট হইয়া যাওয়ায়—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হওয়ায়—(মনো-নাশের জন্য যোগাদি সাধনের প্রয়োজন নাই) সকল বিষয়ে বিরসতা উৎপন্ন

হওয়ায় (বৈরাগ্য সাধনের প্রয়োজন নাই)। কর্ম্মপাশসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় (সন্ন্যাসাদির প্রয়োজন নাই)। ভেদ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় (দ্বৈত নিরাসেরও প্রয়োজন নাই)। (সকল সুখ ব্রহ্মসুখের অন্তর্ভূত বলিয়া এবং) সেই সুখ পাইয়াছি বলিয়া (সুখ সাধনের প্রয়োজন নাই); কল্পনাকে—আত্মায় অনাত্মারোপ বুদ্ধিকে—দূরে ফেলিয়াছি বলিয়া (কল্পনা ত্যাগের প্রয়োজন নাই)—অতঃপর যদি বল আমার কর্ত্তব্য শেষ রহিয়াছে তবে জিজ্ঞাসা করি সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান স্বার্থে অথবা পরার্থে? যদি বল 'স্বার্থে' তবে জিজ্ঞাসা করি ঐহিক ফলের জন্য অথবা পারত্রিক ফলের জন্য? যদি বল ঐহিক ফলের জন্য, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি শরীর রক্ষার্থ অথবা পুত্রশিষ্যাদিরূপ কুটুম্ব পোষণার্থ অথবা লীলার জন্য? শরীর রক্ষণার্থ হইতে পারে না—কেননা আচার্য্যপ্রাদ বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে ২৮০ শ্লোকে বলিতেছেন—"প্রারব্ধং পুষ্যতি বপুরিতি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ। ধৈর্য্যমালম্ব্য যত্নেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥" প্রারব্ধই দেহকে পোষণ করে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে স্থির করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যত্নের সহিত আত্মায় দেহাদির অধ্যাস দূর কর, এবং বিষ্ণুভাগবতে শ্রীশুক বলিতেছেন —(২।২।৩) অতঃ কবিনামসু যাবদর্থঃ স্যাদপ্রমত্তো ব্যবসায়বুদ্ধিঃ। সিদ্ধেঽন্যথার্থে ন যতেত তত্র পরিশ্রমং তত্র সমীক্ষমাণঃ॥ (সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্মফল ত্যাগ করিলে সদ্য দেহপাত হইবার সম্ভাবনা) এইহেতু জ্ঞানী, যে পরিমাণ ভোগ্য স্বীকার করিলে দেহনির্ব্বাহরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহাতেও অনাসক্ত হইয়া এবং তাহাও সুখকর নহে, এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত হইয়া (তাহার অর্জ্জনে পরিশ্রম দেখিয়া তাহার জন্য) যত্ন করিবেন না, কেননা তাহা অন্য প্রকারে অপূর্ব্ব কল্পিত ভিক্ষা প্রতিগ্রহাদির দ্বারাও সিদ্ধ হয়। পুত্রাদি কুটুম্ব পোষণার্থও নহে, কেননা শ্রুতি (বৃহদা উঃ ৩।৫।১) বলিতেছেন—ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকেই অবগত হইয়া পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অর্থাৎ পুত্রবিত্তাদি বিষয়ে কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্য (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিয়া থাকেন। পুত্রাদি পরিগ্রহ নাই বলিয়া তজ্জন্য কর্ম্মও অসম্ভব। লীলার জন্যও নহে, কেননা জ্ঞানী "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ" (মুণ্ডক ৩।১।৪), অন্যত্র তিনি রতি প্রাপ্ত হন না।

যদি বল পারত্রিক ফলের জন্য, তবে জিজ্ঞাসা করি স্বর্গার্থে বা অপবর্গার্থে অথবা আত্মশোধনার্থে। জ্ঞানী "পর্য্যাপ্তকাম কৃতাত্মা (মুণ্ডক ৩।২।২), তাঁহাতে "সর্ব্বকাম" বিলীন হইয়া গিয়াছে, বলিয়া স্বর্গ কামনা অসম্ভব। অপবর্গার্থে নহে,

কেননা কর্ম্ম অপবর্গসাধন নহে। ("ন কর্ম্মণা" ইত্যাদি কৈবল্য উ, ২ ; মহা না- উঃ ১০।৫) যদি বল আত্মশোধনার্থে, তবে জিজ্ঞাস্য—'আত্মা' বলিতে বুঝিব কি ? চিত্ত, অথবা আত্মা (আত্মচৈতন্য)। শরীর শোধন অসম্ভব, কেননা শুক্র-শোণিতোপাদানক ও মলমূত্র পূর্ণ বলিয়া ইহা সদাই অশুদ্ধ। চিত্তশোধন জ্ঞানীর নিষ্প্রয়োজন, শুদ্ধচিত্ত হইয়াই জ্ঞানী হইয়াছেন ; "যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ" (মুণ্ডক উঃ, ৩।২।৬) আর আত্মচৈতন্য স্বভাবতঃ শুদ্ধ, "অস্নাবিরং শুদ্ধম্" (ঈশাবাস্য উ, ৮) এবং নিরবয়ব বলিয়া শুদ্ধির অযোগ্য।

যদি বল জ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান পরার্থে, তবে জিজ্ঞাসা করি সেই জ্ঞানী অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন অথবা পরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন ? অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন হইলে সন্ন্যাসী অথবা গৃহস্থ ? অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসীর পরার্থে কর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্ভব নহে, কেননা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই এবং তিনি সসাধন সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন ; আর যিনি ব্রহ্ম ও আত্মার একতা বিজ্ঞান লাভ করিয়া স্বাত্মারাম হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে যে ছয়টি প্রবৃত্তির বীজ অর্থাৎ (১) বর্ণাশ্রমাদিতে "আমি আমার" অভিমান, (২) প্রপঞ্চে সত্যতা বুদ্ধি, (৩) অর্থিতা বা ইচ্ছা সম্পন্নতা, (৪) কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি, (৫) অকারণে প্রত্যবায়ভয় এবং (৬) শাস্ত্রভয়, ইহাদের মূল সহিত, তাঁহার মুখে আনিবার (উচ্চারণ করিবার) সম্ভাবনা নাই, কেননা 'তিনি আত্মাতিরিক্ত কিছুই দেখেন না—যেহেতু তিনি সর্ব্বভূতস্থ ও সর্ব্বাত্মা। এই কথা মুণ্ডকশ্রুতি (৩।১।৪) এইরূপে বলিয়াছেন—"প্রাণো হ্যেষঃ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি. বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী"—এই প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর যিনি সর্ব্ব-ভূতোপলক্ষিত হইয়া প্রকাশমান, 'তিনিই আমি', এইরূপ যিনি অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আত্মাতিরিক্ত বস্তুর কথন অসম্ভব।

আবার অপরোক্ষ জ্ঞানী গৃহস্থের লোকের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে ; তাহার কারণ এই সহস্র সহস্র জন্মে অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্মপুঞ্জের পরিপাক বশতঃ এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ বশতঃ সর্ব্বদৃশ্যের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় পূর্ব্বক, 'ব্রহ্মই আমি' এই প্রকার, ব্রহ্ম ও আত্মার একতা বিজ্ঞান প্রতিবন্ধ রহিত হইয়া যখন উৎপন্ন হয়, তখন গৃহস্থও যাজ্ঞবল্ক্যাদির ন্যায় গৃহাশ্রম হইতে ব্যুত্থিত হন এবং আমি ও আমার এইরূপ ব্যবহারের যোগ্যতা রহিত হইয়া যান, কেননা অনাত্ম দেহাদিতে অহম্ভাব এবং অন্য পদার্থে মমভাব এই যে দুই প্রকার ক্ষুদ্রতা সংসার ব্যবহারের কারণ, সেই দুইটি ভূমার (ব্রহ্মের) ও আত্মার একতা বিজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি আর সংসার ব্যবহারে সমর্থ থাকেন না। 'ব্রহ্মই

আমি' এইরূপ বিজ্ঞান এবং 'আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমার' এইরূপ বুদ্ধি আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া একাধারে থাকিতে পারে না। সেইহেতু ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা যাঁহার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে এইরূপ তত্ত্বজ্ঞের সংসরণ বা আমি আমার বুদ্ধি সংঘটন সম্ভব হয় না। এইহেতু গৃহস্থ বিদ্বান্ সংসার হইতে ব্যুত্থিতই হন এবং যতদিন না তাঁহার ব্যুত্থান হয়, ততদিন তাঁহার সেই অব্যুত্থান তাঁহার অজ্ঞানের এবং অজ্ঞান কার্য্যগ্রস্ততার পরিচায়ক হয়।

পঞ্চদশী

পরিশিষ্ট জ

তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে বৃত্তির লক্ষণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—"শাব্দবোধহেতু-পদার্থোপস্থিত্যনুকূলঃ পদপদার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ"—পদ ও পদার্থের যে সম্বন্ধ শাব্দ বোধের হেতু পদার্থের উপস্থিতির অর্থাৎ স্মরণের অনুকূল, সেই সম্বন্ধকে বৃত্তি বলে। ইহার অপর নাম পদবৃত্তি। তাহা সাধারণতঃ দুই প্রকারেরই হইয়া থাকে—যথা শক্তিবৃত্তি ও লক্ষণাবৃত্তি। কেহ কেহ নিরূঢ়লক্ষণা নামে তৃতীয় বৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা কার্য্যতঃ লক্ষণারই প্রকার ভেদ। এই দুই বৃত্তির জ্ঞান বাক্যার্থের জ্ঞানের কারণ এবং আকাঙ্ক্ষা জ্ঞান, যোগ্যতা জ্ঞান, তাৎপর্য্য জ্ঞান ও আসত্তি এই চারিটি তাহার সহকারী।

(১) আকাঙ্ক্ষা—'যস্য পদস্য যেন পদেন বিনা অন্বয়বোধজনকত্বং নাস্তি, তস্য পদস্য তেন পদেন সমভিব্যাহারঃ আকাঙ্ক্ষা' (তর্ককৌমুদী)—কোনও পদ যে পদ বিনা অন্বয়ের বোধ উৎপাদন করিতে না পারিয়া সেই পদের সহিত একত্র উচ্চারিত হইবার অপেক্ষা রাখে, তাহার সেই অপেক্ষাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন 'গাম্' (গরুটিকে) এই পদে অন্বয়বোধকতা উৎপাদনের জন্য, 'আনয়', 'পশ্য', 'স্পৃশ' ইত্যাদি কোনও পদের সহিত একত্র উচ্চারিত হইবার অপেক্ষা আছে; সেই অপেক্ষার নাম আকাঙ্ক্ষা।

(২) যোগ্যতা—অর্থাবাধঃ (তর্কসংগ্রহঃ) বা "অবাধিতার্থকত্বম্" (গদাধর অবচ্ছেদবাদ)—যেমন 'জল দ্বারা স্থলে সেচন করিতেছে' এস্থলে অর্থের বাধা হয় না কিন্তু 'অগ্নির দ্বারা সেচন করিতেছে' বলিলে অর্থের বাধা হয়।

(গ) তাৎপর্য্য—"ইদম্ এতস্মিন্ অর্থে অস্য অন্বয়ম্ প্রত্যায়য়তু ইতি প্রযোক্তুঃ ইচ্ছা"—(ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী)। এই পদ এই অর্থে ইহার অন্বয় বা সম্বন্ধ বুঝিবে, বাক্য প্রয়োগ কর্ত্তার এইরূপ ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা লৌকিক বাক্যে "সংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ সাহচর্য্যং বিরোধিতা। অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দস্যান্যস্য সন্নিধিঃ। সামর্থ্যমৌচিতী দেশঃ কালো ব্যক্তিঃ স্বরাদয়ঃ॥ শব্দার্থস্যানবচ্ছেদে বিশেষ-স্মৃতিহেতবঃ।" (ভর্তৃহরি)—এইগুলির বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। বৈদিক বাক্যে কিন্তু—"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥"—(অগ্রে ও পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।) পাকশালারূপ দেশে "সৈন্ধবমানয়" বলিলে সৈন্ধব শব্দে লবণ বুঝায়; যুদ্ধক্ষেত্ররূপ দেশে সিন্ধু-দেশীয় অশ্ব বুঝিতে হয়।

আসত্তি—'যৎপদার্থেন সহ যৎপদার্থস্য অন্বয়ঃ অপেক্ষিতঃ তয়োঃ অব্যব-ধানেন উপস্থিতিঃ' (ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)। যে পদের অর্থের সহিত যে পদের অন্বয় অপেক্ষিত সেই দুই পদের সমীপতা বা অনন্তর স্মৃতির নাম 'আসত্তি'। অথবা "[illegible] —(শক্তিলক্ষণান্যতরসম্বন্ধেন) পদজন্যপদার্থোপস্থিতিঃ" (ন্যায়-সিদ্ধান্তমঞ্জরী) বা "পদানামবিলম্বেনোচ্চারণম্" (তর্কসংগ্রহ)—যোগ্য পদের শক্তিবৃত্তি বা লক্ষণাবৃত্তিরূপ সম্বন্ধ বশতঃ অন্তরায়রহিত পদসমূহের অর্থের স্মৃতির নাম আসত্তি। যেমন 'গাম্ আনয়'—এই দুই পদের সমীপতা অর্থাৎ শক্তি-বৃত্তিবশতঃ 'গরুকে' এবং 'আন'—এই দুই পদের অন্তরায়রহিত স্মৃতি। এইগুলির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা তাৎপর্য্যজ্ঞান এবং আসত্তির জ্ঞান বা আসত্তি লৌকিক বৈদিক সকল বাক্যার্থের বোধের কারণ। এই চারিটি বিনা বাক্যার্থের বোধ হইতেই পারে না।

—:০:—